দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

[দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত]।

তৃতীয় পাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যম্।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

স্মৃত্যধিকরণম্।

স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন, অন্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ১॥

[পদচ্ছেদঃ,—স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গঃ (সাংখ্য-শাস্ত্রের নির্ব্বিষয়ত্বরূপ দোষের সম্ভাবনা), ইতি (ইহা), চেৎ (যদি, বল), ন (না—বলিতে পার না), অন্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ (যেহেতু, অন্যস্মৃতির—মনু প্রভৃতির অনবকাশ দোষের সম্ভাবনা হয়) ।]

প্রথমেঽধ্যায়ে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গোচরাদ্ অচেতনাৎ তৎসংসৃষ্টাৎ

[সূত্রস্য সরলার্থঃ,—[পূর্ব্বোক্তরীত্যা ব্রহ্মকারণতাবাদ-স্বীকারে সতি,] স্মৃতেঃ সাংখ্য-দর্শনস্য, অনবকাশঃ নির্ব্বিষয়ত্বং—বৈফল্যং বা; তল্লক্ষণো যো দোষঃ, তস্য প্রসঙ্গঃ ভবতীতি চেৎ—যদি উচ্যেত ? তৎ ন বক্তব্যম্ ? কুতঃ ?—প্রধান-কারণতা-স্বীকারে চ অন্য-স্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ, অন্যাসাং মনুপ্রভৃতি-বিরচিতানাং স্মৃতীনাং অনবকাশ-দোষঃ প্রসজ্যেত ? অয়ম্ আশয়ঃ,—যদি সাংখ্যস্মৃতেঃ সফলত্বায় বেদান্তোক্ত-ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যজ্যেত; তর্হি, সাংখ্যোক্ত-প্রধান-কারণতাবাদ-স্বীকারেঽপি, তদ্বিরোধি-মনুপ্রভৃতি-স্মৃতি-শাস্ত্রাণাং বিষয়ো বিলুপ্যেত—বিফলত্বং আপদ্যেত। অতঃ, সাংখ্যশাস্ত্রস্য সফলত্ব-রক্ষায়ৈ বেদান্তোক্তঃ ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যক্তুং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ।

অর্থাৎ; সাংখ্য শাস্ত্রে প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলা হইয়াছে। এখন, প্রথমাধ্যায়োক্ত বেদান্ত-সিদ্ধান্তানুসারে যদি ব্রহ্মকেই জগৎ-কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে, সাংখ্য-স্মৃতি একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, প্রধান-কারণ-বাদই উহার মুখ্য অর্থ, এরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে; কারণ, সাংখ্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে গেলেও মনুপ্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বিফলতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।]

অনুবাদ।

প্রথমাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যিনি, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয়ীভূত অচেতন প্রকৃতি হইতে, অথবা অচেতনের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত চেতন পদার্থ হইতেও পৃথক্

তদ্বিযুক্তাচ্চ চেতনাদর্থান্তরভূতং নিরস্তনিখিলাবিদ্যাদ্যপুরুষার্থগন্ধম্ অনন্ত-জ্ঞানানন্দৈকতানম্ অপরিমিতোদারগুণ-সাগরং নিখিলজগদেক-কারণং সর্ব্বান্তরাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম বেদান্ত-বেদ্যমিত্যুক্তম্।

অনন্তরং, অস্যার্থস্য সম্ভাবনীয়-সমস্তপ্রকার-দুর্ধর্ষণত্ব-প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। প্রথমং তাবৎ কাপিলস্মৃতি-বিরোধাদ্ বেদান্তানামতৎপরত্বমাশঙ্ক্য তৎ নিরাক্রিয়তে,—

কথং স্মৃতি-বিরোধাৎ শ্রুতেরন্যপরত্বং ? উক্তং হি—"বিরোধে ত্বন-পেক্ষং স্যাৎ"। [জৈমিনি সূ০, ১।৩।৩] (*) ইতি শ্রুতি-বিরুদ্ধায়াঃ স্মৃতেরনাদরণীয়ত্বম্ ? সত্যম্, "ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বোদ্‌গায়তি।" ইত্যাদিষু স্বত এবার্থ-নিশ্চয়সম্ভবাৎ তদ্বিরুদ্ধা স্মৃতির্নাদরণীয়ৈব; ইহ তু, বেদান্ত-

---

প্রথম অধ্যায়ের সহিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন।

এবং অবিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ রহিত, একমাত্র অসীম জ্ঞানও আনন্দ-পূর্ণ, অপরিমিত উদার-গুণের সাগর, সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ, এবং সকলের অন্তরাত্মরূপী পর ব্রহ্ম; তিনিই বেদান্ত বেদ্য, অর্থাৎ সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে একমাত্র তিনিই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

ইতঃপর, [উক্ত সিদ্ধান্তে] যতপ্রকার দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে, সেই সকল সম্ভাবনীয় দোষ দ্বারা যে, তাহা (বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম-পরতা) বারিত বা বাধিত হইতে পারে না; ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে, প্রথমতঃ কপিল-প্রোক্ত স্মৃতির (সাংখ্য দর্শনের) সহিত বিরোধ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করা হইতেছে। (†)

[ভাল] স্মৃতি-বিরোধ-বশতঃ শ্রুতির অন্যপরত্ব, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যের অন্যথা হয় কিরূপে ? যে হেতু, 'শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতিশাস্ত্র অনপেক্ষণীয় হয়, অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে স্মৃতির আদর বা প্রাধান্য থাকে না।' এই জৈমিনি-সূত্রে শ্রুতি-বিরুদ্ধ স্মৃতির অনাদরণীয়তা উক্ত হইয়াছে ? হ্যাঁ, 'ঔদুম্বরী (যজ্ঞীয় দ্রব্য) স্পর্শ করিয়া গান করিবে।' ইত্যাদি স্থলে বিনা-বিচারেই শ্রুতির অর্থ-নিশ্চয় সম্ভবপর, এই কারণে উক্ত

(*) "অসতি হ্যনুমানং" ইতি সূত্র-শেষঃ। অস্যার্থস্তু—শ্রুত্যা সহ অনুমানস্য (স্মৃতেঃ) বিরোধে সতি অনুমানং (স্মৃতিঃ) প্রমাণরূপেণ গ্রাহ্যমিতি। অর্থাৎ শ্রুতির সহিত বিরোধ না হইলেই স্মৃতি শাস্ত্র আদরণীয়, কিন্তু, শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটিলে তাহা অনাদরণীয়—প্রমাণ হয় না।

(†) তাৎপর্য্য,—যে সকল শাস্ত্র শ্রুতির অর্থ অবলম্বনে বিরচিত, সে সকল শাস্ত্র 'স্মৃতি' নামে প্রসিদ্ধ সাংখ্য-শাস্ত্রও শ্রুতি-মূলক; এই কারণে 'স্মৃতি' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতি শাস্ত্র দুর্ব্বল। এই নিমিত্ত স্মৃতি-শাস্ত্রে শ্রুতি-বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলে, তাহা উপেক্ষণীয় হয়। ভাষ্যোদ্ধৃত জৈমিনিসূত্রেও এই কথাই বিবৃত আছে।

বেদ্যস্য তত্ত্বস্য দুরববোধত্বেন পরমর্ষি-প্রণীত-স্মৃতিবিরোধে সতি 'অয়ম্ অর্থ' ইতি নিশ্চয়াযোগাৎ স্মৃত্যা শ্রুতেরতৎপরত্বোপপাদনমবিরুদ্ধম্।

এতদুক্তং ভবতি,—প্রাচীনভাগোদিত-নিখিলাভ্যুদয়-সাধনভূতাগ্নিহোত্র-দর্শ-পূর্ণমাস-জ্যোতিষ্টোমাদি-কর্ম্মাণি যথাবদভ্যুপগচ্ছতা শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণেষু "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্," ইত্যাদি-বাক্যৈরাপ্তত্বেন সংকীর্ত্তিতেন পরমর্ষিণা কপিলেন পরম-নিঃশ্রেয়স-তৎসাধনাববোধিত্বেনোপনিবদ্ধ-স্মৃত্যুপবৃংহণেন বিনা অল্পশ্রুতৈর্মন্দমতিভির্বেদান্তার্থ-নিশ্চয়াযোগাৎ, যথাশ্রুতার্থ-গ্রহণে চাপ্ত-প্রণীতায়াঃ সাংখ্য-স্মৃতেঃ সকলায়া এবানবকাশত্ব-প্রসঙ্গাচ্চ স্মৃতি-প্রসিদ্ধ এবার্থো বেদান্তবেদ্যইতি বলাদভ্যুপগমনীয়মিতি।

নচ বাচ্যং, মন্বাদি-স্মৃতীনাং ব্রহ্মৈক-কারণত্ববাদিনীনাম্ এবং সত্য-

শ্রুতি-বিরুদ্ধা স্মৃতি নিশ্চয়ই অনাদরণীয় হইয়া থাকে, (*) কিন্তু, এস্থলে, বেদান্ত-বেদ্য তত্ত্বটী দুর্জ্ঞেয়, এবং 'ইহাই' যে প্রকৃত অর্থ, এরূপ নিশ্চয় করার উপায় নাই, সুতরাং, পরমর্ষি-(কপিল-) প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, সেই স্মৃতি দ্বারা উক্ত শ্রুতির অন্যপ্রকার তাৎপর্য্য কল্পনা করা বিরুদ্ধ নহে।

এই কথা বলা হইল যে,—মহর্ষি কপিল, পূর্ব্বভাগে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে অভ্যুদয়-(স্বর্গাদি ফল-) সাধনরূপে উপদিষ্ট 'অগ্নিহোত্র', 'দর্শপূর্ণমাস' ও 'জ্যোতিষ্টোম' প্রভৃতি কর্ম্ম সকল যথাযথরূপে স্বীকার করেন, এবং শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রেও তিনি '[প্রথম] প্রসূত কপিল ঋষিকে [যিনি জ্ঞানপূর্ণ করিয়াছিলেন],' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 'আপ্ত' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুতরাং, তৎ-প্রণীত, পরম নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) ও তৎসাধন-প্রতিপাদক স্মৃতিশাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত অল্পজ্ঞ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ নির্ণীত হইতে পারে না; অথচ, যথাশ্রুত (অবিচারিত) অর্থ গ্রহণ করিলেও সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতির অনবকাশত্ব বা নির্ব্বিষয়ত্ব দোষ উপস্থিত হয়, সুতরাং, সাংখ্য-প্রতিপাদিত বিষয়ই যে, বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ইহা অনিচ্ছায়ও স্বীকার করিতে হয়।

এরূপ হইলে, কেবল ব্রহ্ম-কারণতা-প্রতিপাদক মনু-প্রভৃতির স্মৃতি সকলও নির্ব্বিষয় হইতে পারে? এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, মনু প্রভৃতির প্রণীত স্মৃতিসকলও ধর্ম্ম-

(*) তাৎপর্য্য;—যূপের ন্যায় এক প্রকার যজ্ঞীয় দ্রব্যের নাম "ঔদুম্বরী।" স্মৃতি বলিয়াছেন যে, 'সমস্তটা ঔদুম্বরী বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত করিবে।' আবার শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ঔদুম্বরী স্পর্শ করিয়া স্তোত্র গান করিবে।' এখন বিবেচ্য এই যে, স্মৃতির আদেশ মতে ঔদুম্বরীর সমস্ত অংশ বেষ্টন করিলে, আর শ্রুতির আদেশানুসারে তাহার স্পর্শ করা চলে না। কারণ; এখানে স্পর্শ অর্থে সাক্ষাৎ স্পর্শই বুঝিতে হইবে। আবার, শ্রুতির কথামতে স্পর্শ করিতে হইলেও আর স্মৃতির আদিষ্ট বেষ্টন করা চলে না। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? এরূপ স্থলের জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্রুতির বিরুদ্ধে স্মৃতি অনাদরণীয়। অতএব, শ্রুতি-বিহিত স্পর্শের অনুরোধে বেষ্টনের আদেশ উপেক্ষা করিতে হইবে।

নবকাশত্ব-দোষপ্রসঙ্গ ইতি ? ধর্ম্ম-প্রতিপাদন-দ্বারেণ প্রাচীনভাগোপবৃংহণ-এব সাবকাশত্বাৎ। অস্যাস্তু কৃৎস্নায়াস্তত্ত্ব-প্রতিপাদনপরত্বাৎ, তথান-ভ্যুপগমেঽনবকাশত্বমেব স্যাৎ। তদিদমাশঙ্কতে—"স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেদ্" ইতি।

অত্রোত্তরম্,—"ন, অন্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাদ্" ইতি। অন্যা হি মন্বাদি-স্মৃতয়ো ব্রহ্মৈক-কারণতাং বদন্তি। যথাহ মনুঃ,—"আসীদিদং তমোভূতম্" ইত্যারভ্য,—

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি-বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥ [মনুঃ, ১।৬]
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমপাসৃজৎ॥ [মনুঃ, ১।৮] ইতি॥

ভগবদ্গীতাসু চ,—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। [গীতা, ১।৬]
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" [গীতা, ১০।৮] ইতি চ।

প্রতিপাদন দ্বারা পূর্ব্বভাগ—কর্ম্মকাণ্ডের সহায়তা করিয়াই সাবকাশ বা সফল হইবে। পরন্তু, এই সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতিই কেবল তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তৎপর; সুতরাং সেই অংশটুকু অস্বীকার করিলে সমস্ত সাংখ্য-শাস্ত্রই অনবকাশ বা নির্ব্বিষয় হইতে পারে? এই দোষই "স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ," 'অর্থাৎ তাহা হইলে সাংখ্য-স্মৃতির নির্ব্বিষয়ত্ব দোষ ঘটে,' এই বাক্যে আশঙ্কিত হইয়াছে।

ইহার উত্তর —"ন,—অন্য-স্মৃত্যনবকাশ-দোষ প্রসঙ্গাৎ।" অর্থাৎ না,—এই দোষ হয় না; কারণ, তাহা হইলে অন্য স্মৃতিরও অনবকাশ-দোষ উপস্থিত হয়। যেহেতু, মনু প্রভৃতির স্মৃতি-শাস্ত্র সকল একমাত্র ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। মনু বলিয়াছেন, '[সৃষ্টির পূর্ব্বে] এই জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন ছিল।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া,—'অনন্তর, অব্যক্ত (প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর) ভগবান্ স্বয়ম্ভু (হিরণ্যগর্ভ) (ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই) মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে স্বশক্তি-সংযোগ করিয়া এই জগৎকে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত করতঃ 'তমোনুদ' অর্থাৎ প্রলয়-কালীন অন্ধকাররাশি বিধ্বস্ত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেই স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বীয় শরীর হইতে প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীর্য্য বা স্বশক্তি সমর্পণ করিলেন।'

ভগবদ্গীতায় আছে,—'আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং প্রলয়ের আশ্রয়।' 'আমি সমস্ত জগতের কারণ এবং আমা হ'তেই সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হয়।'

তথাচ মহাভারতে, [শান্তি-পর্ব্বণি, ১৮২।১]—

"কুতঃ সৃষ্টমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ।

প্রলয়ে চ কমভ্যেতি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥" ইতি ।

পৃষ্ট আহ,—"নারায়ণো জগন্মূর্ত্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ ।" ইতি ।

তথা,—"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম ।" ইতি ।

"অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্ক্রিয়ে সম্প্রলীয়তে ।" ইতি চ ।

আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ,—

"বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্ ।

স্থিতি-সংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ ॥" [বিষ্ণুপুং, ১।১।৩৫] ইতি ।

আহ চাপস্তম্বঃ,—"পূঃ প্রাণিনঃ সর্ব্ব-গুহাশয়স্য,

ন হন্যমানস্য বিকল্মষস্য ।"

ইত্যারভ্য,—"তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে,

স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ ॥" ইতি ।

যদি কপিল-স্মৃত্যা বেদান্ত-বাক্যার্থ-ব্যবস্থা স্যাৎ, তদৈতাসাং সর্ব্বাসাং স্মৃতীনামনবকাশত্বরূপো মহান্ দোষঃ স্যাৎ ।

অয়মর্থঃ,—যদ্যপি বেদান্ত-বাক্যানাম্ অতিক্রান্ত-প্রত্যক্ষাদি-সকলে-

---

সেইরূপ মহাভারতেও আছে,—'হে পিতামহ ! (ভীষ্মদেব,) স্থাবর-জঙ্গমময় এই সমস্ত জগৎ কোথা হইতে সৃষ্ট হয়? এবং প্রলয়-কালেইবা কাহাকে আশ্রয় করে? তাহা আমাকে বলুন।' জিজ্ঞাসিত হইয়া (ভীষ্ম) বলিয়াছেন,—'অনন্তরূপী সনাতন (নিত্য) নারায়ণই জগন্মূর্ত্তি, অর্থাৎ এই জগৎ নারায়ণেরই শরীর।'

আরও (আছে),—'হে দ্বিজবর! এই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত (প্রকৃতি) তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।' 'হে ব্রহ্মন্, সেই অব্যক্ত আবার নিষ্ক্রিয় বা নিরবয়ব পুরুষ—নারায়ণে বিলীন হয়।' ভগবান্ পরাশর বলিয়াছেন,—'এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই অবস্থিত, তিনি এই জগতের স্থিতি ও সংযম-কর্ত্তা, এবং এই জগৎ তাঁহারই স্বরূপ।'

আপস্তম্বও বলিয়াছেন,—'এই প্রাণিগণ, সর্ব্ব বস্তুর অন্তরস্থ, অবিনশ্বর ও নিষ্পাপ (বিষ্ণুর) শরীর।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া,—'সমস্ত কায় অর্থাৎ শরীর তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত হয়, তিনিই মূল ও নির্ব্বিকার, এবং তিনিই নিত্য।' ইতি।

যদি কপিল-প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতি অনুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, তবে, উল্লিখিত সমস্ত স্মৃতি-শাস্ত্রের নির্ব্বিষয়ত্বরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও বেদান্ত-বাক্য সকল, প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণের অবিষয়ীভূত,

তর-প্রমাণসম্ভাবনা-ভূমিভূতার্থ-প্রতিপাদনপরত্বাৎ তদর্থ-বৈশদ্যায় অল্পশ্রুতানাং প্রতিপত্তৄণাং তদুপবৃংহণমপেক্ষিতম্। তথাপি, তদর্থানুসারিণীনামাপ্ততম-প্রণীতানাং বহ্বীনাং স্মৃতীনাং তদুপবৃংহণায় প্রবৃত্তানামনবকাশতা মা প্রসাঙ্ক্ষীদিতি শ্রুতি-বিরুদ্ধার্থা কপিলস্মৃতিরুপেক্ষণীয়া॥

উপবৃংহণং চ, শ্রুতিপ্রতিপন্নার্থ-বিশদীকরণম্। তচ্চ, বিরুদ্ধার্থয়া স্মৃত্যা ন শক্যতে কর্ত্তুম্। নচৈতাসাং স্মৃতীনাং প্রাচীন-ভাগোদিত-ধর্ম্মাংশবিশদীকরণেন সাবকাশত্বম্, পরব্রহ্মভূত-পরম-পুরুষারাধনত্বেন ধর্ম্মান্ বিদধতীনাম্ এতাসামারাধ্যভূত-পরমপুরুষ-প্রতিপাদনাভাবে সতি তদারাধনভূত-ধর্ম্ম-প্রতিপাদনাসম্ভবাৎ।

তথাহি,—পরম-পুরুষারাধনরূপতা সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং স্মর্য্যতে,—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥" [গীতা; ১৮।৪৬]

সিদ্ধ বস্তু (ব্রহ্ম) প্রতিপাদনে তৎপর থাকায় অল্পজ্ঞ বোদ্ধাদিগের জন্য ঐ বিষয়টী বিশদ বা নিঃসংশয় করাও আবশ্যক, এবং তন্নিমিত্ত অন্য প্রমাণ দ্বারা তাহার সমর্থন করাও উচিত হউক; তথাপি, [কপিল অপেক্ষা] সমধিক আপ্ত-প্রণীত, (*) অথচ, সেই বেদান্তার্থ-সমর্থনার্থ প্রস্তুত, বেদান্তার্থানুসারিণী বহুতর স্মৃতি-শাস্ত্রের অনবকাশতা (দোষ ঘটে), তাহা বারণের নিমিত্তও বেদান্ত-বিরুদ্ধার্থ-পূর্ণ, কপিল-কৃত সাংখ্য স্মৃতির উপেক্ষা করা উচিত।

'উপবৃংহণ' অর্থ—শ্রুতি প্রতিপাদিত অর্থকে বিশদ বা বিস্পষ্ট করা। তাহা ত বিরুদ্ধার্থ স্মৃতি দ্বারা করা যাইতে পারে না। আর, কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ধর্ম্মাংশ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করায় যে, ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্রের সার্থকতা আছে; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, সেই সকল স্মৃতিশাস্ত্র পরম-পুরুষের (ভগবানের) আরাধনার উদ্দেশে ধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। [এখন যদি,] এই সকল স্মৃতিতে সেই আরাধ্য পরম-পুরুষ ভগবানের প্রতিপাদনই [মুখ্যভাবে] না থাকে; তবে, সেই ভগবানের আরাধনোপায়—ধর্ম্ম প্রতিপাদন করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে,—সমস্ত কর্ম্মই পরম-পুরুষের আরাধনার্থ অভিহিত হইয়াছে,—'যাঁহা হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, মানব স্বীয় অধিকারানুযায়ী কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্রূপে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি

(*) আপ্তের লক্ষণ এইরূপ,—'স্বকর্ম্মণ্যভিযুক্তো যঃ সঙ্গ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিতঃ। পূজিতস্তদ্বিধৈর্নিত্যং আপ্তো জ্ঞেয়ঃ স তাদৃশঃ॥' অর্থাৎ যিনি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরত, রাগ ও দ্বেষ রহিত, এবং ঐরূপ গুণ-সম্পন্ন লোকের আদৃত, তাদৃশ ব্যক্তিকে 'আপ্ত' বলিয়া বুঝিতে হইবে। আপ্ত পুরুষের উপদেশ নির্দ্দোষ, সুতরাং বিশ্বাস্য ও আদরণীয়।

ধ্যায়েৎ নারায়ণং দেবং স্নানাদিষু চ কর্ম্মসু।
ব্রহ্ম-লোকমবাপ্নোতি নচেহাবর্ত্ততে পুনঃ। [দক্ষ-স্মৃতিঃ, ২।৬]
যৈঃ স্বকর্ম্ম-পরৈর্নাথ! নরৈরারাধিতো ভবান্।
তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামাত্ম-বিমুক্তয়ে।" [ব্রহ্ম পু০, ৩।৫]
ইতি।

নচৈহিকামুষ্মিক-সাংসারিকফল-সাধন-কর্ম্ম-প্রতিপাদনেনৈতাসাং-সাবকাশত্বং, যতস্তেষামপি কর্ম্মণাং পরম-পুরুষারাধনত্বমেব স্বরূপম্। যথোক্তম্,—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।" [গীতা ৯।২৪] ইতি।
তথা,—যজ্ঞৈস্ত্বমিজ্যসে নিত্যং সর্ব্বদেবময়াচ্যুত!
হব্য-কব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধৃক্॥" [বিষ্ণু পু০, ২।৩।১৫] ইতি।

যদুক্তম্, "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্" ইতি কপিলস্যাপ্ততয়া সংকীর্ত্তনাৎ তৎস্মৃত্যনুসারেণ বেদান্তার্থ-ব্যবস্থাপনং ন্যায্যমিতি। তদসৎ,

---

(মুক্তি) লাভ করে॥ স্নানাদি কর্ম্মে নরায়ণ দেবের ধ্যান (আরাধনা) করিবে; [তাহার ফলে, জীব] ব্রহ্মলোক লাভ করে, ইহ লোকে আর প্রত্যাগমন করে না॥ হে নাথ! (ভগবন্!) যাহারা স্বকর্ম্ম-নিরত থাকিয়া তোমার আরাধনা করে, তাহারা নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য এই সমস্ত মায়াকে অতিক্রম করে॥'

এ কথাও বলিতে পারনা যে, ঐহিক বা পারলৌকিক সাংসারিক ফলের সাধনীভূত কর্ম্ম-প্রতিপাদন দ্বারাই ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্র চরিতার্থ হইয়াছে? কারণ, পরম-পুরুষের আরাধনাই ঐ সকল কর্ম্মের স্বরূপ। যথা,—ভগবদ্‌গীতায় উক্ত আছে, 'হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন,) যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া অন্য দেবতারও আরাধনা করে। [জানিবে,] তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই অর্চ্চনা করে। অর্থাৎ তাহারা আমার অর্চ্চনার বিধিগুলি কেবল গ্রহণ করে না। আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু (অধিপতি)। কিন্তু, কর্ম্মিগণ আমাকে যথাযথরূপে জানে না; এই কারণেই অধঃপতিত হয়॥' আরও আছে,—'হে সর্ব্বদেবময় অচ্যুত, (তুমি) সর্ব্বদা সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চিত হইতেছ। এবং একমাত্র তুমিই দেবরূপ ধারণ করিয়া হব্য (যজ্ঞীয় দ্রব্য) ও পিতৃরূপে কব্য (শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য) ভোজন কর॥'

আর যে; "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্," এই শ্রুতিতে কপিলকে 'আপ্ত' পুরুষ বলায়,

বৃহস্পতেঃ শ্রুতি-স্মৃতিষু সর্ব্বেষামতিশয়িত-জ্ঞানানাং নিদর্শনত্বেন সংকীর্ত্তনাৎ তৎ-প্রণীতেন লোকায়তেন শ্রুত্যর্থ-ব্যবস্থাপন-প্রসক্তেরিতি ॥১॥

অথ স্যাৎ কপিলস্য স্বযোগ-মহিম্না বস্তুযাথাত্ম্যোপলব্ধেস্তৎস্মৃত্যনুসারেণ বেদান্তার্থো ব্যবস্থাপয়িতব্য ইতি ? অত উত্তরং পঠতি,—

যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণম্। **ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ॥২॥**

[পদচ্ছেদঃ,—ইতরেষাং (মনু প্রভৃতির, স্মৃতিতে), চ (ও), অনুপলব্ধেঃ (যেহেতু দেখা যায় না)।]

'চ'-শব্দঃ 'তু'-শব্দার্থশ্চোদিতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। ইতরেষাং মন্বাদীনাং বহূনাং স্বযোগ-মহিম-সাক্ষাৎকৃত-পরাপরতত্ত্ব-যাথাত্ম্যানাং নিখিল-জগদ্ভেষজভূত-স্ববাক্যার্থতয়া "যদ্ বৈ কিঞ্চন মনুরবদৎ, তৎ ভেষজম্," ইত্যাদি-শ্রুতি-প্রসিদ্ধানাং কপিল-দৃষ্টপ্রকারেণ তত্ত্বানুপলব্ধেঃ শ্রুতি-বিরুদ্ধা কপিলোপলব্ধির্ভ্রান্তিমূলা, ইতি ন তয়া যথোক্ত-বেদান্তার্থশ্চালয়িতুং শক্যতইতি সিদ্ধম্ ॥২॥

[সরলার্থঃ, ইতরেষাং যোগবলেন সর্ব্বতত্ত্ব-দর্শিনাং মন্বাদীনাং সাংখ্যোক্ত-তত্ত্বানাং অনুপলব্ধেঃ অদর্শনাৎ হেতোঃ তু সাংখ্য-স্মৃত্যা যথোক্তো বেদান্তার্থো ন অন্যথা কর্ত্তব্যঃ।

অর্থাৎ যোগবলে সর্ব্বতত্ত্বদর্শী মনু প্রভৃতিরা যখন সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব সকল দেখিতে পান নাই; তখন তাহা দ্বারা বেদান্তের পূর্ব্বোক্ত অর্থ অন্যথা করা উচিত হয় না। ২।]

তাঁহার প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতি অনুসারেই বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা ন্যায্য বলা হইয়াছে, তাহাও ভাল হয় নাই; কারণ: তাহা হইলে, সমধিক-জ্ঞান-সম্পন্নদিগের মধ্যে উদাহরণ রূপে (দেবগুরু) বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। অতএব, তৎপ্রণীত 'লোকায়ত'-(নাস্তিক্য) মতানুসারেও শ্রুতির অর্থ ব্যবস্থাপিত করা যাইতে পারে ॥১॥

যদি বল যে, কপিল ঋষি, স্বীয় যোগ-প্রভাবে বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং তৎপ্রণীত স্মৃতির (সাংখ্যের) অনুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা উচিত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

[সূত্রোক্ত] 'চ'-শব্দটী 'তু'-শব্দের সমানার্থক, এবং পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে [প্রযুক্ত]। যাহারা স্বীয় যোগ-মহিমায় পর-তত্ত্ব (ঈশ্বর) ও অপর-তত্ত্বের (জগতের) যথাযথরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের বাক্য সমস্ত জগতের ঔষধ বলিয়া 'মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই [ভব-রোগ-নিবৃত্তির] ঔষধ;' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ; সেই মনু প্রভৃতি অপরাপর বহু [ঋষির গ্রন্থে] কপিলের উপদেশানুরূপ তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ ঐ সকল তত্ত্ব দেখা যায় না। অতএব, কপিলের উপলব্ধি (তত্ত্বদর্শন) শ্রুতি বিরুদ্ধ ও ভ্রান্তিমূলক। সুতরাং, তাহা দ্বারা বেদান্তের অর্থ অন্যথা করিতে পারা যায় না ॥২॥

যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণম্। **এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥৩॥**

[পদচ্ছেদঃ,—এতেন (ইহার দ্বারা) যোগঃ (পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র) প্রত্যুক্তঃ (প্রত্যাখ্যাত হইল)।]

এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগ-স্মৃতিরপি প্রত্যুক্তা। কা পুনরত্রাধিকা শঙ্কা, যন্নিরাকরণায় ন্যায়াতিদেশঃ? যোগস্মৃতাবপি ঈশ্বরাভ্যুপগমাৎ মোক্ষসাধনতয়া বেদান্ত-বিহিত-যোগস্য চাভিধানাৎ, বক্তুর্হিরণ্যগর্ভস্য সর্ব্ব-বেদান্ত-প্রবর্ত্তনাধিকৃতত্বাচ্চ, তৎস্মৃত্যা বেদান্তোপ-বৃংহণং ন্যায্যমিতি।

পরিহারস্তু,—অব্রহ্মাত্মক-প্রধান-কারণবাদাৎ, নিমিত্তকারণমাত্রেশ্বরা-ভ্যুপগমাৎ, ধ্যানাত্মকস্য যোগস্য ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়স্য ধ্যেয়ভূতয়ো-রাত্মেশ্বরয়োর্ব্রহ্মাত্মকত্ব-জগদুপাদানত্বাদি—সর্বকল্যাণগুণাত্মকত্ব-বিরহাৎ, অবৈদিকত্বাদ্, বক্তুর্হিরণ্যগর্ভস্যাপি ক্ষেত্রজ্ঞভূতস্য কদাচিদ্ রজস্তমোঽভি-

---

[সরলার্থঃ,—এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগঃ পতঞ্জলিপ্রোক্তা যোগস্মৃতিঃ অপি প্রত্যুক্তঃ নিরাকৃতঃ বেদিতব্য ইতি শেষঃ।

অর্থাৎ এই কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের প্রত্যাখ্যানেই পতঞ্জলির যোগ-দর্শনও প্রত্যাখ্যাত হইল; বুঝিতে হইবে ॥৩॥]

এই কপিল-কৃত স্মৃতির (সাংখ্যের) প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগ-স্মৃতিও (পাতঞ্জল দর্শনও) প্রত্যাখ্যাত বা প্রতিষিদ্ধ হইল। [ভাল,] এখানে আবার এমন অধিক আশঙ্কা কি ছিল; যাহার প্রতিষেধের উদ্দেশে আবার পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির অতিদেশ করা আবশ্যক হইল? (*) বরং, যোগ স্মৃতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত থাকায়, মুক্তির উপায়রূপে বেদান্ত-বিহিত যোগ-প্রণালীর উল্লেখ থাকায়, এবং যোগবক্তা—হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক (ব্রহ্মা কর্ত্তৃক) সমস্ত বেদান্ত-তত্ত্বে লোক প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য উপদিষ্ট হওয়ায় সেই যোগ-স্মৃতি দ্বারাই বেদান্ত-শাস্ত্রের উপবৃংহণ বা অর্থের স্পষ্টীকরণ ন্যায্য হয়।

[উক্ত আপত্তির] পরিহার এইরূপ,—[যোগ-স্মৃতিতে] অব্রহ্মাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিকে কারণ বলায়, ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করায়, ধ্যেয়—আত্মা ও ঈশ্বরের ব্রহ্মরূপতা ও জগতের উপাদানকারণতা প্রভৃতি কল্যাণাত্মক সমস্ত গুণের অভাব থাকায়, এবং বেদ-বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায়; অধিকন্তু, যোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ [যখন] দেহধারী, [তখন তাহার] কদাচিৎ রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হওয়াও সম্ভব, সুতরাং তৎপ্রণীত

(*) একস্থলে কোন একটি বিষয়ের কতকগুলি নিয়ম উত্তমরূপে বলিয়া অন্যত্র যদি সেই সকল নিয়মের বরাত দেওয়া হয়, তবে তাহাকে 'অতিদেশ' বলে।

ভবসম্ভবাচ্চ যোগ-স্মৃতিরপি তৎপ্রণীতরজস্তমোমূল-পুরাণবদ্ ভ্রান্তিমূলা, ইতি ন তয়া বেদান্তোপবৃংহণং ন্যায্যমিতি ॥৩॥

বিলক্ষণত্বাধিকরণম্। **ন বিলক্ষণত্বাদস্য, তথাত্বং চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥**

[পদচ্ছেদঃ,—ন (না), বিলক্ষণত্বাৎ (বৈলক্ষণ্যহেতু), অস্য (ইহার জগতের), তথাত্বং (তদ্রূপতা—বৈলক্ষণ্য), চ (ও), শব্দাৎ (শাস্ত্র হইতে জানা যায়)।]

পুনরপি স্মৃতি-বিরোধবাদী তর্কমবলম্বমানঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে; যৎ সাংখ্যস্মৃতি-নিরাকরণেন জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বমুক্তম্, তৎ নোপপদ্যতে। অস্য প্রত্যক্ষাদিভিরচেতনত্বেনাশুদ্ধত্বেন অনীশ্বরত্বেন দুঃখাত্মকত্বেন চোপলভ্যমানস্য চিদচিদাত্মকস্য চ জগতো ভবদভ্যুপেতাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ হেয়-প্রত্যনীকাদ্ আনন্দৈকতানাদ্ ব্রহ্মণো বিলক্ষণত্বাৎ।

ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব জগতো বৈলক্ষণ্যমুপলভ্যতে, শব্দাচ্চ তথাত্বং বিলক্ষণত্বমুপলভ্যতে। "বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ [তৈত্তি°, ২।৬।১]। "এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাসু অর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে

[সরলার্থঃ,—অস্য প্রত্যক্ষাদি-সন্নিধাপিতস্য জগতঃ বিলক্ষণত্বাৎ অশুদ্ধত্বাচেতনত্বাদিভিঃ-ধর্ম্মৈঃ ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্যাৎ হেতোঃ ব্রহ্মোপাদানত্বং ন সম্ভবতি। তথাত্বং জগতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণত্বংচ ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব, অপিতু শব্দাৎ—'বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ' ইত্যাদি শাস্ত্রাদপি অবগম্যতে, অতো ন জগৎ ব্রহ্মোপাদানকং সম্ভবতীতিভাবঃ ॥

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে এবং শাস্ত্রোপদেশানুসারে যখন জানা যায় যে, অচেতন, জড়প্রকৃতি এই জগৎ, নির্ব্বিকার চেতন ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—বিভিন্নরূপ, তখন এই বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই ব্রহ্ম জড় জগতের উপাদান হইতে পারেন না ॥৪॥]

'পুরাণ-শাস্ত্র' যেরূপ রজঃ ও তমোমূলক, তদ্রূপ যোগস্মৃতিও ভ্রান্তি-মূলক হইতে পারে। অতএব, তাহা দ্বারা বেদান্তের বিশদীকরণ ন্যায্য হয় না ॥৩॥

(৪)। সাংখ্য-স্মৃতির বিরোধবাদী পুনশ্চ তর্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন। [বিরোধবাদী বলিতেছেন যে,] সাংখ্য-স্মৃতিকে নিরস্ত করিয়া জগৎকে যে ব্রহ্ম-কার্য্য বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জানা যায় এই জগৎ অচেতন, অশুদ্ধ, অনীশ্বর, (ঈশ্বর নহে, পরাধীন), দুঃখাত্মকও চেতনাচেতনময়, সুতরাং তোমার অভিমত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-প্রভু, সর্ব্বোত্তম একমাত্র আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—বিভিন্নরূপ।

কেবল যে, প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই জগতের বৈলক্ষণ্য জানা যায়, তাহা নহে, শব্দ—শাস্ত্র হইতেও তাহা জানা যায়। "বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান স্বরূপ, (চেতন ও অচেতনরূপ)।

অর্পিতাঃ," [কৌষীত°, ৩।৮]। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।" [শ্বেতাশ্ব°, ৪।৭॥ মুণ্ড°, ৩।১।২]। অনীশশ্চাত্মা বুধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ," [শ্বেতাশ্ব°, ১।৮] ইত্যাদিভিঃ কার্য্যস্য হি জগতো ঽচেতনত্ব-দুঃখিত্বাদয়ো নির্দ্দিশ্যন্তে।

যদ্ হি যৎ-কার্য্যম্, তৎ তস্মাদ্ অবিলক্ষণম্; যথা, মৃৎ-সুবর্ণাদি-কার্য্যং ঘট-রুচকাদি। অতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাস্য জগতঃ তৎকার্য্যত্বং ন সম্ভবতি, ইতি সাংখ্য-স্মৃত্যনুরোধেন কার্য্য-সলক্ষণং প্রধানমেব কারণং ভবিতুমর্হতি। অবশ্যং চ শাস্ত্রস্যানন্যাপেক্ষস্যাতীন্দ্রিয়ার্থ-গোচরস্যাপি তর্কোঽনুসরণীয়ঃ; যতঃ সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং ক্বচিৎ ক্বচিদ্ বিষয়ে তর্কানুগৃহীতানামেবার্থনিশ্চয়-হেতুত্বম্।

তর্কো হি নাম অর্থস্বভাববিষয়েণ বা সামগ্রী-বিষয়েণ বা নিরূপণেনার্থ-বিশেষে প্রামাণ্যং ব্যবস্থাপয়ৎ তদিতিকর্ত্তব্যতারূপম্ ঊহাপরপর্য্যায়ং

'ঠিক এই প্রকারই এই ভূতমাত্রা (শব্দাদি বিষয়) বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন, বুদ্ধিবৃত্তিও আবার প্রাণের অধীন।' 'পুরুষ (জীব) একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থিত থাকিয়া অনীশ্বরত্ব নিবন্ধন মুগ্ধ হইয়া শোকান্বিত হয় (দুঃখ ভোগ করে)' 'আত্মা (জীব) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন অপ্রভু হইয়া বিষয়ানুভব করে"। ইত্যাদি শাস্ত্রও এই কার্য্যভূত জগতের অচেতনত্ব ও দুঃখিত্ব প্রভৃতি ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশ করিতেছে।

যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহা হইতে বিভিন্নপ্রকার হয় না। যেমন, মৃত্তিকা ও সুবর্ণ সম্ভূত ঘট ও রুচক (হার বিশেষ) প্রভৃতি। অতএব, উক্ত নিয়মানুসারে ব্রহ্ম-বিলক্ষণ জগৎ [কখনই] ব্রহ্ম-কার্য্য হইতে পারে না। এই কারণেই সাংখ্যের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য-জগতের অনুরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই কারণ হইবার উপযুক্ত। যদিও ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না; তথাপি, তাহার জন্য তর্কের আশ্রয় গ্রহণকরা অবশ্যকর্ত্তব্য। যেহেতু, কোন কোন বিষয়ে প্রমাণসমূহ (উপযুক্ত) তর্কের সাহায্য পাইলেই প্রকৃতার্থ-নিশ্চয়ে সমর্থ হয়।

তর্ক কি? না,—বস্তুবিশেষের স্বভাববিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক কিংবা সামগ্রী বা কারণ-বিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক, বিষয়-বিশেষে প্রামাণ্য-ব্যবস্থাপক ইতিকর্ত্তব্যতা-(কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারক) জ্ঞান; যাহার অপর নাম ঊহ। (*) সমস্ত প্রমাণের পক্ষেই উক্তপ্রকার

(*) তাৎপর্য্য, কোন এক বিষয়ে দুই বা ততোঽধিক প্রমাণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে যাহা দ্বারা সেই প্রমাণগুলির বিরোধ পরিহার করা যায়—অবিরোধ স্থাপন করা হয়, তাহার নাম তর্ক বা ঊহ। বিরোধ পরিহারের উপায় দুই প্রকার। (১) বিবাদস্থানীয় বিষয়ের স্বভাব-বিশেষ নির্দ্ধারণ। (২) কারণের পর্য্যালোচনা। যথা, সাধারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখা যায়, আকাশ নীলবর্ণ, কিন্তু শাস্ত্র ও যুক্তিতে জানা যায়

জ্ঞানম্; তদপেক্ষা চ সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং সমানা। শাস্ত্রস্য তু বিশেষেণ আকাঙ্ক্ষা-সন্নিধি-যোগ্যতাজ্ঞানাধীন-প্রমাণভাবস্য সর্ব্বত্রৈব তর্কানুগ্রহাপেক্ষা। উক্তং চ মনুনা,—

"যস্তর্কেণানুসংধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ," [১২।১৯।] ইতি।

তদেবং হি তর্কানুগৃহীত-শাস্ত্রার্থ-প্রতিষ্ঠাপনং শ্রুত্যা চ মন্তব্য-ইত্যুচ্যতে।

অথ উচ্যেত, শ্রুত্যা চ জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বে নিশ্চিতে সতি তৎকার্য্যস্যাপি জগতশ্চৈতন্যানুবৃত্তিরভ্যুপগম্যতে। যথা চেতনস্য

তর্কের অপেক্ষা তুল্যরূপ। শাস্ত্রসম্বন্ধে আরও বিশেষ এই যে, আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি ও যোগ্যতা জ্ঞান (*) না থাকিলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য হয় না; কিন্তু, তর্কের সাহায্য সর্ব্বত্রই সমান। মনুও বলিয়াছেন, 'যে লোক, [বেদশাস্ত্রের অবিরোধী] তর্ক দ্বারা [ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশের] অনুসন্ধান করে, অর্থাৎ জানিতে চেষ্টা করে, সে লোকই ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারে, অপরে নহে।' এইরূপ তর্ক-সাহায্যে শাস্ত্রার্থ-নিরূপণ করাকে শ্রুতি 'মন্তব্য' (মনন করিবে) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যদি বল, শ্রুতি দ্বারা যদি জগৎকে একমাত্র ব্রহ্ম-সমুৎপন্ন বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, তবে ত চেতন-ব্রহ্ম-কার্য্য জগতেও চৈতন্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। যেরূপ চেতন ব্যক্তির৩

যে, আকাশের কোনও রূপ নাই, উহা নীরূপ, তথাপি যে, নীলবর্ণ দেখা যায়, ইহা তাহার স্বভাব। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অন্যত্র প্রমাণ হইলেও এ স্থলে অপ্রমাণ। দ্বিতীয় উদাহরণ যথা, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি," এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, করিলে পাপ হবে। আবার, অপর শ্রুতি বলিতেছেন যে, "বায়ব্যং শ্বেতচ্ছাগলমালভেত" অর্থাৎ বায়ু দেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ ছাগল বলি দিবে। এখন এ বিরোধের পরিহার এইরূপ, অবৈধভাবে হিংসাতেই পাপ হয়, বৈধহিংসায় পাপ নাই। এই উভয়ের মধ্যে প্রথমটীতে বস্তুস্বভাব নিরূপণে এবং দ্বিতীয়টীতে সামগ্রী বা কারণতা নিরূপণে উভয় প্রমাণের অবিরোধ স্থাপিত হইল।

(*) যে কোন বাক্যের অর্থ প্রতীতি করিবার পক্ষে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে, (১) আকাঙ্ক্ষা অর্থ,—প্রতীতির বিরাম না হওয়া অর্থাৎ কোন একটা শব্দ শুনিলে শ্রোতার যে, তদপেক্ষিত আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা। যেমন, 'গিয়াছিল' এই কথাটী শ্রবণমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা জানিবার ইচ্ছা হয় যে, 'কে' ও 'কোথায়' গিয়াছিল।

(২) আসত্তি অর্থ,—বাক্যস্থ পদগুলি পরস্পর সন্নিহিত থাকা। যেমন, 'রাম বনে গিয়াছিলেন।' ঐ তিনটী পদই যদি অধিক বিলম্বে (তিন দিনে) বলা যায়, তাহা হইলে কোন অর্থই বোধ হইবে না; কারণ, 'আসত্তি' (নৈকট্য) নাই।

(৩) যোগ্যতা অর্থ,—বাক্যান্তর্গত পদার্থের যে নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা। যেমন, 'জলের দ্বারা স্নান করিতেছে।' জলের স্নান-সাধন ক্ষমতা আছে; কিন্তু, ঐরূপ না বলিয়া 'অগ্নির দ্বারা স্নান করিতেছে,' বলিলে ভুল হইবে, কারণ, দ্রব বস্তু ভিন্ন অগ্নির দ্বারা কখনও স্নান হইতে পারে না।

বলা আবশ্যক যে, বাক্যার্থ জ্ঞানে তাৎপর্য্য বা বক্তার ইচ্ছা (অভিপ্রায় ও একটী বিশেষ কারণ) বক্তার অভিপ্রায় থাকিলে অযোগ্য পদার্থেরও অন্বয়-বোধ হইয়া থাকে।

সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদিষু চৈতন্যানুপলম্ভঃ, তথা ঘটাদিষ্বপি সদেব চৈতন্য-মনুদ্ভূতম্ ; অতএব, চেতনাচেতন-বিভাগ ইতি। নৈতদুপপদ্যতে; যতো নিত্যানুপলব্ধিরসদ্ভাবমেব সাধয়তি। অতএব, চৈতন্য-শক্তিযোগোঽপি তেষু নিরস্তঃ। যস্য হি কচিৎ কদাচিদপি যৎ-কার্য্যানুপলব্ধিঃ, তস্য হি তৎ-কার্য্যশক্তিং ব্রুবাণো বন্ধ্যাসুত-সমিতিষু তজ্জননীনাং প্রজনন-শক্তিং ব্রুতাম্।

কিঞ্চ, বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতাপ্রতিপাদন-নিশ্চয়ে সতি ঘটাদীনাং চৈতন্যশক্তেশ্চৈতন্যস্য চানুদ্ভূতস্য সদ্ভাবনিশ্চয়ঃ, তন্নিশ্চয়ে সতি বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতা-প্রতিপাদন-নিশ্চয়ঃ, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্। বিলক্ষণয়োর্হি কার্য্য-কারণভাবঃ প্রতিপাদয়িতুমেব ন শক্যতে।

কিং পুনঃ প্রকৃতি-বিকারয়োঃ সালক্ষণ্যমভিপ্রেতম্? যদভাবাদ্ জগতো ব্রহ্মোপাদানত্ব-প্রতিপাদনাসম্ভবং ব্রূষে। ন তাবৎ সর্ব্বধর্ম্ম-

---

সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ ঘটাদিতেও চৈতন্য আছে, [কিন্তু কোন কারণে] তাহা অভিব্যক্ত হয় না। এই কারণেই চেতন ও অচেতন বিভাগ [শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে]। এ কথা সঙ্গত হয় না; যে হেতু নিত্যানুপলব্ধি (কখনও প্রতীতি না থাকা) বিষয়ের অসত্তাই জ্ঞাপনকরে। এই কারণে, জগতে অনভিব্যক্ত চৈতন্য শক্তি আছে, এই মতও নিরস্ত হইল। কোন অবস্থায় বা কোন কালেও যাহার যে কার্য্য প্রতীতি-গোচর হয় না, তাহার সেই শক্তি-সম্বন্ধ আছে, ইহা যে ব্যক্তি বলে, সে ব্যক্তি বন্ধ্যার (যাহার সন্তান হয় না) পুত্রগণের সভায় তাহাদের জননীর সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতাও বলিতে পারে।

আরো এক কথা; সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্রহ্মই জগতের একমাত্র উপাদান কারণরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চিত হইলেই ঘটাদি-পদার্থের চৈতন্য-শক্তি এবং সেই চৈতন্যের অনভিব্যক্ত সত্তা নিশ্চিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, ঘটাদির অনভিব্যক্ত চৈতন্য-সত্তা নিশ্চিত হইলেই বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মোপাদানকারণতা প্রতিপাদনও নিশ্চিত হইতে পারে; সুতরাং [এইরূপে পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায়] 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষ উপস্থিত হয়। ফলকথা, বিসদৃশ পদার্থদ্বয়ের কার্য্য-কারণভাব নিরূপণ করিতে পারা যায় না।

[ভাষ্যকারের প্রশ্ন,] প্রকৃতি (উপাদানকারণ) ও বিকার (তৎকার্য্য) সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রেত সালক্ষণ্য অর্থাৎ সমানরূপতাটা কিরূপ? যাহার অভাবে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা অসম্ভব বলিতেছ। কার্য্য-কারণের সর্ব্বাংশে

সারূপ্যম্, কার্য্য-কারণভাবানুপপত্তেঃ। ন হি মৃৎপিণ্ড-কার্য্যেষু ঘট-শরাবাদিষু পিণ্ডত্বাদ্যনুবৃত্তির্দৃশ্যতে।

অথ যেন কেনচিৎ ধর্ম্মেণ সারূপ্যম্, তৎ জগদ্-ব্রহ্মণোরপি সত্তাদি-লক্ষণং সম্ভবতি। তদুচ্যতে, যেন স্বভাবেন কারণভূতং বস্তু বস্ত্বন্তরাদ্ ব্যাবৃত্তম্, তস্য স্বভাবস্য তৎকার্য্যেঽপ্যনুবৃত্তিঃ—কার্য্যস্য কারণ-সালক্ষণ্যম্। যেন হি আকারেণ মৃদাদিভ্যো হিরণ্যং ব্যাবর্ত্ততে, তদা-কারানুবৃত্তিস্তৎকার্য্যেষু কুণ্ডলাদিষু দৃশ্যতে। ব্রহ্ম চ হেয়-প্রত্যনীক-জ্ঞানানন্দৈশ্বর্য্য-স্বভাবম্, জগচ্চ তৎপ্রত্যনীক-স্বভাবম্, ইতি ন তদু-পাদানম্।

ননু চ, বৈলক্ষণ্যেঽপি কার্য্য-কারণভাবো দৃশ্যতে, যথা চেতনাৎ পুরুষাদচেতনানি কেশ-নখ-দন্ত-লোমানি জায়ন্তে; যথা চ অচেতনাদ্ গোময়াৎ চেতনো বৃশ্চিকো জায়তে; চেতনাচ্চোর্ণনাভেরচেতনস্তন্তুঃ। নৈতদেবম্; যতস্তত্রাপি অচেতনাংশে এব কার্য্য-কারণভাবঃ ॥৪॥

সাম্যকে সমানরূপতা বলিতে পার না, কারণ, তাহা হইলে কার্য্য-কারণভাবই হইতে পারে না; কেন না, পিণ্ডাকার মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন ঘট ও শরা প্রভৃতিতে মৃত্তিকার পিণ্ডত্বাদি ধর্ম্ম তো সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না।

যদি বল, [কার্য্যে কারণের] যে কোন ধর্ম্মের সারূপ্য থাকা চাই? সত্তাদিরূপ তাদৃশ সারূপ্য ত জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্ভবপরই আছে। এই কারণে বলিতে হয় যে, কারণ বস্তুটী স্বকীয় যে স্বভাব বা ধর্ম্ম দ্বারা অপর বস্তু হইতে পৃথক্-কৃত হয়, কারণ-গত সেই স্বভাবটীর যে, তৎকার্য্যেও অনুবৃত্তি বা সংক্রামিত হওয়া, তাহাই কার্য্যের কারণ-সারূপ্য (অন্যপ্রকার সারূপ্য নহে)। [অভিপ্রায় এই যে,] সুবর্ণ যে গুণের ফলে মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে পৃথক্, সুবর্ণ-কার্য্য কুণ্ডল প্রভৃতিতে সেই গুণটী মাত্র অনুবৃত্ত হইতে দেখা যায়। [এদিকে] ব্রহ্ম অত্যুত্তম জ্ঞান আনন্দ, ও ঐশ্বর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন; জগৎ ঠিক্ তাহার বিপরীত স্বভাবান্বিত, সুতরাং ব্রহ্ম তাহার উপাদান হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতেছে যে, বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও ত কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয়; যেমন, চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ, নখ, দন্ত ও লোম জন্মে, এবং অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিক (বিছা) জন্মধারণ করে, আর চেতন ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) হইতে অচেতন সূত্র সমুৎপন্ন হয়। না,—ইহা ঠিক্ অনুরূপ (দৃষ্টান্ত) হয় না, যে হেতু উক্ত স্থলেও অচেতন ভাগেই কার্য্যকারণভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে (চেতন ভাগে নহে) ॥৪॥

যদি বল, যে সকল পদার্থকে অচেতন বলিয়া মনে করা হয়, শ্রুতিতে সেই সকল

অথ স্যাৎ, অচেতনত্বেনাভিমতানামপি চৈতন্যযোগঃ শ্রুতিষু শ্রূয়তে, (*) "তং পৃথিব্যব্রবীৎ", "আপো বা অকাময়ন্ত," [শ০ প০ ব্রা০ ৬।১।৩।২।৪]। "তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্মাণং জগ্মুঃ," [বৃহদা০, ৬।১।৭] ইতি। নদী-সমুদ্র-পর্ব্বতাদীনামপি চৈতন্যং পৌরাণিকা আতিষ্ঠন্তে, অতো ন বৈলক্ষণ্যমিতি। অত উত্তরং পঠতি,—

অভিমানি-ব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাং ॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ,—অভিমানি-ব্যপদেশঃ (অভিমানী দেবতার উল্লেখ), তু (শঙ্কানিবৃত্তি-সূচক), বিশেষানুগতিভ্যাম্ (অচেতন অপেক্ষা বিশেষ করায় এবং জড় বস্তুতে ব্রহ্মের প্রবেশ থাকায়।]

'তু'-শব্দশ্চোদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ। পৃথিব্যাদ্যভিমানিন্যো দেবতাঃ "তং পৃথিব্যব্রবীৎ" ইত্যাদিষু পৃথিব্যাদিশব্দৈর্ব্যপদিশ্যন্তে। কুতঃ? বিশেষানুগতিভ্যাম্। বিশেষো বিশেষণং,—দেবতা শব্দেন বিশেষ্য

[সরলার্থঃ,—"মৃৎ অব্রবীৎ" ইত্যাদৌ তু মৃদাদ্যভিমানিনীনাং দেবতানাং ব্যপদেশ উল্লেখো মন্তব্যঃ, নতু সাক্ষাৎ মৃদাদীনামেব; কুতঃ, বিশেষানুগতিভ্যাং, বিশেষস্তাবৎ, "হন্ত অহমিমাঃ তিস্রো দেবতাঃ," ইত্যাদৌ দেবতা-শব্দেন বিশেষণম্। অনুগতিশ্চ, "অগ্নিঃ বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ।" ইত্যাদৌ অগ্ন্যাদীনাং মৃদাদিষু অনুগতিঃ অনুপ্রবেশশ্চ শ্রুতঃ। অতো ন চেতনং জগৎ, ইতিভাবঃ।

অর্থাৎ 'মৃত্তিকা বলিয়াছিল' ইত্যাদি শ্রুতিতে মৃত্তিকা প্রভৃতির অভিমানী দেবতার উল্লেখ বুঝিতে হইবে, জড় মৃত্তিকা প্রভৃতির নহে। কারণ, শ্রুতিতে ঐ সকলকে দেবতা শব্দে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অনুপ্রবেশের কথাও উল্লেখিত আছে। অতএব, জগৎ চেতন হইতে পারে না ॥৫॥]

পদার্থেরও চৈতন্য-সম্বন্ধ শোনা যায়, 'পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিল'। 'জল সমূহ কামনা করিয়াছিল।' 'সেই এই প্রাণগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিল।' পৌরাণিকেরা নদী, সমুদ্র ও পর্ব্বত প্রভৃতি জড়পদার্থেও চৈতন্য-সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন; অতএব, [কার্য্য-কারণের] বৈলক্ষণ্য নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

(৫)। সূত্রস্থ 'তু' শব্দটী পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিবৃত্তি-সূচক। 'পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিলেন,' ইত্যাদি স্থলে পৃথিবী প্রভৃতি শব্দে পৃথিব্যাদিতে অভিমানবতী, অর্থাৎ পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অভিহিত হইয়াছেন। কারণ, 'আমি এই দেবতাত্রয়কে [নাম-রূপে অভিব্যক্ত করিব], ইত্যাদি শ্রুতিতে তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে 'দেবতা'-শব্দে বিশেষিত করা

(*) 'শ্রূয়তে' ইতি (প) পাঠঃ।

পৃথিব্যাদয়ো ঽভিধীয়ন্তে। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" [ছান্দো০, ৬।৩।২।] ইতি তেজোঽবন্নানি দেবতা-শব্দেন বিশেষ্যন্তে। "সর্ব্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ"। "তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা"। [কৌষীত০, ২।১৪] ইতি চ।

অনুগতিরনুপ্রবেশঃ। "অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ," [ঐত০, ২।৪] ইত্যাদিনা বাগাদ্যভিমানিত্বেনাগ্ন্যাদীনামনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে। অতো জগতোঽচেতনত্বেন বিলক্ষণত্বাদ্‌ব্রহ্মকার্য্যত্বানুপপত্তেঃ তর্কানুগৃহীত-স্মৃত্যনুরোধেন জগতঃ প্রধানোপাদানত্বং বেদান্তৈঃ প্রতিপাদ্যত ইতি ॥৫॥ এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে,—

দৃশ্যতে তু ॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ,—দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তু (কিন্তু)।]

'তু'-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ত্ততে। যদুক্তং জগতো ব্রহ্মোপাদানত্বং ন সম্ভবতীতি। তদযুক্তম্, বিলক্ষণয়োরপি কার্য্য-কারণ-ভাবদর্শনাৎ।

[সরলার্থঃ,—[বিলক্ষণয়োরপি কার্য্য-কারণভাবঃ] তু পুনঃ দৃশ্যতে, মধুপ্রভৃতিভ্যঃ কীটাদ্যুৎপত্তেঃ।

অর্থাৎ বিসদৃশ বস্তুদ্বয়েরও কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয়; যেমন, মধুপ্রভৃতি হইতে সজীব কীটাদির উৎপত্তি হয় ॥৬॥]

হইয়াছে। আরও আছে, সমস্ত দেবতাগণ নিজনিজ প্রাধান্যের জন্য বিরোধ করিতে করিতে [গিয়াছিলেন]। সেই দেবতাগণ প্রাণে নিঃশ্রেয়স বা সর্ব্বপ্রাধান্য অবগত হইয়া,' ইত্যাদি। অনুগতি অর্থ, মধ্যে প্রবেশ লাভ করা। "অগ্নিদেব বাক্যরূপে মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন; আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিমধ্যে গিয়াছিলেন। বায়ুদেব প্রাণরূপে নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি স্থলে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অভিমানী (অধিষ্ঠাত্রী) দেবতারই অগ্নি প্রভৃতি দেবতারূপে [মুখাদি স্থানে] প্রবেশের কথা শোনা যায়; এই কারণে এই জগৎ অচেতনত্ব নিবন্ধনই তদ্বিলক্ষণ চেতন ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব [বলিতে হয়] তর্কানুগৃহীত, অর্থাৎ যুক্তি-যুক্ত সাংখ্যস্মৃতির মতানুসারেই যে, সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রেও প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, (ইহা স্বীকার করিতে হইবে।) ॥৫॥ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় আশঙ্কা অপনয়নার্থ উত্তর সূত্র পঠিত হইতেছে—

সূত্রস্থ 'তু'-শব্দের ফলে উক্ত পূর্ব্বপক্ষের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; এই দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম-

দৃশ্যতে হি মাক্ষিকাদের্বিলক্ষণস্য কৃম্যাদেস্তস্মাদুৎপত্তিঃ। ননূক্তমচেতনাংশএব কার্য্য-কারণভাবাত্তত্র সালক্ষণ্যম্। সত্যমুক্তম্; ন তাবতা কার্য্য-কারণয়োর্ভবদভিমত-সালক্ষণ্য-সিদ্ধিঃ।

যথাকথঞ্চিৎ সালক্ষণ্যে সর্ব্বস্য সর্ব্ব-সালক্ষণ্যেন সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বোৎপত্তি-প্রসঙ্গভয়াদ্ বস্তুনো বস্ত্বন্তরাদ্ ব্যাবৃত্তিহেতুভূতস্যাকারস্যানুবৃত্তিঃ সালক্ষণ্যং ভবতাভ্যুপেতম্; স তু নিয়মো মাক্ষিকাদিভ্যঃ কৃম্যাদ্যুৎপত্তৌ ন দৃশ্যতে, ইতি ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাপি জগতো ব্রহ্ম-কার্য্যত্বং নানুপপন্নম্। ন হি মৃদ্-হিরণ্য-ঘট-মুকুটাদিষ্বিব বস্ত্বন্তর-ব্যাবৃত্তিহেতুভূতাসাধারণাকারানুবৃত্তির্মাক্ষিক-গোময়-কৃমি-বৃশ্চিকাদিষু দৃশ্যতে ॥৬॥

অসদিতি চেৎ; ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ,—অসৎ (মিথ্যা অবিদ্যমান), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ; ন (না-বলিতে পার না), প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ; (যে হেতু উহা নিষেধ মাত্র)।]

[সরলার্থঃ,—[এবং তর্হি কার্য্যং কারণে] অসৎ সত্তা-শূন্যং, ইতি চেৎ—যদি উচ্যেত, তৎ ন বাচ্যম্; কুতঃ, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ, পূর্ব্বসূত্রে কার্য্য-কারণয়োঃ সালক্ষণ্যমাত্রস্য প্রতিষেধাৎ, নতু দ্রব্যৈক্যস্যাপীতিভাবঃ।

অর্থাৎ যদি বল, এরূপ হইলে কার্য্যমাত্রই অসৎ অর্থাৎ সত্তারহিত হইয়া পড়ে। তাহা বলিতে পার না, পূর্ব্ব সূত্রে কেবল কার্য্য ও কারণের সারূপ্যমাত্রেরই নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু, কার্য্য ও কারণ যে, এক দ্রব্য নহে, এ কথাও বলা হয় নাই ॥৭॥]

বিলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মের অনুরূপ নহে, অতএব, ব্রহ্ম এই জগতের উপাদান হইতে পারেন না; এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, বিসদৃশ পদার্থের মধ্যেও কার্য্য-কারণভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মধু প্রভৃতি হইতেও তদ্বিলক্ষণ কৃমি (কীট) প্রভৃতি প্রাণী উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। [এ দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না, কারণ,] সে স্থলেও অচেতন-ভাগেই কার্য্য-কারণভাব, (চেতন ভাগে নহে), এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হ্যাঁ, বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কেবল তাহাতেই তোমার অভিপ্রেত কার্য্য-কারণ-গত সারূপ্য সিদ্ধ হইতেছে না।

আর, যে কোনরূপে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক হইলে সকল পদার্থেই যখন কোন না কোনরূপ সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে, তখন সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে? এই অনিয়মের ভয়েই তোমাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যাহা এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য সাধন করে, স্ব স্ব কার্য্যে তাদৃশ ধর্ম্মের অনুবৃত্তিই 'সালক্ষণ্য,' (যে কোন ধর্ম্মের অনুবৃত্তি নহে)। কিন্তু, মধু হইতে যে, কৃমি প্রভৃতি সমুৎপন্ন হয়, সে স্থলে ত পূর্ব্বোক্ত নিয়ম দৃষ্ট হয় না; অতএব, বিসদৃশ ব্রহ্ম হইতেও এ জগতের উৎপত্তিতে কোন বাধা হইতে পারে না। আর, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটে এবং সুবর্ণ-রচিত মুকুটাদি কার্য্যে মৃত্তিকা ও সুবর্ণের যেরূপ অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়; (কিন্তু) মধু-সমুৎপন্ন কৃমিতে ও গোময়-সম্ভূত বৃশ্চিকে অপর বস্তু হইতে পার্থক্য-সাধক তাদৃশ কোন ধর্ম্মেরই ত অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ॥৬॥

যদি কার্য্যভূতাৎ জগতঃ কারণভূতং ব্রহ্ম বিলক্ষণম্, তর্হি কার্য্য-কারণয়োর্দ্রব্যান্তরত্বেন কারণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি কার্য্যং জগৎ ন বিদ্যতে, ইত্যসত এব জগত উৎপত্তিঃ প্রসজ্যতে, ইতি চেৎ; নৈতদেবম্; কার্য্য-কারণয়োঃ সালক্ষণ্যনিয়ম-প্রতিষেধমাত্রমেব হি পূর্ব্বসূত্রেঽভিহিতম্, (*) ন তু কারণাৎ কার্য্যস্য দ্রব্যান্তরত্বম্, কারণভূতং ব্রহ্মৈব স্বস্মাদ্বিলক্ষণ-জগদাকারেণ পরিণমত ইত্যেতৎ তু ন পরিত্যক্তম্। কৃমি-মাক্ষিকয়োরপি হি সতি চ বৈলক্ষণ্যে কুণ্ডল-হিরণ্যয়োরিব দ্রব্যৈক্যমস্ত্যেব ॥৭॥

তত্র চোদয়তি—

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ,—অপীতৌ (জগতের বিলয়ে), তদ্বৎ (সেইরূপ), প্রসঙ্গাৎ (সম্ভাবনা বশতঃ), অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য-রহিত) হয়।]

অপীতাবিত্যপীতিপূর্ব্বকসৃষ্ট্যাদিপ্রদর্শনার্থম্, "সদেব সোম্যেদমগ্র-

---

[সরলার্থঃ,—জগতো ব্রহ্মকারণকত্বেন একদ্রব্যাত্মকত্বাৎ অপীতৌ (প্রলয়ে) তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ ব্রহ্মণোঽপি জগত ইব বিকারিত্বাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ হেতোঃ বেদান্তবাক্যং অসমঞ্জসং বিরুদ্ধ-মিত্যর্থঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের কারণ হইলে ব্রহ্ম ও জগৎ একই বস্তু হইবে, সুতরাং জগৎ যখন ব্রহ্মে বিলীন হয়, তখন ব্রহ্মও জগতের বিকারাদি-দোষে দূষিত হইতে পারেন ॥৮॥]

ভাল, যদি কার্য্য স্বরূপ জগৎ অপেক্ষা তৎকারণ ব্রহ্ম বিলক্ষণই হন, তাহা হইলে [ফলে-ফলে] কার্য্য ও কারণ, দুইটী পৃথক্ দ্রব্য হইয়া পড়ে; সুতরাং পর-ব্রহ্মে এই কার্য্য-জগতের সত্তা নাই [স্বীকার করিতে হইবে]। অতএব, অসৎ জগতেরই উৎপত্তি সম্ভাবিত হইয়া পড়িল? (†) এরূপ যদি বল; [তদুত্তরে আমরা বলিতেছি,] না,—এইপ্রকার অসদুৎপত্তি দোষ হয় না; কারণ, পূর্ব্বসূত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল কার্য্য ও কারণের সালক্ষণ্য-নিয়মেরই মাত্র নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু, কার্য্য ও কারণের দ্রব্যান্তরত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই, এবং কারণ ব্রহ্মই যে, নিজের অসমানস্বভাব জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, এ অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই। আর যদিও (পূর্ব্বোদাহৃত) কৃমি ও মধুতে স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, সত্য; [তথাপি] কুণ্ডল ও সুবর্ণের ন্যায় সেখানেও দ্রব্যগত ঐক্য অর্থাৎ উভয়েতেই দ্রব্যত্বরূপ সাদৃশ্য ত বিদ্যমানই আছে ॥৭॥

[পূর্ব্বপক্ষবাদী এ কথার উপর দোষাশঙ্কা করিতেছেন যে, সূত্রে প্রথমেই প্রলয়ার্থক]

(*) পূর্ব্বসূত্রেঽভিপ্রেতম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—কার্য্য ও কারণ একই দ্রব্য, সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের পৃথক্‌ভাবে নাম ও রূপ না থাকিলেও কারণভাবে তাহার সত্তা থাকে, এইজন্য ইহাদের মতে সতেরই উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, এবং অসতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। এখন যদি কার্য্যও কারণকে পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আর উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে কার্য্য-সত্তা সম্ভব হয় না। সেই অবস্থায় ঘটাদি কার্য্য যখন বাহিরে অভিব্যক্ত নাই, অথচ কারণেও যদি না থাকে, এবং অন্যত্রও যখন থাকার সম্ভাবনা নাই, তখন কাজেই সে গুলিকে 'অসৎ' বলিতেই হইবে। অথচ 'অসৎ' পদার্থের উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব, এই কারণেই এখানে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে।

আসীৎ"। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" [ঐত০ ১।১] ইত্যাদিষু অপ্যয়াবস্থোপদেশ-পূর্ব্বকত্বদর্শনাৎ সৃষ্ট্যাদেঃ। যদি কার্য্য-কারণয়োর্দ্রব্যৈক্যমভ্যুপেতম্, তদা কার্য্যস্য জগতো ব্রহ্মণি অপ্যয়সৃষ্ট্যাদিষু সৎসু ব্রহ্মণ এব তত্তদবস্থান্বয়ঃ, ইতি কার্য্যগতাঃ সর্ব্ব এবাপুরুষার্থা ব্রহ্মণি প্রসজ্যেরন্ সুবর্ণ ইব কুণ্ডলগতা বিশেষাঃ। ততশ্চ বেদান্তবাক্যং সর্ব্বমসমঞ্জসং স্যাৎ,—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" [মুণ্ড০ ১।১।৬]। "অপহত-পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫]। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" [শ্বেতা০, ৬।৮]। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" [শ্বেতা০, ৪।৬]। "অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে (*) ভোক্তৃ-ভাবাৎ" [শ্বেতা০, ১।৮]। "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" [শ্বেতা০, ৪।৭], ইত্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি এষাং পরস্পরং বিরুদ্ধানাং প্রসক্তেঃ।

অথোচ্যেত, চিদচিদ্বস্তুশরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণভাবাৎ শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুগতত্বাচ্চ দোষাণাং ন শরীরিণি ব্রহ্মণি কার্য্যাবস্থে

'অপীতি'-পদটী প্রলয়-পূর্ব্বক জগৎ-সৃষ্টি জ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, 'অগ্রে এই (জগৎ) সৎস্বরূপেই ছিল'। 'এই (জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে—প্রলয় কালে) একমাত্র আত্ম-স্বরূপেই ছিল', ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টি প্রভৃতির পূর্ব্বেই প্রলয়াবস্থার উপদেশ করা হইয়াছে। যদি কার্য্য ও কারণের এক-দ্রব্যত্বই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসম্ভূত এই জগতের যখন ব্রহ্মেতেই সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয় হয়, তখন নিশ্চয়ই জাগতিক অবস্থার সঙ্গেও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, সুতরাং কুণ্ডল-(কর্ণালঙ্কার) গত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি যেমন সুবর্ণে মিলিত হয়, তেমনি কার্য্য-জগতে যে সকল অপুরুষার্থ (পুরুষের অনুপযোগী) ধর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মই ব্রহ্মেও প্রসক্ত (সংক্রামিত) হইতে পারে। তাহা হইলে বেদান্তের সমস্ত কথাই অসমঞ্জস (অসংলগ্ন) হইয়া পড়ে। কারণ, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত জানেন।' 'যিনি পাপ-বিনির্ম্মুক্ত, এবং জরা ও মৃত্যুরহিত।' 'তাঁহার কার্য্য (দেহ) ও করণ (ইন্দ্রিয়) নাই, এবং তাঁহার সমান বা অধিক [কিছু] দৃষ্ট হয় না।' 'তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটী (জীব) স্বাদু পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভোগ করে।' 'ঐশ্বর্য্যহীন আত্মা ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন বদ্ধ হয়।' 'ঐশ্বর্য্যের অভাবে মুগ্ধ হইয়া শোক বা দুঃখ ভোগ করে।' একই বস্তুতে এই সকল বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-বোধক হইয়া পড়ে।

যদি বল, চিৎ-জড়ময় বস্তুসমূহ পর ব্রহ্মেরই শরীর, এবং সেই শরীর লইয়াই তাঁহার কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ। যে হেতু সমুদয় দোষই সেই চিৎ-জড়াত্মক বস্তু-নিষ্ঠ;

(*) উপনিষৎসু তু "বুধ্যতে" ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে।

কারণাবস্থে চ প্রসঙ্গ ইতি। তদযুক্তম্, জগদ্‌ব্রহ্মণোঃ শরীর-শরীরি-ভাবস্যৈবাসম্ভবাৎ, সম্ভবে চ ব্রহ্মণি শরীর-সম্বন্ধ-নিবন্ধন-দোষাণাম্ অনিবার্য্যত্বাৎ।

ন হি চিদচিদ্বস্তুনোঃ ব্রহ্মণঃ শরীরত্বং সম্ভবতি। শরীরং হি নাম কর্ম্ম-ফলরূপ-সুখ-দুঃখোপভোগ-সাধনভূতেন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ পঞ্চবৃত্তি-প্রাণাধীনধারণঃ পৃথিব্যাদি-ভূতসঙ্ঘাতবিশেষঃ, তথাবিধস্যৈব লোক-বেদয়োঃ শরীরত্ব-প্রসিদ্ধেঃ। পরমাত্মনশ্চ "অপহতপাপ্মা, বিজরঃ"। "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" "অপ্রাণো হ্যমনাঃ," ইত্যাদিভিঃ কর্ম্ম-তৎফলভোগয়োরভাবাদিন্দ্রিয়াধীন ভোগত্বা-ভাবাৎ প্রাণবত্ত্বাভাবাচ্চ ন তং প্রতি চেতনা-চেতনয়োঃ শরীরত্বম্।

ন চাচেতন-ব্যষ্টিরূপ-তৃণকাষ্ঠাদীনাং সমষ্টিরূপস্য ভূত-সূক্ষ্মস্য চেন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বাদি সম্ভবতি, ভূতসূক্ষ্মস্য পৃথিব্যাদিসঙ্ঘাতত্বং চ ন বিদ্যতে।

অতএব, সেই শরীরী ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থায়ই থাকুন, আর কারণাবস্থায়ই থাকুন; শরীরগত দোষ রাশি কথনই তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারে না। না—এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে শরীরত্ব ও শরীরিত্ব সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম শরীরী এবং জগৎ তাঁহার শরীর, এই ভাব সম্ভবপর হয় না। আর যদি বা সম্ভব হয়, তবে শরীর-সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মেও দোষ-সম্বন্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

চিৎ ও অচিৎ (জড়) বস্তু নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-শরীর হইতে পারে না। কারণ, শরীর কি? না,—কর্ম্ম-ফল—সুখ-দুঃখাদির উপভোগ-সাধনীভূত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, এবং পঞ্চবৃত্তি (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই) প্রাণের অধীন যাহার অবস্থান, পৃথিব্যাদি ভূতের ঈদৃশ একরূপ সঙ্ঘাত বা সম্মিলন। কারণ, লোকব্যবহারে এবং বেদে ঐরূপ ভূত-সমষ্টিরই শরীরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। বিশেষতঃ, 'পাপরহিত ও জরা-বর্জ্জিত অন্যটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না—দেখেন মাত্র'। 'তিনি হস্ত-পদরহিত, অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহীতা (হস্ত দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা করেন)। চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই কিন্তু শ্রবণ করেন।' 'প্রাণ এবং মনহীন' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, পর-মাত্মার পক্ষে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ভোগ নাই, ইন্দ্রিয়-সাধ্য ভোগেরও সম্ভব নাই এবং প্রাণও নাই। এই সকল কারণে চেতন ও অচেতন বস্তু তাঁহার শরীর হইতে পারে না।

তা' ছাড়া ব্যষ্টিরূপ অচেতন তৃণ কাষ্ঠাদির (*) সমষ্টিভূত সূক্ষ্মভূত-সমুদয়ের ইন্দ্রিয়া-

---

(*) তাৎপর্য্য,—একটী দলবদ্ধ সমস্ত বস্তুকে 'সমষ্টি' বলে, আর তাহারই অন্তর্গত এক একটী বা কয়েকটীকে 'ব্যষ্টি' বলা হয়। উদাহরণ,—একটী বন হইল বৃক্ষের সমষ্টি, আর সেই বনেরই এক-একটী বৃক্ষ হইল ব্যষ্টি। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ব্রহ্মের শরীর আছে কিনা? যদি থাকে, তবে তাহা কি প্রকার?—

চেতনস্য তু জ্ঞানৈকাকারস্য সর্ব্বমেতৎ ন সম্ভবতীতি নিতরাং (*) শরীরত্ব-সম্ভবঃ। ন চ ভোগায়তনত্বং শরীরত্বমিতি শরীরত্বসম্ভবঃ, ভোগায়তনেষু বেশ্মাদিষু শরীরত্বাপ্রসিদ্ধেঃ।

যত্র বর্ত্তমানস্যৈব সুখ-দুঃখোপভোগঃ, তদেব ভোগায়তনমিতি চেৎ; ন, পরকায়প্রবেশ-জন্ম-সুখদুঃখোপভোগায়তনস্য পরকায়স্য প্রবিষ্ট-

---

শ্রয়ত্বাদি ধর্ম্মও সম্ভবপর হয় না, এবং পৃথিব্যাদি ভূতনিচয়ও সূক্ষ্মভূত-সমষ্টির সংঘাত বা শরীরাকারে পরিণতি নহে; একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ চেতনের ত এ সকল একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং শরীরত্বও সম্ভবপর নহে। আর, ভোগায়তন বা ভোগের আশ্রয়কে শরীর বলিলেও এ সকলের শরীরত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ, গৃহাদি বস্তুগুলি ভোগায়তন হইলেও তাহা শরীর বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে।

যদি বল, যাহাতে বর্ত্তমান থাকায় আত্মার ভোগলাভ হয়, তাহাই শরীর। না—তাহাও বলিতে পার না, কারণ, পরকায়ে প্রবেশ-জনিত সুখ-দুঃখাদিভোগের আয়তন—পরকায়েত প্রবিষ্ট ব্যক্তির শরীরত্ব প্রসিদ্ধ নাই; অর্থাৎ প্রবিষ্ট ব্যক্তি পরকায়ে থাকিয়া সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার মমত্ব বোধ হয় না।(†) বিশেষতঃ, ঈশ্বর যখন

অচেতন তৃণ-কাষ্ঠাদির ব্যষ্টিই তাঁহার শরীর? না সমষ্টি সূক্ষ্মভূতগণ? বস্তুতঃ এই ব্যষ্টি বা সমষ্টি, কেহই ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে না। কারণ, যাহাতে চেষ্টা (ক্রিয়া) আছে, অথবা যাহাতে ইন্দ্রিয়-নিচয় আশ্রিত আছে; তাহার নাম শরীর। সূক্ষ্মভূত বা তৎসম্ভূত পৃথিবী প্রভৃতি ভূতনিচয় যে, ঈদৃশ শরীর, তাহা কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের অতিরিক্ত যখন চেতনের স্বরূপই নাই, এবং জ্ঞানেরও যখন সঙ্ঘাত বা সমষ্টিরূপ শরীরভাব সম্ভব হয় না, তখন চেতন বা অচেতন কেহই ভগবানের শরীর নহে। আর যাহা দ্বারা ভোগ সম্পন্ন হয়, তাহাকেই যদি শরীর বলা যায়, তাহা হইলে ঘর বাড়ী প্রভৃতি ভোগ-সাধন গুলিও শরীর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে? সুতরাং কোন মতেই তাহার শরীরসত্তা নিশ্চয় হয় না।

(*) ন তরাং, ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—পরকায় প্রবেশের কথা যোগ-শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—"আত্মনো বৈ শরীরাণি বহুনি ভরতর্ষভ। যোগী কুর্য্যাৎ বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্মহীং চরেৎ। ভুঞ্জতে বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ, কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ। সংহরেৎ চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব।" অর্থাৎ যোগবল প্রাপ্ত যোগী যখন বুঝিতে পারেন যে, আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম-রাশি এখনও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, ভোগ করিতে অনেক দিন লাগিবে; অথচ, প্রারব্ধ-ভোগ শেষ না হইলেও মুক্তি হইবে না। তখন তিনি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বহু শরীর নির্ম্মাণ করিয়া সে সকলের দ্বারা স্বল্পকালের মধ্যেই স্বীয় কর্ত্তব্য ভোগ ও যোগ সমাপন করেন এবং আবশ্যক হইলে পর-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াও কর্ত্তব্য সাধন করিয়া লন। এ সম্বন্ধে একটী বিচিত্র আখ্যায়িকা আছে,—

জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মহামতি মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচার করেন, তখন মণ্ডন মিশ্র পরাজিত হইলে সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপা তাঁহার পত্নী শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, এবং কামশাস্ত্র সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে নিরুত্তর করেন। অবশেষে শঙ্করাচার্য্য নিরুপায় হইয়া সেই সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য কিছু দিনের জন্য সময় লইয়া প্রস্থান করেন, এবং উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষায় থাকেন। সেই সময় তদ্দেশীয় অমরু নামক এক রাজার মৃত্যু হয়, তখন তিনি সেই অমরুর মৃত দেহে প্রবিষ্ট হইলেন; অমরু বাঁচিয়া উঠিয়াছে, মনে করিয়া সকলে তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গেল। শঙ্করাচার্য্য সেই অমরুদেহে থাকিয়া নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ উত্তমরূপে অবগত হইলেন, এবং সেই দেহত্যাগ করিয়া পুনশ্চ স্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া মণ্ডন-পত্নীর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিয়া তাহাকেও পরাস্ত করিলেন।

শরীরত্বাপ্রসিদ্ধেঃ। ঈশ্বরস্য তু স্বতঃসিদ্ধনিত্য-নিরতিশয়ানন্দস্য ভোগং প্রতি চিদচিতোরায়তনত্ব-নিয়মো ন সম্ভবতি। এতেন ভোগ-সাধন-মাত্রস্য শরীরত্বং প্রত্যুক্তম্।

অথ মতম্, যদিচ্ছাধীনস্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তি যৎ, তৎ তস্য শরীরমিতি; সর্ব্বস্যেশ্বরেচ্ছাধীনস্বরূপস্থিতি-প্রবৃত্তিত্বেন ঈশ্বর-শরীরত্বং সম্ভবতীতি। তদপি ন সাধীয়ঃ, শরীরতয়া প্রসিদ্ধেষু তত্তচ্চেতনেচ্ছায়ত্ত-স্বরূপত্বাভাবাৎ, রুগ্ন-শরীরস্য তদিচ্ছাধীনপ্রবৃত্তিত্বাভাবাৎ, মৃত-শরীরস্য তদায়ত্ত-প্রবৃত্তিত্বা-ভাবাচ্চ, (*) সালভঞ্জিকাদিষু চেতনেচ্ছাধীনস্বরূপ-স্থিতি প্রবৃত্তিষু তচ্ছরীরত্বাপ্রসিদ্ধেশ্চ, চেতনস্য নিত্যস্য ঈশ্বরেচ্ছায়ত্ত-স্বরূপত্বাভাবাচ্চ ন তচ্ছরীরত্বসম্ভবঃ।

স্বতঃসিদ্ধ নিত্য ও নিরতিশয় আনন্দময়; তখন, তাঁহার ভোগ-সাধনার্থ চেতনাচেতন বস্তু-নিচয়কে আয়তন বা দেহ বলিয়া নির্দ্ধারণ করাও সঙ্গত হয় না। ইহা দ্বারা ভোগ-সাধন মাত্রেরই যে শরীরত্ব উক্তি, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল।

যদি মনে কর, যাহার স্বরূপ, স্থিতি (সত্তা) ও প্রবৃত্তি বা চেষ্টা যাহার ইচ্ছার অধীন, তাহা তাহার শরীর। চেতনাচেতন সমস্ত জগতেরই স্বরূপ, অবস্থান ও চেষ্টা ঈশ্বরেচ্ছার অধীন, সুতরাং তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে? না, এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, লোক-প্রসিদ্ধ শরীরের স্বরূপ যখন কোন চেতনের (প্রাণীর) ইচ্ছাধীন নহে; চেতনের ইচ্ছা থাকিতেও রুগ্ন দেহে তদনুরূপ কোন চেষ্টা বা ক্রিয়া হয় না। মৃত শরীরও শরীর বটে, কিন্তু তাহাতে চেতনের ইচ্ছাধীন কোন প্রবৃত্তিই থাকে না; এবং সালভঞ্জিকার (পুতুলের) স্বরূপ, অবস্থান ও চেষ্টা চেতন ব্যক্তির অধীন হইলেও তাহা সেই চেতনের শরীর বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই, এবং চেতন পদার্থ (জীব) স্বয়ং নিত্য, সুতরাং তাহার স্বরূপ কখনই ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইতে পারে না; এই সকল কারণে ঈশ্বরের উক্তপ্রকার শরীর সম্ভবপর হয় না। (†)

(*) 'তদায়ত্তস্থিতিত্বাভাবাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—কোন বিষয়ের কোন একটী লক্ষণ করিতে হইলে এই তিনটী দোষের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়, (১) অতিব্যাপ্তি, (২) অব্যাপ্তি, (৩) অসম্ভব। যাহা বাস্তবিক লক্ষ্য নহে, তাহাতেও যদি লক্ষণ যায়, তবে 'অতিব্যাপ্তি' দোষ হয়। যতগুলি লক্ষ্য বা উদাহরণ-স্থল আছে, তাহার সর্ব্বত্র লক্ষণ না গেলে 'অব্যাপ্তি' দোষ হয়। আর, যে লক্ষণ করা হয়; তাহার যদি কোনই উদাহরণ না মিলে, তবে 'অসম্ভব' দোষ ঘটে। ইহার মধ্যে, 'অতিব্যাপ্তি' অপেক্ষা অব্যাপ্তি বেশী দোষ; 'অব্যাপ্তি' অপেক্ষাও 'অসম্ভব' দোষ বিশেষ নিন্দনীয়। ফল কথা, এমন কোন লক্ষণ করিতে নাই, যাহাতে ইহার একটী দোষও হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার অব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন দ্বারা পরমতে শরীর-লক্ষণের অলক্ষণত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন।

ন চ যদ্ যদেকনিয়াম্যং যদেকধার্য্যং যস্যৈব শেষভূতম্, (*) তৎ তস্য শরীরমিতি বাচ্যম্; ক্রিয়াদিষু ব্যভিচারাৎ। "অশরীরং শরীরেষু।" "অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদিভিশ্চেশ্বরস্য শরীরাভাবঃ প্রতিপাদ্যতে। অতো জগদ্ব্রহ্মণোঃ শরীর-শরীরিভাবস্যাসম্ভবাৎ, তৎসম্ভবে চ ব্রহ্মণি দোষ-প্রসঙ্গাদ্ ব্রহ্ম-কারণবাদে বেদান্তবাক্যানামসামঞ্জস্যমিতি ॥৮॥ অত্রোত্তরম্,—

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥৯॥

[পদ-চ্ছেদঃ,—ন (না), তু (কিন্তু), দৃষ্টান্তভাবাৎ (যে হেতু দৃষ্টান্ত আছে ।]

নৈবমসামঞ্জস্যম্, একস্যৈবাবস্থাদ্বয়ান্বয়েঽপি গুণ-দোষব্যবস্থিতে-দৃষ্টান্তস্য বিদ্যমানত্বাৎ। 'তু'-শব্দোঽত্র হেয়-সম্বন্ধগন্ধস্যাসম্ভাবনীয়তাং দ্যোতয়তি। এতদুক্তং ভবতি,—চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তদাত্মভূতস্য

[সরলার্থঃ,—চিদচিদ্বস্তুশরীরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণভাবেন অবস্থানেঽপি গুণদোষ-ব্যবস্থিতেঃ দৃষ্টান্তসদ্ভাবাৎ নৈবাসামঞ্জস্যং দোষঃ সম্ভবতীর্থঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্ম চিৎ ও জড়বস্তুময় শরীরে অবস্থান করিলেও শরীরের দোষে তাঁহার (শরীরীর) কলুষিতত্ব না হওয়ার পক্ষে দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং অসামঞ্জস্য দোষ নাই ॥৯]

যাহা যাহার একমাত্র নিয়াম্য (পরিচালনাধীন), যাহার একমাত্র ধার্য্য (রক্ষণীয়), এবং যাহারই শেষভূত অর্থাৎ কর্ম্মলব্ধ ভোগ-সহায়, তাহাই তাহার শরীর, এরূপও বলা যায় না ; কারণ ক্রিয়া প্রভৃতিতে ব্যভিচার হয়। (†) বিশেষতঃ, 'তিনি শরীর রহিত অথচ শরীরে অবস্থান করেন।' 'তিনি হস্ত-পদ রহিত, অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহীতা ; ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের শরীরাভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, জগৎ শরীর, ব্রহ্ম তাহার শরীরী, এ ব্যবস্থার অসম্ভব হেতু, পক্ষান্তরে, তাহা (শরীর-শরীরিত্ব) সম্ভব হইলেও ব্রহ্মে দোষ-সংক্রমণের সম্ভাবনা হেতু ব্রহ্ম-কারণবাদে বেদান্তবাক্য সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না ॥৮॥ ইহার উত্তর এই,—

একই বস্তুর অবস্থাভেদে যে, গুণ ও দোষের ব্যবস্থা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব পূর্ব্বোক্ত অসামঞ্জস্য দোষ হইতে পারে না। আলোচ্য বিষযে যে, কোন প্রকার দোষের সম্বন্ধ মাত্রও সম্ভব পর নাই, তাহাই সূত্রস্থ 'তু' শব্দে জ্ঞাপন করিতেছে।

(*) যস্যৈকশেষভূতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—ক্রিয়ামাত্রই কর্ত্তার অধীনভাবে পরিচালিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং কর্ত্তারই অধীনভাবে ভোগাদি সাধন করে। সুতরাং উল্লিখিতপ্রকার শরীরের লক্ষণ হইলে সমস্ত ক্রিয়াই ক্রিয়াকর্ত্তার শরীর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কাযেই ঐরূপ শরীর-লক্ষণটী ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট হওয়ায় পরিত্যাজ্য।

পরস্য ব্রহ্মণঃ সংকোচ-বিকাশাত্মক-কার্য্য-কারণভাবাবস্থাদ্বয়াম্বয়েঽপি ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ। যতঃ সংকোচ-বিকাশৌ পর-ব্রহ্ম-শরীরভূতচিদ-চিদ্বস্তুগতৌ। শরীরগতাস্তু দোষা নাত্মনি প্রসজ্যন্তে, আত্মগতাশ্চ গুণা ন শরীরে; যথা দেব-মনুষ্যাদীনাং সশরীরাণাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং শরীরগতা বালত্ব-যুবত্ব-স্থবিরত্বাদয়ো নাত্মনি সংবধ্যন্তে, আত্মগতাশ্চ জ্ঞান-সুখাদয়ো ন শরীরে। অথ চ, দেবো জাতো মনুষ্যো জাতঃ, তথা স এব বালো যুবা স্থবিরশ্চেতি ব্যপদেশশ্চ মুখ্যঃ। ভূতসূক্ষ্ম-শরীরস্যৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্য দেবমনুষ্যাদিভাব ইতি "তদন্তর-প্রতিপত্তৌ" [ব্রহ্মসূত্র ৩।১।১] ইতি বক্ষ্যতে ইতি।

যৎপুনরুক্তম্, চিদচিদাত্মকস্য জগতঃ স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরমাত্মানং প্রতি শরীরভাবো নোপপদ্যতইতি। তদনাকলিত-সম্যঙ্ন্যায়ানুগৃহীত-বেদান্তবাক্যগণস্য স্বমতি-পরিকল্পিত-কুতর্কবিজৃম্ভিতম্। সর্ব্ব এব হি

এই কথাই উক্ত হইল যে,—চিৎ ও জড়বস্তুময় শরীরে আত্মভূত পর ব্রহ্মের সংকোচ ও বিকাসাত্মক কার্য্য-কারণভাবরূপ অবস্থাদ্বয়-সত্ত্বেও কোন দোষ নাই (*)। কারণ, সংকোচ ও বিকাসরূপ দোষদ্বয় পর ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ চিৎ ও জড়াত্মক বস্তুতেই অবস্থিত; কিন্তু, শরীর-গত দোষ ত কথনই শরিরী আত্মাকে স্পর্শ করে না, এবং আত্ম-গত গুণ সকলও শরীরে সংক্রামিত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি শরীরধারী জীবগণের শরীর-গত বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা সকল আত্মাতে সংক্রান্ত হয় না, এবং আত্ম-গত জ্ঞান-সুখাদি ধর্ম্মও শরীরে সম্বদ্ধ হয় না। অথচ, 'দেবতা জন্মিয়াছে, মনুষ্য জন্মিয়াছে, এবং সেই লোকই বালক, যুবা ও স্থবির,' ইত্যাদি ব্যবহারও মুখ্যরূপেই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, ভূতসূক্ষ্মময় সূক্ষ্ম-শরীরধারী জীবগণেরই দেব-মনুষ্যাদি ভাব হইয়া থাকে; ইহা "তদন্তর-প্রতিপত্তৌ" [তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রথম পাদে প্রথম] সূত্রে বলা হইবে।

আরো যে কথিত হইয়াছে, স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক চিৎ-জড়ময় জগৎ পরমাত্মার শরীর হইতে পারে না, তাহাও যুক্তি-পরিশোধিত বেদান্তশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান না থাকায় মনঃ-কল্পিত কুতর্কের ফল মাত্র। কারণ, সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রই কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কি চেতন, কি অচেতন

(*) তাৎপর্য্য,—চেতন ও অচেতনময় সমস্ত জগৎই পরব্রহ্মের শরীর; শরীর বলিলেই দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টি বুঝিতে হয়, এবং এই দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টি লইয়াই কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ ঘটে। পরব্রহ্মের সেই কার্য্য-কারণভাবটী সংকোচবিকাশশীল; অর্থাৎ তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে এই চেতনাচেতনময় জগৎ-শরীরকে সময়ে বিকাশিত বা বিস্তৃত করেন, এবং সময়ে সংকোচ অর্থাৎ সংহার করেন। এই দুইপ্রকার অবস্থার কোন অবস্থায়ই শরীরস্থানীয় জাগতিক কোন দোষই শরীরী ব্রহ্মকে কলুষিত করিতে পারে না। কেন না, শরীরও আত্মা এক বস্তু নহে। অতএব, অসামঞ্জস্য দোষ ঘটে না।

বেদান্তাঃ স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ চেতনস্যাচেতনস্য সমস্তস্য চ পরমাত্মানং প্রতি শরীরত্বং শ্রাবয়ন্তি। বাজসনেয়কে তাবৎ কাণ্বশাখায়াং, মাধ্যন্দিন-শাখায়াং চ অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণে, "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যস্য পৃথিবী শরীরম্ [বৃহদা°, ৩।৭।৩] ইত্যারভ্য পৃথিব্যাদি সমস্তমচিদ্বস্তু, "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, য আত্মনি তিষ্ঠন্, যস্য আত্মা শরীরম্" [বৃহদা°, ৩।৭।২২] ইতি চেতনং চ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিশ্য তস্য তস্য পরমাত্ম-শরীরত্বমভিধীয়তে। সুবালোপনিষদি চ "যঃ পৃথিবীমন্তরে সংচরন্, যস্য পৃথিবী শরীরম্"। [সুবালো° ৭।১] ইত্যারভ্য "য-আত্মানমন্তরে সংচরন্, যস্য আত্মা শরীরম্", ইতি তদ্বদেব চিদচিতোঃ সর্ব্বাবস্থয়োঃ পরমাত্ম-শরীরত্বমভিধায় "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহত-পাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ", [নারা°, ১।২] ইতি তস্য সর্ব্ব-ভূতানি প্রতি আত্মত্বমভিধীয়তে।

স্মরন্তি চ "জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে"। "যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়ঃ" [ব্রহ্ম°, ২।৩]। "তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ"। "তানি সর্ব্বানি তদ্বপুঃ" [বিষ্ণু°, ২।৩।২২]। "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ" [মনু°, ১।৮] ইত্যাদি। ভূতসূক্ষ্মাৎ স্বাৎ শরীরাদিত্যর্থঃ। লোকে চ শরীর-শব্দো ঘটাদি-

---

সমস্ত জগতেরই ব্রহ্ম-শরীরত্ব খ্যাপন করিতেছে। যজুর্ব্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখায় অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ-প্রকরণে 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত এবং পৃথিবী যাঁহার শরীর।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ সমস্ত জড় বস্তুর উল্লেখের পর 'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত এবং বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যাঁহার শরীর, যিনি আত্মাতে (জীবে) অবস্থিত এবং আত্মা যাঁহার শরীর।' এইরূপে চেতন বস্তুর পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়া সমস্ত বস্তুকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুবালা উপনিষদেও 'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন এবং পৃথিবী যাহার শরীর,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'যিনি আত্মার অন্তরে সঞ্চরণ করেন এবং আত্মা যাঁহার শরীর;' এইরূপে সর্ব্বাবস্থায়ই চিৎ ও জড় বস্তুকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরে 'ইনিই (পর ব্রহ্মই) সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য, এক (অদ্বিতীয়) প্রকাশময় নারায়ণ,' এই ভাবে তাঁহাকেই সমস্ত ভূতের আত্মা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রকারগণও বলিয়াছেন যে, ['হে ভগবন্'] সমস্ত জগৎই তোমার শরীর।' 'সেই সমস্ত বস্তুই তাঁহার (ভগবানের) শরীর।' 'তিনি (পরমেশ্বর) সংকল্প করিয়া স্বীয় শরীর হইতে [বিবিধ বস্তু সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায়]' ইত্যাদি। শ্লোকস্থ 'স্বাৎ' কথার

শব্দবৎ একাকার-দ্রব্য-নিয়তবৃত্তিমনাসাদিত-কৃমি-কীট-পতঙ্গ-সর্প-নর-পশুপ্রভৃতিষু অত্যন্তবিলক্ষণাকারেষু দ্রব্যেষু অত্যগৌণঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে; তেন তস্য প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ব্যবস্থাপনং সর্ব্বপ্রয়োগানুগুণ্যেনৈব কার্য্যম্। ত্বদুক্তং চ 'কর্ম্মফল-ভোগহেতুঃ' ইত্যাদিকং প্রবৃত্তিনিমিত্ত-লক্ষণং ন সর্ব্বপ্রয়োগানুগুণম্, যথোক্তেষু ঈশ্বর-শরীরতয়া অভিহিতেষু পৃথিব্যাদিষু অব্যাপ্তেঃ।

কিঞ্চ, ঈশ্বরস্যেচ্ছা-বিগ্রহেষু মুক্তানাং চ "স একধা ভবতি" [ছান্দো০, ৭।২৬।২] ইত্যাদিবাক্যাবগতেষু বিগ্রহেষু তল্লক্ষণমব্যাপ্তম্, কর্ম্মফলভোগনিমিত্তত্বাভাবাৎ তেষাম্। পরমপুরুষেচ্ছা-বিগ্রহাশ্চ ন পৃথিব্যাদিভূতসঙ্ঘাত-বিশেষাঃ; "ন ভূতসঙ্ঘ-সংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ" [ব্রহ্ম০, ১৫।৩০] ইতিস্মৃতেঃ। অতো ভূতসঙ্ঘাতরূপত্বং চ শরীরস্যাব্যাপ্তম্, পঞ্চবৃত্তি-প্রাণাধীনধারণত্বং চ স্থাবর-শরীরেষু অব্যাপ্তম্। স্থাবরেষু হি প্রাণসদ্ভাবেঽপি তস্য পঞ্চধা অবস্থায় শরীরস্য অধারকতয়া

অর্থ—ভূতসূক্ষ্মময় স্বীয় শরীর হইতে। লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, অনেকপ্রকার দ্রব্য-সংঘাতময় কৃমি, কীট, পতঙ্গ, সর্প, নর, পশু প্রভৃতি অত্যন্ত বিভিন্নাকার বস্তুতে ঘটাদি শব্দের ন্যায় 'শরীর' শব্দ মুখ্যভাবেই (গৌণার্থে নহে) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রচলৎ-প্রয়োগ সমূহের উপপত্তির জন্য তদনুসারেই শরীর-শব্দের প্রয়োগ-ব্যবস্থা করা আবশ্যক। [পরন্তু,] তোমার কথিত 'কর্ম্মফলের ভোগ-হেতু [যাহা, তাহা শরীর,'] ইত্যাদি লক্ষণটী সর্ব্বপ্রয়োগানুসারী নহে; কারণ, [শাস্ত্রে] ঈশ্বর-শরীর বলিয়া কথিত পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী প্রভৃতিতে (ঈশ্বর-শরীরে) উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ তোমার লক্ষণ দ্বারা শাস্ত্রাভিহিত ভগবৎশরীর—পৃথিব্যাদির শরীরত্ব সিদ্ধ হয় না।

আরো এক কথা, ঈশ্বরের ইচ্ছাময় শরীরে, এবং 'সে (মুক্ত পুরুষ) একধা হয়,' এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত মুক্ত-শরীরে তাহার লক্ষণ অব্যাপ্ত বা ব্যভিচারী হয়; কারণ, সেই সকল শরীর কর্ম্ম-ফল ভোগের নিমিত্ত নির্ম্মিত হয় নাই। আর, পরম পুরুষ—ভগবানের ইচ্ছাময় বিগ্রহ সকলও পৃথিব্যাদি ভূতের সংঘাত বা সমবায় নহে, 'এই পরমাত্মার দেহ ভূতসংঘাতের পরিণতিবিশেষ নহে।' এই স্মৃতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। অতএব, 'ভূতসংঘাতত্ব বা ভৌতিকত্ব' লক্ষণটী শরীরের ব্যাপক নহে এবং 'পঞ্চবৃত্তি-প্রাণের অধীনভাবে যাহার ধারণ বা রক্ষা হয়, তাহা শরীর'; এ লক্ষণও স্থাবরাদি দেহে (বৃক্ষ লতা প্রভৃতিতে) অব্যাপ্ত, অর্থাৎ যায় না। যদিও স্থাবরাদি-দেহে প্রাণ সদ্ভাব আছে সত্য, কিন্তু, প্রাণ [প্রাণ, অপান, সমান, উদানও ব্যান, এই] পঞ্চ প্রকারে অবস্থিত থাকিয়া সে সকল ধারণ করে না। আর, 'ইন্দ্রিয়া-

অবস্থানং নাস্তি। অহল্যাদীনাং কর্ম্মনিমিত্ত-শিলা-কাষ্ঠাদিশরীরেষু ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং চ সুখ-দুঃখহেতুত্বং চ অব্যাপ্তম্।

অতো যস্য চেতনস্য যদ্ দ্রব্যং সর্ব্বাত্মনা স্বার্থে নিয়ন্তুং ধারয়িতুং চ শক্যম্, তচ্ছেষতৈকস্বরূপং চ; তৎ তস্য শরীরমিতি শরীরলক্ষণমাস্থেয়ম্। রুগ্নশরীরাদিষু নিয়মনাদ্যদর্শনং বিদ্যমানায়া এব নিয়মনশক্তেঃ প্রতিবন্ধকৃতম্, অগ্ন্যাদেঃ শক্তি-প্রতিবন্ধাদ্ ঔষ্ণ্যাদ্যদর্শনবৎ। মৃতশরীরং চ চেতন-বিয়োগসময় এব বিশরিতুমারব্ধম্, ক্ষণান্তরে চ বিশীর্য্যতে। পূর্ব্বং শরীরতয়া পরিক্লৃপ্ত-সঙ্ঘাতৈকদেশত্বেন চ তত্র শরীরত্ব-ব্যবহারঃ। অতঃ সর্ব্বং পরমপুরুষেণ সর্ব্বাত্মনা স্বার্থে নিয়াম্যং ধার্য্যং তচ্ছেষতৈকস্বরূপমিতি সর্ব্বং চেতনাচেতনং তস্য শরীরম্। "অশরীরং শরীরেষু" ইত্যাদি চ কর্ম্মনিমিত্ত-শরীরপ্রতিষেধপরম্, যথোক্ত-সর্ব্বশরীরত্বশ্রবণাৎ। উপরিতনাধিকরণেষু চৈতদ্ উপপাদয়িষ্যতে। "অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদ্ অসমঞ্জসম্।" "ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ"। ইতি সূত্রদ্বয়েন "ইতরব্যপদেশাদ্" ইত্যধিকরণসিদ্ধোঽর্থঃ স্মারিতঃ ॥৯॥

শ্রয়ত্ব' কিংবা 'সুখ-দুঃখ ভোগ-হেতুত্ব' লক্ষণও অহল্যা প্রভৃতির শিলা-কাষ্ঠময়াদি দেহে অব্যাপ্ত বা ব্যভিচারী হয়।

অতএব, যে চেতনের স্বার্থ-সাধনে যাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত ও ব্যবস্থাপিত করা যায় এবং যাহা কেবলই তাহার অঙ্গ বা অধীন, সেই বস্তু তাহার শরীর। এইরূপই শরীর-লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। রুগ্ন-শরীরে যে ইচ্ছানুসারে পরিচালন-ক্ষমতা দেখা যায় না, তাহাও, দাহিকা শক্তির ব্যাঘাত হইলে যেমন অগ্নির উষ্ণত্ব দেখা যায় না, তেমনি দেহে পরিচালন শক্তির অবরোধ বশতই সংঘটিত হয়; কিন্তু তৎকালেও সেই নিয়মন-শক্তি বিদ্যমানই থাকে। আর, মৃত-শরীরও আত্ম-বিয়োগের সমকালেই বিশীর্ণ হইতে আরম্ভ করে, পরক্ষণে তাহাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিধ্বস্ত হয়। পূর্ব্বে যাহার শরীরত্ব সিদ্ধ ছিল, মৃতশরীর তাহারই অংশ, এই কারণে তাহাতেও শরীরত্ব ব্যবহার হয় মাত্র। অতএব, এই সমস্ত জগৎই পরম পুরুষ ভগবানের নিয়মন ও ধারণ-যোগ্য এবং সর্ব্বতোভাবে অধীন; এই কারণে এই সমুদয় বস্তুকে তাঁহার শরীর বলিতে হয়।

আর, 'তিনি অশরীর,' ইত্যাদি বাক্যেও কর্ম্ম-নিমিত্ত শরীরেরই প্রতিষেধ বুঝিতে হইবে; কারণ, উহাতে সাধারণ ভাবে সর্ব্বশরীরের উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী অধিকরণ সমূহে এ বিষয় উপপাদন (প্রমাণিত) করা হইবে। 'ইতরব্যপদেশাৎ' ইত্যাদি অধিকরণ সূত্রে যে সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, "অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসং"। "নতু দৃষ্টান্ত-ভাবাৎ" এই দুইটী সূত্রে তাহারই স্মরণ করান হইল ॥৯॥

স্বপক্ষ-দোষাচ্চ ॥১০॥

[পদ-চ্ছেদঃ,—স্বপক্ষ-দোষাৎ (নিজের পক্ষে দোষ বশতঃ), চ (ও) ১০।]

ন কেবলং ব্রহ্ম-কারণবাদস্য নির্দ্দোষতয়ৈতৎসমাশ্রয়ণম্, প্রধান-কারণবাদস্য দুষ্টত্বাচ্চ তৎ পরিত্যজ্যৈতদেব সমাশ্রয়ণীয়ম্। প্রধান-কারণবাদে হি জগৎপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে। তত্র হি নির্ব্বিকারস্য চিন্মাত্রৈকরসস্য পুরুষস্য প্রকৃতি-সন্নিধানেন প্রকৃতিধর্ম্মাধ্যাসনিবন্ধনা

নির্ব্বিকারস্য চিন্মাত্ররূপস্য প্রকৃতিধর্ম্মাধ্যাস-হেতুভূতং প্রকৃতি সন্নিধানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্;—কিং প্রকৃতেঃ সদ্ভাব এব? উত তদ্গতঃ কশ্চিদ্ বিকারঃ? অথ পুরুষগত এব কশ্চিদ্ বিকারঃ? ন তাবৎ পুরুষগতঃ, অনভ্যুপগমাৎ। নাপি প্রকৃতের্ব্বিকারঃ, তস্যাধ্যাস-কার্য্যতয়াভ্যুপগতস্যাধ্যাসহেতুত্বাসম্ভবাৎ, সদ্ভাবমাত্রস্য সন্নিধানত্বে মুক্ত-

---

[সরলার্থঃ,—ন কেবলং ব্রহ্ম-কারণবাদস্য নির্দ্দোষত্বাদেব গ্রাহ্যত্বম্; অপিতু প্রধান-কারণবাদিনঃ স্বপক্ষে দোষাদপি গ্রাহ্যত্বং মন্তব্যম্। নির্ব্বিকারস্য চ পুরুষস্য সন্নিধান-মাত্রেণ প্রকৃতি-প্রবৃত্তেরসম্ভব এবাত্র দোষঃ।

অর্থাৎ কেবল যে, নির্দ্দোষত্ব নিবন্ধনই ব্রহ্ম-কারণ-বাদ গ্রহণ করা উচিত, তাহা নহে; পরন্তু, নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্য মাত্রেই যে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি হওয়া, তাহাও অসম্ভব; এই কারণেও ব্রহ্ম-কারণবাদ গ্রহণ করা সঙ্গত।১০।]

ব্রহ্ম-কারণবাদ নির্দ্দোষ; শুধু এই কারণেই তাহা গ্রহণীয় নহে; পরন্তু প্রধান-কারণ-বাদটী নানা দোষে দূষিত, এই জন্যও উহা ত্যাগ করিয়া এই ব্রহ্ম-কারণবাদ আশ্রয় করা উচিত। প্রধান-কারণ বাদে প্রথমতঃ জগৎ-রচনাই উপপন্ন বা সম্ভবপর হয় না; কারণ, প্রধান-কারণবাদীর মতে প্রকৃতির সান্নিধ্য বশতঃ একমাত্র চিৎস্বরূপ, নির্ব্বিকার পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম্ম সকল অধ্যস্ত হয়, এবং সেই অধ্যাস বা আরোপ বশতই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, একমাত্র চিৎস্বরূপ, নির্ব্বিকার পুরুষে যে, প্রকৃতি-ধর্ম্মের অধ্যাস হয়, তাহার কারণীভূত প্রকৃতি-সান্নিধ্যটা কি প্রকার?—উহা কি প্রকৃতিরই সদ্ভাব মাত্র? অথবা প্রকৃতিগত কোনরূপ বিকার? কিংবা পুরুষেরই কোন প্রকার বিকার? প্রথমতঃ উহা পুরুষের বিকার হইতে পারে না; কারণ, পুরুষের বিকার স্বীকার করা হয় না। প্রকৃতির বিকারও হইতে পারে না; প্রকৃতির বিকারকে অধ্যাসের কার্য্য বা ফল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সুতরাং সেই বিকারই আবার [পূর্ব্ববর্ত্তী] অধ্যাসের হেতু হইতে পারে না। আর শুধু প্রকৃতির সদ্ভাব বা বিদ্যমানতাকেই সান্নিধ্য

স্যাপ্যধ্যাসপ্রসঙ্গ ইতি; ত্বৎপক্ষে জগৎপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে। অয়মর্থঃ সাংখ্যপক্ষ-প্রতিক্ষেপসময়ে "অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাদ্" [ব্রহ্ম সূ· ২।২।৬] ইত্যাদিনা প্রপঞ্চয়িষ্যতে ॥১০॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি ॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ,—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ (তর্কের স্থিরতা না থাকা হেতু), অপি (ও) ।১১।]

তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি শ্রুতিমূলো ব্রহ্মকারণবাদ এব সমাশ্রয়ণীয়ঃ, ন প্রধানকারণবাদঃ। শাক্যৌলূক্যাক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতঞ্জলি-তর্কাণামন্যোঽন্যব্যাঘাতাৎ তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং গম্যতে ॥১১॥

অন্যথাঽনুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ,—অন্যথা (প্রকারান্তরে), অনুমেয়ং (অনুমানের বিষয় হবে), ইতি (ইহা), চেৎ (যদি বল), এবং (এই প্রকারে) অপি (ও) অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ (তর্কের শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই) ।১২।]

ইদানীং বিদ্যমানানাং শাক্যাদীনাং তর্কান্ উদ্দূষ্যান্যথাত্র প্রধান-

---

[সরলার্থঃ,—তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠানাৎ ইদমেব তত্ত্বম্ ইত্যেবং স্থিরতায়া অভাবাৎ অপি [শ্রুতিমূলকো ব্রহ্ম-কারণতাবাদ এব সমাশ্রয়ণীয় ইতি শেষঃ।]

অর্থাৎ কোন তর্কেরই যখন স্থিরতা নাই, তখন এই কারণেও শ্রুতি-সম্মত ব্রহ্মকারণতা-বাদই গ্রহণ করা উচিত ॥১১॥]

[সরলার্থঃ,—(তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বেঽপি) অন্যথা = প্রকারান্তরেণ, [প্রধানং] অনু-মেয়ম্ = অনুমাতব্যম্ ইতি চেৎ = যদি [উচ্যেত] ; [তর্হি] এবমপি প্রকারান্তরেণ তর্কানু-সরণেঽপি, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ—ত্বত্তোঽপি অধিকতর-তর্ককুশলস্য সম্ভাবনেন অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দোষাৎ তর্কস্য অবিমোক্ষ-সম্ভাবনা দুর্নিবারেত্যাশয়ঃ ॥১২॥]

বলিলে মুক্ত পুরুষের পক্ষেও অধ্যাস হইতে পারে ? [কারণ, প্রকৃতির সদ্ভাবরূপ বিকার-কারণ মুক্তের পক্ষেও সমান।] অতএব, তোমার [প্রধান কারণবাদীর] পক্ষে জগৎ সৃষ্টিই সম্ভবপর হইতে পারে না। এই বিষয়টী সাংখ্যপক্ষ খণ্ডনের সময় "অভ্যুপগমেঽপ্যর্থা-ভাবাৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে ॥১০॥

যাহা শ্রুতি-সম্মত নহে, এরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অস্থিরত্ব-দোষেও শ্রুতিমূলক এই ব্রহ্ম-কারণতাবাদই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রধানকারণতাবাদ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য নহে। শাক্য সিংহ, ঔলূক্য (কণাদ), অক্ষপাদ (গোতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ বিশেষ), কপিল ও পতঞ্জলির প্রবর্ত্তিত তর্ক সমূহ পরস্পর দ্বারা ব্যাঘাত বা বাধা প্রাপ্ত, এই কারণে তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অব্যবস্থিতত্ব প্রতীত হয় ॥১১॥

১২॥ ইদানীন্তন শাক্যাদি-সম্মত তর্ক রাশির উপর দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক আমরা

কারণবাদমতিক্রান্ত-তদুপদর্শিতদূষণং তেনানুমন্যামহে (*) ইতি চেৎ ? এবমপি পুরুষ-বুদ্ধিমূল-তর্কৈকাবলম্বনস্য তথৈব দেশান্তর-কালান্তরেষু ত্বদধিকতম-তর্ককুশলপুরুষোৎপ্রেক্ষিত-তর্কদূষ্যত্বসম্ভাবনয়া তর্কাপ্রতিষ্ঠান-দোষাদনির্মোক্ষো দুর্ব্বারঃ। অতোঽতীন্দ্রিয়েঽর্থে শাস্ত্রমেব প্রমাণম্; তদুপবৃংহণায়ৈব তর্ক উপাদেয়ঃ। তথা চাহ,—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।" [মনু০ ১২।১০৬] ইতি।

বেদাখ্যশাস্ত্রাবিরোধিনেত্যর্থঃ। অতো বেদবিরোধিত্বেন বেদার্থ-বিশদীকরণরূপবেদোপবৃংহণ-তর্কোপাদানায় সাংখ্যস্মৃতিরনাদরণীয়া ॥১২॥

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্। **এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥১৩॥**

[পদচ্ছেদঃ,—এতেন (ইহা দ্বারা), শিষ্টাপরিগ্রহাঃ (অবশিষ্ট বেদবাহ্য পক্ষ সকল), অপি (ও), ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিত হইল)।১৩।]

শিষ্টাঃ পরিশিষ্টাঃ, ন বিদ্যতে বেদপরিগ্রহো যেষামিত্যপরিগ্রহাঃ,

---

[সরলার্থঃ,—এতেন—অবৈদিক-সাংখ্য-পক্ষ-নিরাকরণেন তর্কাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদি-হেতুনা শিষ্টাঃ—অবশিষ্টা অপি অপরিগ্রহাঃ—বেদবাহ্যাঃ কণভক্ষাক্ষপাদ-ক্ষপণকপক্ষাঃ ব্যাখ্যাতাঃ—নিরাকৃতাঃ, বেদিতব্যা ইতি শেষঃ।

অর্থাৎ এই বেদবাহ্য সাংখ্য মত খণ্ডন দ্বারাই বেদবিরুদ্ধ অবশিষ্ট কণাদ, গোতম ও বৌদ্ধ প্রভৃতির মতও খণ্ডিত হইল, বুঝিতে হইবে ॥১৩॥]

প্রকারান্তরে এরূপভাবে প্রধান-কারণ-বাদের সত্তা অনুমান করিব, যাহাতে ঐ সকল দোষ উহাতে না আসিতে পারে। ইহা যদি বল, তাহা হইলেও শ্রুতি-নিরপেক্ষ কেবল মনুষ্য-বুদ্ধি-প্রসূত যে তর্ক, তাহাকে অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অব্যবস্থিতত্ব দোষ হইতে রক্ষা করিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, তোমা অপেক্ষাও অধিকতর তর্ককুশল পুরুষ দেশান্তরে থাকিতে পারে, কিম্বা কালান্তরেও জন্মিতে পারে, সুতরাং তাহারা আবার স্ব-স্ব তর্ক দ্বারা তোমার প্রতিভোদ্ভাবিত তর্কের দোষ প্রদর্শন করিতে পারে। অতএব, যাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর—অতীন্দ্রিয়, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ; কেবল সেই শাস্ত্রার্থ উপপাদনের জন্যই তর্কেরও গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে।

মনুও বলিয়াছেন,—'যিনি বেদ-শাস্ত্রের অবিরোধী (প্রতিকূল নয়, এরূপ) তর্ক দ্বারা ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ জানিতে চেষ্টা করেন; তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম জানিতে পারেন, অপরে পারে না।' 'বেদ-শাস্ত্র' অর্থ—বেদ নামক শাস্ত্র; যাহা তাহার বিরোধী নহে, এরূপ তর্কের সাহায্যে [জানিতে চেষ্টা করা]। অতএব, যদিও বেদের অর্থ বিশদ বা পরিস্ফুট করিবার জন্য তদুপযোগী তর্কের গ্রহণ করা আবশ্যক হউক; তথাপি তদর্থে বেদ-বিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতির আদর করা উচিত হয় না ॥১২॥

[সূত্রস্থ] 'শিষ্ট' অর্থ অবশিষ্ট, অর্থাৎ যাহাদের কথা পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হয় নাই। 'অপরি-

---

(*) 'অনুমাস্তামহে' ইতি সাধীয়ান্ পাঠঃ।

শিষ্টাশ্চাপরিগ্রহাশ্চ শিষ্টাপরিগ্রহাঃ। এতেন বেদাপরিগৃহীতসাংখ্য-পক্ষ-ক্ষপণেন পরিশিষ্টাশ্চ বেদাপরিগৃহীতাঃ কণভক্ষাক্ষপাদ-ক্ষপণক-ভিক্ষুপক্ষাঃ ক্ষপিতা বেদিতব্যাঃ।

পরমাণুকারণবাদেঽমীষাং সর্ব্বেষাং সংবাদাৎ কারণ-বস্তুবিষয়স্য তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন শক্যতে বক্তুমিত্যধিকাশঙ্কা; তাবন্মাত্রসংবাদেঽপি তর্কমূলত্বাবিশেষাৎ পরমাণু-স্বরূপেঽপি শূন্যাত্মকত্বাশূন্যাত্মকত্ব-জ্ঞানাত্মকত্বার্থাত্মকত্ব-ক্ষণিকত্ব-নিত্যত্বৈকান্তত্বানেকান্তত্ব-সত্যাসত্যাত্মকত্বাদি-বিসংবাদদর্শনাচ্চাপ্রতিষ্ঠিতত্বমেবেতি পরিহারঃ॥১৩॥

গ্রহ' অর্থ যাহারা বেদার্থ গ্রহণ করে নাই। তাহারাই এখানে 'শিষ্টাপরিগ্রহ' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। [সূত্রার্থ এইরূপ—] বেদাপরিগৃহীত (বেদবাহ্য) এই সাংখ্য-মত নিরাকরণের দ্বারাই কণভক্ষ (কণাদ), অক্ষপাদ (গোতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ বিশেষ) ও ভিক্ষু (জৈন) দিগের পক্ষও খণ্ডিত হইল, বুঝিতে হইবে।

[প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাংখ্য-মতের ন্যায় কণাদ প্রভৃতির মতও যখন অশ্রৌত—তর্ক-মূলক, তখন সাংখ্য-মত খণ্ডনেই ত সে সকল মতও খণ্ডিতই হইয়াছে; এখন তাহার উপর আর এমন কি অধিক আশঙ্কা হইতে পারে, যাহার জন্য পৃথক্ সূত্র করিবার প্রয়োজন হইল? [ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] পরমাণু-কারণবাদে কণাদ প্রভৃতি সকলেরই যখন সংবাদ বা ঐকমত্য আছে, তখন কারণ-বস্তু পরমাণু বিষয়ে ত তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ বিদ্যমানই আছে, বলা হইয়াছিল; [এখন বলিলেন যে,] কেবল ঐ অংশে ঐকমত্য থাকিলেও ঐ সকল মত যখন [সাংখ্যেরই ন্যায়] তর্কমূলক (অবৈদিক) এই কারণে এবং পরমাণুর স্বরূপ সম্বন্ধেও শূন্যাত্মকত্ব, অশূন্যাত্মকত্ব, জ্ঞানাত্মকত্ব, অর্থাত্মকত্ব, সত্যত্ব ও অসত্যাত্মকত্ব, একান্তত্ব ও অনেকান্তত্ব প্রভৃতি বিষয় লইয়া বিবাদ পরিলক্ষিত হওয়ায়, তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ অক্ষুণ্ণই আছে, এইহেতু পৃথক্ সূত্রের আবশ্যক হইল (*)॥১৩॥

(*) তাৎপর্য্য,—পুনশ্চ একটী শঙ্কা হইয়াছিল যে, কণাদ প্রভৃতির মতে পরমাণুই জগতের উপাদান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং তদ্বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি দৃষ্ট হয় না; তর্কমূলক হইলেও তাহাদের পরমাণু-কারণবাদে বিরোধ না থাকায় তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব থাকিতে পারে না, সুতরাং তর্কাপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দোষে তাহাদের মতগুলি উপেক্ষিত হইতে পারে না? এই একটী অতিরিক্ত শঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় সূত্রকার পৃথক্ সূত্র দ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন;—তাহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও পরমাণুর কারণতা সম্বন্ধে কাহারও মত ভেদ নাই সত্য, কিন্তু পরমাণু বস্তুটা যে কি প্রকার, তাহা লইয়া বিষম বিবাদ আছে,—মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা বলে, পরমাণু শূন্যাত্মক, অর্থাৎ দীপ নির্ব্বাপিত হইলে যেরূপ শূন্যে পরিণত হয়, সেইরূপ। যোগাচার বৌদ্ধেরা বলে, উহা জ্ঞানাত্মক, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধিই বাহিরে বস্তুরূপে দেখা যায়। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক প্রভৃতিরা বলে, উহা ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই ধ্বংসশীল। আর্হত ভিন্ন সকলেই বলে উহা একান্ত, অর্থাৎ একরূপে পর্য্যবসিত। আর্হত মতে উহা একবিধ বা একইরূপ। কণাদ (বৈশেষিক) বলে, উহা সত্য, এবং যোগাচার মতে উহা অসত্য। অন্যান্য পক্ষগুলি অপরাপর বাদি-প্রতিবাদিদিগের মত। পরমাণু সম্বন্ধেও এই সকল বিপ্রতিপত্তি থাকায় তাহার জন্য পৃথক্ সূত্র আবশ্যক হইয়াছে।

ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণং। **ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ; স্যাল্লোকবৎ ॥১৪॥**

[পদচ্ছেদঃ ;—ভোক্ত্রাপত্তেঃ (ভোক্তৃত্বের সম্ভাবনা হেতু), অবিভাগঃ (বিভাগ থাকিতে পারে না), চেৎ (যদি বল) ; স্যাৎ (বিভাগ হবে) লোকবৎ (লৌকিক ব্যবহারের ন্যায়) ॥১৪॥]

পুনরপি সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে,—যদুক্তং স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তু-শরীরস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণরূপত্বাজ্জীব-ব্রহ্মণোঃ স্বভাব-বিভাগ-উপপদ্যত ইতি। স তু বিভাগো ন সম্ভবতি, ব্রহ্মণঃ সশরীরত্বে তস্য ভোক্তৃত্বাপত্তেঃ, সশরীরত্বে জীবস্যেবেশ্বরস্যাপি সশরীরত্ব-প্রযুক্তসুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বস্যাবর্জ্জনীয়ত্বাৎ। ননু চ "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ; ন, বৈশেষ্যাৎ।" [ব্রহ্ম সূ° ১।২।৮] ইত্যত্রেশ্বরস্য ভোগপ্রসঙ্গ-পরিহার-উক্তঃ; নৈবম্, তত্র হ্যুপাস্যতয়া হৃদয়ায়তনে সন্নিহিতস্য শরীরান্তর্বর্ত্তিত্ব-

---

[সরলার্থঃ;—যদি চিদচিদ্বস্তু-শরীরকত্বেন ব্রহ্মণোঽশরীরত্বমিষ্যতে ; তর্হি জীববৎ তস্যাপি] সুখ-দুঃখাদিভোক্তৃত্বাপত্তেঃ জীবাৎ অবিভাগঃ (অবৈলক্ষণ্যাৎ) প্রসজ্যতে ইতি চেৎ ; ন, তত্রাপি কল্যাণগুণাদিভিঃ ব্রহ্মণো জীবাদ্ বিভাগঃ স্যাৎ, লোকবৎ। যথা লোকে রাজ্ঞঃ সশরীরত্বে সমানেঽপি স্বাতন্ত্র্যাদিভিগু´ণৈরিতরেভ্যো বিভাগো ভবতি, তদ্বদিত্যর্থঃ।

অর্থাৎ চেতনাচেতন বস্তু সমূহ যদি ব্রহ্ম-শরীর হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম শরীরী হইলেন ; সুতরাং জীবের ন্যায় তাঁহারও শরীর সম্বন্ধ বশতঃ সুখ-দুঃখভোগ সম্ভব পর ; তাহা হইলে জীবে ও ব্রহ্মে প্রভেদ থাকিতে পারে না ? ইহার উত্তর এই যে, দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণের ন্যায় শরীরধারী হইলেও রাজার যেমন স্বাধীনতা প্রভৃতি গুণ থাকায় অপরাপর হইতে প্রভেদ ঘটে, তেমনি কল্যাণাদি গুণ থাকায় ব্রহ্মেরও জীব হইতে প্রভেদ থাকা অসম্ভব নহে ॥১৪॥]

সাংখ্যকার পুনশ্চ আপত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, বেদান্ত মতে যে, স্থূল, সূক্ষ্ম, চেতনও অচেতনাত্মক সমস্ত বস্তু পর ব্রহ্মের শরীর এবং পর ব্রহ্ম কারণ, আর জীব তাঁহার কার্য্য, সুতরাং জীব-ব্রহ্ম-বিভাগ অসম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ সেই বিভাগ অসম্ভবই হয়। কেন না, ব্রহ্ম যদি সশরীর হন, তাহা হইলে শরীর সম্বন্ধ নিবন্ধন জীবের ন্যায় তাঁহারও শরীর-ভোগ্য সুখ-দুঃখাদি ভোগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে ? ভাল "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ ; ন, বৈশেষ্যাৎ।" [ব্রহ্ম সূ°, ১।২।৮] এই সূত্রেই ত ভোগ সম্ভাবনার পরিহার উক্ত হইয়াছে, [এখানে পুনর্ব্বার আশঙ্কা কেন ?] না,—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, সে স্থলে, ব্রহ্ম যদিও হৃদয়-প্রদেশে সন্নিহিতভাবে উপাস্য, তথাপি শরীর মধ্যবর্ত্তিত্ব-নিবন্ধন তাঁহার ভোগ-সম্বন্ধ নাই ; এই উপক্রমে ভোগের প্রতিষেধ করা হইয়াছে ; এখানে বিশেষ এই যে, জীবের ন্যায় ব্রহ্মও যদি শরীরধারী হন, তাহা হইলে ঐ শরীর-সম্বন্ধ বশতঃ জীবেরই মত তাঁহারও সুখ-দুঃখাদি-ভোগের সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। দেখাও যায়,

মাত্রেণ ভোগপ্রসঙ্গো ন বিদ্যত ইত্যুক্তম্, ইহ তু জীববদ্ ব্রহ্মণোঽপি সশরীরত্বে তদ্বদেব সুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বার ইত্যুচ্যতে। দৃশ্যতে হি সশরীরাণাং জীবানাং শরীরগত-বালত্ব-স্থবিরত্বাদিবিকারাসম্ভবেঽপি শরীরধাতুসাম্য-বৈষম্যনিমিত্তসুখ-দুঃখযোগঃ। শ্রুতিশ্চ "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ", [ছান্দো০ ৮।১২।১] ইতি। অতঃ সশরীর-ব্রহ্মকারণবাদে জীবেশ্বর-স্বভাববিভাগাভাবাৎ কেবলব্রহ্মকারণবাদেঽপি মৃৎ-সুবর্ণাদিবজ্জগদ্গতাপুরুষার্থাদি-সর্ব্ববিশেষাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাচ্চ প্রধান-কারণবাদ এব জ্যায়ানিতি চেৎ; অত্রোত্তরম্,—"স্যাল্লোকবৎ" ইতি। স্যাদেব বিভাগঃ জীবেশ্বর-স্বভাবয়োঃ; ন হি জীবস্য শরীর-ধাতু-সাম্য-বৈষম্যনিমিত্তং সুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বং সশরীরত্বকৃতম্; অপিতু পুণ্য-পাপরূপ-কর্ম্মকৃতম্। "ন হ বৈ সশরীরস্য" ইত্যপি কর্ম্মারব্ধ-দেহবিষয়ম্, "স একধা ভবতি, স ত্রিধা ভবতি, স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ," [ছান্দো০ ৭।২৬।২] ইতি কর্ম্মসম্বন্ধ-বিনির্মুক্তস্যাবির্ভূত-স্বরূপস্য সশরীরস্যৈবাপুরুষার্থগন্ধাভাবাৎ। অপহতপাপ্মনস্তু পরমাত্মনঃ

শরীর-ধর্ম্ম—বার্দ্ধক্যাদি বিকার না হইলেও শারীরিক ধাতু-বৈষম্য বশতঃ জীবেও সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—'পুরুষ যত দিন শরীরাভিমানী থাকে, তত দিন প্রিয় ও অপ্রিয়-সম্বন্ধ নিবারিত হয় না, আর অশরীর হইলে তাহাকে প্রিয় বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না।' বিভাগ না থাকায় [ঘট ও কুণ্ডলাদির উপাদান] মৃত্তিকা ও সুবর্ণের ন্যায় ব্রহ্মেও জাগতিক অপুরুষার্থ সমস্ত ধর্ম্মগুলি সংক্রামিত হইবার সম্ভব; এই কারণেই যদি প্রধান-কারণবাদকে (সাংখ্যপক্ষকে) উৎকৃষ্ট বল; তবে তাহার উত্তর এই,—লোকব্যবহারের ন্যায় এই বিভাগও সম্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য নিশ্চয়ই হইতে পারে। কেন না, শারীরিক [বাত-পিত্তাদি] ধাতুর সাম্য ও বৈষম্যনিবন্ধন যে, জীবের সুখ-দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহার কারণ সশরীরত্ব অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধ নহে; পরন্তু, পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্মই তাহার কারণ। আর, 'শরীরাভিমানী ব্যক্তির প্রিয়াপ্রিয় (সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ) বিরত হয় না'; এই শ্রুতিটীও প্রারব্ধ কর্ম্মলব্ধ দেহ-সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে। কেন না, 'তিনি একপ্রকার ও বহুপ্রকার হন, তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাহাই প্রাপ্ত হন, ভোগ, ক্রীড়া ও আমোদ করেন।' এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, মুক্তাবস্থায় তাহার কর্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যক্ত হয়, এবং স্বীয় ব্রহ্মভাবও আবির্ভূত হয়। অধিকন্তু, শরীরসত্ত্বেও তাহাতে কোনরূপ অপুরুষার্থের নামমাত্রও

স্থূল-সূক্ষ্মরূপকৃৎস্নজগচ্ছরীরত্বেঽপি কর্ম্মসম্বন্ধ-গন্ধো নাস্তি, ইতি ন তরামপুরুষার্থগন্ধপ্রসঙ্গঃ। লোকবৎ—যথা লোকে রাজশাসনানুবর্ত্তিনাং তদতিবর্ত্তিনাঞ্চ রাজানুগ্রহ-নিগ্রহ-কৃতসুখ-দুঃখযোগেঽপি ন সশরীরত্বমাত্রেণ শাসকে রাজন্যপি শাসনানুবৃত্ত্যতিবৃত্তিনিমিত্ত-সুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গঃ।

যথাহ দ্রমিড়-ভাষ্যকারঃ,—"যথা লোকে রাজা প্রচুরদন্দশূকে ঘোরেঽনর্থসংকটেঽপি প্রদেশে বর্ত্তমানোঽপি ব্যজনাদ্যবধূতদেহো দোষৈর্ন স্পৃশ্যতে, অভিপ্রেতাংশ্চ লোকান্ পুনরপি পরিপালয়তি, ভোগাংশ্চ গন্ধাদীনবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি; তথাসৌ লোকেশ্বরো ভ্রমৎস্বসামর্থ্যচামরো দোষৈর্ন স্পৃশ্যতে, রক্ষতি চ লোকাদীন্, ব্রহ্মলোকাদীন্ ভোগাংশ্চাবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি" ইতি। মৃৎ-সুবর্ণাদিবদ্ব্রহ্মস্বরূপপরিণামস্তু নৈবাভ্যুপগম্যতে, অবিকারত্ব-নির্দ্দোষত্বাদি-শ্রুতেঃ।

থাকে না। ভগবান্ স্বভাবতই নির্দ্দোষ; অতএব স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক সমস্ত জগৎ তাহার শরীর হইলেও কোন কর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না; কর্ম্মসম্বন্ধ না থাকায় পুরুষার্থবিরোধী কোনরূপ ধর্ম্মও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। লোকব্যবহারই ইহার দৃষ্টান্ত; দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা রাজ-শাসনের অধীন হইয়া থাকে, তাহারা রাজার অনুগ্রহভাজন হয়, আর যাহারা অধীন থাকে না, তাহারা নিগ্রহের পাত্র হয়, এবং সেই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের ফলে তাহারা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের শাসনকর্ত্তা রাজা শরীরধারী হইয়াও সেই নিগ্রহানুগ্রহকৃত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন না।

দ্রমিড়-ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 'জগতে রাজা যেরূপ ডাঁশ-মশকপূর্ণ ঘোরতর অনর্থসঙ্কুল প্রদেশে পতিত হইলেও ব্যজনাদির (পাখা প্রভৃতির) সাহায্যে শারীর গ্লানি অপনীত করেন, এবং ডাঁশ-মশকাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা পান, পুনশ্চ অভিপ্রেত বিষয় পরিপালন করেন, এবং বিশ্বজনের অভোগ্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বস্তুনিচয়ও রক্ষা করেন; তদ্রূপ যাঁহার অব্যাহত শক্তিরূপ চামর (রাজচিহ্ন) অনবরত পরিভ্রান্ত হইতেছে, সেই লোকনাথ ভগবান্ও জাগতিক কোন দোষে স্পৃষ্ট হন না, সমস্ত জগৎ পরিপালন করেন এবং জগজ্জনের অনুপভোগ্য ব্রহ্মলোকাদি বিষয় সমূহও ধারণ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু, শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে 'নির্ব্বিকার' ও 'নির্দ্দোষ' বলিতেছেন, তখন মৃত্তিকা বা সুবর্ণের ন্যায়, তাঁহার পরিণামও অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না।

যত্তু, পরৈর্ব্রহ্মকারণবাদে ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগাভাবমাশঙ্ক্য সমুদ্র-ফেন-তরঙ্গদৃষ্টান্তেন বিভাগপ্রতিপাদনপরং সূত্রং ব্যাখ্যাতম্; তদযুক্তম্; অন্তর্ভাবিতশক্ত্যবিদ্যোপাধিকাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিমভ্যুপগচ্ছতামেবমাক্ষেপ-পরিহারয়োরসঙ্গতত্বাৎ। কারণান্তর্গতশক্ত্যবিদ্যোপাধ্যুপহিতস্য ভোক্তৃত্বাদ্-উপাধেশ্চ ভোগ্যত্বাদ্ বিলক্ষণয়োস্তয়োঃ পরস্পরভাবাপত্তির্হি ন সম্ভবতি। স্বরূপ-পরিণামস্তু তৈরপি নাভ্যুপেয়তে। "ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ; ন, অনাদিত্বাদ্" [ব্রহ্মসূ° ২।১।৩৪] ইতি ক্ষেত্রজ্ঞানাং তদ্গতকর্ম্মণাঞ্চা-নাদিত্বপ্রতিপাদনাৎ, স্বরূপ-পরিণামাভ্যুপগমেঽপি ভোক্তৃভোগ্যাদি-

---

কেহ কেহ যে, ব্রহ্ম-কারণবাদে ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ উপপন্ন হইতে পারে না শঙ্কা করিয়া সেই বিভাগ সমর্থনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র ও তাহার ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তানুসারে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহারা যখন আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিসমন্বিত অবিদ্যা-উপহিত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন, তখন তাহাদের পক্ষে ওরূপ আপত্তি ও তৎপরিহার কখনই সঙ্গত হইতে পারে না (*); কেন না, তাদৃশ অবিদ্যা-শক্তি-যুক্ত-(অবিদ্যোপাধিক) ব্রহ্ম স্বয়ং ভোক্তা এবং উপাধি অবিদ্যা (ও অবিদ্যার পরিণাম জগৎ) তাঁহার ভোগ্য; অতএব উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায় পরস্পরের একভাবাপত্তি (অবিভাগ) হইতেই পারে না। কারণ, অপর পক্ষ ত ব্রহ্মের স্বরূপতঃ পরিণামই স্বীকার করে না। আর পরবর্ত্তী "ন কর্ম্মাবিভাগাৎ" ইত্যাদি সূত্রে যখন জীব ও জীবগত কর্ম্মনিচয়ের অনাদিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলেও ভোক্তৃ-ভোগ্যাদি বিভাগ বিষয়ে কাহারো হৃদয়ে আশঙ্কাই উপস্থিত

(*) তাৎপর্য্য,—এখানে প্রধানতঃ শাঙ্করমতের উপরই কটাক্ষ করা হইয়াছে। জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন কে কাহাকে ভোগ করিবে? সুতরাং জীব ভোক্তা, জগৎ তাহার ভোগ্য, এইরূপ বিভাগ হইতেই পারে না; পক্ষান্তরে, উভয়ই যখন এক, তখন ভোক্তাও কখন ভোগ্য হইতে পারে, এবং ভোগ্যও কদাচিৎ ভোক্তা হইতে পারে। এই দোষ পরিহারার্থ তাহারা বলেন যে, সমুদ্র মূলতঃ এক হইলেও যেমন ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্বুদ্ প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ফেনও তরঙ্গ হয় না, এবং তরঙ্গও ফেন হয় না,—পরস্পর পৃথক্, তেমনি জীব ও জগৎ ব্রহ্মময় হইলেও ফেন তরঙ্গাদির ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন ভাবে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবাপন্ন হইতে পারে। ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ওরূপ আপত্তি ও পরিহার সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, তাহাদের মতে অবিদ্যোপাধিক ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। সেই অবিদ্যার আবার দুইটী শক্তি আছে, একটী আবরণ, অপরটী বিক্ষেপ। তন্মধ্যে, যে শক্তি আত্মার ব্রহ্মভাব আবৃত করিয়া রাখে,—লোককে বুঝিতে দেয় না, তাহার নাম আবরণশক্তি, আর যে শক্তিটী সেই আবৃত ব্রহ্মে বিবিধ ভেদ-বুদ্ধি উৎপাদন করে—জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে, তাহার নাম বিক্ষেপ শক্তি। এই শক্তিদ্বয় সম্পন্ন ব্রহ্মোপাধি অবিদ্যারই সাক্ষাৎ পরিণাম—এই জগৎ। সুতরাং এই ভাবে ভোক্তার ও ভোগ্যের বিভাগ অব্যাহতই থাকে। অতএব ভোক্তৃ ভোগ্যের অবিভাগাপত্তিও হইতে পারে না।

বিভাগাশঙ্কা কস্যচিদপি ন জায়তে, মৃৎসুবর্ণাদি-পরিণামরূপ-ঘট-শরাব-কটক-মুকুটাদিবিভাগবদ্ ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগোপপত্তেঃ। স্বরূপপরিণামেঽপি ব্রহ্মণ এব ভোক্তৃ-ভোগ্যত্বাপত্তিরিতি পুনরপ্যসামঞ্জস্যমেব ॥২॥১॥১৪॥

আরম্ভণাধিকরণম্।] **তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥২॥১॥১৫॥**

[**পদচ্ছেদঃ**—তদনন্যত্বং (সেই ব্রহ্ম হইতে [জগতের] অভিন্নত্ব), আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (আরম্ভণশব্দপ্রভৃতি হইতে [জানা যায়])।]

[**সরলার্থঃ**- কার্য্যস্য জগতঃ কারণাদ্ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বং—অভিন্নত্বং আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ অবগম্যতে।

অর্থাৎ বাচারম্ভণ প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যায় যে, এই কার্য্যভূত জগৎ তৎকারণ ব্রহ্ম হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে ২॥১॥১৫]

"অসদিতি চেৎ ; ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০, ২।১।৭] ইত্যাদিষু কারণভূতাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্য্যভূতস্য জগতোঽনন্যত্বমভ্যুপগম্য ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বমুপপাদিতম্। ইদানীং তদেবানন্যত্বমাক্ষিপ্য সমাধীয়তে,—

তত্র কাণাদাঃ প্রাহুঃ,—ন কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং সম্ভবতি, বিলক্ষণ-বুদ্ধিবোধ্যত্বাৎ। ন খলু তন্তু-পট-মৃৎপিণ্ড-ঘটাদিষু কার্য্যকারণ-

---

হইতে পারে না (*) ; কেন না, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট ও শরা, এবং সুবর্ণের পরিণাম মুকুটাদি অলঙ্কারের ন্যায় প্রকৃত স্থলেও ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ উপপন্ন হইতেই পারে। তাহার পর, ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তপক্ষে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলেও একই ব্রহ্মের ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব সিদ্ধ হইতে পারে ; সুতরাং এ পক্ষেও পুনশ্চ অসামঞ্জস্যই উপস্থিত হইতেছে ॥২॥১॥১৪॥

ইতঃ পূর্ব্বে অসদিতি চেৎ" ইত্যাদি সপ্তম সূত্রে কার্য্যভূত জগৎ ও তৎকারণভূত ব্রহ্মের অনন্যত্ব বা একত্ব স্বীকার করিয়া জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে কার্য্য-কারণ-ভাব সমর্থন করা হইয়াছে। এখন আবার অনন্যত্ব সম্বন্ধে দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক সেই অনন্যত্বেরই সমাধান করা হইতেছে।

তন্মধ্যে, কণাদ-মতাবলম্বিরা বলেন যে, কার্য্য কখনই কারণের সহিত এক—অভিন্ন হইতে পারে না ; কারণ, উভয়ের মধ্যে প্রতীতির বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। সূত্র ও বস্ত্র, মৃত্তিকা-

---

(*) তাৎপর্য্য,—ভোক্তা জীব ও তাহার কর্ম্ম যখন, অনাদিসিদ্ধ, এবং সেই কর্ম্মই যখন জীবের ভোগার্থ ভোগ্য জগতের নির্ব্বাহক, তখন, কে ভোক্তা, আর কে ভোগ্য, অথবা, ভোক্তাইবা ভোগ্য হয় না কেন, এবং ভোগ্যই বা ভোক্তা হয় না কেন ? এই প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না। কেন না, জীবের ভোক্তৃত্ব অনাদি-সিদ্ধ, আর জগতের ভোগ্যত্বও অনাদিসিদ্ধ। অনাদিসিদ্ধ শুভাশুভ কর্ম্মই সেই ব্যবস্থা করিয়া দেয়। অতএব এই মতে অবিভাগের আপত্তি উঠিতেই পারে না।

বিষয়া বুদ্ধিরেকরূপা। শব্দভেদাচ্চ; নহি তন্তবঃ পট ইত্যুচ্যন্তে, পটো বা তন্তব ইতি। কার্য্যভেদাচ্চ, নহি মৃৎপিণ্ডেনোদকমাহ্রিয়তে, ঘটেন বা কুড্যং নির্মীয়তে। কালভেদাচ্চ; পূর্ব্বকালঞ্চ কারণম্, অপরকালং চ কার্য্যম্। আকারভেদাচ্চ; পিণ্ডাকারং কারণম্, কার্য্যং চ পৃথুবুধ্নোদরাকারম্। তথা, সত্যামেব মৃদি ঘটো নষ্ট ইতি ব্যবহ্রিয়তে। সংখ্যাভেদশ্চ দৃশ্যতে; বহবস্তন্তবঃ, একশ্চ পটঃ। কারক-ব্যাপারবৈয়র্থ্যং চ; কারণমেব চেৎ কার্য্যম্, কিং কারক-ব্যাপার-সাধ্যং স্যাৎ? সত্যপি কার্য্যে কার্য্যোপযোগিতয়া কারক-ব্যাপারেণ ভবিতব্যমিতি চেৎ? সর্ব্বদা কারক-ব্যাপারেণ নোপরন্তব্যম্। সর্ব্বস্য সর্ব্বদা সত্ত্বেন নিত্যানিত্য-বিভাগশ্চ ন স্যাৎ।

অথ কার্য্যং সদেব পূর্ব্বমনভিব্যক্তং কারক-ব্যাপারেণাভিব্যজ্যতে? অতঃ কারক-ব্যাপারার্থবত্ত্বং নিত্যানিত্যবিভাগশ্চোচ্যতে। তদসৎ,

---

পিণ্ড ও ঘট শরা প্রভৃতি স্থলে কারণীভূত তন্তুতে ও তৎকার্য্যস্বরূপ বস্ত্রে এবং ঘট-শরা প্রভৃতি কার্য্যে ও তৎকারণ মৃত্তিকায় কখনই একাকার বোধ বা প্রতীতি সমুৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয় কারণ—শব্দভেদ; কারণ, তন্তুকেও পট বলে না, আর পটকেও কেহ তন্তু বলে না। তৃতীয় কারণ—কার্য্যভেদ; কারণ, মৃত্তিকাপিণ্ড দ্বারা কখনও জলাহরণ করা চলে না, অথবা, ঘটের দ্বারাও কুঁড়ে ঘর নির্ম্মাণ করা যায় না। চতুর্থ কারণ—কালভেদ; কারণটী পূর্ব্ববর্ত্তী, আর কার্য্যটী পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া থাকে। পঞ্চম কারণ—আকৃতিভেদ; কারণ—মৃত্তিকা পিণ্ডাকার, আর তাহার কার্য্য ঘট স্থূল ও গোলাকার; অধিকন্তু, মৃত্তিকা বর্ত্তমান থাকিতেও ঘটের বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ষষ্ঠ কারণ—কার্য্য-কারণের সংখ্যাভেদ; তন্তু বহুসংখ্যক, আর তন্নির্ম্মিত বস্ত্র এক-সংখ্যক; অর্থাৎ বহু সূত্র হইতে একটী বস্ত্র উৎপন্ন হয়। সপ্তম কারণ—নির্ম্মাতার প্রযত্ন-বৈফল্য; কার্য্য যদি কারণ-স্বরূপই হয়, তবে আর কর্ত্তার প্রযত্নে কি ফল উৎপন্ন হইবে? [কার্য্য ত সিদ্ধই আছে]। যদি বল, কার্য্য বিদ্যমান থাকিলেও কর্ত্তার ব্যাপার বা প্রযত্ন সেই কার্য্যেরই কোনরূপ উপকার সাধন করিয়া থাকে। তাহা হইলে ত কখনই আর কর্ত্তার চেষ্টা-নিবৃত্তি হওয়া সঙ্গত হয় না; পরন্তু, সকল বস্তুই যখন সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, তখন জগতে নিত্যানিত্য বিভাগও আর থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এটা নিত্য, ওটা অনিত্য, এইরূপ বিভাগও আর সম্ভবপর হইতে পারে না।

যদি বল, কার্য্য সৎই বটে; কিন্তু পূর্ব্বে অনভিব্যক্ত থাকে, পরে কর্ত্তার চেষ্টায় অভিব্যক্ত বা দর্শনযোগ্য হয় মাত্র; সুতরাং কর্ত্তার চেষ্টা বিফল হইতে পারে না; এই কারণে নিত্যানিত্য-

অভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যন্তরাপেক্ষত্বেঽনবস্থানাৎ, অনপেক্ষত্বে কার্য্যস্য নিত্যোপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ, তদুৎপত্ত্যভ্যুপগমে চাসৎ-কার্য্যবাদপ্রসঙ্গাৎ।

কিঞ্চ, কারক-ব্যাপারস্যাভিব্যঞ্জকত্বে ঘটার্থেন কারক-ব্যাপারেণ করকাদেরপ্যভিব্যক্তিঃ প্রসজ্যতে। সংপ্রতিপন্নাভিব্যঞ্জকভাবেষু

বিভাগও অসঙ্গত হয় না। না,—এ যুক্তিও ঠিক হয় না; কেন না, অভিব্যক্তিরও যদি আবার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয়, তবে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। আর যদি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে। পক্ষান্তরে কার্য্য—ঘটাদির উৎপত্তি স্বীকার করিলেও অসৎকার্য্যবাদ আসিয়া পড়ে; অর্থাৎ অসতেরই উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। (*)

অপিচ, সর্ব্বসম্মত অভিব্যঞ্জক প্রদীপাদি আলোকের যেমন অভিব্যক্তি-কার্য্যে কোন বিশেষ নিয়ম নাই—সম্মুখে যাহা থাকে, তাহাই অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করে, তেমনি, কর্ত্তা—কুম্ভকার প্রভৃতির ব্যাপারকেই অভিব্যঞ্জক বলিলে কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণার্থ চেষ্টা করিলেও সেই চেষ্টা দ্বারা ঘটের ন্যায় করকাদিও অভিব্যক্ত হইতে পারে? কেন

(*) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ কার্য্যোৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মত আছে; একটী অসৎকার্য্যবাদ, অপরটী সৎকার্য্যবাদ। গোতম ও কাণাদ অসৎকার্য্যবাদী, আর কপিল ও বেদব্যাস (বেদান্তদর্শন প্রণেতা) প্রভৃতি সৎকার্য্যবাদী। অসৎকার্য্যবাদীরা বলেন যে,—ঘট প্রভৃতি যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্ব্বে সে সকলের অস্তিত্ব থাকে না, কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তার ব্যাপার ও চেষ্টার ফলে মৃত্তিকা হইতে সম্পূর্ণ নূতন এক একটী কার্য্য (ঘট প্রভৃতি) সমুৎপন্ন হয়। এইরূপে কার্য্য জন্মায় বলিয়াই কর্ত্তাকে কারক (ক্রিয়ার জনক) বলা হয়।

সৎকার্য্যবাদীরা বলেন যে, এই কথা সত্য নহে, অসৎ-পদার্থের কস্মিন্ কালেও উৎপত্তি হয় না ও হইতে পারে না, স্ব-স্ব উপাদানে যাহার সত্তা নাই, শত শত শিল্পী সমবেত হইয়াও তাহার উৎপাদন করিতে পারে না, শত নিষ্পীড়নেও বালুকা হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না, এবং শত চেষ্টায়ও অগ্নি শীতল হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ঘটাদি কার্য্য সমূহ উৎপত্তির পূর্ব্বেও নিজ-নিজ উপাদান—মৃত্তিকা প্রভৃতিতে সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত থাকে, কুম্ভকার প্রভৃতির উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা পশ্চাৎ অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকাদি কারণ হইতে প্রকাশিত হইয়া ঘটাদি সংজ্ঞা লাভ করে মাত্র, বস্তুতঃ উৎপত্তির পূর্ব্বেও ঐ সকল কার্য্য স্ব স্ব কারণে বিদ্যমানই ছিল। ইহাদের মতে "নাসদুৎপদ্যতে, ন চ সৎ বিনশ্যতি।" অর্থাৎ অসৎ পদার্থও উৎপন্ন হয় না, আর সৎপদার্থও বিনষ্ট হয় না। এখন অসৎকার্য্যবাদীর আপত্তি এই যে, কার্য্য যদি সৎ—বিদ্যমানই থাকে, তবে কর্ত্তার আর তদর্থে চেষ্টার প্রয়োজন কি? যদি বল, সেই বিদ্যমান কার্য্যের অভিব্যক্তি-সাধনের জন্যই কর্ত্তার চেষ্টার প্রয়োজন; তাহার উপরও জিজ্ঞাস্য এই যে,—কর্ত্তার চেষ্টায় যেমন কার্য্যের অভিব্যক্তি হয়, তেমনি অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ কার্য্য—ঘটাদির সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের অভিব্যক্তিরও জন্ম বা অভিব্যক্তি হয় বলিতে হইবে, নচেৎ অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অথচ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি, তাহারও আবার অভিব্যক্তি, পুনশ্চ তাহার অভিব্যক্তি, এইরূপে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। আর অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার না করিলে প্রকারান্তরে অসৎ কার্য্যবাদই স্বীকৃত হইয়া পড়ে।

দীপাদিষু অভিব্যঙ্গ্য-বিশেষ-নিয়মাদর্শনাৎ। নহি ঘটার্থমারোপিতঃ প্রদীপঃ করকাদীন্ নাভিব্যনক্তি? অতঃ, অসতঃ কার্য্যস্যোৎপত্তিহেতুত্বেনৈব কারক-ব্যাপারার্থবত্ত্বম্; অতশ্চ সৎকার্য্যবাদাসিদ্ধিঃ। ন চ নিয়তকারণোপাদানং সত এব কার্য্যত্বং সাধয়তি, কারক-শক্তি-নিয়মাদেব তদুপপত্তেঃ।

ননু অসৎকার্য্যবাদিনোঽপি কারকব্যাপারো নোপপদ্যতে, প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্যাসত্ত্বাৎ কার্য্যাদন্যত্র কারক-ব্যাপারেণ ভবিতব্যম্, তত্রান্যত্বা-বিশেষাৎ তন্তুগত-কারক-ব্যাপারেণ ঘটোৎপত্তিরপি প্রসজ্যেত? নৈবম্; তৎ-কার্য্যোৎপাদনশক্তং যৎ কারকম্, তদ্গতকারণ-ব্যাপারেণ তৎ-কার্য্যোৎপত্তিসিদ্ধেঃ।

অত্রাহুঃ—কারণাদনন্যৎ কার্য্যম্। নহি পরমার্থতঃ কারণ-ব্যতি-রিক্তং কার্য্যং নাম বস্ত্বস্তি, অবিদ্যানিবন্ধনত্বাৎ সকলকার্য্য-তদ্ব্যব-হারয়োঃ। অতো যথা কারণভূতাৎ মৃদ্দ্রব্যাদ্ ঘটাদিষু বিকারেষু

না, ঘট-প্রকাশার্থ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলে সে কি সমীপস্থ অন্যান্য বস্তু প্রকাশিত করে না? অতএব অসৎকার্য্যের সমুৎপাদক বলিয়াই কর্ত্তার চেষ্টা সফল হয়, এবং এই কারণেই সৎকার্য্যবাদও সিদ্ধ হয় না বা হইতে পারে না। [ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য] ভিন্ন ভিন্ন কারণের উপাদানের বা গ্রহণের নিয়ম দর্শনেও সতের উৎপত্তি সমর্থন করা যায় না; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন কারণেরও বিভিন্ন প্রকার শক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, সকল বস্তুরই সর্ব্ব কার্য্যোৎপাদনে শক্তি নাই, সুতরাংই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাদান বস্তুর গ্রহণ করা আবশ্যক হয়।

ভাল, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য বিদ্যমান না থাকায় অসৎকার্য্যবাদীর পক্ষেও কারকব্যাপার সঙ্গত বা সফল হইতে পারে না? [তাহাদের মতে] নিশ্চয়ই কার্য্যাতিরিক্ত পদার্থের উপরই কারক-ব্যাপার স্বীকার করিতে হইবে; তাহা হইলে তন্তুর উপর চেষ্টা-প্রয়োগ করিলেও তাহা দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে! কারণ, ঘট ও বস্ত্র উভয়েরই তন্তু হইতে পার্থক্য সমান। না—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, যে কারণ-বস্তুটী যে কার্য্যোৎপাদনে শক্তিশালী, তন্তুবায় প্রভৃতি কারকের চেষ্টায় সেই কারণ হইতেই সেই কার্য্যের উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ।

এস্থলে [সৎকার্য্যবাদিগণ] বলিয়া থাকেন যে, কার্য্যমাত্রই কারণ হইতে অনন্য বা অভিন্ন, বাস্তবিক পক্ষে কারণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই,—যে কিছু কার্য্য-কারণ ব্যবহার, সমস্তই অবিদ্যা বা ভ্রান্তিমূলক। অতএব, মৃদ্বিকার ঘটাদিতে পরিদৃষ্ট

উপলভ্যমানাদ্ ব্যতিরিক্তং ঘট-শরাবাদি কার্য্যং ব্যবহারমাত্রাবলম্বনং মিথ্যা, কারণভূতং মৃদ্দ্রব্যমেব সত্যম্; তথা নির্ব্বিশেষ-সন্মাত্রাৎ কারণ-ভূতাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যোঽহঙ্কারাদি-ব্যবহারাবলম্বনঃ কৃৎস্নঃ প্রপঞ্চো মিথ্যা, কারণভূতং সন্মাত্রং ব্রহ্মৈব সত্যম্। তস্মাৎ কারণব্যতিরিক্তং কার্য্যং নাস্তীতি কারণাদনন্যৎ কার্য্যম্।

নচ বাচ্যং, শুক্তিকা-রজতাদীনামিব ঘটাদি-কার্য্যাণামসত্যত্বাপ্রসিদ্ধে-র্দৃষ্টান্তানুপপত্তিরিতি। যতঃ তত্রাপি যুক্ত্যা মৃদ্দ্রব্যমাত্রমেব সত্যতয়া ব্যবস্থাপ্যতে, তদতিরিক্তং তু যুক্ত্যা বাধ্যতে। কা পুনরত্র যুক্তিঃ?— মৃদ্-দ্রব্যমাত্রস্যানুবর্ত্তমানত্বম্, তদতিরিক্তস্য চ ব্যাবর্ত্তমানত্বম্; রজ্জু-সর্পাদিষু হি অনুবর্ত্তমানস্যাধিষ্ঠানভূতস্য রজ্জ্বাদেঃ সত্যতা, ব্যাবর্ত্তমানস্য চ সর্প-ভূদলনাম্বুধারাদেরসত্যতা দৃষ্টা, তথা অনুবর্ত্তমানমধিষ্ঠানভূতং মৃদ্-দ্রব্যমেব সত্যম্, ব্যাবর্ত্তমানাস্তু ঘট-শরাবাদয়োঽসত্যভূতাঃ।

কারণীভূত মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ব্যবহারাস্পদ ঘটাদি কার্য্য যেরূপ মিথ্যা, বস্তুতঃ মৃত্তিকাই সত্য, তদ্রূপ 'আমি, আমার' ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য এই জগৎ-প্রপঞ্চও তৎকারণীভূত নির্ব্বিশেষ, শুদ্ধ, সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে মিথ্যা, তৎকারণ সৎপদার্থই যথার্থ সত্য। অতএব, কারণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তুই নাই; সুতরাং কার্য্যমাত্রই কারণ হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে।

ভাল, শুক্তি-রজতের অসত্ব বা মিথ্যাত্ব যেরূপ লোকপ্রসিদ্ধ, ঘটাদি কার্য্যের অসত্ত্ব ত সেইরূপ প্রসিদ্ধ নাই, অতএব, পূর্ব্বোক্ত মৃদ্‌ঘটাদি দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতেছে না? না—এ কথাও বলা যায় না। কারণ, উল্লিখিত মৃদ্‌ঘটাদি স্থলেও যুক্তি দ্বারা কেবল মৃত্তিকারই সত্যতা অবধারিত হয় এবং তৎকার্য্য—ঘটাদির অন্যত্ব বা পার্থক্যও যুক্তি দ্বারা বাধিত হয়। এ বিষয়ে যুক্তি কি? [উত্তর—] মৃন্ময় সর্ব্ব কার্য্যেই তৎকারণ মৃত্তিকার অনুবৃত্তি বা নিয়তভাবে সঙ্গে সঙ্গে থাকা, আর তদতিরিক্ত ঘটাদি আকৃতির পরস্পর ব্যাবৃত্তি, অর্থাৎ শরাবে ঘটাকৃতি নাই, ঘটেও শরাবাকৃতি নাই, [ইহাই এ বিষয়ে যুক্তি]। দেখা যায়, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যেমন ভ্রম-কল্পিত সর্পাদির আশ্রয়ীভূত রজ্জু সর্ব্বাবস্থায়ই অনুবৃত্ত থাকে, কখনও রজ্জুত্ব ত্যাগ করে না, এই কারণে উহা সত্য, আর ভ্রমকল্পিত সর্প, ভূ-দলন (ভূমির ফাঁট) ও জলধারাদি সমস্তই ব্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ ভ্রম ভাঙ্গিলেই আর থাকে না; এই কারণে সেই সকলই মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। তেমনি, ঘটাদি কার্য্যের আশ্রয়ীভূত মৃত্তিকাও মৃন্ময় সমস্ত কার্য্যে অনুবৃত্ত থাকে বলিয়া সত্য; আর, পরস্পর ব্যাবৃত্ত-স্বভাব ঘট-শরাবাদি কার্য্যবর্গ অসত্য বা মিথ্যা।

কিঞ্চ, সত আত্মনো বিনাশাভাবাৎ, অসতশ্চ শশবিষাণাদেরুপলব্ধ্য-ভাবাদুপলব্ধি-বিনাশযোগি কার্য্যং সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়মিতি গম্যতে। অনির্ব্বচনীয়ং চ শুক্তিকা-রজতাদিবদ্ মৃষৈব। তস্য চানির্ব্বচনীয়ত্বং প্রতীতি-বাধাভ্যাং সিদ্ধম্।

কিঞ্চ, কার্য্যমুৎপাদয়ৎ মৃদাদি কারণদ্রব্যং কিমবিকৃতমেব কার্য্য-মুৎপাদয়তি ? উত কঞ্চন বিশেষমাপন্নম্ ? ন তাবদবিকৃতমুৎপাদয়তি, সর্ব্বোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপি বিশেষান্তরমাপন্নম্ ; বিশেষান্তরাপত্তে-রপি বিশেষান্তরাপত্তিপূর্ব্বত্বেন ভবিতব্যম্ ; তস্যা অপি তথেত্যনব-স্থানাৎ। অবিকৃতমেব দেশ-কাল-নিমিত্তবিশেষসম্বদ্ধং কার্য্যমুৎপাদয়-তীতি চেৎ ; ন, দেশাদিবিশেষ-সম্বন্ধোঽপি হি অবিকৃতস্য বিশেষান্তর-মাপন্নস্য চ পূর্ব্ববৎ ন সম্ভবতি।

আরও এক কথা,—সংস্বরূপ আত্মার বিনাশ হয় না, আর অসৎ শশবিষাণ (শশকের শৃঙ্গ) প্রভৃতিরও কখন প্রত্যক্ষ হয় না ; ইহা হইতে জানা যায় যে, উপলব্ধি (প্রতীতি) ও বিনাশের বিষয়ীভূত কার্য্যসমূহ অনির্ব্বচনীয়, অনির্ব্বচনীয় সমস্তই মিথ্যা। অনির্ব্বচ-নীয়—শুক্তিরজতাদিই ইহার দৃষ্টান্ত ; শুক্তি-রজতের যে, অনির্ব্বচনীয়ত্ব, তাহা তাহারি প্রতীতি ও বাধের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। (*)

অপিচ, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণে যে সকল কার্য্য (ঘটাদি) সমুৎপাদন করে, সেই সকল কার্য্যকে কি অবিকৃতভাবেই উৎপাদন করে, না—কোনরূপ বিকার ঘটাইয়া উৎ-পাদন করে ? তন্মধ্যে কোন বিকার না ঘটাইয়া উৎপাদন করে, বলা যায় না ; তাহা হইলে এক মৃত্তিকাই সমস্ত কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে। আর বিশেষাবস্থা ঘটাইয়া কার্য্য সমুৎপাদন করে, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে সেই বিশেষাবস্থারও (বিকারেরও) আবার বিশেষাবস্থা ঘটিতে পারে ? পুনশ্চ, তাহারও আবার অপর বিশেষাবস্থা, তাহারও আবার অন্য বিশেষাবস্থা, ইত্যাদিরূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হয়, [প্রকৃত কার্য্যের আর উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না]। যদি বল, কার্য্যটী অবিকৃতভাবেই উৎপন্ন হয়, সত্য। তবে, উপযুক্ত দেশ, কাল ও কারণবিশেষের সহিত সম্বন্ধ অপেক্ষা করে মাত্র। না,—এ কথাও বলা যায় না, কারণ, অবিকৃত কিংবা বিশেষাবস্থাপন্ন কার্য্যেরও পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতেই বিশিষ্ট দেশাদির সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না।

(*) তাৎপর্য্য,—অদ্বৈতবাদীর মতে, যাহা যাহা একবার প্রতীতিগোচর হয়, আবার পরক্ষণেই ধ্বংসের অধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্তই অনির্ব্বচনীয়। ইহাদের মতে যাহা যাহা অনির্ব্বচনীয়, তৎসমুদয়ই মিথ্যা। ঘটাদি কার্য্যও একবার প্রত্যক্ষ হয়, আবার বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়, অনির্ব্বচনীয় বলিয়াই ঐ সকল পদার্থ মিথ্যা বা অসত্য।

ন চ বাচ্যম্, মৃৎ-সুবর্ণ-দুগ্ধাদিভ্যো ঘট-রুচকাদীনামুৎপত্তির্দৃশ্যতে, শুক্তিকা-রজতাদিবৎ দেশ-কালাদিপ্রতিপন্নোপাধৌ বাধশ্চ ন দৃশ্যতে; অতঃ প্রতীতিশরণানাং কারণাৎ কার্য্যোৎপত্তিরবশ্যাশ্রয়ণীয়েতি; বিকল্পাসহত্বাৎ,—কিং হেমাদিমাত্রমেব স্বস্তিকাদেরারম্ভকম্? উত রুচকাদিঃ? অথ রুচকাদ্যাশ্রয়ো হেমাদিঃ? ন তাবদ্ হেমাদিমাত্রমারম্ভকম্; হেমব্যতিরিক্তস্য কার্য্যস্যাভাবাৎ; স্বাত্মানং প্রত্যাত্মন আরম্ভকত্বাসম্ভবাচ্চ। হেমব্যতিরিক্তং স্বস্তিকং দৃশ্যত ইতি চেৎ; ন হেমব্যতিরিক্তং তৎ, হেমপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তদতিরিক্ত বস্তন্তরানুপলব্ধেশ্চ।

বুদ্ধিশব্দাদিভির্বস্তন্তরং সাধিতমিতি চেৎ; ন, অনিরূপিত-বস্ত্ববলম্বনানাং বুদ্ধি-শব্দান্তরাদীনাং শুক্তিকা-রজতবুদ্ধি-শব্দাদিবদ্ ভ্রান্তি-

---

যদি বল, মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও দুগ্ধাদি কারণ হইতে যথাক্রমে ঘট, রুচক (হার) ও দধি প্রভৃতির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু, শুক্তিকা-রজতাদির যেরূপ বাধা (মিথ্যাত্ব প্রতীতি) দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, কোন দেশে, কোন কালে বা কোন কারণবিশেষেও ঐ সকল পদার্থের ত বাধা (অসত্যতাপ্রতীতি) দৃষ্ট হয় না; অতএব, প্রতীতির প্রামাণ্য স্বীকার ভিন্ন যাহাদের উপায় নাই, তাহাদের পক্ষে অবশ্যই কারণ হইতে নূতন কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। না—এই কথাও বলা যায় না; তাহার কারণ এই যে, উক্ত যুক্তিটী বিচারসহ নহে। [জিজ্ঞাসা করি] কেবল সুবর্ণাদিই কি স্বর্ণালঙ্কার—স্বস্তিকাদির আরম্ভক (উপাদান)? না—রুচকাদি? অথবা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া রুচকাদি অলঙ্কার উৎপন্ন হয়, সেই সুবর্ণাদিই কারণ? কেবল সুবর্ণাদি কারণ নহে? তন্মধ্যে প্রথমোক্ত কেবল সুবর্ণাদি আরম্ভক (কারণ) হইতে পারে না; কারন, সুবর্ণের অতিরিক্ত তৎকার্য্য অলঙ্কারের কোন অস্তিত্ব নাই। বিশেষতঃ নিজেই নিজের আরম্ভক বা উপাদানও হইতে পারে না। যদি বল, সুবর্ণাতিরিক্তও ত স্বস্তিকাদি অলঙ্কার দৃষ্ট হয়? না,—সুবর্ণ বলিয়াই যখন উহার প্রত্যভিজ্ঞা (ইহা সেই সুবর্ণ, এই প্রকার প্রতীতি) হয়, এবং সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই যখন উহাতে প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না, তখন ঐ স্বস্তিকাদি অলঙ্কার বস্তুতঃ সুবর্ণই (তদতিরিক্ত নহে)

যদি বল, বুদ্ধিভেদ, অর্থাৎ সুবর্ণকে কেবলই সুবর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়, আর তন্নির্ম্মিত অলঙ্কারে রুচকাদিভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে, এবং শব্দভেদ, অর্থাৎ কারণের বাচক শব্দ—'সুবর্ণ', আর কার্য্যের বাচক শব্দ—'রুচক'; ইত্যাদি কারণেত কার্য্য-কারণের পার্থক্য ইতঃ পূর্ব্বেই সমর্থিত হইয়াছে? না,—এ কথাও বলা যায় না; কারণ শুক্তি-রজত স্থলে যেমন 'রজত' শব্দ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা রজতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না; তেমনি অন্যত্রও যেখানে কোন প্রমাণেই বস্তুর ভেদ বা পার্থক্য

মূলত্বেন বস্ত্বন্তর সদ্ভাবাসাধকত্বাৎ ॥

নাপিরুচকাদি স্বস্তিকাদেরারম্ভকম্, স্বস্তিকে হি রুচকং পট ইব তন্তবো ভবতাপি নোপলভ্যতে। নাপি রুচকাশ্রয়ভূতং হেম, রুচকাশ্রয়াকারেণ হেম্নঃ স্বস্তিকেঽনুপলব্ধেঃ। অতো মৃদাদিকারণাতিরিক্তস্য কার্য্যস্যাসত্যত্ব-র্শনাদ্ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং জগৎ কার্য্যত্বেন মিথ্যাভূতম্।

তদিদং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্বসুখপ্রতিপত্তয়ে কাল্পনিক-মৃদাদিসত্যত্বমাশ্রিত্য কার্য্যস্যাসত্যত্বং প্রতিপাদিতম্। পরমার্থতস্তু মৃৎসুবর্ণাদিকারণমপি ঘটরুচকাদি-কার্য্যবন্মিথ্যাভূতম্, ব্রহ্ম কার্য্যত্বাবিশেষাৎ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যম্।" [ছান্দো০, ৬।৮।৭]। " নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি।" [বৃহদা০, ৪।৪।১৯]। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য(*)

প্রমাণিত হয় না, সেখানে কেবল মাত্র শব্দ-ভেদ ও জ্ঞান-ভেদের দ্বারা কখনই বস্তু-ভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না।

আর বাস্তবিক পক্ষে সুবর্ণ-বিকার রুচকাদি পদার্থগুলি প্রকৃত পক্ষে স্বস্তিকাদি অলঙ্কারের উপাদানও নহে,—সুবর্ণই উহাদের যথার্থ উপাদান। এই কারণেই বস্ত্রে যেরূপ তন্তু-রাশি দৃষ্ট হয়, স্বস্তিকে কিন্তু সেইরূপ রুচক-অবস্থা তোমারও দৃষ্টিগোচর হয় না। আর স্বস্তিকালঙ্কারে সুবর্ণ যখন কখনও রুচকের আশ্রয়রূপে প্রতীত হয় না, তখন তাহাকে রুচকের আশ্রয়ও বলা যাইতে পারে না। অতএব মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ হইতে পৃথক্‌ভাবে কোন কার্য্যেরই যখন সত্যতা দেখা যায় না, তখন ব্রহ্ম-কার্য্য এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মব্যতিরেকে মিথ্যা বা অসৎ বুঝিতে হইবে।

মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে জগতের মিথ্যাত্ব সহজে বুঝা যাইতে পারে, এই কারণেই মৃত্তিকাদির বাস্তবিক সত্যতা না থাকিলেও উহাদের কাল্পনিক বা ব্যাবহারিক সত্যতা অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-কার্য্য সমস্ত বস্তুর অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মৃৎ-সুবর্ণাদি কারণগুলিও যখন ব্রহ্ম-প্রসূত, তখন সেগুলিও ঘট-রুচকাদি কার্য্য বস্তুরই মত মিথ্যা; কারণ, মিথ্যাত্বের প্রযোজক কার্য্যত্ব-ধর্ম্মটী ঘট-রুচকাদির ন্যায় মৃৎসুবর্ণাদির পক্ষেও সমান। অর্থাৎ যাহা যাহা কার্য্য বা উৎপত্তিশালী, তৎসমস্তই মিথ্যা, এই নিয়মানুসারে জানা যায় যে, কার্য্যত্ব বা উৎপত্তি ধর্ম্মই বস্তুর মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করিয়া দেয়। মৃৎসুবর্ণাদি পদার্থগুলিও যখন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—কার্য্য, তখন সেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটীই উহাদের মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। 'এই সমস্ত জগৎ সেই ব্রহ্মাত্মক'। 'তিনিই (ব্রহ্মই) সত্য।' 'এই ব্রহ্মে বা জগতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। যে লোক

(*) যত্র বা অস্য' ইতি তু উপনিষৎপাঠঃ।

সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ-ঈয়তে।" [বৃহদা০ ২।৫।১৯], ইত্যেবমাদিভিঃ শ্রুতিভিশ্চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বমবগম্যতে। নচাগমাবগতার্থস্য প্রত্যক্ষবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, যথোক্তপ্রকারেণ কার্য্যস্য সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বাবগমাৎ, প্রত্যক্ষস্য সন্মাত্রবিষয়ত্বাচ্চ। বিরোধে সত্যপ্যসম্ভাবিতদোষস্য চরমভাবিনঃ স্বরূপ-

এই ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে, সেই লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়'। 'যে অবস্থায় দ্বৈতের মত হয়, সেই অবস্থায়ই একে অপরকে দর্শন করে।' 'কিন্তু, যখন এই সমস্তই সাধকের আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে?' 'ইন্দ্র (ঈশ্বর) মায়া-শক্তিযোগে বহুরূপে প্রকাশ পান।' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রেরই মিথ্যাত্ব জানা যায়। আর শাস্ত্র (শ্রুতি) দ্বারা নির্দ্ধারিত বিষয়ে কখনই প্রত্যক্ষের বিরোধ সম্ভাবিত হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সমস্ত জন্য-পদার্থের মিথ্যাত্ব নির্দ্ধারিত হইতেছে, আর প্রত্যক্ষ দ্বারা কেবল বস্তু-সত্তা মাত্র সিদ্ধ হইতেছে। [সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না] (*) স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ শাস্ত্র প্রত্যক্ষের পরভাবী, সুতরাং শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে হইলে প্রত্যক্ষের কথঞ্চিৎ অপেক্ষা থাকিলেও কিন্তু শাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞানে প্রত্যক্ষের কিছু মাত্র অপেক্ষা নাই; সুতরাং তদবস্থায়

(*) তাৎপর্য্য,—প্রত্যক্ষ দ্বারা যেই জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে, শাস্ত্র যখন সেই জগতেরই মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন; তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শাস্ত্রপ্রমাণের বিরোধ হইতেছে। বিরোধ হইতেছে বলিয়া শাস্ত্র অপেক্ষা প্রত্যক্ষই প্রবল হইবে। এইরূপ শঙ্কা চিন্তা করিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ওরূপ বিরোধ এখানে আশঙ্কিত হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় যে, জগতের একটা সত্তা (অস্তিত্ব) আছে, কিন্তু, সেই সত্তাটী যে জগতের নিজস্ব ধর্ম্ম, তাহা ত আর প্রত্যক্ষ বলিয়া দিতেছে না। সর্ব্ব জগতের আশ্রয়ীভূত ব্রহ্ম-সত্তা দ্বারাই অবিচারিত সেই সত্তা-প্রত্যক্ষের উপপত্তি হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে,—একটী রক্তবর্ণ বস্ত্রের উপরে একখণ্ড স্বভাবশুভ্র স্ফটিক রাখিলে সেই স্ফটিক খণ্ড যেরূপ আশ্রয়ীভূত বস্ত্রের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া লোহিত বলিয়া প্রতীত হয়, এবং বালকেরা তাঁহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু, অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, স্ফটিকের লৌহিত্য সত্য নহে—আশ্রয়ীভূত বস্ত্রের লৌহিত্য ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে মাত্র। তদ্রূপ, এই জগৎ সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মে আশ্রিত থাকায় এবং সেই সত্যতাই উহাতেপ্রতিফলিত হওয়ায় আপাত-দৃষ্টিতে 'সত্য' বলিয়া প্রতীত (প্রত্যক্ষ) হয় মাত্র; বস্তুতঃ উহা সত্য নহে।

পক্ষান্তরে কথঞ্চিৎ বিরোধ স্বীকার করিলেও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শাস্ত্রই বলবত্তর প্রমাণ। কেননা, জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন ভিন্ন উক্ত শাস্ত্রের অপর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, সুতরাং ইহা ত্যাগ করিলে শাস্ত্র নিরবকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের আরও বহুতর বিষয় আছে, এ বিষয়ে তাহার অপ্রামাণ্য হইলেও অন্যত্র তাহার সার্থকতা আছে। এই কারণে, এবংবিধ স্থলে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শাস্ত্রেরই বলবত্তা অধিক। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণটী অধিকাংশ স্থলেই দ্রষ্টার দোষে কলুষিত হয়; পরন্তু, অপৌরুষেয় শ্রুতিতে সেইরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই; এই কারণেও সাধারণ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা নির্দ্দোষ শাস্ত্রই বলবৎ প্রমাণ রূপে গ্রহণীয় হয়।

সদ্ভাবাদৌ প্রত্যক্ষাদ্যপেক্ষত্বেঽপি প্রমিতৌ নিরাকাঙ্ক্ষস্য নিরবকাশস্য শাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বাৎ। অতঃ কারণভূতাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যৎসর্ব্বং মিথ্যা।

নচ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বেন জীবমিথ্যাত্বমাশঙ্কনীয়ম্, ব্রহ্মণ এব জীবভাবাদ্ব্রহ্মৈব হি সর্ব্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতি, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য।" [ছান্দো°, ৬।৩।২।] "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।" [শ্বেতাশ্ব°, ৬।১১]। "একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ।" "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।" [কঠ°, ১।৩।১২]। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা।" [বৃহদা°,৩।৭।২৩।] ইত্যেবমাদিভ্যঃ। নন্বেকমেব ব্রহ্ম সর্ব্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতীতি চেৎ; 'পাদে মে বেদনা, শিরসি সুখম্' ইতিবৎ সর্ব্বশরীরেষু সুখদুঃখপ্রতিসন্ধানং স্যাৎ; জীবেশ্বর-বদ্ধ-মুক্ত-শিষ্যাচার্য্য-জ্ঞত্বাজ্ঞত্বাদিব্যবস্থা চ ন স্যাৎ।

অত্র কেচিৎ অদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপয়ন্ত এবং সমাদধতে,—একস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বভূতানাং জীবানাং সুখিত্বদুঃখিত্বাদয়ঃ, একস্যৈব

শাস্ত্র প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ; নিরপেক্ষ বলিয়াই সেই অংশে প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও শাস্ত্রের বলবত্তা অধিক। অতএব শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থই মিথ্যা—অসত্য।

আর এরূপও শঙ্কা করিতে পারা যায় না যে, জগৎ-প্রপঞ্চ যখন মিথ্যা, তখন তদন্তর্গত জীবও মিথ্যা হইবে। কেন না, স্বয়ং ব্রহ্মই জীবভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্ব শরীরে জীবত্ব অনুভব করিতেছেন; সুতরাং তাহার মিথ্যাত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। 'আমি এই জীবাত্মরূপে [সর্ব্বভূতে] অনুপ্রবিষ্ট হইয়া [নাম ও রূপ বিস্তৃত করিব]।' 'একই দেব (ব্রহ্ম) সর্ব্বভূতে নিগূঢ় আছেন।' 'একই দেবতা (ব্রহ্ম) বহুরূপে প্রবিষ্ট আছেন।' 'এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছেন।' 'ইহা হইতে পৃথক্ অপর কেহ দ্রষ্টা নাই।' ইত্যাদি বাক্যও আলোচ্য বিষয়ে প্রমাণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, একই ব্রহ্ম যদি সর্ব্ব শরীরে জীবভাব অনুভব করেন, তাহা হইলে 'আমার পদে বেদনা, ও 'মস্তকে আনন্দ হইতেছে', ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেমন পৃথক্ পৃথক্ সুখ দুঃখের অনুভব হয়, তেমনি একই সময়ে সর্ব্বশরীরব্যাপী সুখ-দুঃখেরও অনুভূতি হইতে পারে? এবং জীব, ঈশ্বর, বদ্ধ, মুক্ত, শিষ্য, আচার্য্য এবং বিজ্ঞ ও অজ্ঞত্বাদি বিভেদও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত ও নির্ব্বিশেষ; সুতরাং বদ্ধই বা কে? আর মুক্তই বা কে?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব অঙ্গীকারপূর্ব্বক এইরূপ সমাধান করেন যে, মণি, কৃপাণ (খড়্গ) ও দর্পণ প্রভৃতিতে নিপতিত একই মুখের প্রতিবিম্ব

মুখস্য প্রতিবিম্বানাং মণি-কৃপাণ—দর্পণাদিষু উপলভ্যমানানামল্পত্ব-মহত্ত্ব-মলিনত্ব-বিমলত্বাদিবৎ তত্তদুপাধিবশাদ্ব্যবস্থাপ্যন্তে। নন্বু "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ন জীবা ব্রহ্মণো ভিদ্যন্তে ইত্যুক্তম্। সত্যম্, পরমার্থতঃ কাল্পনিকস্তু ভেদমাশ্রিত্যেয়ং ব্যবস্থোচ্যতে। কস্য পুনঃ কল্পনা? ন তাবদ্ব্রহ্মণঃ, তস্য পরিশুদ্ধজ্ঞানাত্মনঃ কল্পনাশূন্যত্বাৎ। নাপি জীবানাং, ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ; কল্পনাধীনো হি জীবভাবো জীবাশ্রয়া চ কল্পনেতি। নৈতদেবম্, অবিদ্যা-জীবভাবয়োর্বীজাঙ্কুর-ন্যায়েনানাদিত্বাৎ।

সমূহে যেরূপ অল্পত্ব, মহত্ব, মলিনত্ব ও বিমলত্বাদি প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিভিন্ন উপাধিতে একই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবগণের মধ্যেও বিভিন্ন উপাধির তারতম্যানুসারে সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি ভেদের ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভাল, পূর্ব্বেও ত বলিয়াছ যে, ব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক্ নহে, এবং তাহার অনুকূলে "অনেন জীবেনাত্মনা" ইত্যাদি শ্রুতিও উদ্ধৃত করিয়াছ। হাঁ বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু, এইরূপ কাল্পনিক ভেদ অবলম্বন করিয়াই ঐরূপ ভেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহা পারমার্থিক নহে। জিজ্ঞাসা করি, এই কল্পনা কাহার?—ব্রহ্মের ত হইতেই পারে না। কারণ, তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানময়, সুতরাং কোনরূপ মিথ্যা কল্পনা তাঁহাতে স্থান পাইতে পারে না। জীবেরও কল্পনা হইতে পারে না; তাহা হইলে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ ঘটে,—কল্পনা ব্যতিরেকে জীবভাব হয় না, আবার জীবভাব ব্যতীতও কল্পনা হইতে পারে না; [সুতরাং জীবের পক্ষে ঐরূপ কল্পনা সম্ভব হয় না]। না—উক্ত রূপে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ হইতে পারে না, কারণ, বীজাঙ্কুরের ন্যায় অবিদ্যা এবং জীবভাবও অনাদিসিদ্ধ; [অনাদি পদার্থে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে না] (*)।

(*) তাৎপর্য্য,—প্রশ্ন হইয়া থাকে—বীজ অগ্রে? না বৃক্ষ অগ্রে? অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, বীজ না থাকিলেও বৃক্ষ হয় না, আবার বৃক্ষ না থাকিলেও বীজের সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় বীজ ও বৃক্ষের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা অসম্ভব; এই কারণে যেমন বীজ ও বৃক্ষের কার্য্য-কারণ-ভাবকে অনাদিসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ আবহমান কাল হইতেই বীজ ও বৃক্ষের (অঙ্কুরের) কার্য্য-কারণ-ভাব চলিয়া আসিতেছে, উহা তর্ক দ্বারা নিরূপণের যোগ্য নহে। অবিদ্যা এবং জীবের মধ্যেও সেই নিয়ম; অর্থাৎ অবিদ্যা চিরকালই জীবকে আশ্রয় করিয়া আছে, এবং অবিদ্যা-সাপেক্ষ জীবভাবও চির প্রসিদ্ধই আছে। উহা আর তর্কের বিষয় নহে।

এখানে বলা আবশ্যক যে, সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—বীজাঙ্কুরের যে কার্য্য-কারণভাব, তাহা অনাদিসিদ্ধ নহে; শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায় যে, অগ্রে বীজ, পশ্চাৎ অঙ্কুর বা বৃক্ষ। যাহা হউক, উল্লিখিত বীজাঙ্কুর-ন্যায়টী বহু আচার্য্যের অনুমোদিত। সুতরাং তাহা উপেক্ষা করিবার কারণ নাই।

কিঞ্চ, প্রাসাদ-নিগরণাদিবদনুপপন্নৈকবেষায়ামবস্তুভূতায়ামবিদ্যায়াং নেতরেতরাশ্রয়াদয়ো বস্তু-দোষা অনবক্লৃপ্তিমাবহন্তি; বস্তুতো ব্রহ্মাব্যতিরিক্তানাং জীবানাং স্বতো বিশুদ্ধত্বেঽপি কৃপাণাদিগত-মুখপ্রতিবিম্ব-শ্যামতাদিবদৌপাধিকাশুদ্ধিসম্ভবাৎ অবিদ্যাশ্রয়ত্বোপপত্তেঃ কাল্পনিকত্বোপপত্তিঃ। প্রতিবিম্বগতশ্যামতাদিবৎ জীবগতাশুদ্ধিরপি ভ্রান্তিরেব, অন্যথা অনির্মোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। জীবানাং ভ্রমস্য প্রবাহা-নাদিত্বাৎ ন তদ্ধেতুরন্বেষণীয় ইতি, তদেতদবিদিতাদ্বৈতযাথাত্ম্যানাং ভেদ-বাদ-শ্রদ্ধালুজন-সবহুমানাবলোকন-লিপ্সাবিজৃম্ভিতম্। তথাহি, জীবস্যা-কল্পিত-স্বাভাবিকরূপেণাবিদ্যাশ্রয়ত্বে ব্রহ্মণ এবাবিদ্যাশ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ; তদতিরিক্তেন তস্মিন্ কল্পিতেনাকারেণাবিদ্যাশ্রয়ত্বে জড়স্যাবিদ্যা-শ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। ন খলু অদ্বৈতবাদিনস্তদুভয়-ব্যতিরিক্তমাকারমভ্যুপ-

---

আরো এক কথা, প্রাসাদ-নিগরণ (প্রাসাদকে গলাধঃকরণ করা) প্রভৃতি বিষয় যেরূপ সর্ব্বতোভাবে অনুপপন্ন বা অসম্ভব, সেইরূপ অনুপপত্তি বা অসম্ভাবনাই যাহার একমাত্র ভূষণ, সেই অবস্তুরূপা অবিদ্যার যে 'ইতরেতরাশ্রয়' প্রভৃতি বস্তুগত দোষসমূহ হইতে পারে না, তাহা নহে; তবে বাস্তবিক কথা এই যে, জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, এবং স্বভাবতই বিশুদ্ধ, তথাপি কৃপাণাদিতে প্রতিবিম্বিত মুখে যেরূপ শ্যামতাদি দোষ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ জীবেও অশুদ্ধি প্রভৃতি ঔপাধিক দোষের প্রতীতি সম্ভবপর, কাজেই তাহাতে কাল্পনিক অবিদ্যাশ্রয়ত্বও উপপন্ন হয়। বস্তুতঃ প্রতিবিম্বগত শ্যামতাদি দোষের ন্যায় জীবগত অশুদ্ধিও ভ্রান্তি মাত্র, নচেৎ কস্মিন্ কালেও জীবের মুক্তি হইতে পারিত না (*)। আর যে, 'জীবভ্রম অনাদি প্রবাহ-প্রবৃত্ত, সুতরাং তাহার কারণানুসন্ধান করিতে নাই', বলা হইয়াছে; তাহাও কেবল অদ্বৈততত্ত্বে অনভিজ্ঞতা ও ভেদবাদিগণের নিকট সবহুমান আদর লাভের অভিলাষ-প্রসূত মাত্র। দেখ, কাল্পনিক না বলিয়া স্বভাবতই যদি জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলা যায়, তাহা হইলে তদভিন্ন ব্রহ্মকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলা হয়, আর যদি কল্পিতরূপে জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলা হয়, তাহা হইলেও কোন একটী জড় বস্তুকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেন না, অদ্বৈতবাদীরা কখনও ঐ উভয় প্রকার ভিন্ন প্রকারান্তরে অবিদ্যার আশ্রয় স্বীকার করেন না। যদি বল,

---

(*) তাৎপর্য্য—কূর্ম্ম পুরাণে কথিত আছে, "যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ। নহি তস্য ভবেদ্ মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি।" অর্থাৎ জীবাত্মা যদি স্বভাবতই মলিন, অশুদ্ধ ও বিকারশীল হইত; তাহা হইলে শত শত জন্মেও তাহার মুক্তি হইতে পারিত না। বস্তুতই যাহার যাহা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, তাহা সেই বস্তুর উচ্ছেদ বা বিনাশ না হইলে কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। এই কারণেই ভাষ্যকার জীবের অশুদ্ধি প্রভৃতি দোষগুলিকে ঔপাধিক বা আগন্তুক ভ্রান্তিমাত্র বলিয়াছেন।

গচ্ছন্তি। কল্পিতাকারবিশিষ্টেন স্বরূপেণৈবাবিদ্যাশ্রয়ত্বমিতি চেৎ; তৎ ন, স্বরূপস্যাখণ্ডৈকরসস্যাবিদ্যামন্তরেণ বিশিষ্টরূপত্বাসিদ্ধেঃ অবিদ্যাশ্রয়াকার এব হি নিরূপ্যতে।

কিঞ্চ, বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থা-সিদ্ধ্যর্থং হি জীবাজ্ঞানস্য সমাশ্রয়ণম্, সা তু ব্যবস্থা জীবাজ্ঞান-পক্ষেঽপি ন সিধ্যতি,

অবিদ্যা-বিনাশ এব হি মোক্ষঃ, তত্রৈকস্মিন্ মুক্তে অবিদ্যাবিনাশা-দিতরেঽপি মুচ্যেরন্। অন্যস্যামুক্তত্বাদবিদ্যা তিষ্ঠতীতি চেৎ; তর্হি এক-স্যাপ্যমুক্তিঃ স্যাৎ, অবিদ্যায়া অবিনষ্টত্বাৎ। প্রতিজীবমবিদ্যাভেদঃ কল্প্যতে, তত্র যস্যাবিদ্যা নষ্টা, স মোক্ষ্যতে, যস্য ত্বনষ্টা, স ভন্ৎস্যত-ইতি চেৎ; ন, প্রতিজীবমিতি জীবভেদমাশ্রিত্য ব্রূষে; স জীবভেদঃ কিং স্বাভাবিকঃ? উতাবিদ্যাকল্পিতঃ? ন তাবৎ স্বাভাবিকঃ, অনভ্যুপ-গমাৎ, ভেদসিদ্ধ্যর্থস্যাস্য চাবিদ্যাকল্পনস্য ব্যর্থত্বাৎ। অথ অবিদ্যা-কল্পিতঃ? তত্রেয়ং জীব-ভেদকল্পিকা অবিদ্যা কিং ব্রহ্মণঃ? উত জীবানাম্?

জীব কল্পিত আকারেই অবিদ্যার আশ্রয় হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ যে বস্তু স্বভাবতঃ একরূপ, অবিদ্যা সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কখনই তাহার অন্য একটী বিশিষ্টরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং এপক্ষে প্রথমেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া একটী আকার ধরিয়া লওয়া হয়।

আরো এক কথা,—জীবকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিবার উদ্দেশ্য যে, তদনুসারে বন্ধ-মোক্ষা-দির ব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ একের বন্ধে অপরের বন্ধ হইবে না, এবং একের মুক্তিতেও সকলের মুক্তি হইবে না, এই সকল ব্যবস্থা রক্ষা করাই অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব স্বীকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু, জীবকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও ত ঐ ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না। কেননা, অবিদ্যা-বিনাশই যখন মোক্ষ, তখন একজনের মুক্তিতেই অবিদ্যার বিনাশ হওয়ায় অপর সকলেও সেই সময় মুক্ত হইয়া যাইতে পারে? যদি বল, অপর সকল যখন মুক্ত হয় না, তখন বুঝিব যে, তাহাদের অবিদ্যা বিদ্যমানই আছে। তাহা হইলেও অবিদ্যা বিনষ্ট না হওয়ায় কেহই আর মুক্ত না হইতে পারে? যদি বল, অবিদ্যা এক নহে, প্রতিজীবে ভিন্ন ভিন্ন; তন্মধ্যে যাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে, সে-ই মুক্ত হইবে, আর যাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে না, সে-ই বদ্ধ থাকিবে। বেশ কথা, জীবগত ভেদ স্বীকার করিয়া তুমি 'প্রতিজীবম্' কথা বলিতেছ। জিজ্ঞাসা করি, সেই জীবভেদ কি স্বাভাবিক? না—অবিদ্যা-কল্পিত? জীবের স্বাভাবিক অবিদ্যাশ্রয়ত্ব যখন স্বীকার্য্য নহে, তখন স্বাভাবিক হইতেই পারে না; বিশেষতঃ ভেদ-সিদ্ধির জন্যই যখন অবিদ্যাশ্রয়ত্ব স্বীকার করা হয়, অথচ সেই ভেদ যদি স্বভাবসিদ্ধই থাকে, তবে ত আর অবিদ্যাশ্রয়ত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজনই থাকে না। যদি বল, জীবভেদ

ব্রহ্মণ ইতি চেৎ; আগতোঽসি মদীয়ং মার্গম্। অথ জীবানাম্? কিমস্যা জীবভেদ-কৢপ্তিসিদ্ধ্যর্থতাং বিস্মরসি? অথ প্রতিজীবং বন্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থাসিদ্ধ্যর্থং যা অবিদ্যাঃ কল্প্যন্তে, তাভিরেব জীবভেদোঽপীতি মনুষে? জীবভেদ-সিদ্ধ্যা তাঃ সিদ্ধ্যন্তি, তাসু সিদ্ধাসু জীবভেদ-সিদ্ধিরিতীতরেতরাশ্রয়ত্বম্। ন চাত্র বীজাঙ্কুরন্যায়ঃ সিদ্ধ্যতি, বীজাঙ্কুরেষু হ্যন্যদন্যদ্বীজমন্যস্যান্যস্যাঙ্কুরস্যোৎপাদকম্; ইহ তু যাভিরবিদ্যাভির্যে জীবাঃ কল্প্যন্তে, তানেবাশ্রিত্য তাসাং সিদ্ধিরিতি অশঙ্কনীয়তা। অথ বীজাঙ্কুরন্যায়েন পূর্ব্বপূর্ব্ব-জীবাশ্রয়াভিরবিদ্যাভিরুত্তরোত্তর-জীবকল্পনাং মন্যসে; তথা সতি, জীবানাং ভঙ্গুরত্বমকৃতাভ্যাগম-কৃতপ্রহাণাদিপ্রসঙ্গশ্চ। অতএব ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বপূর্ব্বজীবাশ্রয়াভিরবিদ্যাভিরুত্তরোত্তরজীবভাবভাব-কল্পনমিত্যপি নিরস্তম্। অবিদ্যা-প্রবাহেঽভ্যুপগম্যমানে তত্তৎকল্পিতজীবভাবস্যাপি

স্বাভাবিক নহে, অবিদ্যা-কল্পিত; তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবভেদকারিণী সেই অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিত? কিংবা জীবাশ্রিত? যদি ব্রহ্মাশ্রিত বল, তাহা হইলে আমার পথেই আসিল, [কেন না, আমার মতে অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিতই বটে]। আর যদি জীবাশ্রিত বল; জিজ্ঞাসা করি, জীবভেদ সিদ্ধির জন্যই যে, এই অবিদ্যার কল্পনা, তাহা বিস্মৃত হইলে কেন? অর্থাৎ জীবভেদ সিদ্ধির জন্যই অবিদ্যার কল্পনা, সেই অবিদ্যা যদি জীবেই রহিল, তবে তাহা দ্বারা আর জীবভেদ সমর্থন করা যাইতে পারে না। আর যদি মনে কর, প্রত্যেক জীবের বন্ধ-মুক্তি ব্যবস্থা রক্ষার্থ যে অবিদ্যার কল্পনা করা হয়, জীবের ভেদও তাহা দ্বারাই সম্পাদিত হয়; তাহা হইলেও জীবভেদ সিদ্ধিতে অবিদ্যার সিদ্ধি এবং অবিদ্যার সিদ্ধিতে জীবভেদ-সিদ্ধি, এইরূপে সেই ইতরেতরাশ্রয় দোষই উপস্থিত হয়। এই দোষ পরিহারের পক্ষে 'বীজাঙ্কুর ন্যায়'ও সঙ্গত হয় না; কেন না, বীজাঙ্কুর স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বীজই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কুরের উৎপাদক হয়; আর এখানে কিন্তু, যে অবিদ্যা দ্বারা যে জীব কল্পিত হয়, সেই অবিদ্যা সেই জীবকেই অবলম্বন করিয়া আত্মলাভ করে; কাজেই 'বীজাঙ্কুর ন্যায়' এখানে শোভা পায় না। আর যদি মনে কর, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জীবগত অবিদ্যা দ্বারা পরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন জীবগণ কল্পিত হয়; তাহা হইলেও প্রথমতঃ জীবগণের ভঙ্গুরত্ব (অনিত্যত্ব) দোষ ঘটে, তাহার উপর আবার 'কৃতনাশ' ও 'অকৃতাভ্যাগম' নামক দুইটী দোষ উপস্থিত হয়। এই কারণেই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবাশ্রিত অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মেরই যে, পর পর জীবভাব কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল। আর যদি অবিদ্যার প্রবাহ—অনাদি ধারা স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও তাহার ধ্রুবরূপতা

তদ্বৎ প্রবাহানাদিতা স্যাৎ, ন ধ্রুবরূপতা; আমোক্ষঞ্চ জীবভাবস্য ধ্রুবত্বমিষ্টং ন সিদ্ধ্যেৎ।

যচ্চোক্তম্, অবিদ্যায়া অবস্তুরূপত্বেনানুপপন্নৈতকবেষায়াং নেতরেতরাশ্রয়ত্বাদয়ো বস্তু-দোষা অনবক্লৃপ্তিমাবহন্তীতি,তথা সতি মুক্তান্ পরঞ্চ ব্রহ্ম আশ্রয়েদবিদ্যা। শুদ্ধবিদ্যাস্বরূপত্বাদশুদ্ধিরূপা ন তত্র প্রসজ্জতীতিচেৎ; কিমুপপত্ত্যনুবর্ত্তিনী অবিদ্যা? এবং তর্হ্যুক্তাভিরুপপত্তিভির্জীবানপি নাশ্রয়েৎ।

কিঞ্চ, জীবাশ্রয়ায়া অবিদ্যায়াস্তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ান্নাশে সতি জীবো নশ্যেদ্বা ন বা? যদি নশ্যেৎ, স্বরূপোচ্ছিত্তিলক্ষণো মোক্ষঃ স্যাৎ; নো চেৎ, অবিদ্যা-নাশেঽপ্যনির্ম্মোক্ষঃ; ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্ত-জীবত্বাবস্থানাৎ।

সিদ্ধ হয় না। আর মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তুমিও জীবের ধ্রুবরূপতা (একরূপতা) স্বীকার কর সত্য, কিন্তু এ পক্ষে তাহাও সিদ্ধ হয় না।

আর যে বলা হইয়াছে; অবিদ্যা কোন সদ্বস্তু নহে; সুতরাং অনুপপত্তি বা অসঙ্গতিই উহার ভূষণস্বরূপ; অতএব, 'ইতরেতরাশ্রয়ত্ব' প্রভৃতি বস্তু-দোষগুলি (যে সকল দোষ সত্য বস্তুর পক্ষেই দোষাবহ) অবিদ্যা- কল্পনার বাধক হয় না। তাহা হইলে এই অবিদ্যাই বদ্ধ জীবের ন্যায় মুক্ত পুরুষ এবং পরব্রহ্মকেও আশ্রয় করে না কেন? যদি বল, উহারা বিশুদ্ধ বিদ্যা বা জ্ঞানস্বরূপ, অতএব, অশুদ্ধিরূপা (মলিনা) অবিদ্যা মুক্ত-পুরুষ ও পরব্রহ্মে যাইতে পারে না। ভাল কথা, অবিদ্যা কি উপপত্তির অনুসরণ করে? অর্থাৎ সঙ্গত বা অসঙ্গত চিন্তা করিয়া কার্য্য করে? তাহা যদি হয়, তবে সে কখনই জীব নিবহকেও আশ্রয় করিত না।

আরও এক কথা, তত্ত্ব জ্ঞান সমুদিত হইলে জীবাশ্রিত অবিদ্যার বিনাশ হয়। জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যার বিনাশে জীবেরও বিনাশ হয় কি না? যদি বিনাশই হয়, তাহা হইলে ত জীবের স্বরূপোচ্ছেদ বা স্বরূপধ্বংসকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আর যদি অবিদ্যা-নাশেও জীবের বিনাশ না হয়, তাহা হইলেও জীবের ব্রহ্মস্বরূপ লাভরূপ মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না; কারণ, তখনও তাহার ব্রহ্মভাবাতিরিক্ত জীবভাব বিদ্যমানই থাকিয়া যায়।

যচ্চোক্তম্,—মণি-কৃপাণ-দর্পণাদিষু উপলভ্যমান-মুখমলিনত্ব-বিমলত্বাদিবৎ শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যাদি-ব্যবস্থোপপত্তিরিতি। তত্রেদং বিমর্শনীয়ম্,—অল্পত্ব-মলিনত্বাদয় ঔপাধিকা দোষাঃ কদা নশ্যেয়ুরিতি। কৃপাণাদ্যুপাধ্যপগমে ইতি চেৎ; কিং তদল্পত্বাদ্যাশ্রয়ঃ প্রতিবিম্বঃ তিষ্ঠতি ন বা? তিষ্ঠতীতি চেৎ; তৎস্থানীয়স্য জীবস্যাপি স্থিতত্বাদনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। নশ্যতি চেৎ; তদ্বদেব জীবনাশাৎ স্বরূপোচ্ছিত্তি-লক্ষণো মোক্ষঃ স্যাৎ।

কিঞ্চ, যস্য হ্যপুরুষার্থরূপ-দোষ-প্রতিভাসঃ, তস্য তদুচ্ছেদঃ পুরুষার্থঃ। তত্র কিমৌপাধিকদোষ-প্রতিভাসো বিম্বস্থানীয়স্য ব্রহ্মণঃ? উত প্রতিবিম্ব-স্থানীয়স্য জীবস্য? উতান্যস্য কস্যচিৎ? আদ্যয়োঃ কল্পয়োর্দৃষ্টান্তোঽয়ং ন সংগচ্ছতে; মুখস্য মুখপ্রতিবিম্বস্য চ অল্পত্বাদি-দোষ-প্রতিভাসশূন্যত্বাৎ। নহি মুখং তৎপ্রতিবিম্বং বা চেতয়তে;

আরও যে, বলা হইয়াছে, মণি, কৃপাণ (খড়্গ) ও দর্পণাদি আশ্রয়গত মালিন্যের তারতম্যানুসারে যেমন তৎপ্রতিফলিত মুখেরও মলিনত্ব ও বিমলত্বাদিভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমনি উপাধির উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে জীবেও শুদ্ধি-অশুদ্ধি প্রভৃতি প্রভেদ হইতে পারে। এ পক্ষেও ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে, উপাধিগত সেই অল্পত্ব-মলিনত্বাদি দোষনিচয় বিনষ্ট হয় কখন? যদি বল, কৃপাণাদি উপাধির অপগমেই বিনষ্ট হয়। জিজ্ঞাসা করি, তখন সেই অল্পত্বাদি-দোষের আশ্রয়ীভূত প্রতিবিম্বটী বিদ্যমান থাকে কি না? যদি বল, তখনও থাকে; তাহা হইলে ঐ প্রতিবিম্বস্থানপাতী জীবও অবশ্যই থাকিবে; সুতরাং তাহার আর মোক্ষ-লাভ সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি বল, উপাধিনাশের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবিম্বও বিনষ্ট হইয়া যায়; তাহা হইলেও প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবের সমুচ্ছেদই মুক্তির লক্ষণ বা স্বরূপ হইয়া পড়ে।

অপিচ, যে উপাধি-সংযোগে যাহার অনর্থময় (দুঃখাদিরূপ) দোষ প্রতিভাত হয়, সেই দোষ-ধ্বংস তাহারই পুরুষার্থ (পুরুষের প্রার্থনীয় অভীষ্ট) হইয়া থাকে। তাহাতে জিজ্ঞাসা করি, সেই যে ঔপাধিক দোষ-প্রতিভাস (অনর্থের প্রতীতি), তাহা কি বিম্বস্থানীয় বা বিম্বরূপী ব্রহ্মের?—অথবা প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবের?—কিংবা অপর কাহারো? প্রথমোক্ত পক্ষদ্বয়ে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না; কারণ, মুখ ও মুখের প্রতিবিম্ব, উভয়ই চৈতন্যহীন—অচেতন; সুতরাং মুখ বা মুখের প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে অল্পত্বাদি দোষের প্রতিভাস বা প্রতীতি অসম্ভব। বিশেষতঃ, ব্রহ্মেরও দোষ-প্রতিভাস স্বীকার করিলে তাঁহাকে

ব্রহ্মণো দোষ-প্রতিভাসে ব্রহ্মণোঽবিদ্যাশ্রয়ত্ব-প্রসঙ্গশ্চ। তৃতীয়োঽপি কল্পো ন কল্পতে, জীব-ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য দ্রষ্টুরভাবাৎ।

কিঞ্চ, অবিদ্যা-কল্প্যস্য জীবস্য কল্পকঃ ক ইতি নিরূপণীয়ম্। ন তাবদবিদ্যা, অচেতনত্বাৎ; নাপি জীবঃ, আত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ। শুক্তিকা-রজতাদিবদবিদ্যা-কল্প্যত্বাচ্চ জীবভাবস্য ব্রহ্মৈব কল্পকমিতি চেৎ; ব্রহ্মা-জ্ঞানমেবায়াতম্। কিঞ্চ, ব্রহ্মাজ্ঞানানভ্যুপগমে কিং ব্রহ্ম জীবান্ পশ্যতি নবা? ন পশ্যতি চেৎ; ঈক্ষাপূর্ব্বিকা বিচিত্রসৃষ্টির্নাম-রূপ-ব্যাকরণমিত্যাদি ব্রহ্মণো ন স্যাৎ। অথ পশ্যতি? অথণ্ডৈকরসং ব্রহ্ম না-বিদ্যামন্তরেণ জীবান্ পশ্যতীতি ব্রহ্মাজ্ঞানপ্রসঙ্গঃ। অতএব মায়াবিদ্যা-প্রবিভাগবাদোঽপি নিরস্তঃ; অজ্ঞানমন্তরেণ হি মায়িনোঽপি ব্রহ্মণো

অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। জীব ও ব্রহ্মের অতিরিক্ত যথন অপর কোন দ্রষ্টাই নাই, তখন উল্লিখিত তৃতীয় পক্ষও কল্পনা করা যায় না।

আরো এক কথা, অবিদ্যা-পরিকল্পিত জীবের জীবভাব কল্পনা করে কে? ইহাও নিরূপণ করা আবশ্যক। অবিদ্যাই কল্পনা করে বলা যায় না; কারণ, অবিদ্যা স্বয়ং অচেতন। জীবও কল্পক হইতে পারে না, নিজেই নিজের কল্পক (স্বরূপ-সম্পাদক) হইলে 'আত্মাশ্রয়' দোষ হইয়া পড়ে। যদি বল, অবিদ্যা-পরিকল্পিত শুক্তি-রজতের ন্যায় জীবভাবও ব্রহ্মই কল্পনা করিয়া থাকেন; তাহা হইলেও ব্রহ্মেই অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। আর যদি ব্রহ্মে অজ্ঞানাস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্ম জীবগণকে দেখিতে পান কি না? যদি দেখিতে না পান, তাহা হইলে ব্রহ্মের যে ঈক্ষণ-পূর্ব্বক নাম-রূপ প্রকটীকরণরূপ বিচিত্র সৃষ্টি, তাহা সম্ভবপর হয় না। আর যদি তিনি দেখিতে পান, তাহা হইলেও অখণ্ড, একরস ব্রহ্মের পক্ষে অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত জীব-দর্শন সম্ভব হয় না; তজ্জন্য ব্রহ্মে অজ্ঞানস্বীকার আবশ্যক হয়। এই কারণেই মায়া ও অবিদ্যার বিভাগ-কল্পনার পক্ষও পরিত্যক্ত হইল (*)।

(*) তাৎপর্য্য,—'মায়া' ও 'অবিদ্যার বিভাগ এইরূপ,—

"চিদানন্দময়-ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা। তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥

সত্ত্ব শুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে। মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যঃ, তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥ পঞ্চদশী—তত্ত্ববিবেক॥

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট ও সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী প্রকৃতি দ্বিবিধ। তন্মধ্যে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান প্রকৃতির নাম মায়া, আর অবিশুদ্ধ বা মলিনসত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতির নাম অবিদ্যা। মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য

জীবদর্শিত্বং ন স্যাৎ। নচ মায়াবী পরান্ অদৃষ্ট্বা মোহয়িতুমলম্; নচ মায়া মায়াবিনো দর্শন-সাধনম্, দৃষ্টেষু পরেষু তন্মোহন-সাধনমাত্রত্বাৎ তস্যাঃ।

অথ ব্রহ্মণো মায়া তস্য জীবদর্শিত্বং কুর্ব্বতী জীব মোহনহেতুরিতি মন্যসে? তর্হি পরিশুদ্ধস্যাখণ্ডৈকরস-স্বপ্রকাশস্য ব্রহ্মণঃ পরদর্শনং কুর্ব্বতী মায়া মায়াপরপর্য্যায়া অবিদ্যৈব স্যাৎ। অথ মতম্,—বিপরীতদর্শন-হেতুরবিদ্যা, মায়াতু মিথ্যাভূতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তং মিথ্যাত্বেনৈব দর্শয়ন্তী ন ব্রহ্মণো বিপরীত-দর্শনহেতুঃ; অতস্তস্যা নাবিদ্যাত্বমিতি। নৈবম্; চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞায়মানে দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানহেতোরপ্যবিদ্যাত্বাৎ। যদি চ ব্রহ্ম মিথ্যাত্বেনৈব

কারণ, ব্রহ্মকে মায়ী বা মায়াযুক্ত বলিলেও অজ্ঞান-সম্বন্ধ ব্যতীত কখনই তাঁহার জীবদর্শনের ক্ষমতা হইতে পারে না। কেন না, মায়াবী যাহাকে দেখিতে পায় না, তাহাকে কখনই বিমোহিত করিতেও সমর্থ হয় না। আর মায়াই যে, মায়াবীর দৃষ্টি-সাধন, তাহাও বলা যায় না; কারণ, পরিদৃষ্ট পদার্থে বিমোহ সমুৎপাদনেই মায়ার একমাত্র সামর্থ্য,—দর্শন-সমুৎপাদনে নহে।

আর যদি মনে কর, ব্রহ্মের মায়া ব্রহ্মে জীব-দর্শনের ক্ষমতা সমুৎপাদনপূর্ব্বক জীবের সম্মোহন সমুৎপাদন করে। তাহা হইলে, মায়া যখন অখণ্ড, একরস, বিশুদ্ধ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকেও অপর বস্তু দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রদান করে, তখন সেই মায়াও অবিদ্যাই হইয়া পড়িল, মায়া কেবল তাহার নামান্তরমাত্র, [সুতরাং কেবল নাম মাত্রে বিবাদ দাঁড়াইল]। যদি মনে কর, অবিদ্যা বিপরীত জ্ঞান ঘটায়, মায়া কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধে সেরূপ বিপরীত জ্ঞান জন্মায় না, কেবল ব্রহ্মাতিরিক্ত মিথ্যা বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করায় মাত্র; সুতরাং মায়া ও অবিদ্যা এক হইতে পারে না। না,—এরূপ হইতে পারে না; চন্দ্র এক, এই জ্ঞান বিদ্যমান সত্ত্বেও যে দ্বিচন্দ্র-দর্শন হয়, অবিদ্যাই তাহার হেতু। বিশেষতঃ ব্রহ্ম যদি স্বব্যতিরিক্ত পদার্থকে মিথ্যা বলিয়াই জানিতে পারেন, তবে ত কখনও সে

মায়াকে স্ববশে রাখিয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন; আর অবিদ্যার অধীন চৈতন্য জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সেই অবিদ্যার তার-তম্যানুসারে জীবেরও আবার বিবিধ ভেদ হইয়াছে। ফল কথা, সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ বশতঃ মায়া, আর সত্ত্বগুণের অপকর্ষ বা মালিন্যবশতঃ অবিদ্যা নাম হইয়াছে; মূলতঃ উভয়ই এক পদার্থ। এইমাত্র বিশেষ যে, মায়া পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাঁহাকে সম্মোহিত করিতে পারে না; কিন্তু জীবগত অবিদ্যা জীবকে বিমোহিত করিয়া রাখে।

স্বব্যতিরিক্তং জানাতি, ন তর্হি তন্মোহয়তি; নহ্যনুন্মত্তো মিথ্যাত্বেন জ্ঞাতান্ মোহয়িতুমীহতে।

অথ অপুরুষার্থাপরমার্থ-দর্শনহেতুরবিদ্যা, মায়া তু ব্রহ্মণো না-পুরুষার্থ-দর্শনহেতুঃ; অতোঽস্যা নাবিদ্যাত্বমিতি মতম্। তন্ন; দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানস্য দুঃখ-হেতুত্বাভাবেনাপুরুষার্থত্বাভাবেঽপি তদ্ধেতুরবিদ্যৈব; তন্নিরসনে চ প্রযস্যন্তী যদি চ নাপুরুষার্থ-দর্শনকরী মায়া, তর্হ্য-নুচ্ছেদ্যতয়া নিত্যা ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিনী স্যাৎ। অস্তু কো দোষ ইতি চেৎ; দ্বৈতদর্শনমেব দোষঃ, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি।" [বৃহদা°, ২।৪।১৪]। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" [বৃহদা°, ৪।৫।১৫] ইত্যাদ্যদ্বৈতশ্রুতয়ঃ প্রকুপ্যেয়ুঃ। পরমার্থ-বিষয়া

সকলকে বিমোহিত করিতে পারেন না; কারণ, পাগল না হইলে কেহ কখনও মিথ্যা বলিয়া জানিয়া-শুনিয়াও সেই মিথ্যা পদার্থকেই বিমোহিত করিতে ইচ্ছা করে না।

আর যদি মনে কর যে, যাহা পুরুষার্থ (পুরুষের অভীষ্ট) নহে এবং অসত্য পদার্থ, অবিদ্যা কেবল তাহাই প্রতীতিগোচর করিয়া দেয়, কিন্তু মায়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে সেরূপ অপুরুষার্থ প্রদর্শন করায় না; অতএব মায়া কখনই অবিদ্যাস্বরূপ হইতে পারে না। না,—এ কথাও হইতে পারে না; দ্বিচন্দ্রদর্শনে কোনরূপ দুঃখ হয় না, সুতরাং তাহা অপুরুষার্থ-সাধকও হয় না, তথাপি অবিদ্যাকেই তাহার কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। আর সেই অবিদ্যা-নিবারণে যত্নপর মায়া যদি অপুরুষার্থ-সাধকই না হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্ছেদেরও কোন আবশ্যক হয় না; সুতরাং অনুচ্ছেদ্যতা-নিবন্ধন মায়াও ব্রহ্মেরই মত নিত্য হইয়া পড়ে। যদি বল, হউক—দোষ কি? এ পক্ষে দ্বৈতদর্শনই প্রধান দোষ; তাহার ফলে—'যে অবস্থায় দ্বৈতেরই মত হয়,' এবং 'যে অবস্থায় ইহার (সাধকের) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে।' ইত্যাদি অদ্বৈতভাব-বোধক শ্রুতি সমূহ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে (২)। যদি বল, অদ্বৈত-বোধক শ্রুতিসমূহ পরমার্থ-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রকৃত

(২) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ লোকে অনর্থ-নিবৃত্তির জন্যই সচেষ্ট হয়, মায়া যদি কোনরূপ অনর্থই না ঘটায়, তাহা হইলে কখনই তাহার নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের ন্যায় মায়াও চিরদিন থাকিতে পারে, অথচ, মায়াই যখন দ্বৈত ও দ্বৈতদর্শনের একমাত্র কারণ, তখন ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পরও মুক্ত পুরুষের পক্ষে দ্বৈতদর্শন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অথচ শ্রুতি বলিতেছেন যে, মুক্ত অবস্থায় আর দ্বৈত-বিজ্ঞান থাকে না। কাজেই মায়াকে ব্রহ্মের মত নিত্য স্বীকার করিলে অদ্বৈত-বোধক উল্লিখিত শ্রুতিগুলির অর্থে বাধা ঘটে। অতএব মায়ার নিত্যত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না।

অদ্বৈতশ্রুতয়ঃ, মায়ায়াস্ত্বপরমার্থত্বাদবিরোধ ইতি চেৎ; অপরিচ্ছিন্নানন্দৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽপরমার্থভূত-মায়াদর্শনং তদ্বত্তা বা অবিদ্যামন্তরেণ নোপপদ্যতে।

কিঞ্চ, অপরমার্থভূতয়া নিত্যয়া মায়য়া কিং প্রয়োজনং ব্রহ্মণঃ? জীব-মোহনমিতি চেৎ; অপুরুষার্থেন মোহনেন কিং প্রয়োজনং? ক্রীড়েতি চেৎ; অপরিচ্ছিন্নানন্দস্য কিং ক্রীড়য়া? পরিপূর্ণ ভোগানামেব ক্রীড়া পুরুষার্থত্বেন লোকে দৃষ্টেতি চেৎ; নৈবমিহোপপদ্যতে। নহ্যপরমার্থভূতৈঃ ক্রীড়োপকরণৈরপরমার্থতয়া প্রতিভাসমানৈর্নিষ্পন্নয়া অপরমার্থভূতয়া ক্রীড়য়া অপরমার্থভূতেন চ তৎপ্রতিভাসেনানুন্মত্তানাং ক্রীড়ারসো নিষ্পদ্যতে। মায়াশ্রয়তয়াভিমত-ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেণাবিদ্যাশ্রয়স্য জীবস্য কল্পনাসম্ভবশ্চ পূর্ব্ববদেব দ্রষ্টব্যঃ। অতো ব্রহ্মৈবানাদ্যবিদ্যা-শবলং স্বগত নানাত্বং পশ্যতীত্যদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগন্তৃভিরভ্যুপেতব্যম্॥

সত্য-পদার্থ-জ্ঞাপক; মায়া যখন পরমার্থ বস্তুই নহে, তখন তাহার সহিত অদ্বৈত-শ্রুতির বিরোধই হইতে পারে না। [এ কথাও বলা যায় না।] কারণ, ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) ও একমাত্র আনন্দস্বরূপ; তখন তাহার পক্ষে অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত কখনই অসত্য মায়া সন্দর্শন কিংবা মায়া-সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না।

আরও এক কথা, অপরমার্থ বা অসত্য, অথচ নিত্য মায়া দ্বারা ব্রহ্মের প্রয়োজন কি? যদি বল, জীবের মোহ-সমুৎপাদনই প্রয়োজন; ভাল, পুরুষার্থের অনুপযোগী জীব-সম্মোহনে প্রয়োজন কি? যদি বল, উহা তাঁহার ক্রীড়ামাত্র, (স্বতন্ত্র কোন প্রয়োজন নাই)। জিজ্ঞাসা করি, অপরিমিত আনন্দময় ব্রহ্মের আবার ক্রীড়ায়ই বা প্রয়োজন কি? যদি বল, জগতে দেখা যায়, যাহাদের ভোগ-ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ক্রীড়া বা বিলাস তাহাদেরই পুরুষার্থ হইয়া থাকে। হ্যাঁ, এখানে সেরূপ ক্রীড়া উপপন্ন হইতে পারে না; কারণ, ক্রীড়ার উপকরণগুলি যদি অসত্য বলিয়া জানা থাকে, ক্রীড়াকেও যদি মিথ্যা বলিয়া জানা থাকে, এবং সেই ক্রীড়া ও ক্রীড়ার প্রতীতিতেও যদি মিথ্যা বা ভ্রান্তিত্ব বোধ থাকে; তাহা হইলে অনুন্মত্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তিই ঐ ক্রীড়ায় রসাস্বাদ করিতে পারে না। ইহার পর, ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে তদতিরিক্ত অর্থাৎ মায়াশ্রয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ও অবিদ্যার আশ্রয়রূপে জীব-কল্পনা করা, এ পক্ষেও পূর্ব্বেরই মত অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিতে হইলে 'অনাদি অবিদ্যা-সংবলিত ব্রহ্মই আপনাতে নানাত্ব সন্দর্শন করেন,' এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে॥

যত্তু, বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা নোপপদ্যত ইতি ; ন তৎ ব্রহ্মাজ্ঞানবাদিনশ্চোদ্যম্ ; একস্যৈব ব্রহ্মণোঽজ্ঞস্য স্বাজ্ঞান-নিবৃত্ত্যা মোক্ষ্যমাণত্বাৎ বদ্ধ-মুক্তাদিব্যবস্থায়া এবাভাবাৎ, ব্যবহ্রিয়মাণায়াশ্চ বদ্ধ-মুক্ত-শিষ্যাচার্য্যাদি ব্যবস্থায়াঃ কাল্পনিকত্বাৎ স্বপ্নদর্শিন ইব চৈকস্যৈব অবিদ্যয়া সর্ব্বকল্পনোপপত্তেঃ। স্বপ্নদৃশা হ্যেকেন দৃষ্টাঃ শিষ্যাচার্য্যাদয়ঃ তদবিদ্যাকল্পিতাএব ; অতএব বহ্ববিদ্যা-কল্পনমপি ন যুক্তিমৎ।

পারমার্থিকী বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা স্বপরব্যবস্থা চ জীবাজ্ঞানবাদিনাপি নাভ্যুপেয়তে ; অপারমার্থিকী ত্বেকস্যৈবাবিদ্যয়া উপপদ্যতে। প্রয়োগশ্চ—বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থাঃ স্বপর-ব্যবস্থাশ্চ স্বাবিদ্যা-কল্পিতা অপারমার্থিকত্বাৎ, স্বপ্নদৃষ্টব্যবস্থাবদিতি। শরীরান্তরাণ্যপি ময়ৈবাত্মবন্তি শরীরত্বাৎ, এতচ্ছরীরবৎ। শরীরান্তরাণ্যপি মদবিদ্যাকল্পিতানি শরীরত্বাৎ কার্য্যত্বাৎ

আর যে, বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থা রক্ষা পায় না, বলা হইয়াছে। যাহারা ব্রহ্মেতে অজ্ঞানের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, তাহাদের উপর এই আপত্তি হইতেই পারে না ; কারণ, অজ্ঞ (অজ্ঞানাশ্রয়) ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই বটে ; স্বগত সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিতেই তাহার মোক্ষ উপস্থিত হয় মাত্র। অতএব, বাস্তবিক পক্ষে তাহার সম্বন্ধে বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থাই অসম্ভব ; তথাপি যে, বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তাহা কাল্পনিক অসত্য ; স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি যেরূপ এক হইয়াও অবিদ্যাবশে বহুরূপ কল্পনা করিয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ বলিলেই বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থার উপপত্তি বা সমর্থন হইতে পারে। স্বপ্নদর্শী এক হইয়াও যে, শিষ্য, আচার্য্য প্রভৃতি বিবিধ ভেদ দর্শন করে, নিশ্চয়ই তাহা অবিদ্যাকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, তাহার উপপত্তির জন্য অবিদ্যার বহুত্ব কল্পনাও যুক্তিযুক্ত হয় না।

আর যাহারা জীবগত অজ্ঞান সম্বন্ধ স্বীকার করে, তাহারাও বন্ধ মোক্ষ এবং আত্ম-পর ভেদব্যবহারের সত্যতা স্বীকার করে না। অধিকন্তু, এই সকল ব্যবহার অসত্য বা অপারমার্থিক হইলে একের অজ্ঞানেই সে সমুদয়ের সুব্যবস্থা সম্পন্ন হইতে পারে, [সুতরাং অজ্ঞানের বহুত্ব কল্পনার আবশ্যক হয় না]। এ পক্ষে এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে, বন্ধ মোক্ষ ব্যবহার এবং আত্ম-পর-ভেদব্যবহার যখন অপরমার্থিক বা অসত্য, তখন উহা স্বীয় অজ্ঞানের দ্বারাই কল্পিত ; দৃষ্টান্ত যথা—স্বপ্নদৃষ্ট ব্যবস্থা। আর স্বপ্নে যে অপরাপর শরীর দৃষ্ট হয়, সে সমুদয়ও আমার দ্বারাই আত্মবান্, যে হেতু ঐ সকল শরীরও আমার এই শরারেরই মত শরীর। আর সেই শরীর সমূহও আমারই অবিদ্যা-কল্পিত, কারণ—সে সকলও শরীর, কার্য্য (জন্য পদার্থ), জড় পদার্থ এবং কল্পিত, অর্থাৎ শরীরত্ব, কার্য্যত্ব, জড়ত্ব বা কল্পিতত্ব, ইহার যে কোন একটী উহাদের

কল্পিতত্বাদ্বা, এতচ্ছরীরবৎ। বিবাদাধ্যাসিতং চেতনজাতম্ অহমেব, চেতনত্বাৎ; যদনহম্, তদচেতনং দৃষ্টম্, যথা ঘটঃ। অতঃ স্বপরবিভাগো বদ্ধমুক্ত-শিষ্যাচার্য্যাদিব্যবস্থাশ্চৈকস্যাবিদ্যাকল্পিতাঃ। দ্বৈতবাদিনাপি বদ্ধ-মুক্তব্যবস্থাদুরুপপাদা; অতীতানাং কল্পানামানন্ত্যাদেকৈকস্মিন্ কল্পে একৈকমুক্তাবপি সর্ব্বেষাং মোক্ষসম্ভবাদমুক্তানুপপত্তেঃ।

অনন্তত্বাদাত্মনামমুক্তাশ্চ সন্তীতি চেৎ; কিমিদমনন্তত্বম্? অসঙ্খ্যেয়ত্ব-মিতিচেৎ, ন, ভূয়স্ত্বাদল্পজ্ঞৈরসঙ্খ্যেয়ত্বেঽপীশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সঙ্খ্যেয়া এব। তস্যাপ্যশক্যত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বং ন স্যাৎ; আত্মনাং নিঃসঙ্খ্যত্বাদ্ (*) ঈশ্বরস্যা-বিদ্যমানসঙ্খ্যা-বেদনাভাবো নাসার্ব্বজ্ঞ্যমাবহতীতি চেৎ; ন, ভিন্নত্বে সঙ্খ্যা-বিধুরত্বং নোপপদ্যতে। আত্মানঃ সঙ্খ্যাবন্তঃ, ভিন্নত্বাৎ; মাষ-সর্ষপ-ঘটপটাদিবৎ। ভিন্নত্বে চাত্মনাং ঘটাদিবজ্জড়ত্বমনাত্মত্বং ক্ষয়িত্বঞ্চ প্রসজ্যতে;

কল্পিতত্বের সাধক; ইহার হেতু—শরীরত্ব; দৃষ্টান্ত—উপস্থিত শরীর। অপিচ, [চেতন 'অহং' কি, না, এইরূপে] বিবাদগ্রস্ত চেতনসমূহ নিশ্চয়ই অহং-পদার্থ; কারণ, উহারা চেতন; দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অহং-পদবাচ্য নহে, তাহা চেতনও নহে—অচেতন; দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট। অতএব, একেরই সম্বন্ধে যে আত্মানাত্মবিভাগ, এবং বদ্ধ, মুক্ত, শিষ্যাচার্য্য প্রভেদ, সে গুলিও অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত হইয়াছে। বিশেষতঃ দ্বৈতবাদীর পক্ষেও বদ্ধ-মুক্তাদি ব্যবস্থা উপপাদন করা সহজসাধ্য নহে। কেন না, অনন্ত কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহার এক এক কল্পে এক এক জনের মুক্তি হইলেও সমস্ত জীবের মোক্ষ হইয়া যাইতে পারিত; সুতরাং কোন জীবেরই অমুক্ত থাকা উপপন্ন হইত না।

যদি বল, আত্মা যখন অনন্ত; তখন অমুক্তাবস্থায়ও বহু আত্মা রহিয়াছে। [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] এই অনন্ত কথার অর্থ কি? যদি বল [অনন্ত অর্থ] অসংখ্যেয়; না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, প্রভূতত্ব নিবন্ধন অল্পজ্ঞজনের পক্ষে অসংখ্যেয় হইলেও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে ত সংখ্যেয়ই বটে; আর তিনিও যদি সংখ্যা করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বই হইতে পারে না। যদি বল, আত্মসমূহ নিঃসংখ্য, অর্থাৎ স্বভাবতই 'সংখ্যা' বলিয়া উহাদের কোন ধর্ম্ম নাই; সুতরাং সংখ্যা না থাকায়ই তদ্বিষয়ক জ্ঞানাভাব কখনই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার হানি ঘটাইতে পারে না; [এ কথাও বলা যায় না,] কারণ, আত্মসমূহ যখন পরস্পর ভিন্ন; তখন তাহাদের সংখ্যারাহিত্য উপপন্ন হইতে পারে না। [এ বিষয়ে এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে,] আত্মসমূহ নিশ্চয়ই সংখ্যাযুক্ত, যেহেতু তাহারা পরস্পর পৃথক্; উদাহরণ যথা—মাষকড়াই, সর্ষপ ও ঘট পটাদি। আর যাহারা আত্মার ভেদ স্বীকার করেন, তাহাদের মতে সেই ভিন্নত্ব নিবন্ধই ঘটাদির ন্যায় আত্মসমূহেরও অনাত্মত্ব ও ক্ষয়িত্ব ধর্ম্ম সম্ভাবিত হয়; অথচ

(*) নিঃসঙ্খ্যেয়ত্বাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ব্রহ্মণশ্চানন্তত্বং ন স্যাৎ। অনন্তত্বং নাম—পরিচ্ছেদরহিতত্বম্। ভেদবাদে চ বস্ত্বন্তরাদ্বিলক্ষণত্বেন ব্রহ্মণো বস্তুতঃ পরিচ্ছেদরহিতত্বং ন শক্যতে বক্তুম্; বস্ত্বন্তরভাব এব হি বস্তুতঃ পরিচ্ছেদঃ। বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নস্য দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বং চ (*) ন যুজ্যতে; বস্ত্বন্তরাদ্বিলক্ষণত্বেন বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্না এব ঘটাদয়ো দেশতঃ কালতশ্চ পরিচ্ছিন্না হি দৃষ্টাঃ; তথা সর্ব্বে চেতনাঃ ব্রহ্ম চ বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্না দেশ-কালাভ্যামপি পরিচ্ছিদ্যন্তে। এবঞ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" [তৈত্তি° আন° ১।১] ইত্যাদিভিঃ সর্ব্বপ্রকার-পরিচ্ছেদরহিতত্বং বদদ্ভির্বিরোধঃ। উৎপত্তিবিনাশাদয়শ্চ জীবানাং ব্রহ্মণশ্চ প্রসজ্যেরন্; কালপরিচ্ছেদ এব হি উৎপত্তিবিনাশভাগিত্বম্। অত একস্যৈব (†) অপরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণোঽবিদ্যাবিজৃম্ভিতং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং কৃৎস্নং জগৎ; সুখদুঃখপ্রতিসন্ধান-ব্যবস্থাদয়োঽপি স্বাপ্নব্যবস্থাবদবিদ্যা-স্বাভাব্যাদুপপদ্যন্তে। তস্মাদেকমেব নিত্যমুক্তম্ স্বপ্রকাশস্বভাবম্ অনাদ্য-বিদ্যাবশাজ্জগদাকারেণ বিবর্ত্তত ইতি পরমার্থতো ব্রহ্মব্যতিরিক্তাভাবাৎ তদনন্যত্বং জগতঃ—ইতি।

ব্রহ্মেরও অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না। কেন না, অনন্তত্ব অর্থ—পরিচ্ছেদরাহিত্য (অপরিচ্ছিন্নত্ব); সুতরাং ভেদবাদে ব্রহ্ম যখন অপর সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধে বস্তু-কৃত পরিচ্ছেদরাহিত্যও বলিতে পারা যায় না; [বরং বস্তু হইতে পৃথগ্ভূতত্বই তাঁহার সিদ্ধ হইয়া পড়ে], কেন না, অপরাপর বস্তুর সদ্ভাবই তাহার পরিচ্ছেদ। আর যাহা বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহার পক্ষে, দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদাভাবও যুক্তিযুক্ত হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়, অপর বস্তু হইতে বিলক্ষণত্ব নিবন্ধন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই ঘটাদি পদার্থসমূহ দেশ ও কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; অতএব সমস্ত চেতন (আত্মা), এবং ব্রহ্ম যখন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তখন নিশ্চয়ই তাহারা দেশ-কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন। এইরূপই যদি হইল, তাহা হইলে 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি বাক্যানুসারে যাহারা ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া থাকেন, তাহাদের সহিত নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ জীবগণের এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধে উৎপত্তি ও বিনাশাদি ধর্ম্মসমূহও সম্ভাবিত হইয়া পড়ে; কারণ, কাল দ্বারা যে পরিচ্ছেদ (সসীমভাব), তাহাই পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ, (তদতিরিক্ত নহে)। অতএব, একই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের যে অবিদ্যাবিলাসাত্মক এই জগৎ এবং সুখ-দুঃখানুভূতির ব্যবস্থাভেদ প্রভৃতি, তৎসমস্তই স্বপ্নকালীন ব্যবহারের ন্যায় অবিদ্যা-সম্ভূতত্ব নিবন্ধন উপপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, নিত্যমুক্ত ও প্রকাশস্বভাব একই ব্রহ্ম যে, অবিদ্যাবশতঃ জগদাকারে বিবর্ত্তিত হন, একথা

(*) 'ক' পুস্তকেতু 'চ' শব্দো নাস্তি। (†) অতএবাদ্বৈত' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[শাঙ্কর-মতখণ্ডনম্—]

অত্রোচ্যতে—নির্ব্বিশেষ-স্বপ্রকাশমাত্রং ব্রহ্ম অনাদ্যবিদ্যাতিরোহিতস্বস্বরূপং স্বগতনানাত্বং পশ্যতীত্যেতৎ প্রকাশস্বরূপস্য নিরংশস্য প্রকাশনিবৃত্তিরূপতিরোধানে স্বরূপনাশপ্রসঙ্গেন তিরোধানাসম্ভবাদিভ্যঃ সকলপ্রমাণবিরুদ্ধং স্ববচনবিরুদ্ধঞ্চেতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। যৎ পুনরুক্তম্—কারণব্যতিরিক্তং কার্য্যং যুক্তিবাধিতত্বেন শুক্তিকারজতাদিবদ্ ভ্রমঃ—ইতি; তদযুক্তম্, যুক্তেরভাবাৎ। যত্তু অনুবর্ত্তমানস্য কারণমাত্রস্য সত্যত্বম্, ব্যাবর্ত্তমানানাং

সত্য। অতএব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ না থাকায় এই জগৎ নিশ্চয়ই তদনন্য, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে (*)।

শাঙ্করমত খণ্ডন

এতদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, একমাত্র প্রকাশস্বভাব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই যে, অনাদি অবিদ্যা দ্বারা স্বীয় স্বরূপ তিরোহিত হওয়ায় নানাত্ব বা ভেদ দর্শন করেন, বলা হইয়াছে; তাহাও, যিনি একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ও নিরংশ, তাহার প্রকাশ-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপাবরণ হইলে ত স্বরূপেরই বিনাশ হইয়া যাইতে পারে; সুতরাং তাহার স্বরূপাবরণই অসম্ভব, ইত্যাদি কারণে সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ এবং স্ববচনবিরুদ্ধও বটে; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আরও যে কথিত হইয়াছে, কারণাতিরিক্ত কার্য্যসত্তা যখন যুক্তিবাধিত, তখন উহা শুক্তি-রজতের ন্যায় ভ্রমমাত্র; তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, তদনুকূল কোনও যুক্তি নাই। আর যে, [কার্য্যে] অনুবর্ত্তমান কারণেরই কেবল সত্যতা, আর ব্যাবর্ত্তমান বা কারণে

(*) তাৎপর্য্য—কার্য্য ও কারণের অভেদ প্রমাণ করিবার পক্ষে দুইটি প্রণালী আছে—(১) বিবর্ত্তবাদ, (২) পরিণামবাদ। তন্মধ্যে, উপাদান কারণের যে, স্বীয় স্বভাবসহকারে কার্য্যাকার ধারণ করা, অর্থাৎ কার্য্যাবস্থায় উপাদানের আর পৃথক্ অনুভূতি না থাকা, তাহার নাম পরিণাম। যেমন—দুগ্ধের দধিরূপে ও মৃত্তিকার ঘটাদিরূপে পরিণাম। আর যেখানে উপাদান কারণটি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না, নিজের অবস্থায়ই বর্ত্তমান থাকে, অথচ দর্শকগণ তাহাকে অন্যরূপে দর্শন করে, তাদৃশ অবস্থাকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত প্রভৃতি। তদনুসারে কার্য্য ও কারণ, উভয়কেই 'বিবর্ত্ত' শব্দে বিশেষিত করা হইয়া থাকে। উভয় স্থলের পার্থক্য এই যে, দুগ্ধ যখন দধিরূপে পরিণত হয়, তখন দুগ্ধের স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলিও দধি-শরীরে মিশিয়া যায়; দুগ্ধের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই পরিণামের স্বভাব। বিবর্ত্তস্থলে রজ্জু নিজের কোন ধর্ম্মই পরিত্যাগ করে না, আপনার স্বরূপেই থাকে, অথচ অবিদ্যা বা অজ্ঞান আসিয়া তাহার উপর এক ভীষণ সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়; দর্শকও তখন সর্পই দেখে, রজ্জু দেখিতে পায় না; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তখনও রজ্জু ঠিক রজ্জুই থাকে। যে লোক ভ্রান্ত হয় নাই, সে তখনও সর্প না দেখিয়া যথার্থ রজ্জুস্বরূপই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, সুতরাং রজ্জুর যে স্বরূপ-হানি ঘটে না, ইহা সত্য; অতএব, ঐরূপ সর্পের পক্ষে রজ্জু হয় বিবর্ত্ত কারণ, আর সর্প হয় তাহার বিবর্ত্ত কার্য্য। ব্রহ্মও এই জগতের বিবর্ত্ত কারণ; কেন না, অনাদি অজ্ঞানপ্রভাবে তাহাতে বিচিত্র জগৎনির্ম্মাণ হইলেও তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ সৎ চিৎ ও আনন্দরূপের কিছুমাত্র বিপর্য্যয় ঘটে না।

ঘট-শরাবাদিকার্য্যাণামসত্যত্বমিতি ; তদপ্যন্যত্র দৃষ্টস্যান্যত্র ব্যাবর্ত্তমানতা ন বাধিকেত্যাদিভিঃ পূর্ব্বমেব পরিহৃতম্। যচ্চোপলভ্যমানত্ব-বিনাশিত্বাভ্যাং সদসদনির্ব্বচনীয়ত্বেন কার্য্যস্য মৃষাত্বমিতি ; তদসৎ, উপলব্ধি-বিনাশযোগো হি ন মিথ্যাত্বং সাধয়তি, কিন্ত্বনিত্যত্বম্। যদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়া যদুপলব্ধম্, তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়া বাধিতত্বমেব হি তস্য মিথ্যাত্বে হেতুঃ ; দেশান্তর-কালান্তরসম্বন্ধিতয়োপলব্ধস্যান্যদেশকালসম্বন্ধিত্বেন বাধিতত্বং দেশান্তর-কালান্তরাব্যাপ্তিমাত্রং সাধয়তি, ন তু মিথ্যাত্বম্। প্রতিপ্রয়োগশ্চ—ঘটাদি কার্য্যং সত্যম্, দেশকালাদিপ্রতিপন্নোপাধাববাধিতত্বাৎ, আত্মবৎ।

যচ্চোক্তং—কারণস্বরূপাদবিকৃতাদ্বিকৃতাচ্চ কার্য্যোৎপত্তির্ন সম্ভবতীতি ; তদসৎ ; দেশকালাদিসহকারি-সমবহিতাৎ কারণাৎ কার্যোৎপত্তি-সম্ভবাৎ। তৎসমবধানঞ্চ বিকৃতস্যাবিকৃতস্য চ ন সম্ভবতীতি যদুক্তম্ ; তদযুক্তম্ ; পূর্ব্বমবিকৃতস্যৈব কালাদিসমবধানসম্ভবাৎ। অবিকৃতত্বাবিশেষাৎ পূর্ব্বমপি দেশকালাদিসমবধানং প্রসজ্যত ইতি চেৎ ; ন, দেশকালাদিসমবধানস্য

অননুগত ঘট-শরাবাদি কার্য্য সমূহের অসত্যতা [উক্ত হইয়াছে], তাহাও 'এক স্থলে দৃষ্ট ব্যাবর্ত্তমানতা অন্যত্র প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের (অনুবৃত্তির) বাধিকা হয় না,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাই পরিহৃত হইয়াছে। আর যে, উপলভ্যমানত্ব (প্রত্যক্ষের বিষয়তা) ও বিনাশিত্ব বশতঃ সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া কার্য্যের মিথ্যাত্ব অভিহিত হইয়াছে ; তাহাও ভাল কথা নহে ; কেন না, উপলব্ধি ও বিনাশ-সম্বন্ধ কখনই বস্তুর মিথ্যাত্ব সাধন করিতে পারে না ; পরন্তু, অনিত্যত্বমাত্র সাধন করে। কেন না, যে বস্তু যে দেশে ও যে কালে উপলব্ধিগোচর হয়, সেই বস্তুর সেই দেশে ও সেই কালে বাধিতত্বই মিথ্যাত্বের হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু দেশান্তরে বা কালান্তরে উপলব্ধ পদার্থের নহে। অপর দেশে ও অপর কালে যে বাধিতত্ব (বাধা), তাহা কেবল সেই বস্তুর দেশান্তর ও কালান্তর-ব্যাপকতারই অভাব জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু মিথ্যাত্বের সাধন করে না। ইহার বিরুদ্ধে অনুমানও হইতে পারে, যথা—জন্য ঘটাদি বস্তু সত্য ; কারণ, অনুভূত দেশ-কালাদিরূপ উপাধিতে [উহা] বাধিত নহে—অবাধিত ; দৃষ্টান্ত যথা—আত্মা।

আরও যে বলা হইয়াছে, অবিকৃত বা বিকৃত কারণস্বরূপ হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না ; তাহাও উত্তম কথা নহে ; কেন না, দেশ-কালাদিরূপ সহকারী কারণসমন্বিত কারণ হইতেই কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। (কেবল একটিমাত্র কারণ হইতে নহে), আর যে, বিকৃত কিংবা অবিকৃত কোনরূপ কারণেরই সহকারি-সংযোগ সম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে ; কারণ, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অবিকৃত কারণের সহিতই দেশ-কালাদির সম্বন্ধ হইতে পারে। যদি বল, অবিকৃতভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য না থাকায়

কারণান্তরায়ত্তস্যৈতদায়ত্তত্বাভাবাৎ। অতো দেশকালাদিসমবধানরূপবিশেষমাপন্নং কারণং কার্য্যমুৎপাদয়তীতি ন কিঞ্চিদবহীনম্। কারণস্য চ কার্য্যং প্রত্যারম্ভকত্বমবাধিতং দৃশ্যমানং ন কেনাপি প্রকারেণাপহ্নোতুং শক্যতে।

যত্তু—হেমাদিমাত্রস্য, রুচকাদিকার্য্যস্যৈতদাশ্রয়স্য বা হেমাদেরারম্ভকত্বং ন সম্ভবতি—ইতি; তদযুক্তম্; হেমাদিমাত্রস্যৈব যথোক্তপরিকরযুক্তস্যারম্ভকত্বসম্ভবাৎ। ন চারম্ভকহেম-ব্যতিরিক্তং কার্য্যং ন দৃশ্যতে, ইতি বক্তুং শক্যম্; হেমাতিরিক্তস্য স্বস্তিকস্য দর্শনাৎ; বুদ্ধি-শব্দান্তরাদিভির্বস্ত্বন্তরত্বস্য সাধিতত্বাচ্চ। ন চায়ং শুক্তিকা-রজতাদিবদ্ ভ্রমঃ, উৎপত্তিবিনাশয়োরন্তরালে উপলভ্যমানস্য তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়া বাধাদর্শনাৎ। ন চাস্যা উপলব্ধের্বাধিকা কাচিদপি যুক্তির্দৃশ্যতে। প্রাগনুপলব্ধস্বস্তিকোপলব্ধিবেলায়ামপি হেমপ্রত্যভিজ্ঞা স্বস্তিকাশ্রয়তয়া হেম্নোঽপ্যনুবৃত্তে-

কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও তাদৃশ দেশকালাদি সমাধান সম্ভাবিত হইতে পারে; না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, দেশ-কালাদির সহিত যে সমবধান (সংযোগ), তাহা অপর কারণের অধীন; সুতরাং তাহা ত উপাদান-কারণের আয়ত্তই নহে। অতএব বিশিষ্ট দেশ-কালাদি-সংযোগরূপ অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া সেই কারণই যে, কার্য্য সমুৎপাদন করিবে; ইহাতে কিছুই ক্ষতি হইতেছে না। বিশেষতঃ কার্য্যের প্রতি কারণের আরম্ভকত্ব (উপাদানত্ব) যখন অবাধে অনুভূত হইতেছে, তখন কোনরূপেই তাহার অপলাপ করিতে পারা যায় না।

আর যে, কেবলমাত্র সুবর্ণাদিপদার্থই হারপ্রভৃতি কার্য্যের অথবা তদাশ্রয়ভূত সুবর্ণাদির আরম্ভক (উপাদান কারণ) হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিশূন্য; কেননা, পূর্ব্বোক্ত দেশ-কালাদি সহকারি-কারণসমন্বিত কেবল সুবর্ণাদিরই উপাদান-কারণত্ব সম্ভবপর হয়। আর যে, কার্য্যারম্ভক সুবর্ণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তু পরিদৃষ্ট হয় না, এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কেননা, স্বস্তিকই‌ত (হারবিশেষইত) সুবর্ণ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ প্রতীতিভেদ ও শব্দভেদনিবন্ধন [কারণ হইতে কার্য্যের] পৃথক্ বস্তুত্বও সাধিত (প্রমাণিত) হইয়াছে। ইহা যে, শুক্তিকা-রজতের ন্যায় ভ্রমমাত্র, তাহাও নহে; কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বিশিষ্ট স্থানে ও কালে বর্ত্তমানরূপে দৃশ্যমান কার্য্যেরত কোনপ্রকার বাধা দেখা যায় না, অর্থাৎ অসত্যতা প্রতীত হয় না; [সুতরাং অবাধিতত্বনিবন্ধন তাহার মিথ্যাত্বও হইতে পারে না]; অথচ, উক্ত উপলব্ধির বাধক কোন যুক্তিও দৃষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বে অননুভূত স্বস্তিকের উপলব্ধি সময়েও যে, সুবর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা (ইহা সেই সুবর্ণ, এইরূপ প্রতীতি), তাহাও বিরুদ্ধ হইতেছে না; কারণ, সেখানেও স্বস্তিকের আশ্রয়রূপ সুবর্ণেরই অনুবৃত্তি রহিয়াছে। আর

রবিরুদ্ধা। শ্রুতিভিস্তু প্রপঞ্চমিথ্যাত্বসাধনং পূর্ব্বমেব নিরস্তম্। যচ্চান্যদত্র প্রত্যক্ষবিরোধাদি প্রতিবক্তব্যম্, তদপি সর্ব্বং পূর্ব্বমেব সুষ্টূক্তম্।

যচ্চোক্তম্—একেনাত্মনা সর্ব্বাণি শরীরাণ্যাত্মবন্তি, ইতি; তদসৎ, একস্যৈব সর্ব্বশরীরপ্রযুক্ত-সুখদুঃখপ্রতিসন্ধানপ্রসঙ্গাৎ। সৌভরিপ্রভৃতিষু হ্যাত্মৈকত্বেনানেকশরীরপ্রযুক্তসুখাদিপ্রতিসন্ধানমেকস্য দৃশ্যতে। ন চাহমর্থস্য জ্ঞাতৃত্বাৎ তদ্‌ভেদাৎ প্রতিসন্ধানাভাবঃ নাত্মভেদাৎ, ইতি বক্তুং শক্যম্; আত্মা জ্ঞাতৈব, স চাহমর্থ এব; অন্তঃকরণভূতস্ত্বহঙ্কারো জড়ত্বাৎ করণত্বাচ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিবন্ন জ্ঞাতেত্যুপপাদিতত্বাৎ। যচ্চ, শরীরত্ব-জড়ত্ব-কার্য্যত্ব-কল্পিতত্বৈঃ সর্ব্বশরীরাণামেকস্যাবিদ্যাকল্পিতত্বমুক্তম্; তদপি সর্ব্বশরীরাণামবিদ্যাকল্পিতত্বস্যৈবাভাবাদযুক্তম্। তদভাবশ্চাবাধিতস্য সত্য-

---

শ্রুতির সাহায্যে যে, জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধন, তাহা পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। আরও যে, প্রত্যক্ষ-বিরোধাদির প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক, সে সমস্তও পূর্ব্বেই উত্তমরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আর যে, একই আত্মা দ্বারা সমস্ত শরীরকে আত্মবান্ বলা হইয়াছে, তাহাও ভাল নহে; কারণ, তাহা হইলে একই আত্মার সর্ব্বশরীরে সুখ-দুঃখাদি সম্ভোগ সম্ভাবিত হইতে পারে। আর সৌভরিপ্রভৃতি ঋষিদের মধ্যেও আত্মার একত্ব নিবন্ধনই এক আত্মার বহুশরীরেও যুগপৎ সুখ-দুঃখাদি ভোগ দেখিতে পাওয়া যায় (*)। এ কথাও বলা যায় না যে, যেহেতু অহং-পদার্থই (অন্তঃকরণই) প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতা, এবং যেহেতু প্রতিদেহে সেই অন্তঃকরণ পৃথক্ পৃথক্, সেই হেতুই সর্ব্বদেহে উপলব্ধির অভাব হইয়া থাকে, কিন্তু আত্ম-ভেদ নিবন্ধন নহে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে আত্মাই জ্ঞাতা, এবং জ্ঞাতৃস্বরূপ সেই আত্মাই অহং-পদার্থ; উভয়ে ভিন্ন নহে। বিশেষতঃ অন্তঃকরণস্বরূপ অহঙ্কার যখন জড়পদার্থ এবং জ্ঞান-সাধন, তখন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় তাহা কখনই 'জ্ঞাতা' হইতে পারে না; ইহা পূর্ব্বেই [প্রথম সূত্রেই] উপপাদন করা হইয়াছে। আর শরীরত্ব, জড়ত্ব, কার্য্যত্ব (জন্যত্ব) ও কল্পিতত্ব হেতুতে যে, সমস্ত শরীরকেই একের অবিদ্যা-কল্পিত বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, সমস্ত শরীর যে অবিদ্যা-কল্পিত, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না; কেননা, অবাধিত পদার্থের সত্যতা উপপাদন করাতেই

(*) তাৎপর্য্য—এইরূপ কথিত আছে যে, তীব্রতপা সৌভরি মুনি কোনও কারণে আসক্তির পরবশ হইয়া সমাধিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন; তখন তিনি আপনার অবনতি অবগত হইয়া স্বল্প কালের মধ্যে ভোগ শেষ করিয়া মুক্তিলাভের ইচ্ছায় কায়ব্যূহ রচনা করিলেন, এবং স্বয়ং আত্মারূপে সেই সমস্ত দেহে অধিষ্ঠিত রহিলেন। একই সময়ে বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে, ভিন্ন ভিন্ন দেহ নির্ম্মাণ করা হয়, তাহাকেই 'কায়ব্যূহ' বলে। তখন তিনি স্বনির্ম্মিত সেই সমস্ত বিভিন্নপ্রকার দেহে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন। সর্ব্ব শরীরগত সুখ দুঃখাদিও তিনিই ভোগ করিতে থাকেন।

ত্বোপপাদনাৎ। যচ্চ চেতনাদন্যস্য জড়ত্বদর্শনাৎ সর্ব্বচেতনানামনন্যত্ব-মুক্তম্, তদপি সুখদুঃখব্যবস্থয়া ভেদোপপাদনাদেব নিরস্তম্।

যত্তু—'ময়ৈবাত্মবন্তি মদবিদ্যাকল্পিতানি, অহমেব সর্ব্বং চেতনজাতম্' ইত্যহমর্থস্যৈক্যমুপপাদিতম্, তদজ্ঞাতস্বসিদ্ধান্তস্য ভ্রান্তিজল্পিতম্; অহং-ত্বমাদ্যর্থবিলক্ষণং চিন্মাত্রং হ্যাত্মা ত্বন্মতে। কিঞ্চ, নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বং মিথ্যেতিবদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিস্ফলঃ, অবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ; শুক্তিকারজতাদিষু রজতাদ্যুপাদানাদিপ্রযত্নবৎ। মোক্ষার্থপ্রযত্নোঽপি (*) ব্যর্থঃ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ, শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যং জ্ঞানং ন বন্ধনিবর্ত্তকম্, অবিদ্যাকল্পিতবাক্যজন্যত্বাৎ,

---

তাহারও অপ্রামাণ্য [নির্দ্ধারিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে]। আর যে, চেতন ভিন্ন পদার্থ-মাত্রেরই জড়ত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া সমস্ত চেতনের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব উক্ত হইয়াছে; তাহাও সুখ-দুঃখ-ভোগের ভেদব্যবস্থা দ্বারা ভেদোপপাদন করাতেই নিরস্ত হইয়াছে।

পুনশ্চ যে, ['সমস্ত শরীর] আমা দ্বারাই আত্মবান্, আমারই অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত, আমিই সমস্ত চেতন স্বরূপ', এইরূপে অহং-পদার্থের একত্ব উপপাদন করা হইয়াছে; তাহাও কেবল স্বসিদ্ধান্তের বিস্মৃতি-জনিত ভ্রান্তি-কল্পনা মাত্র; কেননা, তোমার (শঙ্করের) মতে আত্মা ত 'অহম্', 'ত্বম্' (আমি, তুমি) ইত্যাদি সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ কেবলই চৈতন্যস্বরূপ। আরো এক কথা, যিনি বলেন, নির্ব্বিশেষ চৈতন্যাতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা, তাঁহার মতে মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণ-মননাদির প্রয়াসও বিফল হইয়া যায়; কারণ, ঐ সমস্তই অবিদ্যার কার্য্য বা অবিদ্যার ফলস্বরূপ; সুতরাং 'শুক্তি-রজত' স্থলে রজতাদি লাভের প্রয়াস যেরূপ বিফল, ইহাও তদ্রূপ। [এ বিষয়ে এইরূপ বহু অনুমানও হইতে পারে—] মোক্ষলাভের নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহা বিফল; কারণ, উহা অবিদ্যাকল্পিত আচার্য্যাধীন জ্ঞান হইতে উৎপন্ন; উদাহরণ যেমন—শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বামদেবাদির প্রযত্ন। (†) "তৎ ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানও বন্ধের নিবর্ত্তক নহে; কারণ, উহা অবিদ্যা-কল্পিত বাক্যজন্য, স্বয়ংও অবিদ্যাত্মক; অবিদ্যাত্মক

(*) 'ঘ' পুস্তকেতু 'অপি' শব্দো নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক অনুমানেই দৃষ্টান্তের আবশ্যক হয়, দৃষ্টান্তবিহীন অনুমান প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হয় না। দৃষ্টান্ত সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। যেখানে বিধিমুখে অর্থাৎ অনুমেয় পদার্থের অনুরূপ ভাবে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম অন্বয়ী, আর যেখানে অনুমেয়ের বিপরীত ভাবে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম ব্যতিরেকী। আলোচ্য স্থলে শুক, প্রহ্লাদাদি দৃষ্টান্ত তিনটীকে উক্ত উভয়-প্রকারেই সমর্থন করা যাইতে পারে। শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বামদেবকে তাহাদের আচার্য্যগণ যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বিফল হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, আচার্য্যোপদেশ ব্যতিরেকেই তাহাদের মোক্ষলাভ হইয়াছিল, সুতরাং উভয় প্রকারেই আচার্য্যাধীন জ্ঞান-প্রসূত চেষ্টার বৈফল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বয়মবিদ্যাত্মকত্বাৎ, অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্রাশ্রয়ত্বাৎ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তশ্রবণজন্যত্বাদ্বা, স্বাপ্নবন্ধনিবর্ত্তকবাক্যজন্যজ্ঞানবৎ। কিঞ্চ, নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিদ্যাকার্য্য-জ্ঞানগম্যত্বাৎ, অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্রাশ্রয়জ্ঞানগম্যত্বাৎ, অবিদ্যাত্মকজ্ঞানগম্যত্বাদ্বা; যদেবং তৎ তথা, যথা স্বাপ্ন-গন্ধর্ব্বনগরাদিঃ। নচ নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশতে, যেন ন প্রমাণান্তরমপেক্ষতে। যত্তু আত্মসাক্ষিকং স্বয়ংপ্রকাশজ্ঞানং দৃশ্যতে, তত্তু জ্ঞেয়বিশেষসিদ্ধিরূপং জ্ঞাতৃগতমেব দৃশ্যতে, ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। যানি চ তস্য নির্ব্বিশেষত্বসাধকানি (*) যৌক্তিকানি জ্ঞানান্যুপন্যস্তানি, তানি চানন্তরোক্তৈরবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ, ইত্যাদিভিরনুমানৈর্নিরস্তানি।

ন চ নির্ব্বিশেষস্য চিন্মাত্রস্যাজ্ঞানসাক্ষিত্বমহঙ্কারাদিজগদ্ভ্রমশ্চোপ-

---

জ্ঞাতাতে আশ্রিত; অথবা কল্পিত আচার্য্যায়ত্ত বাক্যশ্রবণজন্য; উদাহরণ—যেমন স্বপ্নকালীন বন্ধ-নিবর্ত্তক বাক্যজন্য জ্ঞান (†)। অপিচ, নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেও মিথ্যা; কারণ, তিনিও অবিদ্যাজনিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত; অথবা, অবিদ্যা-কল্পিত জ্ঞাতৃপুরুষাশ্রিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত; কিংবা অবিদ্যাত্মক জ্ঞানগম্য। অর্থাৎ অবিদ্যায় পরিণতি মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যাহা এরূপ, অর্থাৎ অবিদ্যাজন্য জ্ঞানগম্য, অথবা অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতৃ-পুরুষনিষ্ঠ জ্ঞানের বিষয়ীভূত, কিংবা অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহাই সেইরূপ অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া থাকে; উদাহরণ—যেমন স্বপ্নকালীন গন্ধর্ব্বনগরাদি (‡)। আর নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম যে, স্বয়ংই সকলের নিকট প্রতিভাত হন, অতএব [বুদ্ধ্যারোহের জন্য] অপর কোন প্রমাণের অপেক্ষা করেন না, এ কথাও বলা যায় না। আর যে, স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান আত্মসাক্ষিক দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের যে স্বপ্রকাশভাবের উপলব্ধি, আত্মাকেই তাহার সাক্ষী [বলা হইয়াছে]; তাহাও যে, জ্ঞাতৃগত জ্ঞেয় পদার্থই, অর্থাৎ উহাও যে, জ্ঞেয়রূপেই অনুভূত হইয়া থাকে; তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বসাধক যে সমস্ত যুক্তিমূলক জ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্তও অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত 'অবিদ্যা-কার্য্যত্বাদিঘটিত অনুমানসমূহ দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্ররূপী ব্রহ্মের পক্ষে অজ্ঞানসাক্ষিত্ব ও অহঙ্কারাদি (আমি,

(*) সাধনানি' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—স্বপ্ন সময়ে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে আবদ্ধ বলিয়া মনে করে, এবং কেহ যদি তৎকালে তাহাকে বন্ধোচ্ছেদের উপদেশ দেয়, তাহা হইলেও যেমন বদ্ধ ব্যক্তির বন্ধ চ্ছেদন হয় না, ইহাও তদ্রূপ।

(‡) তাৎপর্য্য—অকস্মাৎ আকাশে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্পন্ন নগরের ন্যায় দর্শন হয়, তাহাকে 'গন্ধর্ব্বনগর' বলে। সেই গন্ধর্ব্বনগর বস্তুতঃ একটা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্বপ্নকালেও ঐরূপ যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সকলও বস্তুতঃ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে; অথচ ঐ উভয়বিধ পদার্থই যেমন মিথ্যা, তেমনি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও মিথ্যা মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন।

পদ্যতে; সাক্ষিত্বভ্রমাদয়োঽপি হি জ্ঞাতৃবিশেষগতা দৃষ্টাঃ, ন জ্ঞপ্তিমাত্রগতাঃ; ন চ তস্য প্রকাশত্বং (*) স্বায়ত্তপ্রকাশতা বা সিধ্যতি; প্রকাশো হি নাম কস্যচিৎ পুরুষস্য কঞ্চন অর্থবিশেষং প্রতি সিদ্ধিরূপো দৃশ্যতে, তত এব হি তস্য স্বয়ম্প্রকাশতোপপাদ্যতে ভবদ্ভিরপি। নচ অতাদৃশস্য নির্ব্বিশেষস্য প্রকাশতা সম্ভবতি। যঃ পুনঃ স্বগোষ্ঠীষু অপরমার্থাদপি পরমার্থকার্য্যং দৃশ্যত ইত্যুদ্ঘোষঃ, সোঽপি—তানি কার্য্যাণি সর্ব্বাণ্যবাধিতকল্পানি ব্যবহারিকসত্যানি; বস্তুতস্তু অবিদ্যাত্মকান্যেবেতি স্বাভ্যুপগমাদেব নিরস্তঃ। অস্মাভিরপি সর্ব্বত্র পরমার্থাদেব কারণাৎ সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তিমুপপাদয়দ্ভিঃ পূর্ব্বমেব নিরস্তঃ। নচ ত্বয়ৈষামনুমানানাং (†) শ্রুতিবিরোধো বক্তুং শক্যতে; শ্রুতেরপ্যবিদ্যাকার্য্যত্বেনাবিদ্যাত্মকত্বেন চোক্তদৃষ্টান্তেভ্যো বিশেষাভাবাৎ।

যত্তু ব্রহ্মণোঽপারমার্থিকজ্ঞানগম্যত্বেঽপি পশ্চাত্তনবাধাদর্শনাদ্ ব্রহ্ম সত্যমেব ইতি; তদসৎ, দুষ্টকারণজন্য-জ্ঞানগম্যত্বে নিশ্চিতে সতি পশ্চাত্তন-

---

আমার ইত্যাদি প্রকার) জগদ্ভ্রমও উপপন্ন হইতে পারে না; কেননা, সাক্ষিত্ব ও ভ্রম প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতৃগতই দৃষ্ট হয়, কিন্তু কখনও শুদ্ধ জ্ঞানগত দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশরূপতা বা স্বাধীনপ্রকাশশীলতাও হইতে পারে না; কারণ, প্রকাশ শব্দের অর্থ—কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট কোনও পদার্থ বিশেষের সিদ্ধি বা অভিব্যক্তি। তোমরাও (শাঙ্করমতাবলম্বীরাও) তাদৃশ অভিব্যক্তিনিবন্ধনই জ্ঞানের স্বপ্রকাশভাব উপপাদন করিয়া থাক; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে যাহা তাদৃশ গুণসম্পন্ন নহে, সেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের প্রকাশরূপতা কখনও সম্ভবপর হয় না। আর যে, অসত্য পদার্থ হইতেও সত্য কার্য্য-পদার্থ সমুৎপন্ন হয়, বলিয়া তাহাদের স্বসম্প্রদায়গত উচ্চ রব, তাহাও তাহাদের 'সেই সমস্ত জন্য পদার্থই একরূপ অবাধিত এবং ব্যবহারিক সত্যও বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সমস্তই অবিদ্যাত্মক (অজ্ঞান-কল্পিত—মিথ্যা)' এই নিজের কথায়ই নিরস্ত হইয়াছে, এবং পরমার্থ কারণ হইতেই সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তির সমর্থনকারী আমাদের কর্ত্তৃকও ঐ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। তুমিও [আমাদের উদ্ভাবিত] ঐ সকল অনুমান সম্বন্ধে শ্রুতিবিরোধ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছ না; কারণ, শ্রুতিও যখন অবিদ্যা-সমুদ্ভূত, সুতরাং অবিদ্যাত্মক; অতএব উল্লিখিত দৃষ্টান্ত অপেক্ষা উহারও মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

আর যে, ব্রহ্ম অপারমার্থিক জ্ঞানগম্য হইলেও জ্ঞানোত্তর কালে কোনপ্রকার বাধা (মিথ্যাত্ব নিশ্চয়) দৃষ্ট হয় না বলিয়া ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই পরমার্থ বা সত্য পদার্থ বলা হইয়াছে; তাহাও

(*) প্রকাশকত্বং' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) মনুভূয়মানানাম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

বাধাদর্শনস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ ; যথা "শূন্যমেব তত্ত্বম্" ইতি বাক্যজন্যজ্ঞানস্য পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেঽপি দোষমূলত্বনিশ্চয়াদেব তদর্থস্যাসত্যত্বম্।

কিঞ্চ, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" [কঠ০ ২।৪।১১], "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৫।৯।২৮] ইতি বিজ্ঞানমাত্রাতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য বস্তুজাতস্য নিষেধকত্বেন সর্ব্বস্মাৎ পরত্বাৎ পশ্চাত্তনবাধাদর্শনমুচ্যতে ; 'শূন্যমেব তত্ত্বম্' ইতি তস্যাপ্যভাবং বদতস্তস্মাৎ পরত্বেন পশ্চাত্তন-বাধো দৃশ্যতে। সর্ব্ব-শূন্যত্বাতিরেকি-নিষেধাসম্ভবাৎ তস্যৈব পশ্চাত্তনবাধাদর্শনম্ ; দোষমূলত্বন্তু প্রত্যক্ষাদীনাং বেদান্তজন্মনঃ সর্ব্বশূন্যজ্ঞানস্যাপ্যবিশিষ্টম্। অতঃ সর্ব্বং বিজ্ঞানজাতং পারমার্থিকজ্ঞাতৃগতম্, স্বয়ঞ্চ পরমার্থভূতমর্থবিশেষসিদ্ধিরূপম্ ; তত্র কিঞ্চিৎ জ্ঞানং দোষমূলম্ ; দোষশ্চ পরমার্থঃ ; কিঞ্চিচ্চ নির্দ্দোষং পারমার্থিকসামগ্রীজন্যমিতি যাবন্নাভ্যুপেয়তে, ন তাবৎ সত্য-মিথ্যার্থব্যবস্থা, লোকব্যবহারশ্চ সেৎস্যতি। লোকব্যবহারো হি পারমার্থিকো ভ্রান্তি-

---

উত্তম কথা নহে ; কারণ, ব্রহ্ম যে-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন, সেই জ্ঞানটি দোষ-সংকুল কারণ হইতে সমুদ্ভূত, এইরূপ ধারণা যদি নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে পশ্চাদ্বর্ত্তী বাধের অদর্শন কিছুই করিতে পারে না। যেমন—'শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব (সত্য পদার্থ),' এই বাক্য হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে পশ্চাদ্বর্ত্তী কোনরূপ বাধ দৃষ্ট না হইলেও, দোষই (অজ্ঞানই) উহার মূল কারণ, এইরূপ নিশ্চয় বশতই ঐ বাক্যার্থের অসত্যতা অবধারিত হয়, ইহাও তদ্রূপ।

অপি চ, 'ইহ জগতে কিংবা ব্রহ্মে কিছুমাত্রও ভেদ (দ্বৈত) নাই,' 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ,' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত নিখিল পদার্থের নিষেধ বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তিত্ব নিবন্ধন ইহার (অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের) আর বাধা দৃষ্ট হয় না, বলিতেছ ; কিন্তু, 'শূন্যই তত্ত্ব' এইরূপে যাহারা সেই অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদেরও মিথ্যাত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাহারা ত তদপেক্ষাও পশ্চাদ্বর্ত্তী ; সুতরাং তাহা দ্বারাই সেই অদ্বৈতব্রহ্মবাদের বাধ পরিদৃষ্ট হইতেছে। পক্ষান্তরে, সর্ব্বশূন্য অপেক্ষা আর অধিক নিষেধ হইতেই পারে না ; সুতরাং সেই সর্ব্বশূন্যবাদেরই পশ্চাত্তন বাধ দৃষ্ট হয় না বলা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ন্যায় বেদান্ত-বাক্য-জনিত সর্ব্বশূন্যত্ববাদেরও দোষমূলকত্ব সমান ; অতএব, যে পর্য্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞানের পারমার্থিক-জ্ঞাতৃগতত্ব, এবং বস্তুবিশেষের অভিব্যঞ্জকরূপ স্বয়ং বিজ্ঞানেরও পারমার্থিকত্ব, তন্মধ্যেও আবার কোন কোন জ্ঞানের দোষমূলকত্ব, এবং সেই দোষেরও পারমার্থিকত্ব আবার কোন কোন জ্ঞানের নির্দ্দোষত্ব ও পারমার্থিক বা সত্যকারণ-সমুদ্ভূতত্ব স্বীকৃত না হইতেছে ; সে পর্য্যন্ত সত্য-মিথ্যা বিভাগ এবং লোকব্যবহারও সিদ্ধ হইবে না ; কেন না, পারমার্থিক ও

রূপশ্চ পারমার্থিকজ্ঞাতৃগতার্থবিশেষসিদ্ধিরূপপ্রকাশপূর্ব্বকঃ; নির্বিশেষ-সন্মাত্রস্য তু পারমার্থিকস্য অপারমার্থিকস্য চ প্রতিভাসাদের্হেতুত্বাসম্ভবাৎ লোকব্যবহারো ন সম্ভবতি।

যচ্চ—তৈর্নিরধিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবাৎ সর্ব্বাধ্যাসাধিষ্ঠানস্য সন্মাত্রস্য পার-মার্থিকত্বমুক্তম্, তদপি দোষ-দোষাশ্রয়ত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞানানাম্ অপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তিবৎ (*) অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তের্নিরস্তম্। অথ—অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেঽপি ন কচিদ্ ভ্রমো দৃষ্টঃ, ইতি সন্মাত্রস্য পারমার্থিকত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি মন্যসে; হন্ত তর্হি, দোষ-দোষাশ্রয়ত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞানানামপারমার্থ্যেঽপি ন কচিদ্ভ্রমো দৃষ্ট ইতি দর্শনানুগুণ্যেন তেষামপি পারমার্থ্যমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি ন কশ্চিদ্বিশেষোঽন্যত্র তৎসংরম্ভাৎ।

যত্তু ভেদপক্ষেঽপ্যতীতকল্পানামানন্ত্যাৎ সর্ব্বেষামাত্মনাং মুক্তত্বেন বদ্ধাসম্ভবাদ্ বদ্ধ-মুক্তব্যবস্থা ন সম্ভবতীতি, তদাত্মানন্ত্যেন পরিহৃতম্। যত্তু

ভ্রমাত্মক, উভয়বিধ লোকব্যবহারই পারমার্থিক জ্ঞাতৃপুরুষের নিকট প্রথমেই বস্তুবিশেষের অস্তিত্বজ্ঞাপক প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু কেবলই নির্ব্বিশেষ সৎস্বরূপ কখনই পারমার্থিক ও অপারমার্থিকভাবে প্রতিভাসের বা প্রতীতির হেতুভূত হইতে পারে না; সুতরাং তাহা দ্বারা লোকব্যবহারও নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

আরও, কোন একটি আশ্রয় (সত্য পদার্থ) ব্যতীত ভ্রমের সম্ভব হয় না বলিয়া তাহারা যে, সমস্ত অধ্যাসের (আরোপের) অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ভূত শুদ্ধ সৎপদার্থের (ব্রহ্মের) পারমার্থিকত্ব বলিয়াছেন; তাহাও—দোষ ও দোষাশ্রয়ের এবং জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের অপারমার্থিকত্ব-সত্ত্বেও যেমন ভ্রমের উপপত্তি হইয়া থাকে, তেমনি অধিষ্ঠানের অপারমার্থিকতা সত্ত্বেও ভ্রমের উপপাদন করাতেই নিরস্ত হইয়াছে। যদি মনে কর, অধিষ্ঠানের পারমার্থিকত্ব না হইলে কোথাও যখন ভ্রম দৃষ্ট হয় না; তখন [সর্ব্বজগতের অধিষ্ঠানভূত] শুদ্ধ সৎস্বরূপ ব্রহ্মের পারমার্থিকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বেশ কথা, তাহা হইলে দোষ, দোষাশ্রয়ত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের পারমার্থিকতা ব্যতীতও যখন কোথাও ভ্রম দেখা যায় না, তখন, লোক-ব্যবহারের অনুসরণ করিতে হইলে সে সমুদয়েরও পারমার্থিকতা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে; সুতরাং এ বিষয়ে কেবল বাক্যাড়ম্বর ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর কিছুমাত্র বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না।

আর যে, অতীত কল্প সমূহের সংখ্যা না থাকায় [এক একটি করিয়া] সমস্ত আত্মাই মুক্ত হইয়া যাওয়ায় ভেদবাদেও (দ্বৈতবাদেও) বদ্ধ-মুক্ত ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না, [বলিয়া আপত্তি করা

(*) পারমার্থিকভ্রমোপপত্তিবৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

আত্মনাং ভিন্নত্বে মাষ-সর্ষপ-ঘট-পটাদিবৎ সঙ্খ্যাবত্ত্বমবর্জনীয়মিতি; তত্র ঘটাদীনামপ্যনন্তত্বাদ্ দৃষ্টান্তঃ সাধ্যবিকলঃ স্যাৎ। দশ ঘটাঃ, সহস্রং মাষাঃ, ইতি সঙ্খ্যাবত্ত্বং দৃশ্যতে ইতি চেৎ, সত্যং, তত্তু ন ঘটাদিস্বরূপগতম্, অপিতু দেশকালাদ্যুপাধিমদ্‌ঘটাদিগতম্; তাদৃশন্তু সঙ্খ্যাবত্ত্বম্ আত্মনামপি (*) অভ্যুপগচ্ছামঃ। ন চ তাবতা সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ, আত্মস্বরূপানন্ত্যাৎ।

যত্তু—আত্মনাং ভিন্নত্বে ঘটাদিবৎ জড়ত্বানাত্মত্বক্ষয়িত্বপ্রসঙ্গঃ—ইতি; তদযুক্তম্, একজাতীয়ানাং ভেদস্য তজ্জাতীয়ানাং জাত্যন্তরত্বানাপাদকত্বাৎ

হইয়াছে], তাহাও আত্মার আনন্ত্য দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে (†)। পুনশ্চ যে [উক্ত হইয়াছে], আত্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইলে মাষকড়াই, সর্ষপ, ঘট ও পটাদি পদার্থের ন্যায় [আত্মসমূহেরও] সংখ্যাবত্ব (সংখ্যেয়ত্ব—সান্তত্ব) অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; তাহাতেও [বক্তব্য এই যে,] ঘটাদি পদার্থও যখন অনন্ত (অসংখ্যেয়), তখন উক্ত ঘটাদি দৃষ্টান্ত কখনই সাধ্য-সাধনে (অন্তবত্ত্ব-সাধনে) সমর্থ হইতে পারে না। যদি বল, দশটি ঘট, সহস্রটি মাষ, এইরূপে ত উহাদের সংখ্যা বা গণনা দৃষ্ট হইতেছে; হাঁ, দৃষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই সংখ্যা-ধর্ম্মটি প্রকৃতপক্ষে ঘটাদি-গত নহে, পরন্তু দেশ কালাদিরূপ-উপাধিবিশিষ্ট ঘটাদিগত (‡); তাদৃশ ঔপাধিক সংখ্যাবত্তা ত আত্মার সম্বন্ধেও আমরা অঙ্গীকার করিয়া থাকি। আত্মসমূহ যখন স্বরূপতঃ অনন্ত, তখন ঐটুকু মাত্র স্বীকার করিলেও সর্ব্বমুক্তির সম্ভাবনা হয় না।

পুনশ্চ যে কথিত হইয়াছে, আত্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইলে তাহাদের জড়ত্ব, অনাত্মত্ব ও বিনাশিত্ব দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহাও যুক্তিসম্মত নহে; কারণ, একজাতীয় পদার্থের ভেদ কখনই তজ্জাতীয় পদার্থের ভিন্ন জাতীয়তা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, কারণ,

(*) 'ঘ' পুস্তকেতু 'অপি' শব্দো নাস্তি।

(†) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, আত্মসমূহ যদি পরস্পর বিভিন্ন ও সসীম হয়, তাহা হইলে ঘট-পটাদির ন্যায় আত্মসমূহেরও অনন্ততা রক্ষা পায় না; তাহার ফলে অনন্ত কল্পে (ব্রহ্মার সহস্রযুগ পরিমিত এক দিনকে 'কল্প' বলে), এক একটি করিয়া জীব মুক্তি লাভ করিলেও সমস্ত জীব মুক্ত হইয়া যাইত; কেহই আর বদ্ধ থাকিত না; তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—আত্মসমূহ বিভিন্ন হইলেও এবং সসীম হইলেও পরিমিত সংখ্যা বিশিষ্ট নহে; সুতরাং কল্পও যেমন অনন্ত, জীবও তেমনি অনন্ত; অতএব বদ্ধ-মুক্ত বিভাগ থাকা অসম্ভব হইতেছে না।

(‡) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বপক্ষবাদী ঘটাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মসমূহেরও সংখ্যেয়ত্ব শঙ্কা (সান্ততা) উদ্ভাবিত করিয়াছিল; তদুত্তরে উত্তরবাদী বলিতেছেন যে, না—ঘটাদি পদার্থও প্রকৃত পক্ষে অসংখ্য—অনন্তই বটে; তবে যে, উহাদের একত্ব দ্বিত্বাদি সংখ্যার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা ঘটাদির সংখ্যা নহে, পরন্তু ঘটাদির বিশেষণীভূত দেশ-কালাদিরূপ উপাধিরই সংখ্যা, অর্থাৎ উপাধিভূত দেশ কালাদির সংখ্যাই তদ্বিশেষিত ঘটাদিতে প্রযুক্ত হয় মাত্র; বস্তুতঃ ঘটাদি পদার্থগুলি স্বরূপতঃ অনন্তই বটে।

(*)। নহি ঘটানাং ভেদস্তেষাং পটত্বমাপাদয়তি। যত্তু—ভিন্নত্বে বস্তুতঃ পরিচ্ছেদাৎ দেশ-কালাভ্যামপি পরিচ্ছেদো ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যেত ইত্যনন্তত্বং ব্রহ্মণো ন সিধ্যতীতি ; তদযুক্তম্, বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নানামপি দেশকাল-পরিচ্ছেদস্য ন্যূনাধিকভাবেনানিয়মদর্শনাৎ ; দেশকালসম্বন্ধেয়ত্তায়াঃ প্রমাণান্তরায়ত্তনির্ণয়ত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্বদেশকালসম্বন্ধস্যাপি প্রমাণান্তরাদা-পততো বিরোধাভাবাৎ। বস্তুতঃ পরিচ্ছেদমাত্রাদপি সর্ব্বপ্রকারপরিচ্ছেদ-রহিতত্বাভাবাদানন্ত্যাসিদ্ধিরিতি চেৎ, তদ্ভবতোঽপ্যবিদ্যাবিলক্ষণত্বং ব্রহ্মণো-ঽভ্যুপয়তঃ সমানম্। অতঃ সতোঽবিদ্যাবিলক্ষণত্বাভ্যুপগমাদ্ ব্রহ্মণোঽপি ভিন্নত্বেন ভেদপ্রযুক্তা দোষাঃ সর্ব্বে তবাপি প্রসজ্যেরন্। যদ্যবিদ্যাবিলক্ষণত্বং নাভ্যুপেয়তে ; তর্হ্যবিদ্যাত্মকত্বমেব ব্রহ্মণঃ স্যাৎ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০, আন০ ১০।১] ইতি লক্ষণবাক্যমপি তত এবাপার্থকং স্যাৎ। ভেদতত্ত্বানভ্যুপগমে হি স্বপক্ষ-পরপক্ষসাধন-দূষণাদিবিবেকাভাবাৎ সর্ব্বম-সমঞ্জসং স্যাৎ। আনন্ত্যপ্রসিদ্ধিশ্চ দেশকালপরিচ্ছেদরহিতত্বমাত্রেণ, ন

ঘটসমূহের [পরস্পরগত] ভেদ কখনই তাহাদের পটত্ব সমুৎপাদন করিয়া দেয় না। আর যে, ভিন্নত্বপক্ষে আত্মার বস্তুগত পরিচ্ছেদ থাকায় ব্রহ্মের দেশ-কাল পরিচ্ছেদ (সসীমভাব) সম্ভাবিত হয় ; অতএব ব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পদার্থ-সমূহের সম্বন্ধেও অল্পাধিকপরিমাণে দেশ-কাল পরিচ্ছেদের অনিয়ম বা ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ দেশ-কাল-সম্বন্ধ নিবন্ধন যে, পরিমাণ বা পরিচ্ছেদ, তাহা প্রমাণান্তরের সাহায্যে নিরূপণ করিতে হয় ; সুতরাং ব্রহ্মের যে, সমস্ত দেশ ও কালের সহিত সম্বন্ধ, তাহাও প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, কোনই বিরোধ হইতেছে না। যদি বল, শুধু [আত্মারূপ] বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং তদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদের অভাব না থাকায় ব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাল, ব্রহ্মকে যখন তোমরা অবিদ্যা হইতেও পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তখন তোমাদের পক্ষেও সে দোষ সমান। অতএব, সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে অবিদ্যা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করায় এবং ব্রহ্মেরও অবিদ্যা হইতে পার্থক্য ঘটায় ভেদ প্রযুক্ত সমস্ত দোষই তোমার পক্ষেও সম্ভাবিত হইতে পারে। আর যদি অবিদ্যা হইতে বিভিন্নপ্রকার বলিয়া স্বীকার না কর, তাহা হইলেও ব্রহ্ম অবিদ্যাত্মকই হইয়া পড়েন, এবং 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ,' [ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণবোধক] উক্ত বাক্যও ঐকারণেই অনর্থক হইতে পারে। আর যদি তত্ত্বভেদই স্বীকার না কর, তাহা হইলে ত স্বপক্ষের সাধন ও পরপক্ষের দূষণ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিবার উপায় না থাকায় সমস্তই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া

(*) 'আত্যন্তরীয়ত্বানাপাদকত্বাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

বস্তুতোঽপি পরিচ্ছেদরহিতত্বেন; তথাবিধস্য শশবিষাণায়মানস্যানুপলব্ধেঃ। ভেদবাদিনস্তু সর্ব্বচিদচিদ্বস্তুশরীরত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপ্রকারত্বাৎ স্বতঃ পরতোঽপি পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে। তদেবং কারণাদ্ভিন্নস্য কার্য্যস্য সত্যত্বাদ্ ব্রহ্মকার্য্যং কৃৎস্নং জগৎ ব্রহ্মণোঽন্যদেব, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"।

[সিদ্ধান্তঃ—]

তস্মাৎ পরমকারণাদ্ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বং জগতঃ, আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ তদুপপাদয়দ্ভ্যোঽবগম্যতে। আরম্ভণ-শব্দ আদির্যেষাং বাক্যানাং, তান্যারম্ভণশব্দাদীনি—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" [ছান্দো০ ৬।১।৪] "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্; তদৈক্ষত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।১], "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" [ছান্দো০৬।৩।৩], "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, *** ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যং, স আত্মা,

পড়ে। শুদ্ধ দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদ না থাকিলেই 'আনন্ত্য' ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুকৃত পরিচ্ছেদেরও অপেক্ষা করে না; কারণ, শশবিষাণকল্প তাদৃশ পরিচ্ছেদ কোথাও উপলব্ধিগোচর হয় না। ভেদবাদীর পক্ষে কিন্তু চিৎ-অচিৎ সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর, তখন সর্ব্বপদার্থ-বিশেষিত ব্রহ্মের স্বতঃ কিংবা পরতঃ কোনরূপেই পরিচ্ছেদ বিদ্যমান হইতে পারে না। অতএব উক্তপ্রকার যুক্তিতে জানা যায় যে, কারণ হইতে ভিন্ন কার্য্য-পদার্থেরও সত্যতা হেতু ব্রহ্ম-কার্য্য নিখিল জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হইতে অন্য—পৃথক্ পদার্থ; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।"

ব্রহ্ম ও তৎকার্য্যের অভিন্নত্ব স্থাপন

[ইহার অর্থ এই যে,] ব্রহ্মের সহিত জগতের অভেদপ্রতিপাদক 'আরম্ভণ' শব্দ প্রভৃতি হেতু হইতে জানা যাইতেছে যে, সেই পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ অনন্য বা অভিন্ন পদার্থ। যে সমস্ত বাক্যের আদিতে 'আরম্ভণ' শব্দ আছে, সেই সমস্ত বাক্যই 'আরম্ভণ'-শব্দাদি—'বিকারমাত্রই বাক্যারব্ধ নাম মাত্র, মৃত্তিকাই [ঘটের] সত্য পদার্থ'; 'হে সোম্য (শ্বেতকেতো,) সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল; তিনি (সেই সৎব্রহ্ম) আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব; অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন,' ['আমি—ব্রহ্ম] এই জীবাত্মারূপে [সর্ব্বভূতের] অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া [নাম ও রূপ প্রকটিত করিব]', 'হে সোম্য—শ্বেতকেতো, এই সমস্ত জন্য পদার্থই সন্মূলক, অর্থাৎ সৎব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত, এবং সতেই বিলীন

তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” [ছান্দো০ ৬।৮।৬—৭] ইত্যেতানি প্রকরণান্তরস্থান্যপ্যেবংজাতীয়কান্যত্রাভিপ্রেতানি। এতানি হি বাক্যানি চিদচিদাত্মকস্য জগতঃ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বমুপপাদয়ন্তি। তথা হি—“স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” [ছান্দো০ ৬।১।৩] ইতি কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং, কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং চ হৃদি নিধায় কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্য্যভূতস্য সর্ব্বস্য বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাতে সতি কৃৎস্নস্য ব্রহ্মৈককারণতামজানতা শিষ্যেণ “কথং নু ভগবঃ স আদেশঃ ?” ইত্যন্যজ্ঞানেনান্যজ্ঞাততাসম্ভবং চোদিতো জগতো ব্রহ্মৈককারণতাম্ উপদেক্ষ্যন্ লৌকিকপ্রতীতি-সিদ্ধং কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং তাবৎ “যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ” ইতি দর্শয়তি।

যথা একমৃৎপিণ্ডারব্ধানাং ঘট-শরাবাদীনাং তস্মাদনতিরিক্তদ্রব্যতয়া তজ্জ্ঞানেন জ্ঞাততেত্যর্থঃ। অত্র কাণাদবাদেন কারণাৎ কার্য্যস্য দ্রব্যান্তর-

---

হয়, * * * এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক ; তিনিই একমাত্র সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমিও তৎস্বরূপই বটে,’ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণস্থিত এই জাতীয় বাক্য সমূহ গ্রহণের অভিপ্রায়ে এখানে [আদি শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে] ; কেন না, এবংবিধ অপরাপর বাক্যসমূহও চেতনাচেতনাত্মক জগৎকে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। সেইরূপ—‘[বৎস, তুমি] গর্ব্বিত হইতেছ ; ভাল, তুমি কি সেইরূপ কোনও বিজ্ঞেয় বিষয় [গুরুকে] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? যাহাতে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তাপথে উদিত হয়, এবং অবিজ্ঞাত পদার্থও বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতিতে নিখিল জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব এবং কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব মনস্থ করিয়া গুরুদেব কারণস্বরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে তৎকার্য্যভূত সর্ব্বজগতের বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিলে পর, এক ব্রহ্মই যে, সর্ব্বজগতের একমাত্র কারণ, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ শিষ্যকর্ত্তৃক ‘ভগবন্ সেরূপ উপদেশ কিরূপে হইতে পারে ?’ এইরূপে এক বিষয়ের জ্ঞানে অন্য বিষয়ের জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া জিজ্ঞাসিত হইয়া জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব উপদেশ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ‘হে সোম্য, এক মৃৎপিণ্ড দ্বারা যেরূপ সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতি দ্বারা লোক-ব্যবহারানুগত প্রতীতিসিদ্ধ—কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নতা উপপাদন করিতেছেন।

ঐ শ্রুতির অর্থ এই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে সমুৎপন্ন ঘট-শরাবাদি পদার্থগুলি যেরূপ সেই মৃৎপিণ্ড হইতে অনতিরিক্ত বা অপৃথক্ বস্তু বলিয়া সেই মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানেই জ্ঞাত হয়, [ইহাও তদ্রূপ]। এ বিষয়ে কণাদমতানুসারে কারণ হইতে কার্য্যের দ্রব্যান্তরত্ব আশঙ্কাপূর্ব্বক

ত্বমাশঙ্ক্য লোকপ্রতীত্যৈব কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বমুপপাদয়তি "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি। আরভ্যতে—আলভ্যতে স্পৃশ্যত ইত্যারম্ভণং "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" ইতি কর্ম্মণি ল্যুট্। বাচা—বাক্পূর্ব্বকেণ ব্যবহারেণ হেতুনেত্যর্থঃ; 'ঘটেনোদকমাহর' ইত্যাদি-বাক্পূর্ব্বকো হ্যুদকাহরণাদিব্যবহারঃ; তস্য ব্যবহারস্য সিদ্ধয়ে তেনৈব মৃদ্দ্রব্যেণ পৃথুবুধ্নোদরাকারত্বাদিলক্ষণো বিকারঃ সংস্থানবিশেষঃ, তৎপ্রযুক্তং চ 'ঘট' ইত্যাদিনামধেয়ং স্পৃশ্যতে—উদকাহরণাদিব্যবহারবিশেষ-সিদ্ধ্যর্থং মৃদ্দ্রব্যমেব সংস্থানান্তরনামধেয়ান্তরভাগ্ ভবতি। অতো ঘটাদ্যপি মৃত্তিকে-ত্যেব সত্যং—মৃত্তিকাদ্রব্যমিত্যেব সত্যং প্রমাণেনোপলভ্যত ইত্যর্থঃ, নতু দ্রব্যান্তরত্বেন; অতস্তস্যৈব মৃদ্ধিরণ্যাদেদ্র্ব্যস্য সংস্থানান্তরভাক্ত্বমাত্রেণৈব বুদ্ধিশব্দান্তরাদয় উপপদ্যন্তে; যথৈকস্যৈব দেবদত্তস্যাবস্থাবিশেষৈঃ বালো যুবা স্থবির ইতি বুদ্ধিশব্দান্তরাদয়ঃ কার্য্যবিশেষাশ্চ দৃশ্যন্তে।

লোকপ্রতীতি অনুসারেই কারণ হইতে কার্য্যের অপৃথগ্‌ভাব উপপাদন করিতেছেন। '[ঘটাদি] বিকারমাত্রই বাক্যারব্ধ নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য,' এইবাক্যই 'আরম্ভণ' শব্দের অর্থ, —যাহা আরব্ধ হয়—আলম্ভণ করা হয়, অর্থাৎ স্পৃষ্ট হয়, তাহাই 'আরম্ভণ'; 'কৃত্যপ্রত্যয় ও ল্যুট্ (যুট্ বা অনট্) প্রত্যয় বহুলার্থে হয়, অর্থাৎ সূত্রোল্লিখিত অর্থাতিরিক্ত অর্থেও হয়,' এই সূত্রানুসারে কর্ম্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'বাচা' অর্থ—বাক্যপূর্ব্বক ব্যবহারানুসারে (৮); ঘট দ্বারা জল আনয়ন কর' ইত্যাদি শব্দোচ্চারণ দ্বারাই জলাহরণাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; সেই ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্যই সেই মৃত্তিকা পদার্থটি স্থূল ও গোলাকার উদরবিশিষ্ট বিকার—অর্থাৎ তাদৃশ আকৃতিবিশেষ এবং তদধীন 'ঘট' ইত্যাদি নাম স্পর্শ করে, অর্থাৎ জলাহরণাদিরূপ বিশেষ ব্যবহার সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকাদ্রব্যই অন্যপ্রকার আকৃতি ও অন্যবিধ নামভাগী হইয়া থাকে। অতএব, প্রকৃতপক্ষে ঘটাদিও মৃত্তিকা স্বরূপই বটে, এবং তাহাই সত্য, অর্থাৎ [ঘটাদিও] মৃত্তিকা-দ্রব্যরূপেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, কিন্তু পৃথক্ দ্রব্যরূপে নহে। অতএব, যেমন একই ব্যক্তিতে অবস্থাবিশেষ অনুসারে 'বালক, যুবা, বৃদ্ধ' এইরূপ বিভিন্নপ্রকার বুদ্ধি ও শব্দের ব্যবহার-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি সেই একই মৃত্তিকা বা হিরণ্যাদি দ্রব্যের কেবল বিভিন্নপ্রকার আকৃতিবিশেষের সম্বন্ধমাত্রেই প্রতীতি ও শব্দ-ব্যবহারাদির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

(৮) তাৎপর্য্য—লোকে কোনরূপ কার্য্য করিতে হইলেই পূর্ব্বে তদুপযোগী শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকে; শব্দ-ব্যবহার ব্যতীত প্রায় কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না; এই জন্য ভাষ্যকার লোকব্যবহারকে 'বাক্পূর্ব্বক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যত্তুক্তং সত্যামেব মৃদি 'ঘটো নষ্টঃ' ইতি ব্যবহারাৎ কারণাদন্যৎ কার্য্যমিতি; তৎ উৎপত্তিবিনাশাদীনাং কারণভূতস্যৈব দ্রব্যস্যাবস্থাবিশেষত্বাভ্যুপগমাদেব পরিহৃতম্। তত্তদবস্থস্যৈকস্যৈব (*) দ্রব্যস্য তে তে শব্দান্তানি তানি চ কার্য্যাণি, ইতি যুক্তম্। দ্রব্যস্য তত্তদবস্থত্বং কারকব্যাপারায়ত্তমিতি তস্যার্থবত্বম্। অভিব্যক্ত্যনুবন্ধীনি চোদ্যানি তস্যা অনভ্যুপগমাদেব পরিহৃতানি। উৎপত্ত্যভ্যুপগমেঽপি সৎকার্য্যবাদো ন বিরুধ্যতে, সত এবোৎপত্তেঃ। বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিধীয়তে—পূর্ব্বমেব সৎ, তদুৎপদ্যতে চেতি। অজ্ঞাতোৎপত্তিবিনাশযাথাত্ম্যস্যেদং চোদ্যম্; দ্রব্যস্যোত্তরোত্তরসংস্থানযোগঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসংস্থানসংস্থিতস্য বিনাশঃ, স্বাবস্থস্য তূৎপত্তিঃ; অতঃ সর্ব্বাবস্থস্য দ্রব্যস্য সত্ত্বাৎ সৎকার্য্যবাদো ন বিরুধ্যতে।

সংস্থানস্যাসত উৎপত্তাবসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ; অসৎকার্য্যবাদিনোঽপ্যুৎপত্তেরনুৎপত্তিমত্ত্বে সৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ, উৎপত্তিমত্ত্বে চানবস্থা।

আর যে, মৃত্তিকা সত্ত্বেই 'ঘট নষ্ট হইল' এইরূপ ব্যবহার হয় বলিয়া কারণ হইতে কার্য্যকে পৃথক্ পদার্থ বলা হইয়াছে; তাহাও, উৎপত্তি-বিনাশাদি ধর্ম্মগুলিকে কারণভূত দ্রব্যেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া অঙ্গীকার করায় খণ্ডিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ অবস্থাপন্ন সেই একই দ্রব্যের যে, সেই সেই বিশেষ বিশেষ শব্দ ও কার্য্যভেদ, ইহাই যুক্তিসঙ্গত কথা। দ্রব্যের যে সেই সমস্ত অবস্থাবিশেষ, তাহাও কারক-ব্যাপারের অধীন; সুতরাং কারক-ব্যাপারেরও সার্থকতা রক্ষিত হয়। অভিব্যক্তি সম্বন্ধে উপস্থাপিত দোষগুলি অভিব্যক্তির অনঙ্গীকার বশতই পরিহৃত হইয়াছে। আর উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও সৎকার্য্যবাদ (কার্য্যকারণের অনন্যত্ববাদ) বিরুদ্ধ হইতেছে না; কারণ, [এই মতে] সতের—বিদ্যমান কার্য্যেরই উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। [যদি বল, কার্য্য বস্তুটি যখন] উৎপত্তির পূর্ব্বেই সৎ (বিদ্যমান আছে), তখন 'উৎপন্ন হয়' কথা বলাত বিরুদ্ধ হইতেছে? হাঁ, যে লোক উৎপত্তি ও বিনাশের যথার্থ তত্ত্ব অবগত নহে, তাহার পক্ষেই এইরূপ দোষোত্থাপন সঙ্গত হইতে পারে, (কিন্তু অভিজ্ঞের পক্ষে নহে); কেন না, দ্রব্যের যে উত্তরোত্তর নূতন নূতন আকৃতির সহিত সম্বন্ধ, তাহাই পূর্ব্বতন আকৃতিসম্পন্ন দ্রব্যের বিনাশ, আর নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিতির নামই উৎপত্তি। অতএব সর্ব্বাবস্থায়ই দ্রব্যের সত্তা অব্যাহত থাকায় সৎকার্য্যবাদ বিরুদ্ধ হইতেছে না।

ভাল, অবিদ্যমান আকৃতিবিশেষের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ত অসৎকার্য্যবাদই (অসতের উৎপত্তিবাদই) সম্ভাবিত হইয়া পড়ে? [উত্তর—] অসৎকার্য্যবাদীর পক্ষেও ত উৎপত্তির উৎপত্তি

(*)—কস্যৈব তস্যৈব' ইতি 'ক' পাঠঃ।

অস্মাকং তু অবস্থানাং পৃথক্ প্রতিপত্তি-কার্য্যযোগানর্হত্বাদবস্থাবত এবোৎপত্ত্যাদিকং সর্ব্বম্, ইতি নিরবদ্যম্।

কপালত্ব-চূর্ণত্ব-পিণ্ডত্বাবস্থাপ্রহাণেন ঘটত্বাবস্থাবৎ একত্বাবস্থাপ্রহাণেন বহুত্বাবস্থা, তৎপ্রহাণেনৈকত্বাবস্থা চেতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। তথা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইতি সদেবেদম্—ইদানীং বিভক্তনাম-রূপত্বেন নানারূপং জগৎ (*) অগ্রে নামরূপ-বিভাগাভাবেনৈকমেবাসীৎ, সর্ব্বশক্তিত্বেনাধিষ্ঠাত্রন্তরাসহতয়া অদ্বিতীয়ঞ্চ,

---

স্বীকৃত না হওয়ায় সৎকার্য্যবাদই আসিয়া পড়ে; আর উৎপত্তিরও উৎপত্তি স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ ঘটে (†)। আমাদের মতে কিন্তু অবস্থাসমূহের যখন পৃথগ্‌রূপে প্রতীতিও কার্য্যব্যবহারে যোগ্যতা নাই, তখন অবস্থাবান্ দ্রব্য সম্বন্ধেই উৎপত্ত্যাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং [আমাদের মতটি] নির্দোষ।

[ঘটোৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী] কপালত্ব, চূর্ণত্ব ও পিণ্ডত্বরূপ অবস্থাত্রয় পরিত্যাগে যেমন ঘটাকার অবস্থাবিশেষ হইয়া থাকে, তেমনি আবার [ঘটাকার] একত্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুত্বাবস্থা, পুনশ্চ সেই বহুত্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক একত্বাবস্থা হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাতে কোনপ্রকার বিরোধ হইতেছে না। এই প্রকার 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল,' এই শ্রুতিতে [প্রকৃত পক্ষে] সৎস্বরূপ হইলেও বর্ত্তমান সময়ে নাম-রূপে বিভক্ত হইয়া নানাকারসম্পন্ন এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপাত্মক বিভাগ না থাকায় একই ছিল, এবং [সেই সৎপদার্থ ব্রহ্ম স্বয়ং] সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং তৎপরিচালক অপর কোনও পদার্থের

(*) জগদেকম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—অদ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, যাহা অসৎ—আকাশকুসুমবৎ সম্পূর্ণ অলীক, কস্মিন্ কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না, বা হইতে পারে না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য-বস্তুটির স্বকারণে বীজরূপে—সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে। যাহা সূক্ষ্মভাবে কারণমধ্যে লুক্কায়িত ছিল, কর্ত্তা ও করণ প্রভৃতির উপযুক্ত চেষ্টায় তাহাই অভিব্যক্ত হইয়া কার্য্যাকারে প্রকাশ পাইল; ইহারই নাম উৎপত্তি; এই উৎপত্তির আর উৎপত্তি স্বীকৃত হয় না। এই অভিব্যক্তির সাধনেই কারক-ব্যাপারের সার্থকতা।

অসৎকার্য্যবাদী দ্বৈতবাদীরা বলেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কোন কার্য্যেরই অস্তিত্ব থাকে না; অস্তিত্ব থাকে না বলিয়াই কারকসমূহের চেষ্টায় অভিনব কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুতেই বিশেষ বিশেষ কার্য্যোৎপাদনসমর্থ শক্তিবিশেষ নিহিত আছে; সেইজন্য সকল কারণ হইতে সকল কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। এখন এই অসৎকার্য্যবাদের উপর একটি আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, কার্য্যের ন্যায় উৎপত্তিরও উৎপত্তি আছে কি না? উৎপত্তিরও উৎপত্তি স্বীকার করিলে, সেই উৎপত্তিরও আবার উৎপত্তি, তাহারও আবার উৎপত্তি, এইরূপে উৎপত্তি-প্রবাহের বিশ্রান্তি না হওয়ায় 'অনবস্থা' নামক দোষ উপস্থিত হয়; এই ভয়ে উৎপত্তির আর স্বতন্ত্র উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না; পরন্তু অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেও উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়; সুতরাং সত্তের উৎপত্তি কথারও অভিব্যক্তিমাত্র অর্থ স্বীকার করায় অবিজ্ঞাতভাবেও দ্বৈতবাদীকে সৎকার্য্যবাদ স্বীকার করিতে হইতেছে; এই জন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, "সৎকার্য্যবাদ-প্রসঙ্গঃ"।

ইত্যনন্যত্বমেবোপপাদিতম্। তথা "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি স্রক্ষ্যমাণতেজঃপ্রভৃতি-বিবিধবিচিত্র-স্থিরত্রসরূপ-জগত্ত্বে-নাত্মনো বহুভবনং সংকল্প্য জগৎসর্গাভিধানাৎ কার্য্যভূতস্য জগতঃ পরমকারণাৎ পরস্মাদ্ব্রহ্মণোঽনন্যত্বমবসীয়তে।

সচ্ছব্দবাচ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞস্য সত্যসংকল্পস্য নিরবদ্যস্যৈব 'সদেবেদম্' ইতি নির্দ্দেশার্হ-জগত্ত্বম্, সচ্ছব্দবাচ্যস্য চ জগতো নাম-রূপ-বিভাগাভাবেনৈকত্বম্ (*) অধিষ্ঠাত্রন্তরানপেক্ষত্বম্, পুনরপি তস্যৈব বিবিধবিচিত্রস্থিরত্রসরূপ-জগত্ত্বেন বহুভবনসংকল্পরূপেক্ষণং যথাসংকল্পং সর্গশ্চ কথমুপপদ্যতে ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"সেয়ং দেবতৈক্ষত—হন্তাহমিমা-স্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণীতি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্" [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইত্যাদি। "তিস্রো দেবতাঃ" ইতি কৃৎস্নমচিদ্বস্তু নির্দ্দিশ্য স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈতদ্ বিচিত্র-নামরূপভাক্ করবাণীত্যুক্তম্। 'অনেন জীবেনাত্মনা'—মদাত্মক-জীবেন আত্মতয়া অনু-প্রবিশ্যৈতদ্বিচিত্রনামরূপভাক্ করবাণীত্যর্থঃ। স্বাত্মনো জীবস্য চ আত্মতয়া

অপেক্ষা না থাকায় তৎকালে তিনি অদ্বিতীয়ও বটে ; এইরূপে তাঁহার অনন্যত্বই উপপাদন করা হইয়াছে। এইপ্রকার, 'তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব,' এই শ্রুতিতেও স্রষ্টব্য (ভবিষ্যতে যাহা সৃষ্ট হইবে) তেজঃপ্রভৃতি বিবিধ স্থাবর-জঙ্গমাকারে নিজের বহুভাব-প্রাপ্তিবিষয়ক সংকল্প ও তৎপূর্ব্বক জগৎসৃষ্টির উপদেশ থাকায় অবধারিত হইতেছে যে, কার্য্যস্বরূপ এই জগৎ পরব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অপৃথক্ পদার্থ।

[তাহার পর,] সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত সৎপদার্থ পরব্রহ্মেরই আবার 'ইহা সৎস্বরূপই বটে' এইরূপ নির্দ্দেশযোগ্য জগদ্রূপতা, সৎপদবাচ্য সেই জগতেরই যে, নাম-রূপকৃত বিভাগের অভাবে একত্ব এবং অপর কোনও পরিচালকনিরপেক্ষত্ব, পুনশ্চ তাঁহারই আবার বিচিত্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগদাকারে বহুভাব ধারণবিষয়ক সংকল্পরূপ ঈক্ষণ, এবং সংকল্পানুরূপ সৃষ্টি, এ সমস্তই বা কিরূপে উপপন্ন হয় ? এই আশঙ্কায়—'সেই এই দেবতা আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি জীবাত্মারূপে এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব, তাহাদের [এক একটীকে] ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক করিব', ইত্যাদি। এখানে তিস্রঃ দেবতাঃ" কথায় নিখিল অচেতন পদার্থের নির্দ্দেশ করায় এই জগৎকে স্বস্বরূপ জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক বিচিত্র নামরূপাত্মক করিব, এইরূপ অর্থই উক্ত হইয়াছে। "অনেন জীবেন আত্মনা" অর্থ—মৎস্বরূপ জীবরূপ আত্মা হইয়া

(*) 'অদ্বিতীয়ত্বম্' ইত্যধিকঃ 'ক' পাঠঃ।

অনুপ্রবেশকৃতং নামরূপভাক্ত্বমিত্যুক্তং ভবতি। "তৎ সৃষ্ট্বা" তদেবানু-প্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" [তৈত্তি০ আন০ ৬।২) ইতি শ্রুত্যন্তরেণ স্পষ্টং সজীবং জগৎ পরেণ ব্রহ্মণা আত্মতয়ানুপ্রবিষ্টমিতি। তদেতৎ কার্য্যাবস্থস্য চ কারণাবস্থস্য চ চিদচিদ্বস্তুনঃ সকলস্য (*) স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরব্রহ্ম-শরীরত্বম্, পরস্য চ ব্রহ্মণ আত্মত্বম্ অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু সিদ্ধং স্মারিতম্। অনেন পূর্ব্বোক্তা শঙ্কা নিরস্তা।

অচিদ্বস্তুনি সজীবে ব্রহ্মণ্যাত্মতয়াবস্থিতে নামরূপ-ব্যাকরণবচনাৎ চিদ-চিদ্বস্তুশরীরকং ব্রহ্মৈব জগচ্ছব্দবাচ্যমিতি "সদেবেদমগ্র একমেবাসীৎ" ইত্যাদি সর্ব্বমুপপন্নতরম্। শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুগতাঃ সর্ব্বে বিকারাশ্চা-পুরুষার্থাশ্চেতি ব্রহ্মণো নিরবদ্যত্বং কল্যাণগুণাকরত্বঞ্চ সুস্থিতম্। তদেতৎ "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।২২] ইত্যনন্তরমেব বক্ষ্যতি। তথা "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি কৃৎস্নস্য চেতনাচেতনস্য ব্রহ্মতাদাত্ম্য-

অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক এই জগৎকে বিচিত্র নাম-রূপভাগী করিব। ইহা দ্বারা এই ভাবই কথিত হইল যে, তিনি আত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়াই নিজের এবং জীবের নামরূপভাগিত্ব হইয়াছে। পরব্রহ্ম যে, জীবসমন্বিত এই জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট আছেন, তাহাও 'তিনি তাহা (জগৎ) সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হইলেন, এই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কার্য্যাবস্থ ও কারণাবস্থ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তুনিচয় যে, পরব্রহ্মের শরীর, এবং পরব্রহ্মই যে, তৎসমুদয়ের শরীরী বা আত্মা, ইহা অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থভাগেও প্রসিদ্ধ আছে; এখানে কেবল তাহারই স্মরণ করান হইল মাত্র।

পূর্ব্বে যে এ বিষয়ে অনুপপত্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাও নিরস্ত হইল। পর-ব্রহ্ম আত্মারূপে অধিষ্ঠান করতঃ চেতনাচেতন-বস্তুময় জগতে নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিলেন, এই কথা বলায় [প্রকৃত পক্ষে] চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুময়-শরীরধারী ব্রহ্মই 'জগৎ'-পদবাচ্য হইতেছেন; সুতরাং 'অগ্রে এই জগৎ এক সৎস্বরূপই ছিল' ইত্যাদি সমস্ত কথাই উত্তমরূপে উপপন্ন হইবে। আর, যতপ্রকার বিকার (পরিবর্ত্তন) ও অপুরুষার্থ (অনর্থরাশি), তৎসমস্তই ব্রহ্ম-শরীরভূত চেতনাচেতন পদার্থগত; সুতরাং পরব্রহ্মের যে, নির্দ্দোষত্ব ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-ময় গুণাকরত্ব, তাহাও সুব্যবস্থিত হইল, এবং অব্যবহিত পরেই "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ"। এই সূত্রেও কথিত হইবে। এইরূপ, 'এ সমস্তই এতদাত্মক,' এই শ্রুতিও চেতনাচেতনাত্মক

(*) সকলস্য' ইতি পাঠঃ 'ঘ, ঙ' পুস্তকয়োর্নাস্তি।

মুপদিশতি ; তদেব চ "তত্ত্বমসি" ইতি নিগময়তি। তথা প্রকরণান্তরস্থেষ্বপি বাক্যেষু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", [ছান্দো০ ৩।১৪] "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্", [বৃহদা০ ৬।৫।৬] "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] ইত্যনন্যত্বং প্রতীয়তে। তথা অন্যত্বং চ নিষিধ্যতে—"সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" [বৃহদা০ ৬।৪।১৯] ইতি, তথা "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি ; যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যবিদুষো দ্বৈতদর্শনং, বিদুষশ্চাদ্বৈতদর্শনং প্রতিপাদয়দনন্যত্বমেব তাত্ত্বিকমিতি প্রতিপাদয়তি। তদেবম্ আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যো জগতঃ পরম-কারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বমুপপাদ্যতে।

অত্রেদং তত্ত্বম্—চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সর্ব্বদা সর্ব্ব-শব্দাভিধেয়ম্। তৎ কদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াপি পৃথগ্ব্যপদেশানর্হ-সূক্ষ্ম-

---

নিখিল জগতের ব্রহ্মাত্মকতা উপদেশ করিতেছেন। 'তুমি তৎস্বরূপই,' এই শ্রুতি আবার তাহারই নিগমন বা উপসংহার করিতেছেন। এইরূপ ভিন্নপ্রকরণস্থ 'এই সমস্তই ব্রহ্ম', 'অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলেই এই সমস্ত জগৎ বিদিত হইয়া যায়।' 'এই যাহা কিছু, সমস্তই এই আত্মস্বরূপ,' 'এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,' 'আত্মাই এই সমস্ত জগৎ' ইত্যাদি বাক্যেও [ব্রহ্ম ও জগতের] অভিন্নত্বই প্রতীত হইতেছে। এইরূপ [নিম্নোদ্ধৃত বাক্য সমূহেও আবার ব্রহ্ম হইতে জগতের] ভিন্নত্ব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে—'যে লোক সর্ব্বপদার্থকে আত্মার অন্যত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, সর্ব্বপদার্থই তাহাকে বঞ্চিত করে,' 'ইহ জগতে কিছুই নানা (ব্রহ্মভিন্ন) নাই, যে লোক নানাত্বের ন্যায় দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' এইরূপ, 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে,' কিন্তু যখন এ সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে,' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবিদ্বানের পক্ষে ভেদদর্শন, আর বিদ্বানের পক্ষে অদ্বৈত (অভেদ) দর্শন প্রতিপাদন করত অভিন্নভাবেরই সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন। এই প্রকারে 'আরম্ভণ' শব্দ প্রভৃতি কারণকলাপানুসারে পরম কারণ পরব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব উপপাদিত হইতেছে।

এ বিষয়ের প্রকৃত রহস্য এই—চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এইজন্য তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মই সর্ব্বদা 'সর্ব্ব'শব্দের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য ; 'সর্ব্ব'শব্দ বাচ্য সেই ব্রহ্মই কখনও নিজের শরীরস্থানীয় বলিয়াই আপনা হইতে পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশের অযোগ্য সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন-

দশাপন্ন-চিদচিদ্বস্তুশরীরম্, তৎকারণাবস্থম্ ব্রহ্ম; কদাচিচ্চ বিভক্ত-নামরূপব্যবহারার্হ-স্থূলদশাপন্ন-চিদচিদ্বস্তু-শরীরম্; তচ্চ কার্য্যাবস্থম্; ইতি কারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপং জগদনন্যৎ শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুনঃ শরীরিণো ব্রহ্মণশ্চ কারণাবস্থায়াং কার্য্যাবস্থায়াঞ্চ শ্রুতিশতসিদ্ধয়া স্বভাব-ব্যবস্থয়া গুণদোষব্যবস্থা চ "নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ" ইত্যত্রোক্তা।

যে তু কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বং কার্য্যস্য মিথ্যাত্বাশ্রয়েণ বর্ণয়ন্তি, ন তেষাং কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বং সিধ্যতি, সত্যমিথ্যার্থয়োরৈক্যানুপপত্তেঃ; তথা সতি ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্যাৎ। যে চ কার্য্যমপি পারমার্থিকমভ্যুপয়ন্ত এব জীব-ব্রহ্মণোরৌপাধিকমন্যত্বং, স্বাভাবিকং চানন্যত্বম্, অচিদ্ব্রহ্মণোস্তু দ্বয়মপি স্বাভাবিকমিতি বদন্তি; তেষামুপাধিব্রহ্মব্যতি-

---

বস্তুময় শরীরধারী হন; তিনিই করণাবস্থাসম্পন্ন ব্রহ্ম; কখনও বা বিভিন্ন নাম-রূপে ব্যবহারার্হ স্থূলাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন বস্তুময়-শরীরবিশিষ্ট হন; তাহাই কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম; অতএব, কারণভূত পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্য্যভূত এই জগৎ অন্য নহে; আর চেতনাচেতন-বস্তুময় দেহের শরীরী (শরীরস্বামী—আত্মা) ও ব্রহ্মের যে, শতশত শ্রুতিসিদ্ধ কারণাবস্থাগত ও কার্য্যাবস্থাগত স্বভাবভেদ, এবং তদনুসারে যে, গুণ-দোষসম্বন্ধেরও বিভাগ-ব্যবস্থা, তাহাও "নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ" এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে (*)।

কিন্তু যাহারা (শঙ্কর-মতাবলম্বীরা) কার্য্যের (জগতের) মিথ্যাত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ তাহাদের মতে কার্য্য-কারণের অনন্যত্বই সিদ্ধ হয় না। কেন না, সত্য ও মিথ্যা পদার্থের কখনই ঐক্য উপপন্ন হয় না, বা হইতে পারে না; পক্ষান্তরে, তাহা হইলে ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব আর জগতেরও বা সত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে।

আর যাহারা কার্য্যেরও পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিয়া জীব-ব্রহ্মের ভেদকে ঔপাধিক (উপাধিকল্পিত—অস্বাভাবিক), এবং অনন্যত্ব বা অভেদকেই স্বাভাবিক বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহাদের মতেও উপাধি ও ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর

একদেশী মত

(*) তাৎপর্য্য—"নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ" (২।১।৯) সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের দুইটি অবস্থা, একটি কার্য্যাবস্থা, অপরটি কারণাবস্থা; তন্মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতন শরীরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর শরীররূপে যে অবস্থিতি, তাহাই তাহার কার্য্যাবস্থা, আর চেতনাচেতন সর্ব্বপদার্থ যখন বিলীন হইয়া তাঁহাতে অবস্থান করে, তখন তাহার যে, সেই কারণভাবে অবস্থান, তাহাই তাহার কারণাবস্থা। জাগতিক যে সমস্ত বিকার বা পরিবর্ত্তন ও দোষ, তৎসমুদয়ই এই কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের শরীরগত; সে সমস্ত দোষ দ্বারা শরীরী ব্রহ্ম কখনই বিকৃত বা দূষিত হন না; আর কারণাবস্থায় কোনপ্রকার দোষ বর্ত্তমানই থাকে না, তখন স্বতই নির্দ্দোষরূপে বিরাজ করেন। এইরূপ অবস্থাভেদানুসারে সদোষ ও অদোষভাবের উপপাদন করা হয়। এ বিষয়ে আরও অধিক কিছু জানিতে হইলে নবম সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

রিক্ত-বস্ত্বন্তরাভাবাদ্ নিরবয়বস্যাখণ্ডিতস্য ব্রহ্মণ এবোপাধিসম্বন্ধাদ্ ব্রহ্ম-স্বরূপস্যৈব হেয়াকারপরিণামাৎ (*) শক্তিপরিণামাভ্যুপগমে শক্তি-ব্রহ্মণো-রনন্যত্বাচ্চ জীব-ব্রহ্মণোঃ কর্ম্মবশ্যত্বাপহতপাপ্মত্বাদি-ব্যবস্থাবাদিন্যোঽচিদ্-ব্রহ্মণোশ্চ পরিণামাপরিণামবাদিন্যঃ (†) শ্রুতয়ো ব্যাকুপ্যেয়ুঃ (‡)।

যে পুনঃ নিরস্তনিখিলভোক্তৃত্বাদি-(§) বিকল্পবিপ্লবং সর্ব্বশক্তিযুক্তং সন্মাত্র-দ্রব্যমেব কারণং ব্রহ্ম; তচ্চ প্রলয়বেলায়াং শান্তাশেষসুখদুঃখানুভব-বিশেষং স্বপ্রকাশমপি সুষুপ্তাত্মবদচিদবিলক্ষণমবস্থিতম্; সৃষ্টিবেলায়াং মৃত্তিকাদ্রব্যমিব ঘটশরাবাদিরূপং, সমুদ্র ইব চ ফেনতরঙ্গবুদ্বুদাদিরূপো ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃরূপেণাংশত্রয়াবস্থমবতিষ্ঠতে; অতো ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্বনিয়ন্তৃত্বানি তৎপ্রযুক্তাশ্চ গুণ-দোষাঃ শরাবত্ব-ঘটত্ব-মণিকত্ববৎ তদ্গতকার্য্যভেদবচ্চ ব্যবতিষ্ঠন্তে; ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৄণাং সদাত্মৈকত্বঞ্চ ঘট-শরাবমণিকাদীনাং মৃদাত্মৈকত্ববদুপপদ্যতে; অতঃ সন্মাত্রদ্রব্যমেব

কোনও বস্তু না থাকায় ফলতঃ নিরবয়ব অখণ্ড ব্রহ্মের সহিতই উপাধি-সম্বন্ধ কল্পিত হওয়ায় স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই হেয়-জগদাকারে পরিণতি হয়। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মশক্তির পরিণাম স্বীকার করিলেও শক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্ম যখন অনন্য—একই পদার্থ, তখন জীবের কর্ম্মাধীনতা, আর ব্রহ্মের অপহতপাপ্মস্বভাবতা প্রভৃতি ব্যবস্থা বা পার্থক্য-প্রতিপাদিকা এবং অচেতনের পরিণাম আর চেতনের অপরিণাম-বোধিনী শ্রুতিসমূহও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে।

আবার যাহারা বলেন—ভোক্তৃতাদি নিখিল বিকল্প-বাধাবিহীন, সর্ব্বশক্তিযুক্ত, কারণীভূত শুদ্ধ সৎস্বভাব দ্রব্যই ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মই প্রলয়কালে সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখানুভূতিশূন্য, এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও সুপ্ত আত্মার ন্যায় এরূপভাবে অবস্থিতি করেন যে, অচেতনের সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সৃষ্টিসময়ে আবার মৃত্তিকা যেমন ঘট-শরাবাদিরূপে অবস্থিত থাকে, এবং সমুদ্র যেমন ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদিরূপে অবস্থান করে, তেমনি তিনিও ভোগ্য, ভোক্তৃ ও নিয়ন্তৃরূপ (অন্তর্য্যামিরূপ) অংশত্রয়াবস্থায় অবস্থান করেন; অতএব, শরাবত্ব, ঘটত্ব ও মণিকত্বের ন্যায় (মণিক অর্থ—জালা), এবং সেই সকল বিকারগত কার্য্যভেদের ন্যায় ভোক্তৃত্ব, ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্মসমুদয় এবং তৎকার্য্যনিচয়ও তাহাতে অবস্থিতি করে; অর্থাৎ কার্য্যগত ঐ সমস্ত ধর্ম্ম দ্বারা স্বয়ং ব্রহ্ম কখনই লিপ্ত হন না; এবং ঘট, শরাব ও মণিকাদি বিকাররাশি

(*) পরিণামাচ্চ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।
(†) পরিণামবাদিন্যঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।
(‡) ব্যাকুলীভবেয়ুঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।
(§)—ত্বাদিসমস্ত বিকল্প' ইতি 'ক' পাঠঃ।

সর্ব্বাবস্থাবস্থিতমিতি ব্রহ্মণোঽনন্যৎ জগদাতিষ্ঠন্তে ; তেষাং সকলশ্রুতি-স্মৃতীতিহাসপুরাণ-ন্যায়বিরোধঃ। সর্ব্বা হি শ্রুতয়ঃ সস্মৃতীতিহাসপুরাণাঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং (*) সদৈব সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি সত্যসংকল্পং নিরবদ্যং দেশকালানবচ্ছিন্নানবধিকাতিশয়ানন্দং পরমকারণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ; ন পুনরীশ্বরাদপি পরমীশ্বরাংশসন্মাত্রম্।

তথাহি—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" [ছান্দো০ ৬।২।১] "তদৈক্ষত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়েতি," [ছান্দো০ ৬।২।৩] "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং—যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি" [বৃহদা০ ৩ ৪।১১], "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি" [ঐত০

যেমন মৃত্তিকারূপে এক, তেমনই ভোক্তৃ, ভোগ্য ও নিয়ন্তা, এই তিনই সৎস্বরূপে এক ; সুতরাং উহাদের একত্বও উপপন্ন হইতেছে। অতএব, একমাত্র দ্রব্যরূপী সৎপদার্থই নানাবিধ অবস্থায় অবস্থান করে ; এই কারণেই ব্রহ্ম ও জগতের অনন্যত্ব পক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও যুক্তিসমূহই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণের সহিত সমস্ত শ্রুতিই তাঁহাকে নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্প, নির্দ্দোষ ও দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিরতিশয় আনন্দময় সর্ব্বেশ্বর পরম কারণ পরব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন ; কিন্তু, ঈশ্বর হইতেও অতিরিক্ত বা পৃথগ্ভূত ঈশ্বরাংশভাগী শুদ্ধ সৎপদার্থকে প্রতিপাদন করিতেছে না। সেইরূপ [দেখাও যায়,] 'হে সোম্য, অগ্রে ইহা (জগৎ) এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল,' 'তিনি চিন্তা করিলেন—বহু হইব, জন্মিব,' 'ইহা (জগৎ) অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল ; কিন্তু তিনি একাকী থাকিয়া [কার্য্যসাধনে] সমর্থ হইলেন না, [তখন] শ্রেয়ঃসাধক ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিলেন, যাহারা এই সমস্ত দেবক্ষত্রিয়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতীয় দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ, সোম (চন্দ্র), রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান নামে প্রসিদ্ধ (†)।' 'সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা (জগৎ) এক আত্মা-স্বরূপই ছিল, স্পন্দমান অপর কিছুই ছিল না ; তিনি সংকল্প করিলেন—লোক সমূহ (তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ) সৃষ্টি করিব', 'এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা

(*) সর্ব্বেশ্বরম্' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানব মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ আছে, দেবগণের মধ্যেও তেমনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ রহিয়াছে। এ বিভাগ সৃষ্টি-সাময়িক—ঈশ্বরকৃত, মনুষ্যকৃত নহে। গুণ ও কর্ম্মবিভাগ সহকারেই চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সৃষ্টির পর গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে বর্ণবিভাগ কল্পিত হয় নাই।

১।১।১] "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা, নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী, ন নক্ষত্রাণি, নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্য্যঃ, স একাকী ন রমেত, তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য" [মহোপ০ ১।১] ইত্যাদিভিঃ পরমকারণং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো নারায়ণ এবেত্যবগম্যতে। সদ্ব্রহ্মাত্মশব্দা হি তুল্যপ্রকরণস্থাঃ তত্তুল্যপ্রকরণস্থেন 'নারায়ণ'-শব্দেন বিশেষিতাস্তমেবাবগময়ন্তি।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্, তদ্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্" (*)।"
[শ্বেতাশ্ব০ ৬।৭],

"স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।"
[শ্বেতাশ্ব০ ৬।৯] ইতীশ্বরস্যৈব কারণত্বং শ্রূয়তে। স্মৃতিরপি মানবী "ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্" ইতি প্রকৃত্য—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীর্য্যমবাসৃজৎ" [মনু০ ১।৬] ইতি।

ইতিহাসপুরাণান্যপি পুরুষোত্তমমেব পরমকারণমভিদধতি—

"নারায়ণো জগন্মূর্ত্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ।

ছিলেন না, ঈশান (শিব) ছিলেন না, এই ভূমি ও অন্তরীক্ষ ছিল না, নক্ষত্র সমূহ ছিল না, জল ছিল না, অগ্নি ছিল না, চন্দ্র ছিল না, এবং সূর্য্যও ছিল না; তিনি একাকী প্রীতি অনুভব করিলেন না; [তখন] সমাধিস্থ তাঁহার—'ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, সর্ব্বেশ্বর নারায়ণই পরম কারণ, (অপর কেহ নহে)। কেন না, সমান প্রকরণস্থ 'সৎ' 'ব্রহ্ম' ও 'আত্ম'শব্দ তাহারই অনুরূপ প্রকরণস্থ (সৃষ্টিপ্রকরণস্থ) 'নারায়ণ' শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় তাঁহাকেই (সর্ব্বেশ্বর নারায়ণকেই পরম কারণরূপে) বুঝাইতেছে। 'লোকেশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে (নারায়ণকে),' 'তিনিই (নারায়ণই) কারণ, ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবগণেরও অধিপতি, কেহ ইহার জনকও নাই এবং অধিপতিও নাই' ইত্যাদি স্থলে ঈশ্বরেরই কারণত্ব শ্রুত হইতেছে। মনু স্মৃতিও—'তাহার পর সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভু (পরমেশ্বর)' এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, 'সেই স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চিন্তা করত স্বীয় শরীর হইতে প্রথমেই জল সৃষ্টি করিলেন; অনন্তর তাহাতে বীর্য্য (সর্জ্জন-শক্তি) নিক্ষেপ করিলেন' ইতি। আর ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রও পুরুষোত্তমকেই (নারায়ণকেই) পরম কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে—'জগৎ যাঁহার মূর্ত্তি, সেই নারায়ণই অনন্ত সনাতন (নিত্য); তিনি জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বীয়

(*) "তৎ দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্" অয়মংশঃ 'খ' পুস্তকে নাস্তি।

স সিসৃক্ষুঃ সহস্রাংশাদসৃজৎ পুরুষান্ দ্বিধা” ॥

[মহাভা০ মোক্ষ০ ৮।১২]।

“বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্”।

[বিষ্ণুপু০ ১।১।৩] ইত্যাদিষু।

ন চ ঈশ্বরঃ সন্মাত্রমেবেতি বক্তুং শক্যম্, তস্য তদংশত্বাভ্যুপগমাৎ সবিশেষত্বাচ্চ। ন চ তস্য জ্ঞানানন্দাদ্যনন্ত-কল্যাণগুণযোগঃ কাদাচিৎক ইতি বক্তুং শক্যতে; তেষাং স্বাভাবিকত্বেন সদাতনত্বাৎ।

“পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৮]

“যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ” ইত্যাদিভ্যঃ। জ্ঞানানন্দাদিশক্তিযোগ এবাস্য স্বাভাবিক ইতি মা বোচঃ, ‘শক্তিঃ স্বাভাবিকী, জ্ঞানবলক্রিয়া চ স্বাভাবিকী’ ইতি পৃথঙ্‌নির্দ্দেশাৎ লক্ষণাপ্রসঙ্গাচ্চ। ন চ পাচকাদিবৎ “সর্ব্বজ্ঞঃ” ইত্যাদিষু

সহস্র ভাগের এক ভাগ হইতে দ্বিবিধ (স্থাবর ও জঙ্গম) জীব সৃষ্টি করিলেন।’ এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই অবস্থিত,’ ইত্যাদি।

আর ঈশ্বর যে কেবলই সৎস্বরূপ, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহাকে নারায়ণের অংশ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং তিনি সবিশেষও বটে (নির্গুণ নহে); আর তাঁহার যে, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি কল্যাণময় অনন্তগুণ-সম্বন্ধ, তাহাও কাদাচিৎক, অর্থাৎ কখনও থাকে, কখনও থাকে না, এরূপ বলিতে পারা যায় না; কারণ, ‘ইহার নানাবিধ পরা শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানশক্তির বিকাশ পরিশ্রুত হয়।’ ‘যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষাকারে সর্ব্ব বিষয় অবগত আছেন,’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সেই গুণসমূহ স্বাভাবিক ও নিত্যসিদ্ধ। কেবল জ্ঞান ও আনন্দাদি শক্তিযোগই তাঁহার স্বাভাবিক, এরূপও বলিতে পার না; কারণ, শক্তি ও জ্ঞানবল-ক্রিয়ার পৃথগ্‌ভাবে স্বাভাবিকত্ব নির্দ্দেশ রহিয়াছে, (অভেদ পক্ষে তাহা হইতে পারে না); পক্ষান্তরে ঐরূপ অর্থ কল্পনা করিলে লক্ষণারও প্রসক্তি হইয়া পড়ে (১৩)। আর ‘পাচক’ প্রভৃতি পদে যেরূপ

(১৩) তাৎপর্য্য – আপত্তি হইয়াছিল, “পরাস্য শক্তিঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়াদির কথা আছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি, তদতিরিক্ত পৃথক্ কোনও শক্তির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই; তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; তাহার কারণ দুইটি; (১) জ্ঞানানন্দাদিই শক্তি হইলে শ্রুতিতে ‘স্বাভাবিকী শক্তি’ ও ‘স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া,’ এইরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশের

শক্তিমাত্রে কৃৎপ্রত্যয় ইতি বক্তুং শক্যম্, কৃৎপ্রত্যয়মাত্রস্য শক্ত্যাবস্মরণাৎ। "শক্তৌ হস্তি-কপাটয়োঃ" [অষ্টা০ ৩।২।৫৪] ইত্যাদিষু কেষাঞ্চিদেব কৃৎপ্রত্যয়ানাং শক্তিবিষয়ত্বস্মরণাৎ; পাচকাদিষু ত্বগত্যা লক্ষণা সমাশ্রীয়তে।

কিঞ্চ, ঈশ্বরস্য তদংশবিশেষত্বাৎ তস্য চাংশিত্বে তরঙ্গাৎ সমুদ্রস্যেবাং-শাদংশিনোঽধিকত্বাৎ, "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৭], "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ইত্যাদীনীশ্বরবিষয়াণি পরঃশতানি বচাংসি বাধ্যেরন্।

কিঞ্চ, সন্মাত্রস্য সর্ব্বাত্মকত্বে অংশিত্বে চেশ্বরস্য তদংশবিশেষত্বাৎ তস্য

[পাকানুকূল শক্তিমান্ অর্থে কৃৎপ্রত্যয় হয়,] সেইরূপ 'সর্ব্বজ্ঞ' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রয়োগেও যে, কেবল শক্তিমাত্র অর্থ-বোধনাভিপ্রায়েই কৃৎপ্রত্যয় হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, সমস্ত কৃৎপ্রত্যয়ই শক্তি-অর্থে বিহিত হয় নাই; পরন্তু 'হস্তী' ও 'কপাট' শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিলে শক্তি অর্থে 'হন্' ধাতুর পর 'টক্' প্রত্যয় হয়,' ইত্যাদি সূত্রানুসারে প্রয়োগবিশেষেই কৃৎপ্রত্যয়ের শক্তিবিষয়ে প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর 'পাচক' প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলেও উপায়ান্তর না থাকায়ই [পাকানুকূল শক্তি অর্থে] লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়।

অপি চ, ঈশ্বর যদি তাঁহার অংশ বিশেষ হন, এবং তিনিও যদি তাঁহার অংশী (যাহার অংশ, তাহা) হন, তাহা হইলে অংশভূত তরঙ্গ হইতে তাহার অংশিরূপ সমুদ্রের ন্যায় অংশ হইতে অংশীর অতিরিক্তত্ব হেতু 'ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে', এবং 'তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিকও দৃষ্ট হয় না', ইত্যাদি ঈশ্বরবিষয়ক শতাধিক বাক্যও বাধিত হইয়া পড়ে।

আরও এক কথা, শুদ্ধ সৎপদার্থই যদি সর্ব্বাত্মক ও অংশী হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার

কোনই আবশ্যক ছিল না; বিশেষতঃ একটি 'চ' শব্দ দ্বারা শ্রুতি নিজেই উহাদের পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়া দিয়াছেন। (২) "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ," এই 'সর্ব্বজ্ঞ' পদে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানশক্তি-যোগরূপ অর্থে কথিত হইলে লক্ষণার আশ্রয় করিতে হয়; অথচ উপায়ান্তর সত্ত্বে কখনই লক্ষণার আশ্রয় করা সমীচীন হয় না। "শক্তৌ হস্তি-কপাটয়োঃ" এই সূত্রে শক্তি অর্থেই কৃৎপ্রত্যয়ের (টক্ প্রত্যয়ের) বিধান; সুতরাং 'হস্তিঘ্ন' প্রভৃতি প্রয়োগস্থলে শক্তি অর্থ হইতে পারে; কিন্তু 'সর্ব্বজ্ঞ' প্রভৃতি প্রয়োগস্থলে ঐরূপ অনুশাসন না থাকায় শক্তি অর্থ কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না। পাচকাদি প্রয়োগে যদিও শক্তি-অর্থে কৃৎপ্রত্যয়ের বিধান নাই সত্য, তথাপি প্রকৃতি (পচ্ ধাতু) ও প্রত্যয় (বুঞ্—ণক) দ্বারা বেতনগ্রাহী পাককর্ত্তা কিম্বা পাক-কার্য্যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝা যায় না বলিয়াই লক্ষণার সাহায্য লইতে হয়, এখানে সেরূপ কোনও অনুপপত্তি না থাকায় কখনই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

সর্ব্বাত্মকত্বাংশিত্বোপদেশা ব্যাহন্যেরন্। ন হি মণিকাত্মকত্বং তদংশত্বং বা ঘট-শরাবাদেঃ। স্বাংশেষু সর্ব্বেষু সন্মাত্রস্য পূর্ণত্বেনেশ্বরাংশেঽপি তস্য পূর্ণত্বাৎ তদাত্মকানি তদংশাশ্চেতরাণি বস্তূনীতি চেৎ; ন, ঘটেঽপি সন্মাত্রস্য পূর্ণত্বাদীশ্বরস্যাপি ঘটাত্মকত্বাৎ তদংশত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ সন্মাত্রস্য 'ঘটোঽস্তি পটোঽস্তি' ইতি বস্তুধর্ম্মতয়াবগতস্য দ্রব্যত্বং কারণত্বং চোপপদ্যতে। ব্যবহারযোগ্যতা হি সত্ত্বম্, বিরোধিব্যবহারযোগ্যতা তদ্ব্যবহারযোগ্যস্যাসত্ত্বম্। দ্রব্যমেব সদিত্যভ্যুপগমে ক্রিয়াদীনামসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। ক্রিয়াদিষু কাশকুশাবলম্বনেঽপি সর্ব্বত্রৈকরূপা সত্তা দুরুপপাদা। সদাত্মনা চ সর্ব্বস্যাভিন্নত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বেন সর্ব্বস্বভাবপ্রতিসন্ধানাৎ সর্ব্বগুণদোষসঙ্করপ্রসঙ্গশ্চ পূর্ব্বমেবোক্তঃ; অতো যথোক্তপ্রকারমেবানন্যত্বম্ ॥২॥১॥১৫॥

অথোচ্যেত —একস্যৈবাবস্থান্তরযোগেঽপি বুদ্ধিশব্দান্তরাদয়ো বালত্ব-যুবত্বাদিষু দৃশ্যন্তে, মৃদ্দারুহিরণ্যাদিষু দ্রব্যান্তরত্বেঽপি দৃশ্যন্তে; তত্র

অংশস্বরূপ হওয়ায় তৎসম্বন্ধে সর্ব্বাত্মকত্ব ও অংশিত্বোপদেশও ব্যাহত হইয়া যাইত। কেননা, ঘট-শরাবাদি বিকার সমুদয় কখনই মণিকস্বরূপ কিংবা মণিকের অংশভূত হয় না। যদি বল, একমাত্র সৎপদার্থই স্বীয় সমস্ত অংশে পরিপূর্ণ থাকায় তদংশ ঈশ্বরেও তাহার পূর্ণতা বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং অপর সমস্ত বস্তুই তদাত্মক ও তাহারই অংশভূত। না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, ঘটেও সত্তামাত্র পরিপূর্ণ থাকায় তদভিন্ন ঈশ্বরেরও ঘটাত্মকত্ব এবং তাহার ফলে ঘটাংশত্বও সম্ভাবিত হইতে পারে। 'ঘট সৎ, পট সৎ' এইরূপে ঘটাদি বস্তুর ধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান শুদ্ধ সৎপদার্থেরও যে, দ্রব্যত্ব ও কারণত্ব উপপন্ন হয়, তাহাও নহে; কারণ, সত্ত্ব অর্থ ব্যবহার-যোগ্যতা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই সৎপদার্থ; তাদৃশ ব্যবহারযোগ্যের যে, বিরোধি-ব্যবহারযোগ্যতা, অর্থাৎ যাহা যেরূপ হইলে যে প্রকার ব্যবহার সম্পাদন হইত, তাহার যে, তাদৃশ ব্যবহার নিষ্পাদন-সামর্থ্যের অভাব, তাহার নাম অসত্ত্ব। আর কেবল দ্রব্যমাত্রেরই সত্ত্ব স্বীকার করিলে ক্রিয়া প্রভৃতিরও অসত্ত্ব সম্ভাবিত হইয়া পড়ে; আর ক্রিয়া প্রভৃতির সম্বন্ধে যথাকথঞ্চিৎ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সর্ব্বত্র একাকার সত্তা উপপাদন করা সম্ভবপর হয় না। পক্ষান্তরে, সৎস্বরূপে সর্ব্বপদার্থের অভিন্নত্ব হইলে সর্ব্বজ্ঞত্বনিবন্ধন সর্ব্বপদার্থের স্বভাব-পর্য্যালোচনার সামর্থ্য থাকায় সর্ব্বপদার্থের গুণ-দোষের সাঙ্কর্য্য অর্থাৎ পরস্পরে গুণ ও দোষ সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব যেরূপভাবে অনন্যত্ব উক্ত হইল, তাহাই এখানে গ্রহণ করা উচিত ॥২॥১॥১৫॥

বিপক্ষে বলা যাইতে পারে, একই পদার্থের অবস্থান্তর স্বীকার করিলেও বালকত্ব ও যুবকত্বাদি স্থলে প্রতীতি ও তদ্বোধক শব্দের প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে; আবার মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও সুবর্ণাদি

মৃদ্‌ঘটাদিষু কার্য্যকারণেষু বুদ্ধি-শব্দান্তরাদয়োঽবস্থানিবন্ধনা এবেতি কুতো নির্ণীয়তে ? ইতি। তত্রোত্তরম্—

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥২॥১॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবে (কার্য্যসদ্ভাবে) চ (ও) উপলব্ধেঃ (কারণের প্রতীতি হেতু)]।

[সরলার্থঃ—কার্য্যস্য ঘটাদেঃ সদ্ভাবে চ তৎকারণভূতস্য মৃদাদেঃ তত্র উপলব্ধেঃ—'তদেব ইদং মৃত্তিকা-দ্রব্যম্' ইতি প্রত্যভিজ্ঞাবলাচ্চ কারণাৎ অনন্যৎ কার্য্যম্ ইত্যবধার্য্যতে॥

ঘটাদি কার্যের সদ্ভাবে তন্মধ্যে তৎকারণীভূত মৃত্তিকারও উপলব্ধি হইয়া থাকে বলিয়া এবং ঘটাবস্থায়ও 'ইহা সেই মৃত্তিকাই বটে' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব অবধারিত হইতেছে ॥২।১।১৬॥]

কুণ্ডলাদিকার্য্যসদ্ভাবে চ কারণভূতস্য হিরণ্যস্যোপলব্ধেঃ—'ইদং কুণ্ডলং হিরণ্যম্' ইতি হিরণ্যত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। ন চৈবং হিরণ্যাদিষু দ্রব্যান্তরেষু মৃদাদয় উপলভ্যন্তে; অতো বালযুবাদিবৎ কারণভূতমেব দ্রব্যম্ অবস্থান্তরাপন্নং 'কার্য্যম্' ইতি গীয়তে। দ্রব্যান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপে-

---

স্থলে দ্রব্যের পার্থক্য-সত্ত্বেও [বুদ্ধি-শব্দাদির প্রভেদ] দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ একই দ্রব্যের যেমন অবস্থাভেদানুসারে তদ্বোধক শব্দ ও তদ্বিষয়ক প্রতীতির প্রভেদ দেখা যায়, তেমনি বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যেরও প্রতীতি ও বাচকশব্দাদির প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব মৃত্তিকা-ঘটাদি কার্য্য-কারণস্থলীয় প্রতীতি ও তদ্বোধক শব্দের প্রভেদ যে, নিশ্চয়ই অবস্থাভেদ-নিবন্ধন, ইহা অবধারিত হইতেছে কিরূপে ? (*) তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—"ভাবে চোপলব্ধেঃ" ইতি॥

কুণ্ডল প্রভৃতি কার্য্যের সদ্ভাবে [তৎকারণীভূত] সুবর্ণাদির উপলব্ধি হেতু, অর্থাৎ 'এই কুণ্ডলটি সুবর্ণ' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হেতু [কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব]। সুবর্ণাদি বিভিন্ন দ্রব্য মধ্যে কিন্তু এইরূপ মৃত্তিকাদির উপলব্ধি হয় না; এই জন্যই বালকত্ব, যুবকত্বাদির ন্যায় কারণ-দ্রব্যই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। [কার্য্য-কারণের] পৃথক্-দ্রব্যত্ববাদীরও স্বাভিমত অবস্থাভেদানুসারেই যখন বুদ্ধি ও শব্দাদিভেদ উপপন্ন হইতে পারে,

(*) তাৎপর্য্য—যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহার নাম সমবায়ী কারণ; যেমন ঘটের সমবায়ী কারণ মৃত্তিকা। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছিল, ঘটাদি কার্য্যকে যে, মৃত্তিকাদিরূপ জ্ঞান করা হয়, তাহার কারণ কার্য্য-কারণের অভেদ নহে, পরন্তু মৃত্তিকা প্রভৃতি সমবায়ী কারণ ঐ সমস্ত ঘটাদি কার্য্যে অনুগত থাকে—ঘটাদি কার্য্যগুলি ঐ কারণগুলিতে আশ্রিত থাকে; এই কারণেই ঐরূপ অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ কথা হইতে পারে না; কারণ, কার্য্য ও কারণ যদি সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রব্যই হইত, তাহা হইলে কখনই কেবল একমাত্র সমবায়ী কারণে আশ্রিত বলিয়াই সমস্ত কার্য্যে কারণাভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না; কেন না, এরূপ কোথাও হয় না।

তেনাবস্থান্তরযোগেন বুদ্ধি-শব্দান্তরাদিষু উপপন্নেষ্বনুপলব্ধ-দ্রব্যান্তরকল্পনানুপপত্তেশ্চ। ন চ জাতিনিবন্ধনেয়ং প্রত্যভিজ্ঞা, জাত্যাশ্রয়ভূতদ্রব্যান্তরানুপলব্ধেঃ। একমেব হি হেমজাতীয়ং দ্রব্যং কার্য্যকারণোভয়াবস্থং দৃশ্যতে। ন চ দ্রব্যভেদে সমবায়িকারণানুবৃত্ত্যা কার্য্যে প্রতিসন্ধানমিতি বক্তুং শক্যম্, দ্রব্যান্তরত্বে সত্যাশ্রয়ানুবৃত্তিমাত্রেণ তদাশ্রিতে দ্রব্যান্তরে প্রতিসন্ধানানুপলব্ধেঃ (*)। গোময়াদিকার্য্যে বৃশ্চিকাদৌ গোময়াদি-প্রতিসন্ধানং ন দৃশ্যত ইতি চেৎ, ন, তত্রাপ্যাদ্যকারণভূত-পৃথিবীদ্রব্য-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। অগ্নিকার্য্যে ধূমেঽগ্নিপ্রত্যভিজ্ঞানং ন দৃশ্যত ইতি চেৎ; ভবতু ন তত্র প্রত্যভিজ্ঞানম্; তথাপি ন দোষঃ; অগ্নের্নিমিত্তকারণমাত্রত্বাৎ। অগ্নিসংযুক্তাদ্রেন্ধনাদ্ধি ধূমো জায়তে; গন্ধৈক্যাচ্চাদ্রেন্ধনকার্য্যমেব ধূমঃ। অতঃ কার্য্যভাবে চ 'তদেবেদম্' ইত্যুপলব্ধেবুদ্ধিশব্দান্তরাদয়োঽবস্থাভেদ-মাত্রনিবন্ধনা ইত্যবগম্যতে। (†) তস্মাৎ কারণাদনন্যৎ কার্য্যম্ ॥২॥১॥১৬॥

তখন যাহার উপলব্ধি হয় না, এরূপ দ্রব্যভেদ কল্পনা করা উপপন্ন হয় না। একজাতীয় বলিয়াই যে, উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহাও নহে; কারণ, জাতির আশ্রয়ীভূত মৃত্তিকাতিরিক্ত অপর কোন দ্রব্যেরও ত উপলব্ধি হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়, সুবর্ণজাতীয় একই দ্রব্য কার্য্য-কারণ, উভয়াবস্থায়েই অবস্থিত হইয়া থাকে। আর একথাও বলিতে পারা যায় না যে, দ্রব্য পদার্থটি ভিন্নই বটে, কিন্তু সমবায়ী কারণে সেই কার্য্যটি সম্বদ্ধ থাকে; সেইজন্যই ঐরূপ অনুসন্ধান বা প্রতীতি হইয়া থাকে, (উভয়ের অভেদ নিবন্ধন নহে); কেন না, যদি বস্তুতই দ্রব্যভেদ থাকিত, তাহা হইলে কেবলই আশ্রয়ভূত সমবায়ী কারণের অনুবৃত্তিনিবন্ধন তদাশ্রিত পৃথক্ দ্রব্যে কখনই ঐরূপ অভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না। যদি বল, গোময়াদি-সম্ভূত বৃশ্চিকাদির শরীরে ত গোময়াদির প্রতীতি দেখা যায় না; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সেখানেও আদি-কারণের, অর্থাৎ গোময়েরও কারণীভূত দ্রব্যপদার্থ পৃথিবীর প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। ভাল, অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূমে ত অগ্নির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে দেখা যায় না; হাঁ, সেখানে প্রত্যভিজ্ঞা না হউক, তথাপি কোন দোষ নাই; কারণ, অগ্নিসংযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ হইতেই যখন ধূমের উৎপত্তি তখন অগ্নি সেখানে কেবল নিমিত্ত কারণমাত্র, (উপাদান কারণ নহে)। বিশেষতঃ আর্দ্র কাষ্ঠের যেরূপ গন্ধ, ধূমেরও তদ্রূপ গন্ধ প্রতীতি হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] ধূম নিশ্চয়ই আর্দ্র কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন; (সুতরাং আর্দ্র কাষ্ঠই ধূমের উপাদান (অগ্নি নহে); অতএব কার্য্য-সদ্ভাবে 'সেই উপাদানই ইহা' এইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া বুদ্ধি ও প্রতীতি-ভেদ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি যে কেবল অবস্থাভেদ হইতেই উৎপন্ন, (দ্রব্যেভেদ হইতে নহে), ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। অতএব কার্য্য-পদার্থ কারণ হইতে অনন্য বা অপৃথক্ ॥২॥১॥১৬॥

(*)—নুপপত্তেঃ' ইতি 'খ' পাঠঃ। (†) তস্মাৎ' ইত্যাদিকঃ পাঠঃ 'ক' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

ইতশ্চ—

সত্ত্বাচ্চাপরস্য ॥২॥১॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সত্ত্বাৎ (অস্তিত্বহেতু) চ (ও) অপরস্য (কার্য্য পদার্থের)।]

[সরলার্থঃ—অপরস্য পশ্চাদ্ভাবিনঃ কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বাৎ চ—বর্ত্তমানত্বাদপি কারণাদ্ অনন্যৎ কার্য্যমিতি শেষঃ। অয়মাশয়ঃ—সর্ব্বো হি লোকঃ অপরাহ্নে ঘট-শরাবাদি কার্য্যমুপলভ্য এবং প্রত্যেতি যৎ—'ইদানীং যদিদং ঘট-শরাবাদি কার্য্যম্ উপলভ্যতে, পূর্ব্বাহ্নে ইদং সর্ব্বং কেবলং মৃত্তিকৈব আসীৎ, তদানীন্তন-মৃত্তিকাপিণ্ডমেব হি ইদানীং ঘটাকারেণ পরিণতং দৃশ্যতে' ইতি।
অপর অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবী ঘট-শরা প্রভৃতি কার্য্য [উৎপত্তির পূর্ব্বে] কারণে বিদ্যমান থাকে বলিয়াও কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সকল লোকই ঘটশরা প্রভৃতি মৃন্ময় বস্তু দর্শন করিয়া এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, এখন যে সমস্ত ঘটাদি পদার্থ দেখা যাইতেছে, ইতঃপূর্ব্বে এ সমস্তই কেবল মৃত্তিকা-পিণ্ডাকারে ছিল, পশ্চাৎ ঘটাদি আকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৭ ॥]

অপরস্য—কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বাচ্চ কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বম্। লোক-বেদয়োর্হি কার্য্যমেব কারণতয়া ব্যপদিশ্যতে; যথা লোকে 'সর্ব্বমিদং ঘট-শরাবাদিকং পূর্ব্বাহ্নে মৃত্তিকৈব আসীৎ' ইতি; বেদে চ "সদেব সোম্যেদ-মগ্র আসীৎ" ইতি ॥২॥১॥১৭॥

এই কারণেও—'যেহেতু পরবর্ত্তী কার্য্যের সত্তা রহিয়াছে'।

অপরের অর্থাৎ কার্য্যের স্বকারণে বিদ্যমানতা হেতুও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব [বুঝিতে হইবে]। কেন না, লোকব্যবহারে ও বেদে কার্য্য-পদার্থই কারণরূপে ব্যবহৃত (উল্লেখিত) হইয়া থাকে। লোকব্যবহারে যথা—'এই সমস্ত ঘট-শরা প্রভৃতি পূর্ব্বাহ্নে মৃত্তিকাই ছিল,' ইতি, এবং বেদে যথা—'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল,' ইতি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৭ ॥

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেৎ, ন, ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাদ্ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ (*) ॥২॥১॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ - অসদ্ব্যপদেশাৎ (অসৎ বলিয়া উল্লেখ হেতু) ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না—অসদুক্তি নহে), ধর্ম্মান্তরেণ (অন্যপ্রকারে) বাক্যশেষাৎ (যেহেতু বাক্যের সমাপ্তি) [হইতে] এবং যুক্তেঃ (যুক্তি হইতে) শব্দান্তরাৎ (অপর শব্দ হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতিষু স্বষ্টেঃ প্রাক্ কারণাবস্থায়াং কার্য্যস্য জগতঃ অসত্ত্বব্যপদেশাৎ 'কার্য্যং কারণে সদেব' ইত্যেতৎ নোপপদ্যতে ইতি চেৎ; তন্ন; যতঃ ধর্ম্মান্তরেণ—লোকে 'সৎ' ইতি ব্যপদেশহেতুভূতাৎ অভিব্যক্তনাম-রূপাখ্যাৎ অন্যেন সূক্ষ্মাবস্থারূপেণ ধর্ম্মেণ যোগাৎ 'অসৎ' ইতি ব্যপদিশ্যতে, নতু স্বরূপত এব অস্তিত্ববিরহেণ। কুত ইদমবগম্যতে? বাক্যশেষাৎ, যুক্তেঃ, শব্দান্তরাচ্চ। তত্র বাক্যশেষস্তাবৎ "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাৎ, সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি। যুক্তিশ্চ—'ঘটোঽস্তি, ঘটো নাস্তি' ইতি সদসদ্ব্যপদেশয়োঃ ঘট-কপালাদ্যবস্থাবিশেষ-বিষয়তয়া উপপত্তৌ তদতিরিক্ত-স্বতন্ত্রকার্য্যাস্তিত্ব-কল্পনায়া অনুপপত্তেঃ। শব্দান্তরঞ্চ—"তদ্ অসদেব সৎ মনোঽকুরুত" ইত্যাদিকং ব্যবহারানর্হত্বনিবন্ধনমেব অসদ্ব্যপদেশম্ অবগময়তি। অন্যথা মনস্ত্ব-কথনমসঙ্গতং স্যাদ্ ইতি ভাবঃ॥

যদি বল, শ্রুতিতে ত স্বষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎকে অসৎ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছে? না—তাহা নহে; কারণ, লোকে ব্যবহারযোগ্য নামরূপযুক্ত স্থূল বস্তুকেই 'সৎ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে; স্বষ্টির পূর্ব্বে সেরূপ না থাকায়ই জগৎকে 'অসৎ' বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে হেতু তিনটি--বাক্যশেষ, যুক্তি ও শব্দান্তর। তন্মধ্যে—বাক্যের শেষ এই যে, প্রথমতঃ 'অসৎ ছিল', এই কথা বলিয়া শেষে বলা হইয়াছে যে, 'হে সোম্য, ইহা কিরূপে হইতে পারে? অবশ্য সৎই ছিল' ইত্যাদি। যুক্তি এই যে, সাধারণ লোকে, ব্যবহারযোগ্য স্থূল পদার্থকেই 'সৎ' বলিয়া নির্দ্দেশ করে; ব্যবহারের অযোগ্য সূক্ষ্ম পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও তাহাকে 'অসৎ' বলে; এই প্রকারে সৎ ও অসৎ পদার্থ কল্পনা করিলেই যখন সমস্ত বিষয় উপপন্ন হইতে পারে; তখন আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসৎ-কার্য্যের কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। শব্দান্তর এই যে, 'তিনি অসৎ মনকে সৎরূপে স্বষ্টি করিলেন', এই স্থলে মনঃ-শব্দ থাকায় 'অসৎ' শব্দের তুচ্ছরূপতা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, উক্ত হেতু দ্বারাও কার্য্যকারণের অভেদপক্ষই সমর্থিত হইতেছে॥ ২॥ ১॥ ১৮]

যত্তুক্তং কারণে কার্য্যস্য সত্ত্বং লোক-বেদাভ্যামবগম্যতে ইতি; তদ-

---

লোক-ব্যবহার ও বেদশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, কারণে কার্য্যের সত্তা নিহিত আছে, এই

* শঙ্করনিম্বার্ক-বলদেবাদিভিস্তু "বাক্যশেষাৎ" ইত্যন্তমেকং সূত্রং, "যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ" ইত্যপরং সূত্রমিতি পঠিতম্, তথা ব্যাখ্যাতঞ্চ।

যুক্তম্, অসদ্ব্যপদেশাৎ—"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো° ৬।২।১] "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" [শতপথ ব্রাহ্মণ° ৬।১।১] "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ" [যজুঃ° ২।২।৯] ইতি ; লোকে চ 'সর্ব্বমিদং ঘটশরাবাদিকং পূর্ব্বাহ্নে নাসীৎ' ইতি। অতো যথোক্তং নোপপদ্যতে ইতি চেৎ ; তন্ন, ধর্ম্মান্তরেণ তথা ব্যপদেশাৎ। স খল্বসদ্ব্যপদেশস্তস্যৈব কার্য্যদ্রব্যস্য পূর্ব্বকালে ধর্ম্মান্তরেণ—সংস্থানান্তরেণ, ন ভবদভিপ্রেতেন তুচ্ছত্বেন। (*) সত্ত্বাসত্ত্বে হি দ্রব্যধর্ম্মাবিত্যুক্তম্ ; তত্র সত্ত্বধর্ম্মাদ্ ধর্ম্মান্তরম্ অসত্ত্বম্ ; ইদং-শব্দনির্দ্দিষ্টস্য জগতঃ সত্ত্বধর্ম্মৌ নাম-রূপে ; অসত্ত্বধর্ম্মস্তু তদ্বিরোধিনী সূক্ষ্মাবস্থা ; অতো জগতো নামরূপযুক্তস্য তদ্বিরোধিসূক্ষ্মদশাপত্তিরসত্ত্বম্। কথমিদমবগম্যতে ? বাক্যশেষাৎ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ। বাক্যশেষস্তাবৎ "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ" ইত্যত্র "তদসদেব সন্ মনোঽকুরুত স্যামিতি" [যজু° ২।২।৯] ইতি ; অনেন বাক্যশেষগতেন মনস্কারলিঙ্গেন অসচ্ছব্দার্থে তুচ্ছাতিরিক্তে নিশ্চিতে, তদৈকার্থ্যাৎ "অসদেবেদম্"

যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎই' ছিল 'অগ্রে ইহা অসৎই ছিল,' 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না', এই সকল শ্রুতিতে জগৎকে অসৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর লোকব্যবহারেও দেখা যায়, '[অপরাহ্ণে দৃষ্ট] এই ঘট-শরাদি কার্য্যগুলি পূর্ব্বাহ্ণে ছিল না,' এইরূপই লোকে মনে করিয়া থাকে। অতএব যথোক্ত অভেদবাদ উপপন্ন হইতেছে না। না—তাহা নহে ; যেহেতু ধর্ম্মান্তর দ্বারা উক্তপ্রকার ব্যপদেশ হইয়া থাকে। সেই যে, অসৎ বলিয়া উল্লেখ, তাহা ঠিক সেই কার্য্যভূত দ্রব্যেরই কার্য্যাবস্থার পূর্ব্বকালীন ধর্ম্মান্তর দ্বারা অর্থাৎ সংস্থানান্তর বা অবস্থান্তরানুসারে হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছত্বরূপে (অস্তিত্বহীনরূপে) নহে। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যে দ্রব্যেরই ধর্ম্মদ্বয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ধর্ম্মান্তর অর্থ—সত্ত্বরূপ ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্ম। [শ্রুত্যুক্ত] 'ইদং' শব্দোক্ত জগতের সত্ত্বধর্ম্ম হইতেছে নাম ও রূপ ; আর অসত্ত্বধর্ম্ম হইতেছে সত্ত্ববিরোধী সূক্ষ্মাবস্থা ; অতএব, নাম-রূপসম্পন্ন জগতের যে, নামরূপবিরোধী সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তি, তাহাই অসত্ত্ব। যদি বল, ইহা জানা যাইতেছে কি হইতে ? বাক্যশেষ, যুক্তি ও শব্দান্তর হইতে [জানা যাইতেছে]। প্রথমতঃ বাক্যশেষ এই যে, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই দৃশ্যমান কিছুই ছিল না,' এই স্থলে 'আত্মসর্জ্জনেচ্ছায় সেই অসৎ মনকেই সৃষ্টি করিলেন', এই বাক্যশেষগত মনঃ সৃষ্টি দ্বারা অসৎপদের অর্থ যে তুচ্ছ পদার্থ নহে, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে ; সুতরাং তাহার সহিত একার্থতা

(*) তুচ্ছত্বেন সত্ত্বাৎ, তে হি দ্রব্যধর্ম্মাবিত্যুক্তম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইত্যাদিম্বপ্যসচ্ছব্দস্থায়মেবার্থ ইতি নিশ্চীয়তে। যুক্তেশ্চ অসত্ত্বস্থ ধর্ম্মান্তরত্বমবগম্যতে; যুক্তির্হি সত্ত্বাসত্ত্বে পদার্থধর্ম্মাববগময়তি। মৃদ্দ্রব্যস্থ পৃথুবুধ্নোদরাকারযোগঃ 'ঘটোঽস্তি'ইতি ব্যবহারহেতুঃ; তস্যৈব তদ্‌বিরোধ্যবস্থান্তরযোগো 'ঘটো নাস্তি' ইতি ব্যবহারহেতুঃ। তত্র কপালাদ্যবস্থায়াস্তদ্‌বিরোধিত্বেন সৈব ঘটাবস্থস্থ নাস্তীতি ব্যবহারহেতুঃ। নচ তদ্‌ব্যতিরিক্তো ঘটাভাবো নাম কশ্চিদুপলভ্যতে, নচ (*) কল্প্যতে; তাবতৈবাভাবব্যবহারোপপত্তেঃ। তথা শব্দান্তরাচ্চ—পূর্ব্বকালে ধর্ম্মান্তরযোগ এবাবগম্যতে। শব্দান্তরঞ্চ (†) পূর্ব্বোদাহৃতম্—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিকম্। তত্র হি "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাৎ" [ছান্দো° ৬।২।২] ইতি তুচ্ছত্বমাক্ষিপ্য "সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি ব্যবস্থাপিতম্। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" [বৃহদা° ৩।৪।৭] ইতি সুস্পষ্টমুক্তম্ ॥২॥১॥১৮॥

রক্ষার জন্য "অসদেব ইদম্" এই স্থলেও 'অসৎ' পদের ঐরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে। যুক্তি হইতেও অসৎপদের ধর্ম্মান্তরত্ব অর্থ প্রতীত হইতেছে; কারণ, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যে পদার্থ-ধর্ম্ম, যুক্তিই তাহা জানাইয়া দিতেছে। কেন না, মৃত্তিকারূপ দ্রব্যের যে, স্থূল ও গোলাকার আকৃতির সহিত সম্বন্ধ, তাহাই 'ঘটঃ অস্তি' অর্থাৎ 'ঘট আছে,' এইরূপ ব্যবহারের প্রযোজক; আবার সেই মৃত্তিকারই যে, ঘটাবস্থার বিরোধী অবস্থান্তরের সহিত সম্বন্ধ, তাহাই তাহার 'ঘটঃ নাস্তি' অর্থাৎ 'ঘট নাই', এই অসৎ-ব্যবহারের কারণ। তন্মধ্যেও আবার কপালাদি অবস্থা সেই ঘটাবস্থারই বিরোধী; সুতরাং সেই কপালাদি অবস্থাই ঘটাবস্থাপ্রাপ্ত মৃত্তিকার 'নাস্তি' (নাই), এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক। আর এই অবস্থান্তরাতিরিক্ত ঘটাভাব বলিয়া যে, কোন পদার্থ উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহাও নহে। আর সেই অবস্থা দ্বারাই যখন অভাব-ব্যবহারও উপপন্ন হইতে পারে, তখন 'অভাব' নামেও একটা পদার্থ কল্পনা করা আবশ্যক হয় না। সেইরূপ শব্দান্তর হইতেও (অন্য প্রকার শব্দ-ব্যবহার হইতেও) উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্যপ্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধই প্রতীত হইতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে উদাহৃত "সদেব সোম্যেদম্ অগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি বাক্যই এখানে 'শব্দান্তর'-পদের লক্ষ্য; কারণ, সেই সকল বাক্য 'হে সোম্য, কিরূপে এরূপ হইতে পারে? অর্থাৎ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে?' এইরূপে [উৎপত্তির পূর্ব্বেও] জগতের তুচ্ছত্ব (অসত্ত্ব) নিষেধ করিয়া 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সৎই ছিল,' এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 'তখন (উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) ছিল, তাহাই নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল।' এই স্থলেও [জগতের সত্ত্ব) সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

(*) তৎ কল্প্যতে' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) পূর্ব্বপূর্ব্বোদা' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইদানীং কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বে নিদর্শনদ্বয়ং দ্বাভ্যাং সূত্রাভ্যাং দর্শয়তি—

পটবচ্চ ॥২॥১॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—পটবৎ (পটের ন্যায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—যথা তন্তব এব আতান-বিতানাদিসংস্থানবিশেষযোগাৎ 'পটঃ' ইতি নাম-রূপাভ্যাং কার্য্যভাবং ভজতে, তথা ব্রহ্মাপি ইত্যর্থঃ।

সূত্রসমূহ যেমন অবস্থাবিশেষযোগে 'পট' ইত্যাকার নাম ও রূপভাগী হইয়া কার্য্যসংজ্ঞা লাভ করে, ব্রহ্মও ঠিক্ তদ্রূপ ॥২॥১॥১৯॥]

যথা তন্তব এব ব্যতিষঙ্গবিশেষভাজঃ পট ইতি নাম-রূপকার্য্যান্তরাদিকং ভজন্তে, তদ্বদ্ ব্রহ্মাপি ॥২॥১॥১৯॥

যথা চ প্রাণাদিঃ ॥২॥১॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—যথা (যেমন) চ (ও) প্রাণাদিঃ (প্রাণপ্রভৃতি)।]

[সরলার্থঃ—যথা চ এক এব বায়ুঃ শরীরে প্রবিশ্য বৃত্তিবিশেষযোগেন প্রাণাপানাদি-নামানি ভজতে, তথা ব্রহ্মাপি ; অতঃ তদনন্যত্বং জগত ইতিভাবঃ ॥

একই বায়ু যেমন শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাপারবিশেষযোগে প্রাণাপানাদি সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্মও ; অতএব কার্য্যও কারণের অনন্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥২॥১॥২০॥]

[ইতি ষষ্ঠ আরম্ভণাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

যথা চ বায়ুরেক এব শরীরে বৃত্তিবিশেষং ভজমানঃ প্রাণাপানাদি-নামরূপকার্য্যান্তরাণি (*) ভজতে; তদ্বদ্ ব্রহ্মৈকমেব বিচিত্রস্থিরত্র-সরূপং জগদ্ ভবতি, ইতি পরমকারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং জগতঃ সিদ্ধম্ ॥২॥১॥২০॥ [ষষ্ঠম্ আরম্ভণাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৬॥]

এখন পরবর্ত্তী দুইটি সূত্রে কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—

'পটের ন্যায়ও বটে,'—অর্থাৎ সূত্রসমূহই যেরূপ সংযোগবিশেষযুক্ত হইয়া 'পট' ইত্যাকার নাম-রূপাত্মক স্বতন্ত্র একটি কার্য্যরূপ ভজনা করিয়া থাকে, ব্রহ্মও তদ্রূপ ॥২॥১॥১৯॥

একই বায়ু যেরূপ শরীরেরমধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লাভ করত প্রাণ অপানাদি নাম-রূপাদি স্বতন্ত্র কার্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এক ব্রহ্মই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিচিত্র জগদাকার প্রাপ্ত হন। অতএব পরম কারণ পরব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥২॥১॥২০॥

[ষষ্ঠ আরম্ভণাধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥]

(*) 'নামরূপাদিকার্য্যান্তরাণি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

ইতরব্যপদেশাধিকরণম্।] **ইতর-ব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ ॥২॥১॥২১॥**

[পদচ্ছেদঃ—ইতরব্যপদেশাৎ (ইতরের—জীবের উল্লেখবশতঃ) হিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ) হিতের অননুষ্ঠান দোষের সম্ভাবনা হয়)]।

[সরলার্থঃ—"তৎ ত্বম্ অসি" "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ ইতরস্য কার্য্যরূপেণ ভিন্নস্য জীবস্য ব্রহ্মভাবঃ ব্যপদিশ্যতে, ইত্যুক্তম্; ততশ্চ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ, ব্রহ্মণঃ হিতরূপ-জগদকরণম্ অহিতরূপজগৎকরণঞ্চ, ইত্যেবমাদীনাং দোষাণাং প্রসক্তিঃ ভবতীতি শেষঃ। অতঃ জীবস্য ব্রহ্মানন্যত্বমসঙ্গতমিতিভাবঃ।

"তুমিই সেই ব্রহ্ম", 'এই আত্মাই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ জীবের ব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মের পক্ষে নিজের হিতকর (সুখময়) জগৎ সৃষ্টি না করা, পক্ষান্তরে দুঃখবহুল জগৎ সৃষ্টি করা প্রভৃতি দোষ সমূহের সম্ভাবনা হইতে পারে ॥২॥১॥২১॥]

জগতো ব্রহ্মানন্যত্বং প্রতিপাদয়দ্ভিঃ "তত্ত্বমসি" [ছান্দো° ৬।৮।৭] "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" [বৃহদা° ৬।৪।৫] ইত্যাদিভির্জীবস্যাপি ব্রহ্মানন্যত্বং ব্যপদিশ্যত ইত্যুক্তম্। তত্রেদং চোদ্যতে—যদীতরস্য জীবস্য ব্রহ্মভাবোঽমীভির্ব্বাক্যৈর্ব্যপদিশ্যতে, তদা ব্রহ্মণঃ সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসংকল্পত্বাদিযুক্তস্যাত্মনো

জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, 'তুমি হও তৎস্বরূপ', 'এইআত্মা (জীব) ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও জীবের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছে (*)। তাহাতে এই আপত্তি হইতেছে যে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যদি ব্রহ্মেতর জীবেরও ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন ভাল মন্দ সমস্তই জানেন, এবং যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে নিজের হিতকর জগৎ নির্ম্মাণ না করা,

[পূর্ব্বপক্ষ—]

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'ইতরব্যপদেশাধিকরণ।' ইহা ২১শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত তিন সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জগৎকারণ ব্রহ্ম ও জীবের অনন্যত্ব (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তির পক্ষে আপনার অহিতকর কার্য্যকরা সম্ভবপর হয় না; অতএব, ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব ও জীবাভিন্নত্বও সঙ্গত হইতে পারে না। (৪) উত্তর—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, জীবভাব আর ব্রহ্মভাব এক নহে, পৃথক্। সুতরাং পৃথগ্ভূত জীবের কর্ম্মানুসারে দুঃখবহুল জগৎসর্জ্জন করা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তির পক্ষে দোষাবহ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মই জগৎকারণ ও জগতের তদনন্যত্ব জ্ঞানই প্রয়োজন ॥

হিতরূপ-জগদকরণম্ অহিতরূপজগৎকরণমিত্যাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকানন্তদুঃখাকরঞ্চেদং জগৎ; নচ ঈদৃশে স্বানর্থে স্বাধীনো বুদ্ধিমান্ প্রবর্ত্ততে। জীবাদ্ ব্রহ্মণো ভেদবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো জগদ্‌ব্রহ্মণোরনন্যত্বং বদতা ত্বয়ৈব পরিত্যক্তাঃ, ভেদে সত্যনন্যত্বাসিদ্ধেঃ।

ঔপাধিকভেদবিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ, স্বাভাবিকাভেদবিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয় ইতি চেৎ, তত্রেদং বক্তব্যম্—স্বভাবতঃ স্বস্মাদভিন্নং জীবং কিম্ অনুপহিতং জগৎকারণং ব্রহ্ম জানাতি বা, ন বা? ন জানাতি চেৎ, সর্ব্বজ্ঞত্বহানিঃ; জানাতি চেৎ, স্বস্মাদভিন্নস্য জীবস্য দুঃখং স্বদুঃখমিতি জানতো ব্রহ্মণো হিতাকরণাহিতকরণাদিদোষপ্রসক্তিরনিবার্য্যা।

জীব-ব্রহ্মণোরজ্ঞানকৃতো ভেদঃ, তদ্‌বিষয়া ভেদশ্রুতিরিতি চেৎ, তত্রাপি জীবাজ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্তো বিকল্পস্তৎফলঞ্চ তদবস্থম্। ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষে

আর অহিতকর (দুঃখকর) জগৎ রচনা করা, ইত্যাদি দোষ সমূহও সম্ভাবিত হইতে পারে। [অথচ দেখাযায়,] এই জগৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অনন্ত দুঃখের আকর; কিন্তু, বুদ্ধিমান্ কোনও স্বাধীন পুরুষই নিজের অনর্থকর ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ বলিতে যাইয়া তুমিই জীব-ব্রহ্মের ভেদবাদিনী শ্রুতিসমূহ পরিত্যাগ করিয়াছ; কেন না, ভেদ স্বীকার করিলে [জীব ও ব্রহ্মের] অনন্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

যদি বল [জীব ও ব্রহ্মের] ভেদবোধক শ্রুতিসমূহও ঔপাধিক ভেদবিষয়ক, আর অভেদবোধক শ্রুতি সমূহও স্বাভাবিক অভেদবিষয়ক। তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, জগতের কারণীভূত অনুপহিত (উপাধি সম্বন্ধরহিত নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্মকি স্বভাবতই আপনা হইতে অভিন্নস্বরূপ জীবকে জানেন? অথবা জানেন না? যদি না জানেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার বাধা হয়, আর যদি জানেন, তাহা হইলেও আপনা হইতে অভিন্ন জীবের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়াই অনুভব করা উচিত; সুতরাং ব্রহ্মের পক্ষে হিতের অকরণ, আর অহিতকরণাদি দোষের সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে।

যদি বল, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ, তাহা অজ্ঞানকৃত, ভেদশ্রুতি সমূহও কেবল তদ্বিষয়কই; তাহাতেও জীবের অজ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্ত দোষানুসঙ্গাদি বিকল্প ও তাহার ফল তদবস্থায়ই রহিল, অর্থাৎ সেই দোষের আর উপপত্তি হইল না (*)। আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মাশ্রিত বলিলেও

(*) তাৎপর্য্য—অজ্ঞান-উপাধি সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। একমতে অজ্ঞান জীবেরই ধর্ম্ম, সুতরাং জীবাশ্রিত; ব্রহ্মে অজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই, তিনি নিত্য প্রকাশময় জ্ঞানস্বভাব। অপর মতে, এই—অজ্ঞানটি ব্রহ্মাশ্রিত ব্রহ্মধর্ম্ম। তন্মধ্যে অজ্ঞানকে জীবগত স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত হিতাকরণাদি দোষের এবং জীবকৃতকর্ম্মে ব্রহ্মেরও সুখ-দুঃখভোগপ্রসঙ্গের কিছুমাত্র পরিহার হয় না। আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মগত বলিলেও দোষ এই যে, ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশাত্মক, অজ্ঞান তাহার সেই প্রকাশকে আচ্ছাদিত (আবৃত) করিয়া ফেলে। এখন কথা হইতেছে যে,

স্বপ্রকাশস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানসাক্ষিত্বং তৎকৃতজগৎসৃষ্টিশ্চ ন সম্ভবতি। অজ্ঞানেন প্রকাশস্তিরোহিতশ্চেৎ, তিরোধানস্য প্রকাশনিবৃত্তিকরত্বেন প্রকাশস্যৈব স্বরূপত্বাৎ, স্বরূপনিবৃত্তিরেবেতি স্বরূপনাশাদিদোষসহস্রং প্রাগেবোদীরিতম্। অত ইদমসঙ্গতং ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বম্ ॥২॥১॥২১॥ ইতি প্রাপ্তে অভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অধিকন্তু ভেদ-নির্দ্দেশাৎ ॥২॥১॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকং (অধিক) তু (পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্তিসূচক) ভেদনির্দ্দেশাৎ (ভেদের নির্দ্দেশ হেতু।]

[সরলার্থঃ—উক্তং দোষং পরিহরন্ আহ "অধিকম্" ইত্যাদি। তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। কার্য্য-কারণয়োঃ অনন্যত্বেঽপি জীবস্বরূপং পুনঃ ব্রহ্মস্বরূপাৎ অধিকং অর্থান্তরভূতম্; কস্মাৎ? ভেদনির্দ্দেশাৎ "করণাধিপাধিপঃ", "বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ", ইত্যাদৌ জীব-ব্রহ্মণোঃ ভেদোক্তেরিতিভাবঃ। চেতনাচেতনবস্তুশরীরকং ব্রহ্মৈব কারণাবস্থং কার্য্যাবস্থঞ্চেতি গুণদোষবিবেকঃ।

পূর্ব্বোক্ত দোষ যে কখনই হইতে পারে না, ইহা জ্ঞাপনার্থ 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও কার্য্য-কারণ বিভিন্ন পদার্থ নহে, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে জীবের স্বরূপটি অধিক অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ। কারণ, 'ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়স্বামী—জীবেরও অধিপতি'. যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার ঈশ্বর, তিনি জীব হইতে অন্য' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদনির্দ্দেশ রহিয়াছে ॥২॥১॥২২॥]

স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের অজ্ঞানসাক্ষিত্ব এবং তন্নিবন্ধন যে সৃষ্টিকার্য্য, তাহাও সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি বল, অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশভাব আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রকাশের নিবৃত্তি করাই যখন আচ্ছাদনের ফল বা কার্য্য, এবং ব্রহ্মও যখন কেবলই প্রকাশস্বরূপ, তখন [প্রকাশাবরণ শব্দের অর্থ ত] স্বরূপতঃ প্রকাশেরই নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ-নাশ প্রভৃতি যে সহস্র দোষের সম্ভাবনা হয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের এই জগৎকারণবাদ সঙ্গত নহে ॥২॥১॥২১॥

এইরূপ দোষপ্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছেন—'কিন্তু ভেদনির্দ্দেশ হেতু ব্রহ্ম হইতে জীব অধিক বা পদার্থান্তর।'

'আবরণ' অর্থ প্রকাশকে নিবৃত্তি করিয়া দেওয়া; কিন্তু ব্রহ্ম যখন কেবলই প্রকাশাত্মক—প্রকাশাতিরিক্ত যখন তাহার অস্তিত্বই নাই, তখন সেই প্রকাশেরই নিবৃত্তি হইলে তাহার আর রহিল কি?—স্বরূপইত নষ্ট হইয়া গেল। সুতরাং এ পক্ষও সমীচীন নহে।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি ; আধ্যাত্মিকাদিদুঃখযোগার্হাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকমর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম। কুতঃ ? ভেদনির্দ্দেশাৎ—প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দ্দিশ্যতে পরং ব্রহ্ম—"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যম্ আত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" [বৃহদা০৫।৭।২২], "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং (*) চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৬], " স কারণং করণাধিপাধিপঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৯], "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৬], "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৯], "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ" [বৃহদা০ ৬।৩।২১], "প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ" [বৃহদা০ ৬।৩।৩৫], "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৯], "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৬], "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৩], "যোঽব্যক্তমন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাব্যক্তং শরীরং যমব্যক্তং ন বেদ, যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যস্য

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্ব্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে। আধ্যাত্মিকাদি দুঃখযোগার্হ জীব অপেক্ষা ব্রহ্ম অধিক অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ। কারণ ? ভেদনির্দ্দেশই কারণ ; কেন না, বক্ষ্যমাণ শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'যিনি আত্মাতে অবস্থিতি করিয়াও আত্মা (জীব) হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না, অথচ আত্মাই যাঁহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা', 'পৃথক্ (জীব হইতে ভিন্ন) প্রেরক আত্মাকে চিন্তা করিয়া তাহা হইতেই প্রীতি লাভ করে, এবং তাহার ফলে অমৃতত্বও লাভ করে,' 'তিনিই কারণ, এবং করণাধিপতিরও (ইন্দ্রিয়ের স্বামী-জীবেরও) অধিপতি', 'তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন প্রিয় কর্ম্মফল ভক্ষণ করে, অপরে (ব্রহ্ম) ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র', তাহারা উভয়েই অজ—জন্মহীন ; [একটি] বিশেষজ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ, একটি ঈশ্বর, অপরটি (জীব) অনীশ্বর (পরাধীন)', 'প্রাজ্ঞ পরমাত্মায় মিলিত হইয়া,' 'প্রাজ্ঞ আত্মাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া,' 'মায়ী ব্রহ্ম এই মায়ার সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, অপরে (জীব) আবার তাহাতেই (সেই জগতেই) মায়া দ্বারা নিবদ্ধ হয়।' 'যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন, এবং এক হইয়াও বহুর কাম্য বিষয়সমূহ সৃষ্টি করেন', 'যিনি অব্যক্তের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহাকে জানে না ; যিনি অক্ষরের অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অক্ষর যাহার শরীর, অক্ষর (জীব)

(*) প্রেরয়িতারং' ইতি 'ক' পাঠঃ।

মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুঃ (*) ন বেদ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" [সুবাল০ ৭] ইত্যাদিভিঃ ॥২॥১॥২২॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥২॥১॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অশ্মাদিবৎ (চুম্বকপ্রস্তরাদির ন্যায়) চ (ও) তদনুপপত্তিঃ (সেই দোষের সম্ভব নাই)।]

[সরলার্থঃ—অচেতনাশ্মকাষ্ঠ-লোষ্টাদিবৎ অচেতনস্য দুঃখবহুলস্য জীবস্যাপি তদনুপপত্তিঃ—ব্রহ্মভাবানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। জীবাভেদনির্দ্দেশস্তু "যস্যাত্মা শরীরম্", ইত্যাদিশ্রুতিশতবাধিততয়া জীবশরীরক-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপর ইত্যাশয়ঃ ॥

পাষাণ, কাষ্ঠ ও লোষ্টাদির ন্যায় অচেতন দুঃখবহুল জীবেরও ব্রহ্মভাব (ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি) উপপন্ন হইতে পারে না। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়; এইজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দ্দেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥২॥১॥২৩॥ সপ্তম ইতরব্যপদশাধিকরণ ॥৭॥]

অশ্ম-কাষ্ঠ-লোষ্ট-তৃণাদীনামত্যন্তহেয়ানাং সততবিকারাস্পদানামচিদ্বিশেষাণাং নিরবদ্য-নির্ব্বিকার-নিখিলহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতান-স্বেতর-সমস্তবস্তুবিলক্ষণানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপ-নানাবিধানন্তমহাবিভূতি-ব্রহ্মস্বরূপৈক্যং যথা নোপপদ্যতে, তথা চেতনস্যাপ্যনন্তদুঃখযোগার্হস্য খদ্যোতকল্পস্য "অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিবাক্যাবগত-সকলহেয়প্রত্যনীকানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণাকর-ব্রহ্মভাবানুপপত্তিঃ। সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশঃ "যস্যাত্মা

যাহাকে জানে না', 'যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাহার শরীর, এবং মৃত্যু যাহাকে জানে না, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ' ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ২২ ॥

অশ্ম (পাষাণ), কাষ্ঠ, লোষ্ট (মৃত্তিকাপিণ্ড) ও তৃণাদির ন্যায় অত্যন্ত তুচ্ছস্বরূপ এবং সর্ব্বদা বিকারশীল বিশেষ বিশেষ অচেতন পদার্থসমূহের যেমন নির্দ্দোষ, নির্ব্বিকার, সমস্ত বস্তুবিলক্ষণ, একমাত্র কল্যাণতৎপর এবং অব্রহ্ম সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণস্বরূপ, অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দৈকরূপ ও নানাবিধ অনন্ত মহাবিভূতিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত ঐক্য সম্ভব হয় না, তেমনি চেতন হইলেও অনন্ত দুঃখযোগযোগ্য, খদ্যোতসদৃশ জীবের পক্ষেও "অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে যিনি সমস্ত তুচ্ছপদার্থের বিপরীত, নিরবধি ও নিরতিশয় অসংখ্য কল্যাণময় গুণের আকর বলিয়া বিজ্ঞাত হইতেছেন, সেই ব্রহ্মের স্বভাব লাভ করা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না।

(*) যো মৃত্যুম্' ইত্যাদিঃ 'ন বেদ' ইত্যন্তঃ পাঠঃ 'ঘ' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

শরীরম্” ইত্যাদিশ্রুতের্জীবস্য ব্রহ্মশরীরত্বাৎ ব্রহ্মণো জীবশরীরতয়া তদাত্মত্বেনাবস্থিতের্জীবপ্রকার-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরশ্চৈতদদিরোধী, প্রত্যুত এতস্যার্থস্যোপপাদকশ্চেতি “অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ” [ব্রহ্মসূ০ ১।৪।২২] ইত্যাদিভিরসকৃদুপপাদিতম্। অতঃ সর্ব্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্বস্তুশরীরমিতি সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণম্ ; তদেব ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং জগদাখ্যং কার্য্যম্, ইতি জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ, জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বম্, ব্রহ্মণোঽনন্যত্বম্, অচিদ্বস্তুনো জীবস্য চ ব্রহ্মণশ্চ পরিণামিত্ব-দুঃখিত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বস্বভাবাসঙ্করঃ সর্ব্বশ্রুত্যবিরোধশ্চ ভবতি।

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব” [ছান্দো০৬।২।১] ইত্যবিভাগাবস্থায়ামপ্যচিদ্যুক্তজীবস্য ব্রহ্মশরীরতয়া সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানম্ অবশ্যাভ্যুপগন্তব্যম্, “বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ।” “ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ, নানাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ” [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৩৪-৩৫] ইতি সূত্রদ্বয়োদিতত্বাৎ তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানস্য। অবিভাগস্তু নাম-রূপবিভাগাভাবাদুপপদ্যতে ; অতো ব্রহ্মকারণত্বং সম্ভবত্যেব।

‘আত্মা (জীব) যাহার শরীর’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানাযায় যে, জীব ব্রহ্মেরই শরীর ; সুতরাং জীবশরীরত্বনিবন্ধন ব্রহ্মও জীবাত্মরূপে অবস্থান করেন ; এইরূপ অবস্থিতি হেতুই জীব ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশও অর্থাৎ অভেদনির্দ্দেশও বিরুদ্ধ হয় না ; বরং উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূলই হয়। একথা ‘কাশকৃৎস্ন বলেন, এইরূপে (জীবভাবে) অবস্থিতিহেতু [সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশ]’ ইত্যাদি সূত্রে পুনঃ পুনঃ উপপাদন করা হইয়াছে। অতএব চেতনাচেতনবস্তু-শরীরক ব্রহ্মই বিবিধ অবস্থায় অবস্থিত ; তন্মধ্যে, সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্তুশরীরক ব্রহ্ম কারণস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই আবার স্থূল চেতনাচেতনবস্তু-শরীরে জগৎ নামক কার্য্যস্বরূপও হন ; অতএব, জগৎ ও ব্রহ্মের [যথাসম্ভব] পরিণামিত্ব, দুঃখিত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব প্রভৃতি স্বভাবে পরস্পর অসম্মিশ্রণ এবং সমস্ত শ্রুতিবাক্যের অবিরোধও সিদ্ধ হইতেছে। ‘হে সোম্য, অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে—অবিভাগাবস্থায়) এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল’ এই শ্রুতি-প্রমাণানুসারে অবিভাগাবস্থায়ও (প্রলয়সময়েও) ব্রহ্মশরীরত্বনিবন্ধনই অচিৎযুক্ত জীবের সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কেন না “বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন” ইত্যাদি দুইটি সূত্রে তৎকালেও সূক্ষ্মাবস্থায় জীবভাবের অবস্থিতি অভিহিত হইয়াছে। [বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়] নাম ও রূপবিভাগ না থাকায় অবিভাগও উপপন্ন হয় ; সুতরাং জগতের ব্রহ্মকারণতা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইতেছে।

যে পুনরস্যৈব জীবস্যাবিদ্যাবিযুক্তাবস্থামভিপ্রেত্য ইমং ভেদং বর্ণয়ন্তি, তেষামিদং সর্ব্বমসঙ্গতং স্যাৎ; ন হি—তদবস্থস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং সমস্তকারণত্বং সর্ব্বাত্মকত্বং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বমিত্যাদীনি সন্তি। অনেনৈব রূপেণ হ্যাভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রত্যগাত্মনো ভেদঃ প্রতিপাদ্যতে; তস্য সর্ব্বস্যাবিদ্যাপরিকল্পিতত্বাৎ। (*) ন চাবিদ্যাপরিকল্পিতস্যাবিদ্যাবস্থায়াং শুক্তিকা-রজতাদিভেদবৎ পরস্পরভেদোঽত্র সূত্রকারেণ "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।২২] ইত্যাদিষু প্রতিপাদ্যতে; ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি জিজ্ঞাস্যতয়া প্রক্রান্তস্য ব্রহ্মণো জগজ্জন্মাদিকারণস্য বেদান্তবেদ্যত্বম্, তস্য চ স্মৃতি-ন্যায়বিরোধপরিহারশ্চ ক্রিয়তে "অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ॥" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৮-৯] ইতি সূত্রদ্বয়মেতদধিকরণসিদ্ধমনুবদতি। তত্রহি বিলক্ষণয়োঃ কার্য্য-কারণ-ভাবসম্ভব এবাধিকরণার্থঃ। "অসদিতি চেৎ ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ॥" [২।১।৭] ইতি চ পূর্ব্বাধিকরণস্থমনুবদতি ॥২॥১॥২৩॥

[সপ্তমম্ ইতরব্যপদেশাধিকরণম্ ॥৭॥]

যাহারা এই জীবেরই অবিদ্যারহিত অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত ভেদ বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে কথিত সিদ্ধান্তগুলি অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কেন না, জীবের তাদৃশ অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বেশ্বরতা, সর্ব্বকারণতা সর্ব্বাত্মকতা ও সর্ব্বনিয়ন্তৃতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সমূহ কখনই থাকিতে পারে না। উল্লিখিত শ্রুতিসমূহে উক্তপ্রকার স্বরূপ নিরূপণাভিপ্রায়েই ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে; ঐ সমস্তই অবিদ্যা দ্বারা পরিকল্পিত। আর সূত্রকারও যে, এখানে "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রে অবিদ্যাকল্পিত জীবের অবিদ্যাবস্থায় শুক্তিকা-রজতাদি ভেদের ন্যায় উহাদেরও পরস্পর ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা নহে; পরন্তু, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য' এই বলিয়া জিজ্ঞাস্যরূপে উপক্রান্ত যে জগৎকারণ ব্রহ্ম, তাহারই বেদান্ত-বেদ্যত্ব এবং তৎসম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র ও যুক্তিগত বিরোধের পরিহার করিতেছেন মাত্র। তাহার পর, "অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্"। "নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ" এই দুইটি সূত্রও এই অধিকরণগত সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করিতেছে। কারণ, সেখানেও বিলক্ষণ পদার্থদ্বয়ের কার্য্য-কারণভাবপ্রতিপাদন করাই ঐ অধিকরণের উদ্দেশ্য; আর "অসদিতি চেৎ, ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ" এই সূত্রও পূর্ব্বাধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহেরই অনুবাদ করিতেছে ॥২॥১॥২৩॥ [সপ্তম ইতর ব্যপদেশাধিকরণ ॥৭॥]

(*) তৎসর্ব্বং হ্যবিদ্যাপরিকল্পিতং স্মর্য্যতে।' ইত্যধিকঃ 'ক' পুস্তকে পাঠ উপলভ্যতে।

উপসংহার দর্শনাধিকরণম্। **উপসংহারদর্শনান্নেতি চেৎ, ন, ক্ষীরবদ্ধি ॥২॥১॥২৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—উপসংহারদর্শনাৎ (উপাদান কারণ সংগ্রহের নিয়ম দৃষ্ট হওয়ায়) ন (না—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল), ন (না), ক্ষীরবৎ (দুগ্ধের ন্যায়) হি (যেহেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—কার্য্যনিষ্পত্তৌ অনেককারকোপসংহারদর্শনাৎ একমেব ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টৌ ন প্রভবতি ইতি চেৎ, ন, হি যস্মাৎ ক্ষীরবৎ সম্ভবতি ; যথা ক্ষীরং একমপি কারকান্তরমনপেক্ষ্যৈব দধ্যাদি-কার্য্যাকারেণ পরিণমতে, তথা একমপি ব্রহ্ম বিচিত্রজগদাকারেণ পরিণংস্যতে, ইত্যত্র ন কশ্চিৎ দোষ ইত্যাশয়ঃ ॥

যদি বল, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কার্য্যসম্পাদন করিতে হইলেই অনেক কারকের সাহায্য আবশ্যক হয় ; সুতরাং ব্রহ্ম একাকী এই জগৎ কার্য্য রচনায় কখনই সমর্থ হইতে পারেন না। না—তাহাও বলিতে পার না ; যেহেতু দুগ্ধ অন্য কোনও কারকের সাহায্য না লইয়াই দধিপ্রভৃতি কার্য্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে ; সুতরাং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম যে, একাকী হইয়াও জগৎকার্য্য রচনা করিবেন, ইহাতে আপত্তি কি ? ॥২॥১॥২৪॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞস্য (*) সত্যসংকল্পস্য স্থূলসূক্ষ্মাবস্থ-সর্ব্বচেতনাচেতনবস্তুশরীরতয়া সর্ব্বপ্রকারত্বেন সর্ব্বাত্মত্বং সকলেতরবিলক্ষণত্বং চাবিরুদ্ধমিতি স্থাপিতম্। ইদানীং সর্ব্বজ্ঞস্য সত্যসংকল্পস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ সংকল্পমাত্রেণ বিচিত্রজগৎসৃষ্টিযোগো ন বিরুদ্ধ ইতি স্থাপ্যতে।

স্থূলসূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প পরব্রহ্মের শরীরস্থানীয় ; সুতরাং সমস্ত পদার্থই তদ্বিশেষণীভূত হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বাত্মকতা এবং অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণতাও বিরুদ্ধ নহে, ইহা অবধারিত হইয়াছে। সত্যসংকল্প পরব্রহ্মের যে, ইচ্ছামাত্রে সমস্ত জগৎসৃষ্টি করাও বিরুদ্ধ হয় না, এখন তাহাই স্থাপিত হইতেছে (†)।

(*) সর্ব্বজ্ঞস্য' ইতি পাঠঃ 'খ' পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'উপসংহারদর্শন' অধিকরণ। চব্বিশ হইতে পঁচিশ পর্য্যন্ত দুইটি মাত্র সূত্রে হইা সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শক্তিমান্ পুরুষের কার্য্যেও যখন অনেক কারকের সাহায্য আবশ্যক হয়, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। (৪) উত্তর—ক্ষীরই ইহার দৃষ্টান্ত ; দেখা যায়, অচেতন ক্ষীর যেমন অপর কোনও কারকের সাহায্য না লইয়াই 'দধি' রূপে পরিণত হয়, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মও তেমনি অপর কাহারো সাহায্য না লইয়াই বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ করিতে পারেন, কোনও বাধা নাই। (৫) নির্ণয়—অতএব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগতের কারণ।

ননু চ পরিমিতশক্তীনাং কারক-কলাপোপসংহারসাপেক্ষত্বদর্শনেন (*) সর্ব্বশক্তেব্র্ব্রহ্মণঃ কারককলাপানুপসংহারেণ জগৎকারণত্ববিরোধঃ কথমাশঙ্ক্যতে? উচ্যতে—লোকে তত্তৎকার্য্যজননশক্তিযুক্তস্যাপি তত্তদুপকরণাপেক্ষত্বদর্শনাৎ সর্ব্বশক্তিযুক্তস্য পরস্য ব্রহ্মণোঽপি তত্তদুপকরণবিরহিণঃ স্রষ্টৃত্বং নোপপদ্যতে, ইতি কস্যচিন্মন্দধিয়ঃ শঙ্কা জায়তে, ইতি সা নিরাক্রিয়তে। ঘটপটাদিকারণভূতানাং কুলাল-কুবিন্দাদীনাং তজ্জননসামর্থ্যে সত্যপি কানিচিদুপকরণানি উপসংহৃত্যৈব জনয়িতৃত্বং দৃশ্যতে, তজ্জননাশক্তাঃ কারককলাপোপসংহারেঽপি জনয়িতুং ন শক্নুবন্তি; শক্তাঃ পুনঃ কারককলাপোপসংহারে জনয়ন্তীত্যেতাবানেব বিশেষঃ। ব্রহ্মণোঽপি সর্ব্বশক্তেঃ সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বং তদুপকরণানুপসংহারে নোপপদ্যতে। প্রাক্ সৃষ্টেশ্চাসহায়ত্বং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ", "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" ইত্যেবমাদিষু প্রতীয়তে। অতঃ স্রষ্টৃত্বং নোপপদ্যতে, ইত্যেবং প্রাপ্তম্। (†) তদিদমাশঙ্কতে—"উপসংহারদর্শনান্নেতি চেৎ" ইতি।

প্রশ্ন হইতেছে যে, পরিমিত-শক্তিশালী লোকদিগের কার্য্য সম্পাদনে বহু কারকের সংগ্রহ অপেক্ষিত দৃষ্ট হয় বলিয়া যে, সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মের পক্ষেও অনেক কারক সংগ্রহের আবশ্যকতা এবং তন্নিবন্ধন তাঁহারও জগৎকারণতার অসম্ভব আশঙ্কা, তাহা হয় কিরূপে? হাঁ, বলা হইতেছে—উৎপন্ন এই জগতে যে লোক বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনেও শক্তিমান্, তাহাকেও কার্য্যোপযোগী বিশেষ বিশেষ সাধনসংগ্রহ করিতে দেখা যায়; অতএব পর ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও উপযুক্ত সাধন-সংগ্রহ না থাকায় তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না; কোনও মন্দমতি ব্যক্তির এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে; এখানে সেই আশঙ্কাই নিবারিত হইতেছে। ঘট-পটাদি কার্য্যের কারণীভূত কুম্ভকারও তন্তুবায় প্রভৃতিকে সেই সমস্ত কার্য্য-জননে সামর্থ্যসত্ত্বেও কতকগুলি উপকরণ (কার্য্যোৎপাদনের সাধন) সংগ্রহপূর্ব্বকই কার্য্য করিতে দেখা যায়। যাহারা সেই সমস্ত কার্য্যোৎপাদনে অশক্ত, তাহারা উপযুক্ত কারক সমূহ সংগ্রহ করিয়াও কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না; আর শক্তিমান্ ব্যক্তিরা উপযুক্ত কারকসমূহ সংগ্রহ করিতে পারিলেই কার্য্য জন্মাইতে পারে, উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বশেষ। [অতএব] সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মেরও কার্য্যোপযোগী উপকরণের অসদ্ভাবে সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের যে অসহায়ত্ব, তাহা 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ একমাত্র সৎস্বরূপই ছিল', 'একমাত্র নারায়ণই [অগ্রে] ছিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রতীত হইতেছে। অতএব সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতেছে না; এইরূপই পাওয়া যায়। "উপসংহার-দর্শনাৎ নেতি চেৎ," বলিয়া উক্ত আশঙ্কাই প্রকটিত করিতেছেন—

(*) দর্শনেনৈব' ইতি 'ক' পাঠ। (†) ইত্যেবং প্রাপ্তে তদিদম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

পরিহরতি—"ন, ক্ষীরবদ্ধি" ইতি ; ন সর্ব্বেষাং কার্য্যজননশক্তানামুপসংহারসাপেক্ষত্বমস্তি ; যথা ক্ষীরজলাদের্দধিহিমজননশক্তস্য তজ্জননে ; এবং ব্রহ্মণোঽপি স্বয়মেব সর্ব্বজননশক্তেঃ সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বমুপপদ্যতে। হীতি প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশশ্চোদ্যস্য মন্দতাখ্যাপনায়। ক্ষীরাদিষু আতঞ্চনাদ্যপেক্ষা ন দধ্যাদিভাবায়, অপি তু শৈঘ্র্যার্থং রসবিশেষার্থং বা ॥২॥১॥২৪॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥২॥১॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—দেবাদিবৎ (দেবতাপ্রভৃতির ন্যায়) অপি (ও) লোকে (জগতে)]।

[সরলার্থঃ—লোকে জগতি যথা প্রখ্যাতমহিমানঃ দেবাদয়ঃ অনুপাদায়ৈব বাহ্যসাধনং স্বসংকল্পবলাদেব আত্মোপভোগ্যানি সৃজন্তি, এবং ব্রহ্মাপীত্যর্থঃ ॥

শাস্ত্রের সাহায্যে জগতে যাহাদের মহিমা অবগত হওয়া যায়, সেই দেবতারাও যেমন কোনপ্রকার বাহ্য সাধন গ্রহণ না করিয়া স্বীয় সংকল্পপ্রভাবেই নিজ নিজ আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তেমনি পরব্রহ্মও করেন ॥২॥১॥২৫॥]

যথা দেবাদয়ঃ স্বে স্বে লোকে সংকল্পমাত্রেণ স্বাপেক্ষিতানি সৃজন্তি, তথাসৌ পুরুষোত্তমঃ কৃৎস্নং জগৎ সঙ্কল্পমাত্রেণ সৃজতি। দেবাদীনাং

উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন—"ন, ক্ষীরবৎ হি।" কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ সকল কর্ত্তারই যে, সাধনসংগ্রহের অপেক্ষা আছে, তাহা নহে ; উদাহরণ—যেমন দধি ও হিমাদি-কার্য্য-জননে সমর্থ ক্ষীর ও জলাদি পদার্থের দধি ও হিমাদিরূপ কার্য্য-জননে [সাধনান্তর সংগ্রহের অপেক্ষা নাই,] তেমনি স্বয়ংই অর্থাৎ অপর সাধনের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সর্ব্বকার্য্যোৎপাদন-সমর্থ ব্রহ্মেরও সর্ব্বজনকত্ব উপপন্ন হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রসিদ্ধত্ব আর উক্ত আশঙ্কার হীনত্ব জ্ঞাপনের জন্য 'হি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। দুগ্ধাদি পদার্থে যে, আতঞ্চনাদি (দম্বল বা সাজা) নিক্ষেপের আবশ্যক হয়, দধ্যাদিভাব-সম্পাদন তাহার উদ্দেশ্য নহে ; পরন্তু, দধিভাবের শীঘ্রতা, অথবা আস্বাদন-বিশেষ সমুৎপাদনই তাহার উদ্দেশ্য ॥২॥১॥২৪॥

সিদ্ধান্ত।

সপ্তম উপসংহারদর্শনাধিকরণ ॥৭॥

দেবতাগণ যেমন আপন আপন লোকে ইচ্ছামাত্রে নিজের আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তেমনি এই পুরুষোত্তমও কেবল স্বীয় সংকল্পমাত্রেই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন। দেবতা-

বেদাবগতশক্তীনাং দৃষ্টান্ততয়োপাদানং ব্রহ্মণো বেদাবগতশক্তেঃ সুখ-গ্রহণায়েতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥২॥২॥২৫॥ [উপসংহারদর্শনাধিকরণম্ ॥৮॥]

কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দ-কোপো বা ॥২॥১॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ (সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভাবনা) নিরবয়ত্বশব্দকোপঃ (ব্রহ্ম নিরবয়ব, এই শব্দের ব্যাঘাত) বা (অথবা)।]

[সরলার্থঃ—চিদচিদ্বস্তুশরীরকং ব্রহ্মৈব কার্য্যকারণোভয়াবস্থম্, ইত্যুক্তম্। তত্র চ নিরবয়বত্বেন কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যাকারেণ পরিণামপ্রসক্তিঃ; নিরবয়বত্বাৎ তস্য সাকল্যেন পরিণামঃ সম্ভাব্যতে ইত্যর্থঃ। অথবা তদস্বীকারে চ 'নিরবয়বত্ব'-শব্দকোপঃ—ব্রহ্ম নিরবয়বম্ ইত্যুক্তিঃ ব্যাহন্যেত ॥

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, এক ব্রহ্মই কার্য্য-কারণ উভয়াবস্থায় অবস্থান করেন। এখন আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্ম যদি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ স্বরূপটিই কার্য্যাকারে পরিণত হইতে পারে, তাহার ফলে স্বরূপতঃ ব্রহ্মভাবই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে সমস্তটার পরিণাম স্বীকার না করিলে 'ব্রহ্ম নিরবয়ব' এই কথারও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ॥২॥১॥২৬॥]

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো০ ৬৷২৷১] "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ" [যজুঃ ২৷২৷৮] "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-আসীৎ" [ঐত০ ১৷১৷১] ইত্যাদিষু কারণাবস্থায়াং ব্রহ্মৈকমেব নিরবয়ব-

---

গণের যে, ঐরূপ মহিমা, তাহা বেদ হইতেই জানা যায়। দৃষ্টান্তরূপে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন এই যে, তাহার সাহায্যে বেদ হইতে ব্রহ্মের সম্বন্ধেও যে মহাশক্তি অবগত হওয়া যায়, তাহাও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে ॥২॥১॥২৫॥ [অষ্টম উপসংহার-দর্শনাধিকরণ ॥৮॥]

(*) 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল', 'সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা কিছুই ছিল না' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কারণাবস্থায় একমাত্র নিরবয়ব ব্রহ্মই ছিলেন;

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'কৃৎস্নপ্রসক্তি' অধিকরণ। ইহা পঁচিশ হইতে ৩১ পর্য্যন্ত সাতটি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়— ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—নিরবয়ব ব্রহ্ম জগদুপাদান হইলে তাহার সমস্তটাই জগদাকারে পরিণত হইতে পারে, কিছুই আর অপরিণত স্বরূপাবস্থায় থাকিতে পারে না। (৪) উত্তর—বিচিত্র শক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও জগদাকারে পরিণত হইবেন, আবার অপরিণতভাবেও থাকিবেন; শক্তিবৈচিত্র্যই ইহার কারণ। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, নিরবয়ব ব্রহ্মই কার্য্যরূপেও আছেন এবং কারণরূপেও আছেন; অতএব তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের প্রচ্যুতি ঘটে না, এই তত্ত্ব ইহা হইতেই অবগত হওয়া যায়।

মাসীদিতি কারণাবস্থায়াং নিরস্তচিদচিদ্বিভাগতয়া নিরবয়বং ব্রহ্মৈবাসী-দিত্যুক্তম্; তদবিভাগমেকং নিরবয়বমেব ব্রহ্ম "বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্প্য আকাশ-বায়্বাদিবিভাগং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগঞ্চাভবৎ, ইতি চোক্তম্; এবং সতি তদেব পরং ব্রহ্ম কৃৎস্নং কার্য্যত্বেনোপযুক্তমিত্যভ্যুপ-গন্তব্যম্।

অথ চিদংশঃ ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগবিভক্তঃ, অচিদংশশ্চাকাশাদিবিভাগ-বিভক্ত ইত্যুচ্যতে, তদা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "ব্রহ্মৈক-মেব" "আত্মৈক এব" ইত্যেবমাদয়ঃ কারণভূতস্য ব্রহ্মণো নিরবয়বত্ববাদিনঃ শব্দাঃ কুপ্যেয়ুঃ—বাধিতা ভবেয়ুঃ। যদ্যপি সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণং, স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কার্য্যম্ ইত্যভ্যুপগম্যতে, তথাপি শরীর্য্যংশস্যাপি কার্য্যত্বাভ্যুপগমাদুক্তদোষো দুর্ব্বারঃ; তস্য নিরবয়বস্য বহুভবনঞ্চ নোপপদ্যতে। কার্য্যত্বানুপযুক্তাংশস্থিতিশ্চ নোপপদ্যতে। তস্মাদসমঞ্জসমিব (*) আভাতি, অতো ব্রহ্মকারণত্বং নোপ-পদ্যতে ॥২॥১॥২৬॥

কেন না, কারণাবস্থায় চেতনাচেতন বিভাগ কিছুই না থাকায় ব্রহ্ম নিরবয়বই ছিলেন। বিভাগ-বিহীন সেই নিরবয়ব এক ব্রহ্মই 'আমি বহু হইব' এইরূপ সংকল্প করিয়া আকাশ বায়ু প্রভৃতি অচেতনরূপে এবং ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত জীবরূপে বিভক্ত হইলেন। এইরূপ হইলে, সেই পরব্রহ্মই যে, সম্পূর্ণভাবে কার্য্যরূপে পরিণত হইলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে॥

যদি বল, [ব্রহ্মের কেবল] চেতনাংশই বিভিন্ন জীবভাবে বিভক্ত, আর অচেতনাংশই আকাশাদি ভেদে বিভক্ত হইয়াছে; তাহা হইলেও কারণভূত ব্রহ্মের নিরবয়ত্ববোধক 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিলেন', 'ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক', 'নিশ্চয়ই আত্মা এক' ইত্যাদি বাক্যসমূহ বিরুদ্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ ঐজাতীয় শ্রুতি-বাক্যসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যাইতে পারে। যদিও সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্তুময় শরীরধারী ব্রহ্মই কারণস্বরূপ, আর স্থূল চেতনাচেতনবস্তুময় শরীরধারী ব্রহ্মই কার্য্যস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হউক, তথাপি শরীরী-অংশেরও কার্য্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত দোষ অনিবার্য্য হইতেছে, এবং সেই নিরবয়বের (ব্রহ্মের) বহুরূপ ধারণও উপপন্ন হয় না; আর, যে অংশের কার্য্যরূপে কোনই উপযোগিতা নাই, এরূপ একটা অংশের অবস্থিতিও যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম-কারণবাদ উপপন্ন হইতেছে না ॥২॥১॥২৬॥

---

* অসমঞ্জসমো' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইত্যাক্ষিপ্তে সমাধত্তে—

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২॥১॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতেঃ (শ্রুতির), তু (পূর্ব্বপক্ষনিবৃত্তি) শব্দমূলত্বাৎ (যেহেতু শব্দই তাহার মূল)।]

[সরলার্থঃ—উক্তদোষাশঙ্কাপ্রতিষেধার্থঃ'তু'-শব্দঃ। শ্রুতেঃ—শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ নোক্ত-দোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। লৌকিকসর্ব্বপদার্থবিলক্ষণস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ শব্দমূলত্বাৎ, শব্দৈকগম্যে চার্থে শব্দস্যৈব তৎস্বরূপসমর্পকত্বাদিত্যর্থঃ ; শব্দস্তু নিরবয়বমেব ব্রহ্ম জগৎকারণতয়া নির্দ্দিশতি ; অতো নাসামঞ্জস্যমিতি ভাবঃ॥

শ্রুতিপ্রামাণ্যানুসারেই উক্ত আশঙ্কিত দোষের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, শব্দগম্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ ; সেই শব্দই যখন নিরবয়ব ব্রহ্মকে জগদুপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে-ছেন, তখন আর অসামঞ্জস্য-শঙ্কা হইতেই পারে না ॥২॥১॥২৭॥]

তু-শব্দ উক্তদোষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈবমসামঞ্জস্যম্ ; কুতঃ ? শ্রুতেঃ, শ্রুতিস্তাবৎ নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণস্ততো বিচিত্রসর্গং চাহ ; শ্রৌতেঽর্থে যথাশ্রুতি প্রতিপত্তব্যমিত্যর্থঃ। নন্মু চ শ্রুতিরপি 'অগ্নিনা সিঞ্চেৎ' ইতিবৎ পর-স্পরান্বয়াযোগ্যমর্থং প্রতিপাদয়িতুং ন সমর্থা ; অত আহ—শব্দমূলত্বাদিতি। শব্দৈকপ্রমাণকত্বেন সকলেতরবস্তুবিসজাতীয়ত্বাদস্যার্থস্য বিচিত্রশক্তিযোগো ন বিরুধ্যতে, ইতি ন সামান্যতো দৃষ্টং সাধনং দূষণং বা অর্হতি ব্রহ্ম ॥২॥১॥২৭॥

উক্তপ্রকার আপত্তির সমাধানার্থ বলিতেছেন "শ্রুতেস্তু" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দ উক্তদোষের প্রত্যাখ্যান করিতেছে। এই প্রকার অসামঞ্জস্য হয় না ; কারণ ? শ্রুতিই কারণ ; কেন না, শ্রুতি ত ব্রহ্মের নিরবয়বত্বও বলিতেছেন, আবার তাঁহা হইতে বিচিত্র জগৎসৃষ্টির কথাও বলিতে-ছেন। শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রুতি অনুসারেই বুঝা উচিত। ভাল, শ্রুতিও ত 'অগ্নি দ্বারা সেচন করিবে' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় অসংলগ্ন অর্থ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—'যেহেতু শব্দই ইহার মূল', অর্থাৎ ব্রহ্ম পদার্থটি অপর সমস্ত পদার্থ হইতে বিজাতীয়, একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য ; সুতরাং [শ্রুতি কথিত ব্রহ্মের] বিচিত্র শক্তি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইতেছে না। অতএব ব্রহ্ম কখনই সামান্যতো দৃষ্ট নিয়মানুসারে সাধন বা দোষক্ষেপের বিষয় হইতে পারেন না ॥২॥১॥২৭॥

সিদ্ধান্ত।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মনি (আত্মাতে) চ (ও) এবং (এইরূপ), বিচিত্রাঃ ; (নানা প্রকার) চ (ও) হি (নিশ্চয়) ॥]

[সরলার্থঃ—আত্মনি জীবে চ এবং অচেতনধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাভাবঃ, অচেতনবিজাতীয়ত্বাদেব। পরস্পরবিলক্ষণেষু অচেতনেষু অগ্নি-জলাদিষু চ বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ দৃশ্যন্তে ; অতঃ চেতনাচেতনবিলক্ষণস্য পরমাত্মনঃ বিচিত্রশক্তিযোগঃ সুতরামুপপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

এইরূপ জীবাত্মাতেও অচেতনধর্ম্মসংক্রমণের প্রসক্তি নাই, এবং পরস্পর বিলক্ষণ অচেতন অগ্নি জল প্রভৃতি পদার্থেও বিচিত্র নানাবিধ শক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব চেতনাচেতনবিলক্ষণ পরব্রহ্মে বিচিত্র শক্তি থাকা কথনই অসম্ভব হইতে পারে না ॥২॥১॥২৮॥]

কিঞ্চ, এবং বস্ত্বন্তর-সম্বন্ধিনো ধর্ম্মস্য বস্ত্বন্তরে চারোপণে সতি, অচেতনে ঘটাদৌ দৃষ্টা ধর্ম্মাস্তদ্বিসজাতীয়ে চেতনে নিত্যে আত্মন্যপি প্রসজ্যন্তে; তদপ্রসক্তিশ্চ ভাবস্বভাববৈচিত্র্যাদিত্যাহ—"বিচিত্রাশ্চ হি" ইতি। যথা অগ্নিজলাদীনামন্যোন্যবিসজাতীয়ানাম্ ঔষ্ণ্যাদিশক্তয়শ্চ বিসজাতীয়া দৃশ্যন্তে, তদ্বল্লোকদৃষ্ট-সর্ব্ববিসজাতীয়ে পরে ব্রহ্মণি তত্র তত্রাদৃষ্টাঃ সহস্রশঃ শক্তয়ঃ সন্তীতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্। যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ—

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥" [বিষ্ণুপু০ ১।৩।১]

ইতি সামান্যদৃষ্ট্যা পরিচোদ্য—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।

অপি চ, এইরূপে যদি এক বস্তুতে সম্বদ্ধ ধর্ম্মের অপর বস্তুতে আরোপ করা হয়, তাহা হইলে অচেতন ঘটাদিতে দৃষ্ট ধর্ম্মসমূহও তদ্বিজাতীয় নিত্য চেতন আত্মাতে প্রসক্ত হইতে পারে; বস্তুর স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই কিন্তু তাহা হয় না ; এইজন্য বলিতেছেন—'যে হেতু শক্তিসমূহ বিচিত্র।' পরস্পর বিজাতীয় অগ্নি জল প্রভৃতি পদার্থসমূহের যেমন উষ্ণতাদি শক্তিও বিচিত্রই দৃষ্ট হয়, তেমনি জগতে দৃশ্যমান সর্ব্ব-পদার্থ-বিজাতীয় পরব্রহ্মেও যে, অন্যত্র অদৃষ্ট সহস্র সহস্র শক্তি বিদ্যমান থাকিবে, ইহাতে কিছুই অসঙ্গতি হয় না। ভগবান্ পরাশর যাহা বলিয়াছেন—'নির্গুণ অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ বিমলস্বভাব ব্রহ্মেরও সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে ?' সাধারণ নিয়মানুসারে এইরূপ আপত্তি উত্থাপনের পর, 'যেহেতু সমস্ত পদার্থেরই শক্তিসমূহ চিন্তা ও জ্ঞানের অগোচর ; অতএব [বুঝিতে হইবে,] হে তাপসশ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেমন

শতশো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥”

[বিষ্ণুপু০ ১।৩।২-৩] ইতি ।

শ্রুতিশ্চ—

“কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে দু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥
ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ ।
মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্ ॥”

[যজুঃ০ ২।২।২৭]

ইতি সামান্যতো দৃষ্টং চোদ্যং সর্ব্ববস্তুবিলক্ষণে পরে ব্রহ্মণি নাবতরতীত্যর্থঃ ॥২॥১॥২৮॥

ইতশ্চ—

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥১॥২॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বপক্ষদোষাৎ (নিজের পক্ষে দোষ হয় বলিয়া) চ (ও)] ॥

[সরলার্থঃ—স্বপক্ষে—প্রধানকারণবাদিনঃ পক্ষেঽপি নিরংশে সত্ত্ব-রজস্তমোমাত্রাত্মকে অচেতনে প্রধানেঽপি কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিদোষ-প্রসঙ্গাৎ নৈতৎ চোদ্যং ব্রহ্মকারণবাদে প্রসরতি। যদুক্তম্—“যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থবিচারণে” ইতি ।

প্রধানকারণবাদীর নিজ পক্ষেও নিরবয় প্রধানে কৃৎস্ন পরিণাম প্রসক্তিপ্রভৃতি দোষ সম্ভাবিত হয়। অতএব, এরূপ স্থলে কেবল ব্রহ্ম-কারণতাবাদের উপরই দোষ ক্ষেপ করা সঙ্গত হয় না ॥২॥১॥২৯॥]

উষ্ণতা, তেমনি বস্তুনিষ্ঠ সৃষ্ট্যাদিশক্তিসমূহও সেই ব্রহ্মেরই বটে, (বস্তুর নহে)’ ইতি। শ্রুতিও আছে—‘হে সুধীগণ, জিজ্ঞাসা করি, যাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী নিঃসৃত হইয়াছে, সেই বনই বা কি ? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ?—পরমেশ্বর যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া সর্ব্ব জগৎ পরিপালন করিতেছেন। যাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ব্রহ্মই সেই বন এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ। হে মনীষিগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—পরমেশ্বর স্বীয় সংকল্প-বলে ত্রিভুবন ধারণ করত তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন।’ অভিপ্রায় এই যে, জাগতিক সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ পরব্রহ্মে লোকদৃষ্ট কোন নিয়মানুযায়ী দোষই আসিতে পারে না ॥২॥১॥২৮॥

স্বপক্ষে—প্রধানাদিকারণবাদে লৌকিকবস্তু-বিসজাতীয়ত্বাভাবেন প্রধানাদের্লোকদৃষ্টা দোষাস্তত্র ভবেয়ুঃ, ইতি সকলেতরবিলক্ষণং ব্রহ্মৈব কারণমভ্যুপগন্তব্যম্। প্রধানঞ্চ নিরবয়বম্ ; তস্য নিরবয়বস্য প্রধানস্য কথমিব মহদাদিবিচিত্রজগদারম্ভ উপপদ্যতে ?

সত্ত্বং রজস্তম ইতি তস্যাবয়বা বিদ্যন্ত ইতি চেৎ, তত্রেদং বিচারণীয়ম্—কিং সত্ত্ব-রজস্তমসাং সমূহঃ প্রধানম্ ? উত সত্ত্ব-রজস্তমোভিরারব্ধং প্রধানম্ ? অনন্তরে কল্পে 'প্রধানং কারণম্'ইতি স্বাভ্যুপগমবিরোধঃ ; স্বাভ্যুপেতসংখ্যাবিরোধশ্চ ; তেষামপি নিরবয়বানাং কার্য্যারম্ভবিরোধশ্চ। সমূহপক্ষে চ তেষাং নিরবয়বত্বেন প্রদেশভেদমনপেক্ষ্য সংযুজ্যমানানাং ন স্থূলদ্রব্যারম্ভকত্বসিদ্ধিঃ। পরমাণুকারণবাদেঽপি তথৈব ; অণবো হি (*) নিরংশা নিষ্প্রদেশাঃ—প্রদেশভেদমনপেক্ষ্য পরস্পরং সংযুজ্যমানা অপি ন স্থূলকার্য্যারম্ভায় প্রভবেয়ুঃ ॥২॥১॥২৯॥

এই কারণেও—'যেহেতু স্বপক্ষেও দোষ আছে।'

স্বপক্ষে অর্থ—যাহারা প্রধান প্রভৃতি পদার্থকে কারণ বলে, তাহাদের মতে [তাহাদের কল্পিত কারণভূত প্রধানাদি পদার্থ নিচয়] লৌকিক পদার্থের বিজাতীয় নহে ; সুতরাং প্রধানাদির সম্বন্ধেও লোকদৃষ্ট দোষ সমূহ আশঙ্কিত হইতে পারে ; এইজন্য অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, প্রধান যখন নিরবয়ব, তখন সেই নিরবয়ব প্রধানের পক্ষে কিরূপেই বা বিচিত্র মহদাদি-জগৎসৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে ?

যদি বল, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই তাহার অবয়ব, তাহাতেও ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমূহই কি প্রধান ? অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আরব্ধ বস্তুবিশেষের নাম প্রধান ? অব্যবহিত পূর্ব্বকল্পে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণোৎপন্ন কার্য্যের নাম প্রধান, এই পক্ষে 'প্রধানই একমাত্র কারণ' এই নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয় ; আর নিজের অভ্যুপেত সংখ্যারও বিরোধ হয়, এবং নিরবয়ব সেই গুণত্রয়ের কার্য্যোৎপাদনও বিরুদ্ধ হয়। আর গুণত্রয়ের সমূহই প্রধান, এই পক্ষেও সেই গুণত্রয় যখন নিরবয়ব, তখন কোনও অংশবিশেষের সহিত পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না ; সুতরাং স্থূল দ্রব্যের উৎপাদন করাও সিদ্ধ হয় না। পরমাণুকারণবাদেও সেই কথা ; কেন না, পরমাণুসমূহ নিরংশ ও নিষ্প্রদেশ বা ভাগরহিত ; সুতরাং তাহারা পরস্পরে মিলিত হইলেও স্থূল-কার্য্যারম্ভে সমর্থ হইতে পারে না। (†) ॥ ২ ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

(*) 'ঘ' পুস্তকে তু 'হি' শব্দো নাস্তি।

(†) তাৎপর্য্য—এখানে প্রধানতঃ সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ ও ন্যায়ের পরমাণুকারণবাদকেই লক্ষ্য করা

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥২॥১॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বোপেতা (সর্ব্বশক্তিযুক্তা) চ (ও) তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই দেখা যায়)।]

[সরলার্থঃ—সর্ব্বোপেতা সর্ব্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতা পরমাত্মেত্যর্থঃ। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" ইত্যাদিষু তথৈব দর্শনাদিত্যর্থঃ॥
পরদেবতা পরমেশ্বর যে, সর্ব্বশক্তিযুক্ত, তাহা 'তাঁহার নানাবিধ পরা শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হওয়া যায়' ইত্যাদি প্রমাণ হইতেই জানা যায় ॥২॥১॥৩০॥]

সকলেতরবস্তু-বিসজাতীয়া পরা দেবতা সর্ব্বশক্ত্যুপেতা চ। তথৈব পরাং দেবতাং দর্শয়ন্তি হি শ্রুতয়ঃ—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৭]। তথা, "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫] ইতি সকলেতরবিসজাতীয়তাং পরস্যা দেবতায়াঃ প্রতিপাদ্য "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ," [ছান্দো০ ৮।১।৪] ইতি সর্ব্বশক্তিযোগং প্রতিপাদয়ন্তি। তথা, "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা

অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ পরদেবতা পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্তও বটে; কেন না, শ্রুতিসমূহ সেইরূপ ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন—'ইহাঁর (ব্রহ্মের) নানাবিধ পরা শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হয়।' সেইরূপ—'তিনি নিষ্পাপ এবং জরা, মৃত্যু, শোক, বুভুক্ষা ও পিপাসারহিত,' এই সকল শ্রুতি পরদেবতাকে অপর সর্ব্বপদার্থ-বিজাতীয় বলিয়া প্রতিপাদনের পর 'তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প' বলিয়া তাহার সর্ব্বশক্তি-সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন। এইরূপ, 'তিনি মনোময় অর্থাৎ মানস-সংকল্প প্রধান; প্রাণ তাহার শরীর, ভা—দীপ্তি তাহার

হইয়াছে। প্রধান-কারণবাদে দোষ এই যে, 'প্রধান' পদার্থটি যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমবায়ে উৎপন্ন একটি অভিনব পদার্থ হয়, তাহা হইলে সাংখ্যের "প্রধানং সর্ব্বকারণম্" অর্থাৎ প্রধানই সর্ব্বপদার্থের কারণীভূত প্রকৃতি, তাহার আর কারণান্তর নাই, এই নিজ সিদ্ধান্তই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রধানকে গুণত্রয়ের সমূহ বলিলেও দোষ এই যে, তাহাদের মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণই নিরবয়ব, উহাদের অংশ বা ভাগ নাই। দুই বা ততোঽধিক নিরংশ পদার্থ পরস্পর সম্মিলিত হইলেও তাহাদের স্থূলতা বা পরিমাণ বাড়ে না; একটি গুণের যাহা পরিমাণ বহুর সংযোগেও তদপেক্ষা অধিক হয় না, হইতেও পারে না। কেন না, যাহাদের অংশ বা ভাগ আছে, তাহাদেরই অংশবিশেষের সহিত যোগে অবয়বের স্থূলতা ঘটিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যখন অবয়ব বা অংশই নাই, তখন প্রাদেশিক সংযোগজাত স্থূলতা লাভ করা তৎকার্য্যের পক্ষে অসম্ভব। নিরবয়ব পরমাণুসম্বন্ধেও উল্লিখিত সমস্ত দোষের অবতারণা করিতে হইবে।

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ” [ছান্দো০ ৩।১৪।২] ইতি চ ॥২॥১॥৩০॥

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ, তদুক্তম্ ॥২॥১॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকরণত্বাৎ (করণের অভাবহেতু), ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), তৎ (তাহা—উত্তর) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—“ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ব্রহ্মণঃ কার্য্যনিষ্পাদনোপযোগিকরণহীনত্বম্ অবগম্যতে। করণহীনত্বাচ্চ সর্ব্বশক্তেরপি তস্য কর্তৃত্বং নোপপদ্যতে ইতি চেৎ ; তদুক্তম্—তত্র যৎ বক্তব্যম্, তৎ খলু “শব্দমূলত্বাৎ”, “বিচিত্রাশ্চ হি” ইত্যত্রৈবোক্তম্ ॥

যদি বল, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি হইলেও কার্য্যনিষ্পাদনোপযোগী করণ (সাধন) বিদ্যমান না থাকায় তাঁহার কর্তৃত্ব হইতে পারে না। হাঁ, এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা “শব্দমূলত্বাৎ” ও “বিচিত্রাশ্চ হি” এই দুই সূত্রেই বলা হইয়াছে ॥২॥১॥৩১॥]

যদ্যপ্যেকমেব ব্রহ্ম সকলেতরবিলক্ষণং সর্ব্বশক্তি, তথাপি “ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৮] ইতি করণবিরহিণস্তস্য ন কার্য্যারম্ভঃ সম্ভবতীতি চেৎ ; তত্রোত্তরম্—“শব্দমূলত্বাৎ”, “বিচিত্রাশ্চ হি” ইত্যুক্তম্। শব্দৈকপ্রমাণকং সকলেতরবিলক্ষণং তত্তৎকরণবিরহেণাপি তত্তৎকার্য্যসমর্থমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ “পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা” ইত্যেবমাদ্যা ॥২॥১॥৩১॥

[নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ॥৯॥]

স্বরূপ ; তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, আকাশসদৃশ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, বাক্য ও আদর রহিত ; অধিক কি, এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন।’ ইতি ॥২॥১॥৩০॥

যদিও ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় এবং অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ ও সর্ব্বশক্তিই বটে, তথাপি ‘তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই,’ এই শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] তিনি করণ অর্থাৎ কার্য্যোপযোগী সাধনরহিত ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কার্য্যারম্ভ সম্ভবপর হয় না। এ কথার উত্তর “শব্দমূলত্বাৎ” ও “বিচিত্রাশ্চ হি” এই দুই সূত্রেই উক্ত হইয়াছে। অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ ব্রহ্ম যে, সর্ব্বপ্রকার সাধনরহিত হইয়াও বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ, শব্দই (শাস্ত্রই) তাহার একমাত্র প্রমাণ। সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন ; তিনি কর্ণহীন, অথচ শ্রবণ করেন ; পাদহীন অথচ দ্রুতগামী, এবং হস্তহীন, অথচ গ্রহীতা’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩১ ॥ [নবম কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণ ॥ ৯ ॥]

প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্। **ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥২॥১॥৩২॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) প্রয়োজনবত্ত্বাৎ (যেহেতু প্রয়োজন আছে)।]

[সরলার্থঃ—প্রেক্ষাবতামেব কার্য্যপ্রবৃত্তৌ প্রয়োজনবত্ত্বদর্শনাৎ পূর্ণকামস্য তু ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাৎ জগৎস্রষ্টৃত্বং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু বুদ্ধিমান্ পুরুষমাত্রেরই কার্য্য-প্রবৃত্তিতে প্রয়োজন দেখা যায়, অথচ পূর্ণকাম ব্রহ্মের পক্ষে যখন তাহার নিতান্ত অভাব, তখন ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না ॥২॥১॥৩২॥]

যদ্যপীশ্বরঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেক এব সন্ সকলেতরবিলক্ষণত্বেন সর্ব্বার্থ-শক্তিযুক্তঃ স্বয়মেব বিচিত্রং জগৎ স্রষ্টুং শক্নোতি, তথাপীশ্বরস্য কারণত্বং ন সম্ভবতি, প্রয়োজনবত্ত্বাদ্ বিচিত্রসৃষ্টেঃ; ঈশ্বরস্য চ প্রয়োজনাভাবাৎ। বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণামারম্ভে দ্বিবিধং হি প্রয়োজনম্—স্বার্থঃ পরার্থো বা। ন হি পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বভাবত এব অবাপ্তসর্ব্বকামস্য জগৎসর্গেণ কিঞ্চন প্রয়োজন-মনবাপ্তমবাপ্যতে। নাপি পরার্থঃ, আপ্তকামস্য (*) পরার্থতা হি পরানু-

(+) যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম একই বটে, এবং অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ বলিয়া সর্ব্ববিষয়ে শক্তিমান্ হওয়ায় স্বয়ংই অর্থাৎ অপর কোনও সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থও বটে, তথাপি ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভবপর হইতেছে না। কারণ, বিশিষ্ট কার্য্য-সৃষ্টি মাত্রই প্রয়োজনাধীন; অথচ ঈশ্বরে সেই প্রয়োজনের অভাব। যাহারা বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের কার্য্যারম্ভে দুইপ্রকার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়—স্বার্থ, কিংবা পরার্থ, অর্থাৎ নিজের অভীষ্টসিদ্ধি, অথবা পরের অভীষ্টসিদ্ধি। পরব্রহ্ম যখন স্বভাবতই সমস্ত অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত আছেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে আর অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ কোনও প্রয়োজন হইতেই পারে না; আর পরার্থও তাঁহার প্রয়োজন নহে; কেন না, যিনি সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত আছেন, তাঁহার

(*) অস্তসমস্তকামস্য' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(।) তাৎপর্য্য—এই প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণটি ৩২—৩৬ সূত্রে সমাপ্ত। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কার্য্য-মাত্রেই কোন না কোন একটা প্রয়োজন থাকা আবশ্যক, বিনাপ্রয়োজনে কেহ কখনও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ব্রহ্ম যখন পূর্ণকাম, তখন জগৎ সৃষ্টি দ্বারা তাঁহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধি সম্ভব হইতেই পারে না। বিশেষতঃ প্রয়োজন হয় দুই প্রকার (১) স্বার্থ—নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি। (২) পরার্থ—পরের দুঃখবিমোচন বা করুণা। পূর্ণকামের পক্ষে স্বার্থ সম্ভবই হয় না, আর পরার্থ হইলেও জগতে সুখ ভিন্ন দুঃখ-সৃষ্টি সম্ভব হইত না। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি হইলেও অকারণ জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন না। (৪) উত্তর—না-কেবল লীলা বা প্রীতি উপভোগের জন্যও যখন ধনিগণের ক্রীড়া-প্রবৃত্তি দেখা যায়, তখন এই জগৎরচনাও ব্রহ্মের লীলামাত্র। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব লীলার্থ ব্রহ্মই জগৎ রচনা করেন, এবং তাঁহাকে জগৎকর্ত্তারূপেই জানিতে হইবে।

গ্রহেণ ভবতি ; ন চেদৃশগর্ভজন্ম-জরা-মরণ-নরকাদিনানাবিধানন্তদুঃখবহুলং জগৎ করুণাবান্ (*) সৃজতি ; প্রত্যুত সুখৈকতানমেব সৃজেৎ (†) জগৎ করুণয়া সৃজন্। অতঃ প্রয়োজনাভাবাদ্ ব্রহ্মণঃ কারণত্বং নোপপদ্যত ইতি ॥২॥১॥৩২॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥২॥১॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—লোকবৎ (লোকের ন্যায়) তু (কিন্তু) লীলা-কৈবল্যং (লীলাই কেবল প্রয়োজন)।]

[সরলার্থঃ—লোকে যথা ধনেশ্বরাণাং প্রাপ্তসকলাভীষ্টানামপি লীলামাত্রং প্রবৃত্তিপ্রয়োজনং দৃশ্যতে, তথা অবাপ্তসকলাভীষ্টস্য পূর্ণকামস্যাপি ব্রহ্মণঃ বিচিত্রজগৎসর্জনং কেবলং লীলৈব, ন তত্রান্যৎ প্রয়োজনমস্তি, লীলাপি প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥

জগতে সর্ব্ববিধ ভোগসম্পন্ন ধনিগণেরও যেরূপ অন্যপ্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লীলার জন্যও কার্য্য করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লীলার্থই জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥]

অবাপ্তসমস্তকামস্য পরিপূর্ণস্য স্বসংকল্পবিকার্য্য-বিবিধ-বিচিত্রচিদ-চিন্মিশ্রজগৎসর্গে লীলৈব কেবলং (‡) প্রয়োজনম্, লোকবৎ—যথা লোকে সপ্তদ্বীপাং মেদিনীমধিতিষ্ঠতঃ সম্পূর্ণশৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমস্যাপি মহারাজস্য

পক্ষে পরের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারাই পরার্থতা সম্ভব হইতে পারে ; তাহা হইলে, এবংবিধ গর্ভজন্ম, জরা, মরণ ও নরকাদি-ভোগরূপ নানাবিধ অশেষ দুঃখবহুল জগৎকে কেহ কখনও করুণাপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিতে পারে না ; বরং করুণাবশতঃ সৃষ্টি করিলে একমাত্র সুখময় করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিতেন। অতএব, কোন প্রয়োজন না থাকায় ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা সম্ভবপর হয় না ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩২ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—'লোকব্যবহারের ন্যায় কেবলই লীলা।'

যিনি কাম্য সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণকাম এবং পরিপূর্ণস্বরূপ ; চেতনাচেতনসমন্বিত বিবিধ বিচিত্র জগৎসৃষ্টি তাঁহার পক্ষে কেবলই লীলা মাত্র। যেমন জগতে সপ্তদ্বীপশোভিত বসুমতীর অধীশ্বর এবং পরিপূর্ণ শৌর্য্য বীর্য্য ও পরাক্রমসম্পন্ন মহারাজেরও একমাত্র লীলার জন্যই কন্দু-

(*) 'করুণয়া' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।　(†) 'জনয়েৎ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।　(‡) 'কেবলা' ইতি 'ঘ' পাঠঃ

কেবললীলৈকপ্রয়োজনাঃ কন্দুকাদ্যারম্ভা দৃশ্যন্তে, তথৈব পরস্যাপি ব্রহ্মণঃ স্বসংকল্পমাত্রাবক্লৃপ্তজগজ্জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসাদের্লীলৈব প্রয়োজনমিতি নিরবদ্যম্ ॥২॥১॥৩৩॥

বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥২॥১॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে (বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা) ন (না), সাপেক্ষত্বাৎ (যে হেতু জীবের কর্ম্ম সাপেক্ষ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (দেখাইতেছেন)]।

[সরলার্থঃ—নিতান্তসুখিনঃ নিতান্তদুঃখিনশ্চ জীবান্ সৃজতঃ ব্রহ্মণঃ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে—বৈষম্যং বিষমদর্শিত্বং, নৈর্ঘৃণ্যং নির্দ্দয়তা চ ন প্রসজ্যতে। কুতঃ? সাপেক্ষত্বাৎ জীবানাং শুভাশুভকর্ম্মাপেক্ষিত্বাৎ বিষমসৃষ্টেঃ। শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ তথৈব দর্শয়তি—"সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপী ভবতি" ইত্যাদ্যা। ততশ্চ শুভাশুভকর্ম্মানুসারেণ সুখিনঃ দুঃখিনশ্চ উচ্চাবচান্ জীবান্ বিদধতঃ ব্রহ্মণঃ ন প্রাগুক্তবিষমদর্শিত্ব-নির্দ্দয়তালক্ষণপক্ষপাতপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥

কাহাকেও অত্যন্ত সুখী কাহাকেও বা অত্যন্ত দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করায় যে, পরব্রহ্মের সমদর্শিতার অভাব ও নির্দ্দয়তা দোষ সম্ভাবিত হইতেছে, তাহা নহে; কারণ, এই সৃষ্টি-কার্য্যটি জীবেরই শুভাশুভ কর্ম্ম-সাপেক্ষ, অর্থাৎ যে জীব শুভ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে সুখী, আর যে জীব অশুভ—পাপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন; সুতরাং বিষম সৃষ্টিতেও তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে পারে না। শ্রুতিও সেইরূপই প্রদর্শন করিতেছেন—'যে লোক সাধু কর্ম্ম করে, সে লোক সুখী হয়, আর যে লোক অশুভ কর্ম্ম করে, সে লোক দুঃখী হয়' ইত্যাদি। অতএব সৃষ্টিগত বৈষম্যনিবন্ধন তাঁহার উপর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ আরোপিত হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥]

যদ্যপি পরমপুরুষস্য সকলেতরচিদচিদ্বস্তু-বিলক্ষণস্যাচিন্ত্যশক্তিযোগাৎ প্রাক্ সৃষ্টেরেকস্য নিরবয়বস্যাপি বিচিত্রচিদচিন্মিশ্রজগৎসৃষ্টিঃ সম্ভাব্যেত,

কাদিক্রীড়ায় প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, তেমনি যাঁহার ইচ্ছামাত্রে জগতের জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংসাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মেরও জগৎ সৃষ্টিতে লীলাই একমাত্র প্রয়োজন; অতএব [উক্ত সিদ্ধান্ত] নির্দ্দোষ ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় নিরবয়ব চেতনাচেতন অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ পরমপুরুষ পরমেশ্বরের পক্ষে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা চেতনাচেতনসমন্বিত বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়

তথাপি দেবতির্য্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাত্মনা উৎকৃষ্ট-মধ্যমাপকৃষ্টসৃষ্ট্যা পক্ষপাতঃ প্রসজ্যেত ; অতিঘোরদুঃখযোগকরণাৎ নৈর্ঘৃণ্যং চাবর্জনীয়মিতি।

তত্রোত্তরং—"ন সাপেক্ষত্বাৎ" ইতি। ন প্রসজ্যেয়াতাং বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ; কুতঃ ? সাপেক্ষত্বাৎ—সৃজ্যমান-দেবাদিক্ষেত্রজ্ঞ-কর্ম্মসাপেক্ষত্বাদ্ বিষম-সৃষ্টেঃ। দেবাদীনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিশরীরযোগং তত্তৎকর্ম্মসাপেক্ষং দর্শয়ন্তি হি শ্রুতি-স্মৃতয়ঃ—"সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি ; পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন কর্ম্মণা।" [বৃহদা° ৬।৪।৫], তথা ভগবতা পরাশরেণাপি দেবাদিবৈচিত্র্যহেতুঃ সৃজ্যমানানাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং প্রাচীনকর্ম্মশক্তিরেবেত্যুক্তম্—

"নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি।
প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্য-শক্তয়ঃ।
নিমিত্তমাত্রং মুক্ত্বৈব নান্যৎ কিঞ্চিদপেক্ষতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ, স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্॥"

[বিষ্ণু পু° ১।৪।৫১-৫২] ইতি।

স্বশক্ত্যা স্বকর্ম্মণৈব দেবাদিবস্তুতাপ্রাপ্তিরিতি ॥২॥১॥৩৪॥

সত্য, তথাপি উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অপকৃষ্টরূপে দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্য সৃষ্টি করায় অবশ্যই তাঁহার পক্ষপাত দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে; আর ঘোরতর দুঃখসংযোগ করায় তাঁহার নৈর্ঘৃণ্য বা নির্দ্দয়তাও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

ইহার উত্তর—"ন সাপেক্ষত্বাৎ"। অর্থাৎ বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষের সম্ভাবনা হইতেছে না ; কারণ? সাপেক্ষত্বই কারণ; যেহেতু সৃজ্যমান দেবতা প্রভৃতি জীবগণের কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টিগত বৈষম্য হইয়া থাকে ; [সেই হেতুই বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে পারে না]। কেননা, দেবতা প্রভৃতি জীবগণের যে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে দেহধারণ, শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্র সমূহও তাহা প্রদর্শন করিতেছে—'উত্তম কর্ম্মকারী উত্তম হয়, আর পাপকর্ম্মকারী পাপাত্মা হয়, পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ হয়, আর পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপী হয়।' সেইরূপ সৃজ্যমান জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মশক্তিই যে, দেবাদি সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যেরও হেতু, তাহা ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন— 'উৎপাদনীয় জীবগণের সৃষ্টি-কার্য্যে এই ভগবান্ কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র; কেন না, স্রষ্টব্য-দিগের কর্ম্ম-শক্তিই উহার প্রধানকারণ, অর্থাৎ বৈচিত্র্যের প্রধান হেতুভূত। হে তাপসশ্রেষ্ঠ, তিনি কেবল নিমিত্ত ব্যতীত আর কিছুরই অপেক্ষা করে না; কারণ, বস্তুনিচয় স্বীয় শক্তি বলেই বস্তুত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বস্তুরূপে প্রকাশ পায়।' [অভিপ্রায় এই যে,] স্বশক্তি দ্বারাই—নিজ কর্ম্ম দ্বারাই দেবাদিরূপ বিভিন্নপ্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥২॥১॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) কর্ম্ম (পাপ পুণ্য) অবিভাগাৎ (জীব-ব্রহ্মের বিভাগ না থাকায়) চেৎ (যদি), ন (না) অনাদিত্বাৎ (যেহেতু অনাদি), উপপদ্যতে (উপপন্ন হয়) চ (ও) অপি (এবং) উপলভ্যতে (প্রতীতি হয়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"সদেব সোম্যেদম্ অগ্র আসীদেকমেব" ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ সৃষ্টেঃ প্রাক্ ব্রহ্মণা সহ ক্ষেত্রজ্ঞানাং অবিভাগাৎ—একীভাবাবধারণাৎ তদানীং সৃষ্টিবৈচিত্র্যহেতুঃ কর্ম্ম ন সম্ভবতীতি চেৎ; ন—নৈতদ্ বক্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? ইত্যাহ—অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ-তৎকর্ম্ম-প্রবাহাণামনাদিত্বাদিত্যর্থঃ। উপপদ্যতে চ অনাদিত্বেঽপি অবিভাগশ্রুতিঃ, নাম-রূপবিভাগাভাবস্যৈব অবিভাগরূপত্বাৎ। উপলভ্যতেঽপি চ শ্রুতিষু "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" ইত্যাদ্যাসু ক্ষেত্রজ্ঞানাম্ অনাদিত্বম্; অতঃ নৈতচ্চোদ্যমবতরতীতি ভাবঃ ॥

যদি বল, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানাযায় যে, তখনও ব্রহ্ম হইতে ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবগণের বিভাগ হয় নাই; সুতরাং জীবের কর্ম্মই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ হয় কি প্রকারে? না—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, জীবের কর্ম্ম-প্রবাহ অনাদি। নাম ও রূপের বিভাগ না থাকাই যখন অবিভাগ-শব্দের অর্থ, তখন জীব ও তাহার কর্ম্ম অনাদি হইলেও অবিভাগ উপপন্ন হইতে পারে। আর 'একটি বিশেষজ্ঞ, অপরটি অল্পজ্ঞ; একটি ঈশ্বর, অপরটি অনীশ্বর, কিন্তু উভয়ই (জীব ও ব্রহ্ম) অজ—জন্মরহিত' ইত্যাদি শ্রুতিতেও অনাদিভাব প্রতীত হইতেছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥]

প্রাক্ সৃষ্টেঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নাম ন সন্তি; কুতঃ ? অবিভাগশ্রবণাৎ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইতি; অতস্তদানীং তদভাবাৎ তৎকর্ম্ম ন বিদ্যতে; কথং তদপেক্ষং সৃষ্টিবৈষম্যমিত্যুচ্যতে ? ইতি চেৎ, ন, অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞানাং (*) তৎকর্ম্মপ্রবাহাণাঞ্চ। তদনাদিত্বেঽ-

---

সৃষ্টির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কেহ ছিল না; কারণ, যেহেতু 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল' ইত্যাদি বাক্যে অবিভাগ-শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বসময় জীববিভাগ না থাকায় তাহার কর্ম্মও ছিল না; সুতরাং তখন যে, কর্ম্মানুসারে সৃষ্টিবৈষম্য বলা হইতেছে, তাহা উপপন্ন হয় কিপ্রকারে? না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ ও তাহার কর্ম্ম-

---

(*) তত্তৎকর্ম্ম' ইতি 'ক' পাঠঃ।

প্যবিভাগ উপপদ্যতে চ; যতস্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞবস্তু পরিত্যক্তনামরূপং ব্রহ্মশরীরতয়াপি পৃথগ্‌ব্যপদেশানর্হম্‌ অতিসূক্ষ্মমবতিষ্ঠতে (*)। তথানভ্যুপগমে অকৃতাভ্যাগম-কৃতবিপ্রণাশপ্রসঙ্গশ্চ। উপলভ্যতে চ তেষামনাদিত্বং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" [কঠ০ ১।২।১৮] ইতি; সৃষ্টিপ্রবাহানাদিত্বং চ "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" [তৈত্তি০ নারা০ ১।১৪] ইত্যাদৌ। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইতি নাম-রূপব্যাকরণমাত্রশ্রবণাৎ ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বরূপানাদিত্বং সিদ্ধম্‌। স্মৃতাবপি "প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" [ভগবদ্গীতা ১২।১৯] ইতি। অতঃ সর্ব্ববিলক্ষণত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাৎ লীলৈকপ্রয়োজনত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণ্যেন বিচিত্রসৃষ্টিযোগাদ্‌ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্‌ ॥২॥১॥৩৫॥

প্রবাহ অনাদি; অনাদি হইলেও তাহার উক্ত অবিভাগ উপপন্ন হইতেছে; কারণ, সেই ক্ষেত্রজ্ঞনামক বস্তুটি ব্রহ্ম-শরীর হইলেও নাম-রূপবিহীন হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে উল্লেখের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। আর সেরূপ স্বীকার না করিলে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতবিনাশ দোষ আসিয়া পড়ে (†)। শাস্ত্র হইতেও ক্ষেত্রজ্ঞগণের অনাদিভাব অবগত হওয়া যাইতেছে।—যথা 'বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী আত্মা) জন্মেও না, মরেও না।' 'বিধাতা পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি স্থলে সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্বও উপলব্ধ হইতেছে। 'তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) সেই এই জগৎ অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) ছিল, তাহাকেই নাম ও রূপবিশিষ্ট করিয়া অভিব্যক্ত করিলেন'; এই স্থলে কেবল নাম ও রূপবিভাগের শ্রবণ হেতু জীবগণের স্বরূপতঃ অনাদিত্বই সিদ্ধ হইতেছে। 'প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও', ইত্যাদি স্মৃতিতেও [অনাদিভাব উক্ত হইয়াছে]। অতএব সর্ব্ববিলক্ষণত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ও একমাত্র লীলারূপ প্রয়োজন হেতুতে জীবনিবহের কর্ম্মানুযায়ী বিচিত্র সৃষ্টিরও সম্ভব হওয়ায় ব্রহ্মই জগৎকারণ (অন্যে নহে) ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥

(*) অবতিষ্ঠতে' ইতি 'ঘ' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য—'অকৃতাভ্যাগম' ও 'কৃতনাশ', এই দুইটি দোষ; যাহা করা হয় নাই, তাহার ফলভোগ হইলে তাহাকে বলে অকৃতাভ্যাগম, আর কৃত কর্ম্মের ফলভোগ না হইলে বলে কৃতনাশ। সৃষ্টিপ্রবাহ যদি অনাদি না হইত, তাহা হইলে জীবের ফলভোগ আকস্মিক হওয়ায় 'অকৃতাভ্যাগম' দোষ ঘটিত, আর পূর্ব্বকল্পে কৃত কর্ম্মরাশি কোন ফল প্রদান না করিয়াই বিনষ্ট হওয়ায় কৃতনাশ দোষ সংঘটিত হইত। সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি হইলে আর সে দোষ হইবার আশঙ্কা নাই।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥২॥১॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেঃ (সমস্ত কারণ-ধর্ম্মের সঙ্গতিহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—প্রধান-পরমাণুপ্রভৃতিষু অনুপপন্নানাং কারণত্বোপপাদকানাং ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মণি উপপত্তেশ্চ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্, নতু প্রধানাদীত্যর্থঃ ॥

পরপরিকল্পিত প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতিতে যে সমস্ত কারণ-ধর্ম্ম উপপন্ন হয় না, সে সমুদয়ও ব্রহ্মেতে উপপন্ন হয়; ইহা হইতেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ, প্রধানাদি কারণ নহে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৬ ॥]

[প্রয়োজনবত্ত্বনামক দশম অধিকরণ ॥১০॥]

প্রধান-পরমাণ্বাদীনাং কারণত্বে যৎ ধর্ম্মবৈকল্যমুক্তম্, বক্ষ্যমাণং চ; তস্য সর্ব্বস্য ধর্ম্মজাতস্য কারণত্বোপপাদিনো ব্রহ্মণ্যুপপত্তেশ্চ ব্রহ্মৈব জগৎকারণমিতি স্থিতম্ ॥২॥১॥৩৬॥ [প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥১০॥]

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্রামানুজাচার্য্য-বিরচিতে শারীরক-মীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২॥১॥

প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতির কারণত্ব পক্ষে যে সমস্ত কারণ-ধর্ম্মের অসঙ্গতি উক্ত হইয়াছে ও পরে বলা হইবে, কারণতার উপপাদক সেই সমস্ত ধর্ম্মই ব্রহ্মেতে উপপন্ন হইতেছে; এই কারণেও ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৬ ॥

[প্রয়োজনবত্ত্বনামক দশম অধিকরণ ॥ ১০ ॥]

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ১ ॥

[অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।] **রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং প্রবৃত্তেশ্চ ॥২॥২॥১॥***

[সরলার্থঃ—অনুমীয়তে ইত্যনুমানং—সাংখ্যোক্তং প্রধানম্। অভিজ্ঞচেতনানধিষ্ঠিতস্য কাষ্ঠাদিবদ্ অচেতনস্য প্রধানস্য বিচিত্রসন্নিবেশ-জগদ্রচনায়া অনুপপত্তেশ্চ—অযৌক্তিকত্বাদপি তৎ ন জগৎকারণম্। 'চ'কারাৎ শৌক্ল্যাদিগুণবৎ সত্ত্বাদীনাং দ্রব্যাধীনতয়া উপাদানত্বাসম্ভবশ্চ সমুচ্চীয়তে। ন কেবলং রচনানুপপত্তেরেব তস্য কারণত্বাসম্ভবঃ, অপি তু, অচেতনস্য প্রধানস্য রচনার্থা যা প্রবৃত্তিঃ, তস্যা অনুপপত্তেরপীত্যর্থঃ। পক্ষান্তরে, চেতনাধিষ্ঠিতস্যাচেতনস্যাপি রচনা-তদনুগুণপ্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীত্যাদ্যূহনীয়ম্।

'অনুমান' অর্থ—যাহা অনুমানগম্য,—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি। অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হইয়া কাষ্ঠাদির ন্যায় অচেতন প্রকৃতির পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা করা অসম্ভব; এইজন্য, এবং রচনার উদ্দেশে অচেতনের প্রবৃত্তি বা চেষ্টাও সম্ভবপর হয় না, এই কারণেও উক্ত প্রকৃতি জগৎকারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥১॥]

উক্তং জগজ্জন্মাদিকারণং পরং ব্রহ্মেতি, তত্র পরৈরুদ্ভাবিতাশ্চ দোষাঃ পরিহৃতাঃ; ইদানীং স্বপক্ষরক্ষণায় পরপক্ষাঃ প্রতিক্ষিপ্যন্তে; ইতরথা

(†) পরব্রহ্মই যে, জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ, [ইতঃপূর্ব্বে] তাহা উক্ত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে পরপক্ষকর্তৃক উদ্ভাবিত দোষরাশিও পরিহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি স্বপক্ষের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত বিরুদ্ধ পক্ষসমূহ দূষিত হইতেছে; তাহা না হইলে, পরপক্ষ-

(*) শঙ্কর-নিম্বার্ক-শ্রীনিবাস-শ্রীমদানন্দতীর্থ-বিজ্ঞানভিক্ষু-বলদেবাদিভিস্তু "রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্" ইত্যেকং সূত্রং, "প্রবৃত্তেশ্চ" ইত্যপরং সূত্রমিতি সূত্রদ্বয়ং পরিগৃহীতং তথা ব্যাখ্যাতঞ্চ।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'রচনানুপপত্তি' অধিকরণ; ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—প্রধানের কারণতাবাদ যুক্তিযুক্ত? কিংবা যুক্তিবিরুদ্ধ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রধান-কারণতাবাদ সদ্যুক্তিমূলকই বটে। (৪) উত্তর—না—চেতনের সাহায্য ব্যতীত যখন কোন অচেতন পদার্থই কার্য্য সাধনে সমর্থ হয় না, তখন অপর কোনও অভিজ্ঞ কার্য্যকুশল চেতনকর্ত্তৃক পরিচালিত না হইয়া অচেতন প্রধান কখনই ঈদৃশ, বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎনির্ম্মাণে—এমন কি তদ্বিষয়ক চেষ্টাতেও সমর্থ হইতে পারে না; অতএব অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে। (৫) নির্ণয়—অচেতন প্রধান স্বতন্ত্রভাবে কারণ নহে; পরন্তু সর্ব্বশক্তি ও সত্যসংকল্প পরমেশ্বরই জগতের একমাত্র কারণ।

কস্যচিৎ মন্দধিয়ঃ তেষাং পক্ষাণাং যুক্ত্যাভাসমূলতামজানতঃ প্রামাণিকত্বশঙ্কয়া বৈদিকপক্ষে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাবৈকল্যং জায়েতাপি ; অতঃ পরপক্ষপ্রতিক্ষেপায় অনন্তরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে। তত্র প্রথমং তাবৎ কাপিলমতং নিরস্যতে, বৈদিকানুমত-সৎকার্য্যবাদাদ্যর্থ-সংগ্রহেণৈতস্য সৎপক্ষনিক্ষেপ-সম্ভাবনাভ্রম-হেতুত্বাতিরেকাৎ। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" [ব্রহ্ম সূ০ ১।১।৫] ইত্যাদিভির্বৈদিক-বাক্যানামতৎপরত্বমাত্রমুক্তম্ ; অত্রৈব তৎপক্ষস্বরূপপ্রতিক্ষেপঃ ক্রিয়তে, ইতি ন পৌনরুক্ত্যাশঙ্কা। এষা সাংখ্যানাং দর্শনস্থিতিঃ—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

[সাংখ্যকারিকা০ ৩]

গুলি যে, অসদ্যুক্তিমূলক, ইহা না জানিয়া কোন কোন মন্দমতি লোক সেই সমস্ত মতকে প্রামাণিক মনে করিয়া বেদানুমোদিত আমাদের মতের উপর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাহীন হইলেও হইতে পারে ; এই কারণে পরপক্ষ-খণ্ডনার্থ পরবর্ত্তী পাদটি (২য় পাদটি) আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ কপিল-সম্মত মতটি নিরাকৃত হইতেছে ; কারণ, বৈদিক পক্ষসম্মত সৎকার্য্য-বাদ সন্নিবেশিত থাকায় ঐ মতটি অভ্রান্ত মতেরই অন্তর্ভূত বলিয়া সমধিক ভ্রান্তিসমুৎপাদন করিয়া থাকে (*)।

বৈদিকবাক্যসমূহের যে, প্রকৃতি-কারণতাবাদ প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই, ইহাই কেবল "ঈক্ষতেঃ নাশব্দম্" (১।১।৫) ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে এখানেই তাহার (বিপক্ষপক্ষের) খণ্ডন করা হইতেছে ; সুতরাং সেই সূত্রের সহিত ইহার পুনরুক্তি দোষ আশঙ্কিত হইতে পারে না।

সাংখ্যদিগের দার্শনিক মত এইরূপ—'মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধানপদার্থটি অবিকৃতি, (বিকৃতি অর্থ—কার্য্য, অবিকৃতি অর্থ—কাহারো কার্য্য নহে), 'মহৎ' আদি সাতটি পদার্থ (মহৎ, অহঙ্কারও পঞ্চ তন্মাত্র) প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে, অর্থাৎ কার্য্য, কারণ, উভয়স্বরূপ ; আর [পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও পঞ্চ মহাভূত, এই] ষোড়শটি পদার্থ কেবলই বিকার বা কার্য্যস্বরূপ ; কিন্তু পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে—অনুভয়রূপ।' এইরূপ

(*) তাৎপর্য্য—বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রধানতঃ শ্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে, এবং সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যেও ব্রহ্মের জগৎকারণতাও স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি তর্ক-প্রধান ; উপযুক্ত যুক্তি-তর্কের সাহায্যে সেখানে ব্রহ্মের জগৎকারণতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, প্রথম পাদে বিবিধ শাস্ত্র বাক্যের সহিত স্বসিদ্ধান্তের অবিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে ; এখন দ্বিতীয় পাদে প্রতিপক্ষগণের সিদ্ধান্তের উপর দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। বিপক্ষপক্ষে দোষক্ষেপকরায় স্বসিদ্ধান্তেরও নির্দ্দোষতা স্থাপিত হইতেছে।

ইতি তত্ত্বসংগ্রহঃ। মূলপ্রকৃতির্নাম সুখদুঃখমোহাত্মকানি লাঘব-প্রকাশ-চলনোপষ্টম্ভণ-গৌরবাবরণকার্য্যাণ্যত্যন্তাতীন্দ্রিয়াণি কার্য্যৈকনিরূপণবিবেকান্যূন্যূনাতিরেকাণি সমতামুপেতানি সত্ত্বরজস্তমাংসি দ্রব্যাণি। সা চ সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যরূপা প্রকৃতিরেকা স্বয়মচেতনানেকচেতনভোগাপবর্গার্থা নিত্যা সর্ব্বগতা সততবিক্রিয়া ন কস্যচিদ্ বিকৃতিঃ; অপিতু পরমকারণমেব; মহদাদ্যাস্তদ্বিকৃতয়োঽন্যেষাং চ প্রকৃতয়ঃ সপ্ত—মহান্, অহঙ্কারঃ, শব্দতন্মাত্রং, স্পর্শতন্মাত্রং, রূপতন্মাত্রং, রসতন্মাত্রং, গন্ধতন্মাত্রমিতি। তত্রাহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ—(*) বৈকারিকতৈজসঃ ভূতাদিশ্চ, ক্রমাৎ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চ।

[তাহাদের] তত্ত্বসংগ্রহ. অর্থাৎ পদার্থসংকলন প্রণালী। মূলপ্রকৃতি অর্থ—সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক, লঘুত্ব, প্রকাশ, চলন (স্পন্দন) ও উপষ্টম্ভন অর্থাৎ ধারণ, গুরুত্ব ও আবরণ-ধর্ম্মযুক্ত (†) অতিশয় অতীন্দ্রিয়। ইহাদের পার্থক্য একমাত্র কার্য্যগম্য, ইহারা ন্যূনাধিকভাবশূন্য অর্থাৎ কেহ কাহারো অপেক্ষা ন্যূন বা অধিক নহে, সাম্যাবস্থাযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক দ্রব্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যরূপা প্রকৃতি—নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, নিরন্তর বিকারশীল; নিজে এক অচেতন হইয়াও অনেক চেতনের (পুরুষের) ভোগ ও অপবর্গ (মোক্ষ) সাধন করে, ইহাই তাহার মুখ্য প্রয়োজন; সে কাহারো বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য নহে, পরন্তু চরম কারণ স্বরূপ বটে। মহৎ অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, এই সাতটি পদার্থ মূলপ্রকৃতির কার্য্য, এবং অধস্তন তত্ত্বসমূহের আবার কারণ। তন্মধ্যে অহঙ্কার আবার তিনপ্রকার—(১) বৈকারিক, (২) তৈজস, ও (৩) ভূতাদি; ইহারা

(*) ত্রিধা' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটিই দ্রব্য পদার্থ; কেবল গুণের ন্যায় পরাধীন বলিয়া, পুরুষের ভোগোপকরণ বলিয়া এবং রজ্জুর ন্যায় পুরুষরূপ পশুকে সংসারে আবদ্ধ (বাঁধিয়া রাখে, মুক্ত হইতে দেয় না) বলিয়া 'গুণ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণের স্বভাব বর্ণনাচ্ছলে ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ। গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥" ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশস্বভাব; 'প্রকাশ' শব্দে আলো এবং জ্ঞান, উভয়ই বুঝিতে হইবে। রজোগুণ উপষ্টম্ভক (শক্তি সাধ্য কার্য্য করে, এবং সকল বস্তুকে ধারণ করিয়া রাখে) ও চল অর্থাৎ ক্রিয়াশীল; আর তমোগুণ গুরু (এই কারণেই তামস পদার্থে গুরুত্ব দেখা যায়) এবং অন্ধকারের ন্যায় অপর পদার্থের আবরক; (এই কারণেই তামস লোকের জ্ঞানশক্তি অস্ফুট হইয়া থাকে,)। অথচ পরস্পর বিরোধশীল তৈল, বর্ত্তী (শল্‌তা) ও অগ্নি সম্পাদিত প্রদীপ যেমন অন্ধকার নাশ ও আলোক-প্রদান কার্য্যে অবিসংবাদী (একমত) হইয়া থাকে, তেমনি উক্ত গুণত্রয় ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে একমত হইয়া কার্য্য করে।

তত্র বৈকারিকঃ সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়াদিঃ, ভূতাদিস্তামসো মহাভূতহেতুভূত-তন্মাত্রহেতুঃ; তৈজসো রাজসস্তূভয়োরনুগ্রাহকঃ; আকাশাদীনি পঞ্চ মহাভূতানি, শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, বাগাদীনি পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, মন ইতি কেবলবিকারাঃ ষোড়শ; পুরুষস্তু নিষ্পরিণামত্বেন ন কস্যচিৎ প্রকৃতির্ন কস্যচিদ্ বিকৃতিঃ; তত এব নির্ধর্ম্মকশ্চৈতন্যমাত্রবপু-র্নিত্যো নিষ্ক্রিয়ঃ সর্ব্বগতঃ প্রতিশরীরং ভিন্নশ্চ; নির্ব্বিকারত্বাৎ নিষ্ক্রিয়ত্বাচ্চ তস্য কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং চ ন সম্ভবতি। এবম্ভূতেঽপি তত্ত্বে মূঢ়াঃ প্রকৃতি-পুরুষসন্নিধিমাত্রেণ পুরুষস্য চৈতন্যং প্রকৃতাবধ্যস্য প্রকৃতেশ্চ কর্ত্তৃত্বং স্ফটিকমণাবিব জপাকুসুমস্যারুণিমাণং পুরুষেঽধ্যস্য 'অহং কর্ত্তা, ভোক্তা'

যথাক্রমে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (*)। তন্মধ্যে বৈকারিক—সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইন্দ্রিয়ের কারণ; ভূতাদি—তামস অহঙ্কার ক্ষিত্যাদি মহাভূতের এবং পঞ্চ তন্মাত্রের হেতু; আর তৈজস—রাজস অহঙ্কার উভয়ের (সাত্ত্বিক ও তামস অহঙ্কারের) অনুগ্রাহক বা উপকারক। আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন, এই ষোলটি পদার্থ কেবলই বিকারাত্মক, কিন্তু পুরুষ পরিণামহীন; সুতরাং সে কাহারো প্রকৃতি বা বিকৃতি নহে; এই জন্যই পুরুষ নিধর্ম্মক (নির্গুণ) কেবল চৈতন্যমাত্রাত্মক; নিত্য, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বব্যাপী ও প্রতিদেহে ভিন্ন, অর্থাৎ আত্মা প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন। নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় বলিয়াই আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না। এইরূপ তত্ত্ব নির্ণয় হইলেও মূঢ়লোকেরা কেবলই প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ নিয়তই একত্র থাকায় পুরুষের চৈতন্য [অচেতন] প্রকৃতিতে আরোপ করিয়া এবং স্ফটিকে জবাকুসুমগত লৌহিত্যের ন্যায় প্রকৃতিরও কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম (ক্রিয়াশীলতা) পুরুষে আরোপ করিয়া 'আমি কর্ত্তা ও ভোক্তা' এইরূপ

(*) তাৎপর্য্য—বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ। ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহতঃ সম্ভূব হ॥
তৈজসাদিন্দ্রিয়াণি স্যুঃ দেবা বৈকারিকা দশ। একাদশং মনশ্চাত্র স্বগুণেনোভয়াত্মকম্॥
ভূত-তন্মাত্রসর্গস্তু ভূতাদেরভবন্ প্রজাঃ॥ (সাংখ্য সারধৃত কূর্ম্ম পুরাণ)।

অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি সংজ্ঞক তামস, এই ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে, তৈজস (রাজস) অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়, বৈকারিক (সাত্ত্বিক) অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দশ দেবতা, একাদশ মন বৈকারিক ও তৈজস, এতদুভয়াত্মক, ভূতাদি তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের কারণীভূত পঞ্চ তন্মাত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে আবার অপরাপর জন্য পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

ইতি মন্যন্তে। এবমজ্ঞানাদ্ ভোগঃ, তত্ত্বজ্ঞানাচ্চাপবর্গঃ। তদেতৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমৈঃ সাধয়ন্তি। তত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধেষু পদার্থেষু নাতীব বিবাদাস্পদমস্তি। আগমোঽপি কপিলাদিসর্ব্বজ্ঞজ্ঞানমূলঃ, ইতি সোঽপি প্রথমে কাণ্ডে প্রমাণলক্ষণে নিরস্তপ্রায়ঃ। যদিদং প্রধানমেব জগৎকারণমিত্যনুমানম্, তন্নিরসনেন তন্মতং সর্ব্বং নিরস্তং ভবতি, ইতি তদেব নিরস্যতে।

তে চৈবং বর্ণয়ন্তি—কৃৎস্নস্য জগত একমূলত্বম্ অবশ্যাভ্যুপগমনীয়ম্,

---

মনে করিয়া থাকে (*)। এই প্রকার, অজ্ঞানে ভোগ, আর তত্ত্বজ্ঞানে অপবর্গ বা মোক্ষ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শাস্ত্র), এই প্রমাণত্রয়ের সাহায্যে তাহারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থে বিশেষ কিছু বিবাদস্থল নাই। [তাহাদের অভিমত] আগম বা শব্দপ্রমাণও কপিলপ্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞদিগের জ্ঞানপ্রসূত ; এইজন্য প্রথম অধ্যায়ে সেই আগম-প্রমাণও একপ্রকার খণ্ডিতই হইয়াছে। সেই প্রধানের জগৎকারণতা-সমর্থনের জন্য তাহারা যে অনুমান করিয়া থাকেন, এখন তাহা নিরস্ত করিতে পারিলেই তাহাদের মতটি সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করা হয় ; এইজন্য তাহাই নিরাকৃত হইতেছে (†)।

তাহারা এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন—কোনও একটিমাত্র পদার্থকেই সমস্ত জগতের মূল-

---

(*) তাৎপর্য্য—ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥" (সাংখ্যকারিকা ২০)।

অর্থাৎ যেহেতু প্রকৃতির চৈতন্য নাই ; এবং পুরুষেরও কর্ত্তৃত্ব নাই, অথচ 'আমি কর্ত্তা, আমি চেতন' ইত্যাদিপ্রকারে কর্ত্তৃত্ব ও চৈতন্যের একাধিকরণে ব্যবহার আপামর-প্রসিদ্ধ ; অতএব বুঝিতে হইবে, অগ্নির সান্নিধ্য বশতঃ লৌহে যেমন অগ্নির দাহ-প্রকাশাদি ধর্ম্মের আরোপ হইয়া থাকে, তেমনি পরস্পরের সংযোগ বশতঃ অচেতন প্রকৃতিও (প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিও) চেতনের ন্যায় এবং অকর্ত্তা উদাসীন (অভোক্তা) পুরুষও কর্ত্তার ন্যায় প্রতীত হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্ম পুরুষে আর পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে আরোপিত হয়। ইহাই অবিবেক ও সংসারবন্ধের কারণ, আর ইহার পার্থক্যোপলব্ধিই বিবেক-জ্ঞান, এবং তাহাই বন্ধচ্ছেদের—মুক্তির কারণ।

(†) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনটি—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) আগম বা শব্দ। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবাদ থাকিতে পারে না, যাহা আছে, তাহাও অতি সামান্য ; আর শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধেও কথা এই যে, তাহারা কপিল প্রভৃতিকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন ; সুতরাং তৎপ্রণীত শাস্ত্রগুলিকেও অভ্রান্ত ধ্রুব সত্য বলিয়াই মনে করেন। আমরা কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কপিল যদি সর্ব্বজ্ঞ হন, তাহা হইলেই তৎপ্রণীত শাস্ত্রও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, আর তৎপ্রণীত শাস্ত্র যদি বিশ্বাসযোগ্য—বেদার্থানুগত হয়, তাহা হইলেই তৎকর্ত্তা কপিলেরও সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতে পারে। কাজেই তদুভয়ের প্রামাণ্য পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায় অবিসংবাদিত নহে। বিশেষতঃ সর্ব্বসম্মানিত বেদার্থও তাহাদের অনুকূল নহে, আমাদেরই অনুকূল। এখন তাহাদের অবশিষ্ট অনুমানপ্রমাণটি খণ্ডন করিতে পারিলেই সাংখ্যমত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতে পারে। কারণ, তাহাদের মতে ইহার অতিরিক্ত আর কোনও প্রমাণ নাই।

অনেকেভ্যঃ কার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে কারণানবস্থানাৎ। তন্তুপ্রভৃতয়ো হি অবয়বাঃ স্বাংশভূতৈঃ ষড়্‌ভিঃ পার্শ্বৈঃ পরস্পরং সংযুজ্যমানা অবয়বিনমুৎপাদয়ন্তি; তে চ তন্ত্বাদয়ঃ স্বাবয়বৈস্তথাভূতৈরুৎপাদ্যন্তে; তে চ তথাভূতৈঃ স্বাবয়বৈঃ, ইতি পরমাণুভিরপি স্বকীয়ৈঃ ষড়্‌ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানৈরেব স্বকার্য্যোৎপাদনমভ্যুপেতব্যম্; অন্যথা প্রথিমানুপপত্তেঃ। পরমাণবোঽপ্যংশিত্বেন স্বাংশৈস্তথৈবোৎপাদ্যন্তে; তে চ স্বাংশৈঃ, ইতি ন ক্বচিৎ কারণব্যবস্থিতিঃ। অতঃ কারণব্যবস্থাসিদ্ধ্যর্থমেকং দ্রব্যং বিবিধ-বিচিত্রপরিণামশক্তিযুক্তং স্বয়মপ্রচ্যুতস্বরূপমেব মহদাদ্যনন্তাবস্থাশ্রয়ঃ

কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; নচেৎ অনেক কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিলে কারণগত অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। [দেখিতে পাওয়া যায়—] তন্তু প্রভৃতি অবয়বসমূহ ছয়টি পার্শ্বে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একটি অবয়বীকে (পটাদি পদার্থকে) উৎপাদন করিয়া থাকে; সেই তন্তুপ্রভৃতি অবয়বসমূহও আবার পূর্ব্বানুরূপ স্বীয় অবয়ব-সমষ্টি দ্বারা সমুৎপাদিত হয়; সেই অবয়ব-সমূহও আবার তাদৃশ স্বীয় অবয়বসমষ্টি দ্বারা [উৎপাদিত হয়]; অতএব পরমাণুসমূহও যে, স্বীয় ছয়টি পার্শ্বে পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই স্বীয় কার্য্য পদার্থ সমুৎপাদন করে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ [পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন কার্য্যপদার্থের] স্থূলতা হইতে পারে না (*)। [পরমাণুসমূহ যেমন দ্ব্যণুক উৎপাদন করে,] তেমনি, পরমাণুও যখন অংশী বা সাবয়ব, তখন তাহারাও স্বীয় অবয়বসমূহ দ্বারা সমুৎপাদিত হয়, এবং পরমাণুর সেই অবয়বসমূহও আবার স্বীয় অংশসমূহ দ্বারা [সমুৎপাদিত হয়]; এইরূপে কারণ কল্পনার কোথাও পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। অতএব কারণ-ব্যবস্থা সিদ্ধির নিমিত্তই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় পরিণামশক্তিসম্পন্ন, অথচ স্বয়ং স্বরূপ হইতে অবিচ্যুতস্বভাব এরূপ একটি দ্রব্যকেই 'মহত্তত্ত্ব' প্রভৃতি অনন্ত অবস্থার আশ্রয়ীভূত কারণ (উপাদান) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের

(*) তাৎপর্য্য—বৈশেষিককার কণাদ বলেন, পরমাণুই জগতের উপাদান কারণ, তদ্ভিন্ন আর কোনও পদার্থ জগতের মূলকারণ হইতে পারে না। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু, এইরূপে ক্রমশঃ স্থূল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পরমাণু সাবয়ব ? কি নিরবয়ব ? নিরবয়ব হইলে তাহাদের সংযোগোৎপন্ন ত্রসরেণু প্রভৃতি কার্য্যে স্থূলতা আসিতে পারে না; কেন না, নিরবয়ব পদার্থের সংযোগ কখনই আংশিক হইতে পারে না, সামুদায়িকই হয়। যেমন দুইটি শূন্যের সংযোগ-ফল শূন্য ছাড়া আর কিছু হয় না, ইহাও তদ্রূপ। আর পরমাণুকে সাবয়ব বলিলে সেই অবয়বগুলিকেও আবার সাবয়ব বলিতে হয়, তাহাদের অবয়বকেও আবার সাবয়ব বলিতে হয়, এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনার ফলে মূল কারণের নির্ণয়ই হইতে পারে না। এই জন্য কারণপ্রবাহের পরিসমাপ্তি হয় না বলা হইয়াছে।

কারণমাশ্রণীয়ম্। তচ্চৈকং কারণং গুণত্রয়সাম্যরূপং প্রধানমিতি তৎ-কল্পনহেতূন্ উপন্যস্যন্তি—

"ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ-কার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য ॥
কারণমস্ত্যব্যক্তম্" [সাংখ্যকারিকা ১৩] ইতি।

অয়মর্থঃ—বিশ্বরূপমেব বৈশ্বরূপ্যং বিচিত্রসন্নিবেশং তনুভুবনাদি কৃৎস্নং জগৎ; তচ্চ জগদ্ বিচিত্রসন্নিবেশত্বেন কার্য্যভূতং তৎসরূপাব্যক্তকারণকম্; কুতঃ? কার্য্যত্বাৎ; কার্য্যস্য হি সর্ব্বস্য তৎসরূপাৎ কারণবিশেষাদ্ বিভাগঃ তস্মিন্নেব অবিভাগশ্চ দৃশ্যতে; যথা—ঘট-মুকুটাদেঃ কার্য্যস্য তৎসরূপাৎ মৃৎসুবর্ণাদেঃ কারণাদ্ বিভাগঃ, তস্মিন্নেব চ অবিভাগঃ;

সাম্যাবস্থারূপ সেই একটি কারণই 'প্রধান'; এইজন্য তাহারা সেই প্রধানের কল্পনাপক্ষে [নিম্নোদ্ধৃত] হেতু সমূহের উপন্যাস করিয়া থাকেন—

'যেহেতু ভেদ বা কার্য্য মাত্রেরই পরিমাণ আছে, যেহেতু কার্য্যমাত্রেই কারণের সমন্বয় বা নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে, যেহেতু শক্তি অনুসারেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে পদার্থের যে কার্য্যোৎপাদনে শক্তি, সেই পদার্থ ই সেই কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে; আর যেহেতু, কারণ হইতেই কার্য্যের বিভাগ হয়, এবং যেহেতু সমস্ত কার্য্যই কারণের সঙ্গে অবিভক্ত বা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকে; সেই হেতুই উহাদের 'অব্যক্ত'সংজ্ঞক একটি কারণ আছে' (*)।

ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বরূপই বৈশ্বরূপ; বৈশ্বরূপ অর্থ—দেহ ও ভুবনাদি নিখিল জগৎ; বিচিত্র-সন্নিবেশসমন্বিত কার্য্যস্বরূপ সেই এই জগৎও তাহার অনুরূপ 'অব্যক্ত' কারণ হইতে সমুৎপন্ন। কারণ?—কার্য্যত্বই কারণ; সমস্ত জন্য পদার্থেরই তৎসমানস্বভাববিশিষ্ট কারণ হইতে বিভাগ এবং তাহাতেই আবার তিরোভাব হইতে দেখা যায়; যথা—ঘট ও মুকুটাদি জন্য-পদার্থের তৎসমানরূপ মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি কারণ হইতে বিভাগ আবার তাহাতেই বিলয় দৃষ্ট হয়;

(*) তাৎপর্য্য—'ভেদ' অর্থ—জন্য পদার্থ; জন্য পদার্থমাত্রেরই একটা হ্রস্ব-দীর্ঘাদি পরিমাণ আছে; যাহার জন্ম নাই, তাহার পরিচ্ছিন্ন পরিমাণও নাই; পক্ষান্তরে, যাহারই পরিমাণ আছে, তাহারই একটি কারণ আছে; সেই কারণটিও স্বীয় কার্য্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম—অব্যক্ত হইয়া থাকে। যথা, বস্ত্রের কারণ তন্তু বস্ত্রাপেক্ষা সূক্ষ্ম; তন্তুর কারণ অংশু (আঁশ) তন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম; এই প্রকারে সর্ব্ব কারণের চরম কারণটিও যে, সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম—অব্যক্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

'সমন্বয়' অর্থ—কার্য্য-শরীরে অনুস্যূত (প্রবিষ্ট) থাকা। ঘটের কারণ যদি ঘটাপেক্ষা অব্যক্ত—সূক্ষ্ম না হইত, তাহা হইলে কখনই তাহা ঘটের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিতে পারিত না।

'শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ' কথার অর্থ—যে বস্তুর যেরূপ কার্য্য-সমুৎপাদনে শক্তি আছে, সেই বস্তু সেইরূপ কার্য্যই জন্মাইয়া থাকে, কারণগত সেই শক্তিই কার্য্যের অব্যক্তাবস্থা।

অতো বিশ্বরূপস্য জগতঃ তৎসরূপাৎ প্রধানাদ্ উৎপত্তিঃ, তস্মিন্নেব লয়শ্চেতি প্রধান-কারণকমেব জগৎ।

গুণত্রয়সাম্যরূপং প্রধানমেব জগৎসরূপং কারণম্; সত্ত্ব-রজস্তমোময়-সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্বাৎ জগতঃ। যথা চ মৃদাত্মনো ঘটস্য মৃদ্দ্রব্যমেব কারণম্; তদেব হি তদুৎপত্ত্যাখ্যশক্তিপ্রবৃত্তিমৎ, তথা দর্শনাৎ। অব্যক্তস্য গুণসাম্যরূপস্য দেশতঃ কালতশ্চাপরিমিতস্যৈব কারণত্বং, ভেদানাং মহদ-হঙ্কার-তন্মাত্রাদীনাং পরিমিতত্বাদ্ অবগম্যতে; মহদাদীনি চ ঘটাদিবৎ পরিমিতানি কৃৎস্নজগদুৎপত্তৌ ন প্রভবন্তি; অতঃ ত্রিগুণং জগৎ গুণত্রয়-সাম্যরূপ-প্রধানৈককারণকমিতি নিশ্চীয়তে।

[স্বসিদ্ধান্তঃ—]

অত্রোচ্যতে—"রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং প্রবৃত্তেশ্চ"— অনুমীয়ত ইত্যনু-মানম্; ন ভবদুক্তং প্রধানং বিচিত্র-জগদ্রচনাসমর্থম্, অচেতনত্বে সতি তৎস্বভাবাভিজ্ঞানধিষ্ঠিতত্বাৎ; যদেবং তৎ তথা, যথা রথ-প্রাসাদাদিনির্ম্মাণে

অতএব, বিচিত্র-সন্নিবেশবিশিষ্ট এই জগতেরও 'প্রধান' হইতে উৎপত্তি ও তাহাতেই বিলয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে; এই কারণে প্রধানকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যেহেতু, এই জগৎও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, সেই হেতু গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই এই জগতের সমানস্বভাব বা অনুরূপ কারণ, (পরমাণু প্রভৃতি নহে)। উদাহরণ—যেমন মৃত্তিকাত্মক ঘটের মৃত্তিকাদ্রব্যই কারণ হইয়া থাকে, [ইহাও তদ্রূপ]; কেন না, মৃত্তিকাই সেই ঘটকার্য্যের উৎপত্তিনামক প্রবৃত্তি বিষয়ে উপযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট কারণ; এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতেও পাওয়া যায়। ভেদসমূহ অর্থাৎ মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি পদার্থনিচয় পরিমিত (পরিচ্ছিন্ন) বলিয়া, বুঝা যাইতেছে যে, দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন গুণসাম্যরূপ অব্যক্তই ইহাদের কারণ। মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ ঘটাদি পদার্থের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং তাহারা কখনই সমস্ত জগদুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব, গুণত্রয়ের সাম্যা-বস্থারূপ প্রধানই যে, ত্রিগুণাত্মক (সুখ-দুঃখ-মোহসমন্বিত) জগতের একমাত্র কারণ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে।

রামানুজের সিদ্ধান্ত।

এতদুত্তরে বলা হইতেছে—'রচনা ও তদ্বিষয়ক প্রবৃত্তির অনুপপত্তিহেতুও অনুমান (প্রধান) [জগৎকারণ] নহে'। 'অনুমান' অর্থ—যাহাকে অনুমান দ্বারা জানা যায়, [সেই প্রধান]। তোমার অভিমত 'প্রধান' এই বিচিত্র জগৎ-রচনায় সমর্থ নহে; কারণ, উহা স্বয়ং অচেতন এবং তাহার স্বভাবাভিজ্ঞ অপর কোন চেতনকর্ত্তৃক পরিচালিতও নহে; যাহা এইরূপ, তাহা সেইরূপই হইয়া থাকে; অর্থাৎ যাহা

কেবলদার্ব্বাদিকম্। দার্ব্বাদেরচেতনস্য তজ্জ্ঞানধিষ্ঠিতস্য কার্য্যারম্ভানুপপত্তের্দর্শনাৎ, তজ্জ্ঞাধিষ্ঠিতস্য কার্য্যারম্ভপ্রবৃত্তের্দর্শনাচ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণমিত্যুক্তং ভবতি।

চকারাদন্বয়স্যানৈকান্ত্যং সমুচ্চিনোতি; নহ্যন্বিতং শৌক্ল্য-গোত্বাদি কারণত্বব্যাপ্তম্। ন চ বাচ্যম্, মাভূদন্বিতানামপি শৌক্ল্যাদিধর্ম্মাণাং কারণত্বম্, দ্রব্যস্য তু হেমাদেঃ কার্য্যেঽন্বিতস্য কারণত্বব্যাপ্তিরস্ত্যেব; সত্ত্বাদীন্যপি দ্রব্যাণি কার্য্যেঽন্বিতানি কারণত্বব্যাপ্তানি ইতি; যতঃ সত্ত্বাদয়ো দ্রব্যধর্ম্মাঃ, ন তু দ্রব্যস্বরূপম্; সত্ত্বাদয়ো হি পৃথিব্যাদিদ্রব্যগতলঘুত্ব-প্রকাশাদিহেতুভূতাস্তৎস্বভাববিশেষা এব; ন তু মৃদ্ধিরণ্যাদিবদ্‌ দ্রব্যতয়া কার্য্যান্বিতা উপলভ্যন্তে; গুণা ইত্যেব চ সত্ত্বাদীনাং প্রসিদ্ধিঃ।

যচ্চ কারণব্যবস্থাসিদ্ধয়ে জগত একমূলত্বমুক্তম্, তদপি সত্ত্বাদীনামনেকত্বাৎ নোপপদ্যতে। অতএব কারণব্যবস্থা চ ন সিধ্যতি। সাম্যাবস্থাঃ

নিজে অচেতন অথচ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হয়, তাহা কখনই কোন কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হয় না। উদাহরণ—যেমন রথ ও প্রাসাদাদি কার্য্যনির্ম্মাণে কেবল (চেতন-কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত) কাষ্ঠাদি। এই কথাই বলা হইল যে, যেহেতু চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত কাষ্ঠাদির কার্য্যারম্ভ দেখা যায় না, অথচ অভিজ্ঞজনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠানকালে কার্য্যারম্ভ দেখা যায়। অতএব একজন প্রাজ্ঞকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) না হইলে প্রধানও জগৎকারণ হইতে পারে না।

[প্রবৃত্তেঃ চ] এই 'চ' শব্দটি অন্বয়ের অর্থাৎ কার্য্যে কারণানুবৃত্তিরও অনৈকান্তিকতা (ব্যভিচার) সমুচ্চিত করিতেছে; কেননা, শুক্লতা ও গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি অন্বিত অর্থাৎ কার্য্যে অনুবৃত্ত হইয়াও ত কারণতাধর্ম্ম দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না, অর্থাৎ ঐ কার্য্যের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ভাল, শুক্লত্বাদি ধর্ম্মগুলি অন্বিত হইয়াও কারণ না হয়, না হউক, কিন্তু মুকুটাদি কার্য্যে অন্বিত সুবর্ণাদি দ্রব্যের ত নিশ্চয়ই কারণতা আছে; অতএব সত্ত্বাদি গুণও যখন দ্রব্য পদার্থ অথচ কারণে অনুবৃত্ত, তখন তাহারাও কারণতাব্যাপ্ত (কারণ) না হইবে কেন? না—এ কথা বলিতে পার না; কারণ, সত্ত্বাদি গুণগুলি দ্রব্যধর্ম্ম—কিন্তু নিজেরা দ্রব্যস্বরূপ নহে। কেননা, পৃথিব্যাদি পদার্থগত লঘুত্ব ও প্রকাশাদির প্রবর্ত্তক সত্ত্বাদি গুণসমূহ ত পৃথিব্যাদিরই একপ্রকার স্বভাব; কিন্তু কখনও তাহারা মৃত্তিকা ও হিরণ্যাদির ন্যায় দ্রব্যরূপে কোনও কার্য্যে অন্বিত হয় না; অথচ সত্ত্বাদি পদার্থগুলি গুণ বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ।

আর যে, কারণব্যবস্থা-রক্ষার জন্য জগৎকে একই মূলকারণ হইতে সমুৎপন্ন বলা হইয়াছে; সত্ত্বাদি গুণের বহুত্বনিবন্ধন তাহাও উপপন্ন হইতেছে না; এই জন্য কারণ-ব্যবস্থাও সিদ্ধ

সত্ত্বাদয় এব হি প্রধানমিতি ত্বন্মতম্; অতঃ কারণবহুত্বাদনবস্থা তদবস্থৈব। ন চ তেষামপরিমিতত্বেন ব্যবস্থাসিদ্ধিঃ, অপরিমিতত্বে হি ত্রয়াণামপি সর্ব্বগতত্বেন ন্যূনাধিকভাবাভাবাদ্বৈষম্যাসিদ্ধেঃ কার্য্যারম্ভাসম্ভবাৎ; কার্য্যারম্ভায়ৈব পরিমিতত্বমবশ্যাশ্রণীয়ম্ ॥২॥২॥১॥

যত্র রথাদিষু স্পষ্টং চেতনাধিষ্ঠিতত্বং দৃষ্টম্, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বং পক্ষীকৃতমিত্যাহ—

পয়োঽম্বুবচ্চেৎ, তত্রাপি ॥২॥২॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—পয়োঽম্বুবৎ (দুগ্ধ ও জলের ন্যায়), চেৎ (যদি), তত্র (সেখানে) অপি (ও)।]

[সরলার্থঃ—যথা পয়ঃ—দুগ্ধং দধ্যাদিভাবেন, অম্বু জলঞ্চ হিমকরকাদিভাবেন অন্যনিরপেক্ষং, তথা অন্যনিরপেক্ষং প্রধানমপি স্বয়মেব মহদাদিরূপেণ পরিণংস্যতে, ইতি চেৎ; তন্ন, যতঃ তত্রাপি পয়োঽম্বুনোরপি পক্ষমধ্যে নিবেশাৎ চেতনাধিষ্ঠিতত্বমনুমেয়মিতি শেষঃ ॥

যদি বল, দুগ্ধ যেমন দধিভাবে এবং জল যেমন হিমাদিভাবে পরিণতির জন্য অপর কোনও অধিষ্ঠাতার অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই পরিণত হয়, তেমনি প্রধানও যে, স্বয়ংই মহদাদিরূপে পরিণত হইবে, ইহাতে আপত্তি কি? না—সেখানেও চেতনাধিষ্ঠান অনুমান করা হইবে; কারণ, উহাও আমার বিবাদস্থলের মধ্যেই নিবিষ্ট ॥২॥২॥২॥]

হইতেছে না। কেননা, সাম্যাবস্থাপন্ন সত্ত্বাদিগুণসমূহই 'প্রধান', ইহা তোমার অভিমত; অতএব কারণের বহুত্ব নিবন্ধন যে, অনবস্থা দোষ [যাহা তুমি পরমাণুবাদের উপর উত্থাপন করিয়াছিলে, তাহা] সেই অবস্থায়ই রহিল। আর সেই গুণত্রয় অপরিমিত (অপরিচ্ছিন্ন) বলিয়াও যে, ব্যবস্থা রক্ষা পায়, তাহাও নহে; কারণ, অপরিচ্ছিন্ন হইলে তিনটি গুণেরই সর্ব্বগতত্ব নিবন্ধন ন্যূনাধিকভাব থাকিতে পারে না; সুতরাং বৈষম্যাবস্থাও সিদ্ধ হয় না; তাহার ফলে কার্য্যারম্ভই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব কার্য্যারম্ভের নিমিত্তই উহাদের পরিমিতত্ব অবশ্য স্বীকার করা আবশ্যক ॥২॥২॥১॥

রথ প্রভৃতি যে সমস্ত স্থলে চেতনাধিষ্ঠান স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয়, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত পদার্থকেই পক্ষ-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, (*) এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'দুগ্ধও জলের ন্যায় যদি বল, [না,] সেখানেও [চেতনাধিষ্ঠিতত্ব আছে]।

(*) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে প্রধানতঃ অনুমানের সাহায্যেই প্রধানের কারণতা নিরূপিত হইয়াছে। তজ্জন্য ভাষ্যকার সেই অনুমানানুসারেই আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন—প্রত্যেক অনুমানেই হেতু, সাধ্য ও পক্ষ, এই তিনটি বিষয় থাকে। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা অনুমেয় বিষয়টি প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে বলে হেতু, যাহা অনুমিত হয়, তাহাকে বলে সাধ্য, আর সেই অনুমেয় বিষয়টি যেখানে থাকে, তাহাকে বলে

যদুক্তং প্রধানস্য প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতস্য বিচিত্রজগদ্রচনানুপপত্তিরিতি; তন্ন, যতঃ পয়োঽম্বুবৎ প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে। পয়সস্তাবৎ দধিভাবেন পরিণমমাণস্যানন্যাপেক্ষস্য আদ্যপরিস্পন্দপ্রভৃতিপরিণামপরম্পরা স্বত এবোপপদ্যতে; যথা চ বারিদ-বিমুক্তস্যাম্বুন একরসস্য নারিকেল-তাল-চূত-কপিত্থ-নিম্ব-তিন্তিড়্যাদিবিচিত্ররসরূপেণ পরিণামপ্রবৃত্তিঃ স্বত এব দৃশ্যতে; তথা প্রধানস্যাপি পরিণামস্বভাবস্যান্যানধিষ্ঠিতস্যৈব প্রতিসর্গাবস্থায়াং সদৃশপরিণামেনাবস্থিতস্য সর্গাবস্থায়াং গুণবৈষম্যনিমিত্তবিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে। যথোক্তং "পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ"

অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে যে, প্রধানের পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা উপপন্ন হয় না, বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই; যেহেতু দুগ্ধও জলের ন্যায় তাহারও প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ কারণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া দধিরূপে পরিণমনশীল দুগ্ধের পক্ষে যে, প্রাথমিক পরিস্পন্দ-প্রভৃতি পরিণাম-পারম্পর্য্য অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্তির অনুকূল যে, ক্রিয়াপ্রবাহ, তাহা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং মেঘবিনির্ম্মুক্ত জল যেমন [প্রথমতঃ] এক-রস অর্থাৎ একই প্রকার আস্বাদযুক্ত হইলেও নারিকেল, তাল, আম্র, কপিত্থ (কৎবেল), নিম ও তেঁতুল প্রভৃতি বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি পরিণামই যখন প্রধানের স্বভাব, তখন প্রলয়াবস্থায় যেমন অপরকর্তৃক পরিচালিত না হইয়াও সদৃশ পরিণাম-বিশিষ্টরূপে অস্থিত হয়, তেমনি সৃষ্টিকালেও কেবল সত্ত্বাদি-গুণের বৈষম্যনিবন্ধনই তাহার বিচিত্রাকারে পরিণাম সম্ভবপর হয়। একথা অন্যত্রও উক্ত আছে, যথা –'জলের ন্যায় গুণসমূহেরও প্রতিনিয়ত আশ্রয়ভেদে পরিণামের ভেদ হয় এবং তন্নিবন্ধন [কার্য্যবৈচিত্র্য হয়]'। অতএব যদি

পক্ষ। এই অনুমানে আরো একটি বিষয় থাকে, তাহাকে বলে দৃষ্টান্ত; অনুরূপ দৃষ্টান্ত না থাকিলে অতি সাবধানতার সহিত সম্পাদিত অনুমানও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। সেই দৃষ্টান্তটি সাধ্য ও পক্ষ হইতে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক; নচেৎ সেরূপ দৃষ্টান্ত গ্রাহ্য হয় না। অচেতন রথাদি পদার্থ যে, চেতনের পরিচালনা ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং এ বিষয়ে কাহারো আপত্তি নাই; কিন্তু দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যে, দধি ও হিমাদিভাবে পরিণতি, তাহাতে কোন চেতনের প্রেরণা পরিদৃষ্ট হয় না; এই জন্য সাংখ্য-বাদীরা ঐ দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রধানেরও স্বতঃপ্রবৃত্তি সাধনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই কারণে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—দুগ্ধাদিও ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না; কারণ, আমাদের উদ্ভাবিত 'অচেতনপ্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বিকা, অচেতন-প্রবৃত্তিত্বাৎ, রথাদিপ্রবৃত্তিবৎ।' অর্থাৎ অচেতনমাত্রেরই যে, প্রবৃত্তি বা চেষ্টা, তাহা চেতনাধিষ্ঠান-জনিত; কারণ, উহা অচেতনের প্রবৃত্তি; দৃষ্টান্ত—যেমন রথাদির প্রবৃত্তি। যে যে স্থলে চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তদ্ভিন্ন সমস্তকেই উক্ত অনুমানের 'পক্ষ' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে; সুতরাং দুগ্ধ-জলাদিও আমাদের উক্ত অনুমানের অবিষয় নহে, অর্থাৎ সেখানেও চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকত্বই অনুমেয়; সুতরাং সে সমুদয়কে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

[সাঙ্খ্যকারিকা০ ১৬] ইতি। তদেবমব্যক্তমনন্যাপেক্ষং প্রবর্ত্ততে, ইতি চেৎ, অত উত্তরম্—'তত্রাপি' ইতি। যৎ ক্ষীরজলাদি দৃষ্টান্ততয়া নিদর্শিতম্, তত্রাপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠানে প্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে; তদপি পূর্ব্বত্র পক্ষীকৃত-মিত্যভিপ্রায়ঃ। "উপসংহারদর্শনান্নেতিচেৎ, ন, ক্ষীরবদ্ধি" [ব্রহ্ম সূ০ ২।১।২৪] ইত্যত্র দৃষ্টপরিকররহিতস্যাপি স্বাসাধারণপরিণাম উপপদ্যত ইত্যেতাবদুক্তম্, ন প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বং পরাকৃতম্, "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।৪] ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥২॥২॥২॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥২॥২॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ (সৃষ্টিব্যতিরিক্ত—প্রলয়াবস্থায় অবস্থিতির অনুপপত্তিহেতু) চ (ও), অনপেক্ষত্বাৎ (যেহেতু [সৃষ্টি-কার্য্যে প্রধান] অন্যকে অপেক্ষা করে না)।]

[সরলার্থঃ—প্রধানস্য স্বকার্য্যজননে অনপেক্ষত্বাৎ—অন্যনিরপেক্ষত্বাৎ—স্বতন্ত্রত্বাদিতি যাবৎ, ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ সর্ব্বদা সৃষ্টিব্যতিরেকেণ অবস্থিতেরসম্ভবাৎ প্রলয়ানুপপত্তেরপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং কেবলং প্রধানং ন জগৎকারণমিত্যর্থঃ।

প্রধান যখন স্বীয় কার্য্যরচনায় অপর কোনও কারণের অপেক্ষা করে না, স্বয়ংই স্বাভাবিক শক্তিবলে স্বকার্য্য রচনা করিয়া থাকে; তখন সৃষ্টি না করিয়া কোন সময়েই সাম্যাবস্থায় অবস্থান করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না; তাহার ফলে কখনও আর 'প্রলয়' ঘটিতে পারে না ॥২॥২॥৩॥]

ইতশ্চ সত্যসঙ্কল্পেশ্বরাধিষ্ঠানানপেক্ষপরিণামিত্বে সর্গব্যতিরেকেণ প্রতিসর্গাবস্থয়ানবস্থিতিপ্রসঙ্গাচ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণম্;

বল। অব্যক্ত প্রধানও জলের ন্যায় অন্য নিরপেক্ষভাবেই [স্বকার্য্যে] প্রবৃত্ত হইবে; তাহার উত্তর—"তত্রাপি"—'সেখানেও'। দৃষ্টান্তরূপে দুগ্ধ-জলাদি যে সমস্ত পদার্থ উদাহৃত হইয়াছে, সে সমুদয়েরও একজন অভিজ্ঞের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না। অভিপ্রায় এই যে, তাহাকেও পূর্ব্বসূত্রোক্ত আপত্তিতে পক্ষশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে (বিবাদাস্পদস্থল মধ্যে ধরা হইয়াছে)। পূর্ব্বোক্ত "উপসংহারদর্শনাৎ" ইত্যাদি সূত্রে কেবল এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, লৌকিক-সহায়শূন্য পদার্থেরও স্বীয় অসাধারণ শক্তির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কার্য্যাকারে পরিণাম হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাজ্ঞকর্ত্তৃক অধিষ্ঠানের আবশ্যকতা সেখানেও প্রতিষিদ্ধ হয় নাই; কেননা, "যিনি জলের মধ্যে অবস্থান করত"—ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে ॥২॥২॥২॥

এই কারণেও অর্থাৎ সত্যসংকল্প পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রধানের পরিণাম স্বীকার করিলে সৃষ্টি ভিন্ন প্রলয়াবস্থায় কখনও অবস্থিতি করা প্রধানের পক্ষে সম্ভব হয় না।

প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বে তস্য সত্যসঙ্কল্পত্বেন সর্গ-প্রতিসর্গবিচিত্রসৃষ্টিব্যবস্থাসিদ্ধিঃ। ন চ বাচ্যং, প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বেঽপি তস্য অবাপ্তসমস্তকামস্য পরিপূর্ণস্যানবধিকাতিশয়ানন্দস্য নিরবদ্যস্য নিরঞ্জনস্য সর্গ-প্রতিসর্গব্যবস্থাহেত্বভাবাদ্ বিষমসৃষ্টৌ নির্দ্দয়ত্ব-প্রসঙ্গাচ্চ সমানোঽয়ং দোষ ইতি। ন, পরিপূর্ণস্যাপি লীলার্থপ্রবৃত্তিসম্ভবাৎ, সর্ব্বজ্ঞস্য তস্য পরিণামবিশেষাৎ প্রকৃতিদর্শনরূপ-সর্গ-প্রতিসর্গবিশেষহেতোঃ সম্ভবাৎ, ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মণামেব বিষমসৃষ্টিব্যবস্থাপকত্বাচ্চ।

নন্বেবং ক্ষেত্রজ্ঞপুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম্মভিরেব সর্ব্বা ব্যবস্থাঃ সিধ্যন্তীতি কৃতমীশ্বরেণাধিষ্ঠাত্রা ; পুণ্যাপুণ্যরূপানুষ্ঠিতকর্ম্মসংস্কৃতা প্রকৃতিরেব পুরুষার্থানুরূপং তথা তথা ব্যবস্থয়া পরিণংস্যতে ; যথা বিষাদিদূষিতানামন্ন-পানাদীনামৌষধবিশেষাপ্যায়িতানাঞ্চ সুখ-দুঃখহেতুভূতঃ পরিণামবিশেষো দেশকালব্যবস্থয়া দৃশ্যতে ; অতঃ সর্গ-প্রতিসর্গব্যবস্থা দেবাদিবিষমসৃষ্টিঃ কৈবল্য-ব্যবস্থা চ সর্ব্বপ্রকারপরিণামশক্তিযুক্তস্য প্রধানস্যৈবোপপদ্যত ইতি।

কাজেই প্রাজ্ঞ পরমেশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধানের কারণত্ব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, প্রাজ্ঞকর্তৃক পরিচালিত হইলে তাঁহার সত্যসংকল্পতা বশতঃ সৃষ্টি, প্রলয় ও সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যের ব্যবস্থাও সিদ্ধ হইতে পারে। তাহার পর, প্রধান প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিত হইলেও, প্রাজ্ঞ পরমেশ্বর যখন আপ্তকাম, পরিপূর্ণ, নিরবধি ও সর্ব্বাতিশয় আনন্দযুক্ত, নির্দ্দোষ ও নিরঞ্জন, তখন সৃষ্টি ও প্রলয়ের উপযোগী কোন কারণ অসত্ত্বেও বৈষম্যপূর্ণ সৃষ্টি করায় তাঁহার নির্দ্দয়ত্ব দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষ [উভয় পক্ষেই] সমান। না, এ কথাও বলিতে পারা যায় না ; কেননা, পরিপূর্ণেরও কেবল লীলার উদ্দেশে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব হয় ; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের পক্ষে বিশিষ্টপরিণামাপন্ন প্রকৃতিকে দর্শন করাই সৃষ্টি ও প্রলয়ের হেতু বা প্রযোজক হইতে পারে। বিশেষতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের [প্রাক্তন] কর্ম্মও সৃষ্টিগত বৈষম্য-ব্যবস্থার হেতু হইতে পারে।

আচ্ছা ভাল, জীবের প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মরাশি দ্বারাই যখন সমস্ত বৈষম্য-ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে, তখন আবার প্রধানের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের আবশ্যক কি ? বিষাদি-সংস্পর্শে দূষিত কিংবা ঔষধবিশেষের সংযোগে পরিশোধিত অন্নজলাদির যেরূপ দেশ কালাদি অনুসারে সুখ-দুঃখকর বিচিত্র পরিণাম দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষানুষ্ঠিত পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের সংস্কার-সহযোগে তদনুরূপ পুরুষভোগ সম্পাদনার্থ বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যময় কার্য্যাকারে পরিণত হইবে। অতএব, সৃষ্টি-প্রলয়ের ব্যবস্থা, দেবাদিসৃষ্টিগত বৈষম্য ও মোক্ষের ব্যবস্থা, এ সমস্ত সর্ব্বপ্রকার পরিণামশক্তিসমন্বিত প্রধানের সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়।

অনভিজ্ঞো ভবান্ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মস্বরূপয়োঃ; পুণ্যাপুণ্যস্বরূপে হি শাস্ত্রৈকসমধিগম্যে; শাস্ত্রঞ্চ অনাদিনিধনাবিচ্ছিন্নপাঠ-সম্প্রদায়ানাঘ্রাত-প্রমাদাদিদোষগন্ধ-বেদাখ্যাক্ষররাশিঃ; তচ্চ পরমপুরুষারাধন-তদ্বিপর্য্যয়রূপে কর্ম্মণী পুণ্যাপুণ্যে, তদনুগ্রহনিগ্রহায়ত্তে চ তৎফলে সুখ-দুঃখে ইতি বদতি। তথাহ দ্রমিড়াচার্য্যঃ—"ফলসংবিভৎসয়া হি কর্ম্মভিরাত্মানং পিপ্রীষন্তি, স প্রীতোহলং ফলায়েতি শাস্ত্রমর্যাদা" ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ" [তৈত্তি০ অষ্ট০ ২] ইতি। তথা চ ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥" [গী০ ১৮।৪৬] ইতি।
"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥" [গী০ ১৭।১৯] ইতি চ।

[উত্তর—] আপনি পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের স্বরূপ-বিভাগ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ পুণ্যেরই বা স্বরূপ কি, আর পাপেরই বা স্বরূপ কি, ইহা আপনি জানেন না। কেন না, পুণ্য ও পাপের যে স্বরূপ, তাহা একমাত্র শাস্ত্রগম্য; উৎপত্তিবিনাশরহিত অবিচ্ছিন্নপাঠ-সম্প্রদায় (যাহার পাঠ ও সম্প্রদায় কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই), প্রমাদাদি দোষে অসংস্পৃষ্ট বেদনামক অক্ষররাশিই সেই শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনাত্মক কর্ম্মকে পুণ্য, আর তাহার বিপরীত কর্ম্মকে অপুণ্য, এবং তাঁহারই অনুগ্রহ ও নিগ্রহাধীন সুখ ও দুঃখকে সেই পাপ-পুণ্যের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। দ্রমিড়াচার্য্যও সেইরূপই বলিয়াছেন—ফললাভের ইচ্ছায় কর্ম্ম দ্বারা আত্মাকে প্রীত করিতে ইচ্ছা করে; তিনি প্রীত হইলে ফললাভে সমর্থ হয়, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।' সেইরূপ শ্রুতিও আছে—'জগতের নাভিস্বরূপ (রক্ষার মূল) বহুবিধ ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মই (*) এই জাত ও জায়মান (যাহা জন্মিয়াছে এবং যাহা জন্মিতেছে, সেই) জগৎকে ধারণ করিতেছে।' স্বয়ং ভগবান্‌ও সেইরূপই বলিয়াছেন—'যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি এবং যাঁহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, মানব স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।' 'সংসারে ঈশ্বরদ্বেষী ক্রূরপ্রকৃতি পাপিষ্ঠ সেই সমস্ত নরাধমকে নিরন্তর আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।' আপ্তকাম, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বেশ্বর সেই

---

* তাৎপর্য্য—শ্রৌত—শ্রুতিবিহিত কর্ম্মকে বলে 'ইষ্ট', আর স্মৃতিবিহিত কর্ম্মকে বলে 'পূর্ত্ত', ইহার বিশেষ পরিচয় এইরূপ—

"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ 'ইষ্টম্' ইত্যভিধীয়তে॥
বাপী-কূপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্ত্তম্' ইত্যভিধীয়তে॥"

স ভগবান্ পুরুষোত্তমোঽবাপ্তসমস্তকামঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সত্যসঙ্কল্পঃ স্বমাহাত্ম্যানুগুণলীলাপ্রবৃত্তঃ 'এতানি কর্ম্মাণি সমীচীনানি, এতান্যসমীচীনানি, ইতি কর্ম্মদ্বৈবিধ্যং সংবিধায় তদুপাদানোচিতদেহেন্দ্রিয়াদিকং তন্নিয়মনশক্তিঞ্চ সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং সামান্যেন প্রদিশ্য স্বশাসনাববোধি শাস্ত্রঞ্চ প্রদর্শ্য তদুপসংহারার্থং চান্তরাত্মতয়ানুপ্রবিশ্যানুমন্তৃতয়া চ নিযচ্ছন্ তিষ্ঠতি। ক্ষেত্রজ্ঞাস্তু তদাহিতশক্তয়স্তৎপ্রদিষ্টকরণ-কলেবরাদিকাস্তদাধারাশ্চ স্বয়মেব স্বেচ্ছানুগুণ্যেন পুণ্যাপুণ্যরূপে কর্ম্মণী উপাদদতে; ততশ্চ পুণ্যাপুণ্যরূপ-কর্ম্মকারিণং স্বশাসনানুবর্ত্তিনং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষৈর্বর্দ্ধয়তে; শাসনাতি-বর্ত্তিনঞ্চ তদ্বিপর্য্যয়ৈর্যোজয়তি; অতঃ স্বাতন্ত্র্যাদি-বৈকল্যচোদ্যানি নাবকাশং লভন্তে।

দয়া হি নাম স্বার্থনিরপেক্ষা পরদুঃখাসহিষ্ণুতা; সা চ স্বশাসনাতিবৃত্তি-ব্যবসায়িন্যপি বর্ত্তমানা ন গুণায়াবকল্পতে; প্রত্যুতাপুং-

---

ভগবান্ পুরুষোত্তম স্বীয় মহিমানুযায়ী লীলায় প্রবৃত্ত হইয়া—এ সমস্ত কর্ম্ম উত্তম, আর এ সমস্ত কর্ম্ম অধম, এইরূপে কর্ম্মের দ্বৈবিধ্য বিধান করিয়া—সমস্ত জীবের সম্বন্ধে সেই কর্ম্মগ্রহণোপযুক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি এবং সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সংযমনশক্তিও সাধারণ ভাবে প্রদান করিয়া—এবং লোকে যাহাতে তাঁহার শাসনশক্তি উপলব্ধি করিতে পারে, এরূপ শাস্ত্রেরও উপদেশ করিয়া—স্বয়ংও অন্তরাত্মারূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া এবং অনুমতি দ্বারা নিয়মিত করত অবস্থান করিতেছেন (*)। জীবগণ কিন্তু তাঁহা হইতে শক্তিলাভ করিয়া—তাঁহার প্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও শরীর ধারণ করিয়া এবং তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিয়া নিজেই নিজের ইচ্ছানুসারে পুণ্য ও পাপকর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে; সেই হেতু পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠাতাকে নিজের শাসনানুগত অবগত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দ্বারা পরিপোষণ করেন; আর তাঁহার শাসনলঙ্ঘনকারীকে উক্ত বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ অধর্ম্ম ও অনর্থাদির সহিত সংযোজিত করেন। অতএব ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যহানি প্রভৃতি বিষয়ে উত্থাপিত দোষসমূহ এখানে অবকাশ লাভ করিতেছে না।

স্বার্থসম্বন্ধরহিত ভাবে যে, পরদুঃখাসহিষ্ণুতা, অর্থাৎ নিজের কিছুমাত্র ইষ্টানিষ্টসম্বন্ধ না থাকিতেও যে, পরদুঃখ-কাতরতা, তাহারই নাম দয়া। যাহারা ঈশ্বরের শাসন উল্লঙ্ঘন করে, তাহাদের উপরও সেই দয়া আছে সত্য; কিন্তু তাহা কোন উপকারে আইসে না, পরন্তু অপুরুষার্থতাই (দুঃখই) উৎপাদন করে; সুতরাং সেখানে তাহার নিগ্রহ করাই

(*) তাৎপর্য্য—উপেক্ষা, প্রযোজকতা (প্রেরণা), ও অনুমন্তৃত্ব (অনুমোদন করা), এই তিনটী পৃথক্ ধর্ম্ম, উপেক্ষা অর্থ উদাসীনভাবে থাকা, প্রয়োজকতা অর্থ অপ্রবৃত্তকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করা, অনুমন্তৃত্ব অর্থ প্রবৃত্ত ব্যক্তির কার্য্যে সহায়তা করা। তন্মধ্যে ভগবান্ কাহাকেও পাপ-পুণ্যে প্রবর্ত্তিত করেন না, প্রথমতঃ উদাসীন ভাবেই অবস্থান করেন; কিন্তু যাহারা প্রাক্তনানুসারে কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহাদের যথোপযুক্ত বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া ফলসিদ্ধির সহায়তা করেন মাত্র; সুতরাং তাঁহাকে 'অনুমন্তা' বলা অসঙ্গত হয় না।

স্বমেবাবহতি ; তন্নিগ্রহ এব তত্র গুণঃ, অন্যথা শত্রুনিগ্রহাদীনামগুণত্ব-প্রসঙ্গাৎ। স্বশাসনাতিবৃত্তি-ব্যবসায়নিবৃত্তিমাত্রেণ অনাদ্যনন্তকল্পোপচিত-দুর্ব্বিসহানন্তাপরাধানঙ্গীকারেণ নিরতিশয়সুখ-সংবৃদ্ধয়ে স্বয়মেব প্রযততে। যথোক্তম্—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা॥"

[গীতা০ ১০।১০,১১] ইতি।

অতঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং ন কারণম্ ॥২॥২॥ ॥

অথ স্যাৎ—যদ্যপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেঃ পরিস্পন্দপ্রবৃত্তিরপি ন সম্ভবতীত্যুক্তম্, তথাপ্যনপেক্ষায়া এব পরিণামপ্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি, তথাদর্শনাৎ; ধেন্বাদিনোপযুক্তং হি তৃণোদকাদি স্বয়মেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমমানং দৃশ্যতে। অতঃ প্রকৃতিরপি স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণংস্যতে—ইতি। তত্রাহ—

[ভগবানের] গুণ ; তাহা না হইলে তাহার শত্রুনিগ্রহাদি কার্য্যগুলিও অগুণ অর্থাৎ দোষমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আর তাঁহার শাসনাতিক্রমবিষয়ক অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইলে [ভগবান্] স্বয়ংই তাহার অনাদিকাল-সঞ্চিত সমস্ত অপরাধ উপেক্ষা করিয়া নিরতিশয় সুখসমৃদ্ধি দানে যত্ন করেন। যাহা উক্ত হইয়াছে—'সতত সমাহিতচিত্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনাকারী সেই সমস্ত লোকদিগকে (ভক্তগণকে) আমি সেইরূপ বুদ্ধি-প্রদান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে', এবং 'তাহাদিগের প্রতিই দয়াপ্রকাশার্থ আমি আত্মারূপে অভ্যন্তরে অবস্থিতি করত উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা তাহাদের হৃদয়স্থ অজ্ঞানজ অন্ধকার অপনীত করিয়া থাকি।' অতএব [স্থির হইতেছে যে;] প্রাজ্ঞ—পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান কখনই কারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥৩॥

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও, পরমেশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত অচেতন প্রধানের ক্রিয়া-প্রবৃত্তিও সম্ভবপর হইতে পারে না কথিত হইয়াছে সত্য, তথাপি, অন্যনিরপেক্ষভাবেও প্রধানের প্রবৃত্তি হইতে পারে ; কেন না, অন্যত্র ঐরূপই দেখা যায়। দেখিতে পাওয়া যায়, ধেনুপ্রভৃতির উপভুক্ত তৃণ ও জল প্রভৃতি আপনা হইতেই ক্ষীরাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে ; অতএব প্রকৃতিও আপনা হইতেই জগদাকারে পরিণত হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"অন্যত্রা-ভাবাৎ" ইত্যাদি।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥২॥২॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যত্র (উক্তাতিরিক্ত স্থলে) অভাবাৎ (না হওয়ায়) চ (ও) ন (না), তৃণাদিবৎ (তৃণাদির ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—অন্যত্রাভাবাৎ ধেন্বতিরিক্তেষু অনড়ুহাদিষু উপভুক্তস্যাপি তৃণাদেঃ দুগ্ধাদিভাবেন পরিণামাভাবাদ্ অপি তৃণাদিবৎ প্রধানমপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব পরিণংস্যতে ইতি বক্তুং ন শক্যতে ; তৃণাদেরপি দুগ্ধাদিভাবেন পরিণামে প্রাজ্ঞাধিষ্ঠানমেব হেতুরনুমেয় ইতি ভাবঃ ॥

ধেনুভিন্ন প্রাণিকর্তৃক ভুক্ত হইলেও যখন তৃণাদির দুগ্ধাদিরূপে পরিণতি হয় না, তখন তৃণাদির ন্যায় প্রধানেরও যে, স্বতই জগদাকারে পরিণাম হইবে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, ধেনুভুক্ত তৃণাদির পরিণামেও ঈশ্বরপ্রেরণাকেই কারণ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে ॥২॥২॥৪॥]

নৈতদুপপদ্যতে, তৃণাদেঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতস্য পরিণামাভাবাদ্ দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ। কথমসিদ্ধিঃ? অন্যত্রাভাবাৎ—যদি হি তৃণোদকাদিকমনড়ুহাদ্যুপযুক্তং প্রহীণং বা ক্ষীরাকারেণ পর্য্যণংস্যত, ততঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব পরিণমত ইতি বক্তুমশক্ষ্যত ; ন চৈতদস্তি ; অতো ধেন্বাদ্যুপযুক্তং প্রাজ্ঞ এব ক্ষীরীকরোতি। "পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি" [শারী০ ২।২।২] ইত্যুক্তমেবাত্র প্রপঞ্চিতং তত্রৈব ব্যভিচারপ্রদর্শনায় ॥২॥২॥৪॥

উক্ত আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কারণ, পরমেশ্বরকর্তৃক অপরিচালিত তৃণাদির পরিণাম হয় না বলিয়াই উক্ত দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধ হয় না কেন? যে হেতু অন্যত্র ঐরূপ হয় না ; তৃণ ও জলাদি পদার্থ যদি বৃষপ্রভৃতি কর্তৃক ভুক্ত হইলে কিংবা পরিত্যক্ত হইলেও দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হইত, তাহা হইলেই পরমেশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়াও প্রধান জগদাকারে পরিণত হয়, এ কথা বলা যাইত ; কিন্তু সেরূপ ত কখনই হয় না ; অতএব [বুঝিতে হইবে,] ধেনুপ্রভৃতির উপভুক্ত তৃণাদিকে পরমেশ্বরই দুগ্ধাদিভাবে পরিণত করিয়া থাকেন। "পয়োঽম্বুবৎ চেৎ, তত্রাপি", এই সূত্রোক্ত নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শনার্থই এখানে তাহার প্রপঞ্চ বা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইল মাত্র ॥ ২॥২॥৪ ॥

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ, তথাপি ॥২॥২॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষাশ্মবৎ (পুরুষ ও অয়স্কান্তমণির ন্যায়), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), তথা (সেরূপে) অপি (ও) [দোষ হয়] ।]

[সরলার্থঃ—যথা স্বয়ম্ অক্রিয়োঽপি পঙ্গুঃ পুরুষঃ দর্শনশক্তিরহিতম্ অন্ধং পুরুষং সন্নিধিমাত্রেণৈব ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়তি, যথা চ অয়স্কান্তো নাম অশ্মা-পাষাণঃ স্বয়মক্রিয়োঽপি স্বসান্নিধ্যমাত্রেণ অয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি, তথা চৈতন্যমাত্ররূপঃ পুরুষঃ স্বয়ম্ অক্রিয়োঽপি সান্নিধ্যমাত্রেণাপি অচেতনং প্রধানং ঈশ্বরানধিষ্ঠিতমেব জগদ্রচনায়ু প্রবর্ত্তয়েৎ, ইতি চেৎ, তথাপি—তদ্বদপি প্রধানপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে। তত্র হি পঙ্গোঃ গমনশক্তিবিরহেঽপি মার্গাদ্যুপদেশব্যাপারোঽস্তি ; অন্ধস্য চ দর্শনশক্তিবিরহেঽপি জ্ঞানশক্তিরব্যাহতৈবাস্তি। অয়স্কান্তস্যাপি কাদাচিৎকঃ সন্নিধানব্যাপারোঽস্তি ; ইহ তু ব্যাপিনঃ পুরুষস্য নিত্যসন্নিহিতত্বাৎ প্রকৃতেঃ নিত্যসর্গপ্রসক্তিঃ, প্রলয়ানুপপত্তিশ্চ প্রসজ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, ক্রিয়াসাধনে অক্ষম পঙ্গু পুরুষ যেমন কেবল সন্নিহিত থাকিয়া দর্শনশক্তিশূন্য অন্ধ পুরুষকে পরিচালিত করে, এবং অয়স্কান্তমণি যেমন নিজে নিস্পন্দ থাকিয়াও সন্নিহিত লৌহে স্পন্দন উৎপাদন করিয়া থাকে ; তেমনি নিষ্ক্রিয় পুরুষের (জীবের) সান্নিধ্য বশতঃ অচেতন প্রধানও জগৎনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইতে পারে, ঈশ্বরাধিষ্ঠানের আবশ্যক কি ? না, প্রধানের সেরূপ প্রবৃত্তিও সম্ভবপর হইতে পারে না। কেন না, পঙ্গুর স্পন্দন-ক্ষমতা না থাকিলেও উপদেশ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাই তাহার ব্যাপার ; আর অন্ধ ব্যক্তি দেখিতে না পাইলেও উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ ; আর অয়স্কান্তও ঘটনাবশতঃ সময় বিশেষেই লৌহের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে পরিচালিত করে ; কিন্তু ব্যাপক পুরুষ যখন সর্ব্বদাই প্রধানের সন্নিহিত ; তখন কেবল তাহার সান্নিধ্যই প্রধানের প্রবর্ত্তক হইলে, সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইত, কখনও আর প্রলয় ঘটিতে পারিত না ; অতএব, পুরুষ ও অয়স্কান্ত কখনই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ॥২॥২॥৫॥]

অথোচ্যেত—যদ্যপি চৈতন্যমাত্রবপুঃ পুরুষো নিষ্ক্রিয়ঃ, প্রধানমপি দৃক্-শক্তিবিকলম্ ; তথাপি পুরুষসন্নিধানাদচেতনং প্রধানং প্রবর্ত্ততে, তথা দর্শনাৎ ; গমনশক্তিবিকল-দৃক্শক্তিযুক্ত-পঙ্গুসন্নিধানাৎ তচ্চৈতন্যোপকৃতো দৃক্শক্তিবিকলঃ প্রবৃত্তিশক্তোঽন্ধঃ প্রবর্ত্ততে ; অয়স্কান্তাশ্মসন্নি-

---

যদি বল, যদিও শুদ্ধচৈতন্যমাত্ররূপী পুরুষ নিষ্ক্রিয় হউক, আর প্রধানও দর্শনশক্তিরহিত হউক ; তথাপি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ অচেতন প্রধান স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; কেন না, ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন দৃষ্টি-শক্তিবিহীন অথচ ক্রিয়াক্ষম অন্ধব্যক্তি গমনশক্তিরহিত ও দর্শনশক্তিযুক্ত পঙ্গুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহারই দর্শনশক্তির সাহায্যে কার্য্য

ধানাচ্চায়ঃ প্রবর্ত্ততে। এবং প্রকৃতি-পুরুষসংযোগকৃতো জগৎসর্গঃ প্রবর্ত্ততে। যথোক্তম্—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।

পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ" [সাঙ্খ্যকা০ ২১] ইতি। পুরুষস্য প্রধানোপভোগার্থং কৈবল্যার্থঞ্চ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রধানং সর্গাদৌ প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

অত্রোত্তরং—"তথাপি" ইতি। এবমপি প্রধানস্য প্রবৃত্ত্যসম্ভবস্তদবস্থ এব, পঙ্গোর্গমনশক্তিবিকলস্যাপি মার্গদর্শন-তদুপদেশাদয়ঃ কাদাচিৎকা বিশেষাঃ সহস্রশঃ সন্তি; অন্ধোঽপি চেতনঃ সন্ তদুপদেশাদ্যবগমেন প্রবর্ত্ততে; তথা অয়স্কান্তমণেরপ্যয়ঃসমীপাগমনাদয়ঃ সন্তি; পুরুষস্য তু নিষ্ক্রিয়স্য ন তাদৃশা বিকারাঃ সম্ভবন্তি। সন্নিধানমাত্রস্য নিত্যত্বেন নিত্যসর্গপ্রসঙ্গো নিত্যমুক্তত্বেন বন্ধাভাবোঽপবর্গাভাবশ্চ ॥২॥২॥৫॥

করিয়া থাকে; এবং অয়স্কান্তমণির (চুম্বকের) সান্নিধ্য বশতঃ লৌহ যেমন ক্রিয়া করিয়া থাকে, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের সংযোগ-সাহায্যেই জগৎসৃষ্টি করিতে পারে। সাংখ্যে এই প্রকারই উক্ত আছে—'পুরুষ প্রধানকে ভোগ করিবে এবং আপনিও মুক্তিরূপ কৈবল্য লাভ করিবে, এইজন্য পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদুভয়ের সংযোগ হয়, এবং সেই সংযোগের ফলেই সৃষ্টি হইয়া থাকে।' ইহার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষ প্রধানকে উপভোগ করিবে এবং কৈবল্য লাভ করিবে, এতদর্থে পুরুষ-সান্নিধ্য লাভ করত স্বয়ং প্রধানই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

"তথাপি" বলিয়া ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—উক্তপ্রকার ব্যবস্থায়ও প্রধানের প্রবৃত্ত্যভাব দোষ পূর্ব্ববৎই রহিল। কেন না, পঙ্গুর গমনশক্তি না থাকিলেও তৎকালে পথিপ্রদর্শন ও তদুপযোগী উপদেশ প্রদান প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিশেষ ব্যাপার রহিয়াছে, আর অন্ধব্যক্তিও চৈতন্য থাকায় তাহার উপদেশাদি অবগত হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ অয়স্কান্তমণিরও লৌহসমীপে গমনাদি ব্যাপার রহিয়াছে; কিন্তু নিষ্ক্রিয় পুরুষের পক্ষে ত তাদৃশ কোনরূপ বিকারই (ব্যাপারই) সম্ভবপর নহে। আর সন্নিধান যখন সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন সৃষ্টিও সর্ব্বদাই হইতে পারে। বিশেষতঃ পুরুষ যখন নিত্যমুক্ত, তখন বন্ধ ও অপবর্গ, উভয়েরই অভাব হইতে পারে ॥২॥২॥৫॥

অঙ্গিত্বা'নুপপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অঙ্গিত্বানুপপত্তেঃ (একের প্রাধান্যের অনুপপত্তি হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—প্রলয়াবস্থায়াং সাম্যাবস্থাপন্নানাং গুণানাম্ উৎকর্ষরূপাঙ্গিত্বস্য অনুপপত্তেরপি গুণানাম্ অঙ্গাঙ্গিভাবেন জগৎপ্রবৃত্তির্ন সম্ভবতীতি শেষঃ ॥

প্রলয়কালে তিনটি গুণই সাম্যাবস্থায় থাকে ; সৃষ্টির প্রারম্ভে যে তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব, অর্থাৎ অপর দুইটিকে অপ্রধান করিয়া একটির প্রাধান্য লাভ, তাহাও উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব, অঙ্গিত্বের অনুপপত্তিবশতও প্রধানের জগৎ রচনা করা সম্ভব হয় না ॥২॥২॥৬॥]

গুণানামুৎকর্ষ-নিকর্ষনিবন্ধনাঙ্গাঙ্গিভাবাদ্ধি জগৎপ্রবৃত্তিঃ "প্রতিপ্রতি-গুণাশ্রয়বিশেষাৎ" [সাঙ্খ্যকা০ ১৬] ইতি বদদ্ভির্ভবদ্ভিরভ্যুপগম্যতে। প্রতি-সর্গাবস্থায়াং তু সাম্যাবস্থানাং সত্ত্বরজস্তমসামন্যোন্যাধিক্য-ন্যূনত্বাভাবা-দঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ ন জগৎসর্গ উপপদ্যতে ; তদাপি বৈষম্যাভ্যুপগমে নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ। অতশ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণম্ ॥২॥২॥৬॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥২॥২॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যথা (অন্য প্রকারে) অনুমিতৌ (অনুমানে) চ (ও) জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ (জ্ঞানশক্তির অভাব বশতঃ)।]

[সরলার্থঃ—অথ উক্তদোষপরিহারার্থং অন্যথা—প্রাগুক্তপ্রকারাতিরিক্তেন কেনচিৎ প্রকারেণ প্রধানস্য অনুমিতৌ অপি তস্য জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ রচনানুপপত্ত্যা-দয়ো দোষাঃ তদবস্থা এব ইত্যর্থঃ।

আর যদি উক্ত দোষ-পরিহারার্থ অন্যপ্রকারে প্রধান-কল্পনা কর, তাহা হইলেও তাহার জ্ঞানশক্তি না থাকায় রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতি প্রাগুক্ত দোষ সমূহ অব্যাহতই থাকে ॥২॥২॥৭॥]

তোমরাও বলিয়া থাক যে, 'সত্ত্বাদিগুণসমূহের যে, আশ্রয়গত বিশেষ অর্থাৎ প্রধানা-প্রধানভাব, তন্নিবন্ধনই [বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে]' ; সুতরাং তোমাদিগকেও গুণ-সমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ বা তারতম্য-নিবন্ধনই অঙ্গাঙ্গিভাব ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ একটি প্রধান হইলে অপর দুইটি তাহার অধীন হইয়া পড়ে এবং তন্নিবন্ধনই জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু প্রলয়াবস্থায় যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা থাকে, কোনই তারতম্য থাকে না, তখন অঙ্গাঙ্গিভাবই (গুণ-প্রধানভাবই) উপপন্ন হইতে পারে না ; সুতরাং তন্মূলক জগৎসৃষ্টিও উপপন্ন হইতে পারে না ; আর তখনও গুণবৈষম্য স্বীকার করিলে সৃষ্টিরই নিত্যতা হইতে পারে, (প্রলয় আর ঘটিতেই পারে না) ; এই কারণেও পরমেশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান জগৎ কারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥৬॥

দূষিতপ্রকারাতিরিক্তপ্রকারান্তরেণ প্রধানানুমিতৌ চ প্রধানস্য জ্ঞাতৃত্বশক্তিবিয়োগাৎ ত এব দোষাঃ প্রাদুঃষ্যুঃ। অতো ন কথঞ্চিদপ্যনুমানেন প্রধানসিদ্ধিঃ ॥২॥২॥৭॥

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥২॥২॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অভ্যুপগমে (স্বীকার করিলে) অপি (ও) অর্থাভাবাৎ (প্রয়োজনের অভাব বশতঃ)।]

[সরলার্থঃ—ভবতাং শ্রদ্ধানুরোধেন অভ্যুপমেঽপি—অনুমানেন প্রধানাস্তিত্বসিদ্ধিস্বীকারেঽপি অর্থাভাবাৎ—প্রদর্শিতযুক্ত্যা প্রধানস্য প্রয়োজনাভাবাৎ নিরর্থকং প্রধানং নানুমাতব্যমিত্যর্থঃ। অয়মাশয়ঃ—ভোগাপবর্গৌ হি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনম্, তচ্চ নিষ্ক্রিয়স্য নিত্যমুক্তস্য পুরুষস্য ন সম্ভবতীতি প্রাগেবোপপাদিতমিতি।

তোমাদের শ্রদ্ধার অনুরোধে প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা যখন কোন প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন অকারণ প্রধানানুমানের কোনই আবশ্যক নাই ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৮ ॥]

অনুমানেন প্রধানসিদ্ধ্যভুপগমেঽপি প্রধানেন প্রয়োজনাভাবাৎ ন তদনুমাতব্যম্। "পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য" [সাঙ্খ্যকা০ ২১] ইতি প্রধানস্য প্রয়োজনং পুরুষভোগাপবর্গাবভিমতৌ, তৌ চ ন সম্ভবতঃ; পুরুষস্য চৈতন্যমাত্রবপুষো নিষ্ক্রিয়স্য নির্ব্বিকারস্য নির্ম্মলস্য তত এব নিত্য-

---

আর [প্রধানসিদ্ধির অনুকূলে প্রযুক্ত] যে সমস্ত যুক্তি দূষিত হইল, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে প্রধানের অনুমান করিলেও প্রধানের যখন জ্ঞানশক্তি নাই, তখন নিশ্চয়ই সে পক্ষেও উক্ত দোষরাশি সম্ভাবিত হইতে পারে; অতএব কোন প্রকারেই প্রধানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৭ ॥

অনুমানের সাহায্যে প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজন না থাকায় তদ্বিষয়ে অনুমান করাও সঙ্গত হয় না। 'পুরুষের কৈবল্যের জন্য এবং প্রধানের দর্শনার্থ, অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিবে, ইহাই প্রধানের প্রয়োজন।' এই সাংখ্যোক্তি হইতে [জানা যায় যে,] পুরুষের সুখদুঃখভোগ ও মুক্তিলাভ, এই দুইটীই প্রধানের প্রয়োজন বলিয়া তাহাদের অভিমত; কিন্তু সেই ভোগ ও মুক্তিলাভরূপ প্রয়োজন দুইটি পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতেছে না। কেন না, পুরুষ স্বভাবতই কেবল চৈতন্যমাত্ররূপী, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার ও নির্ম্মল; সেই কারণেই তিনি নিত্যমুক্তস্বরূপ; সুতরাং

মুক্তস্বরূপস্য প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদ্বিয়োগরূপোঽপবর্গশ্চ ন সম্ভবতি। এবংরূপস্যৈব প্রকৃতিসন্নিধানাৎ তৎপরিণামবিশেষসুখ-দুঃখদর্শনরূপভোগ-সম্ভাবনায়াং প্রকৃতিসন্নিধানস্য নিত্যত্বেন কদাচিদপ্যপবর্গো ন সেৎস্যতি ॥২॥২॥৮॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপ্রতিষেধাৎ (পরস্পর বিরোধ বশতঃ) চ (ও) অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য রহিত)।]

[সরলার্থঃ—বিপ্রতিষেধাচ্চ—পরস্পরবিরুদ্ধার্থকথনাদপি সাংখ্যানাং দর্শনং অসমঞ্জসং অসম্বদ্ধার্থমিত্যর্থঃ। তথাহি—ক্বচিৎ প্রকৃতেঃ পরার্থতয়া পুরুষ এব দ্রষ্টা ভোক্তা অধিষ্ঠাতা চ ইত্যুক্তম্। ক্বচিচ্চাস্য ভোগাপবর্গার্থতয়া প্রকৃতেঃ সপ্রয়োজনত্বমুক্তম্; পুরুষ এব সাধনভূতয়া প্রকৃত্যা ভোগাপবর্গৌ উপভুঙ্‌ক্তে ইতি চ ক্বচিৎ। অন্যত্র চ, নিত্যনির্ব্বিকারঃ চৈতন্যমাত্রবপুঃ পুরুষঃ ন বধ্যতে ন বা মুচ্যতে; প্রকৃতিরেব তু বধ্যতে মুচ্যতে চ ইত্যুক্তম্; এবমাদিবিরুদ্ধার্থ-ভাষণাৎ সাংখ্যদর্শনমসম্বদ্ধপ্রলাপমিব প্রতিভাতীতি ভাবঃ।

পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদিত হওয়ায়ও সাংখ্যদর্শনটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কোথাও প্রকৃতিকে পরার্থ বলিয়া পুরুষকেই কর্ত্তা ভোক্তা ও প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে, কোথাও আবার পুরুষ বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না; পরন্তু প্রকৃতিই বদ্ধ ও মুক্ত হয়, পুরুষ কেবল উদাসীনরূপে অবস্থান করে; ইত্যাদি বহুবিধ বিরুদ্ধার্থ বাক্য সন্নিবিষ্ট থাকায় সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৯ ॥]

বিপ্রতিষিদ্ধঞ্চেদং সাঙ্খ্যানাং দর্শনম্। তথাহি—প্রকৃতেঃ পরার্থত্বেন দৃশ্যত্বেন ভোগ্যত্বেন চ প্রকৃতের্ভোক্তারমধিষ্ঠাতারং দ্রষ্টারং সাক্ষিণঞ্চ পুরুষমভ্যুপগম্য প্রকৃত্যৈব সাধনভূতয়া তস্য কৈবল্যমপি প্রাপ্যং বদন্ত এব

তাহার পক্ষে প্রকৃতি-দর্শনরূপ ভোগ আর প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধচ্ছেদরূপ মুক্তি, এই উভয়ই সম্ভবপর হইতেছে না। যদিও ঈদৃশ পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষরূপ সুখ-দুঃখের অনুভবাত্মক ভোগ কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইতেও পারে সত্য, তথাপি এই প্রকৃতি যখন নিত্যই পুরুষের সন্নিহিত, তখন ত কস্মিন্ কালেও পুরুষের আর অপবর্গ সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৮ ॥

আর সাংখ্যবাদিগণের দর্শনটি বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশকও বটে। দেখ, প্রকৃতি স্বয়ং পরার্থ (পুরুষার্থ), দৃশ্য (জড়) ও পুরুষ-ভোগ্য; এই কারণে পুরুষকেই তাহার ভোক্তা, অধিষ্ঠাতা (প্রেরক), দ্রষ্টা ও সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাহার পর, পুরুষকে প্রকৃতিরূপ সাধন দ্বারাই কৈবল্যও লাভ করিতে হইবে; এই কথা বলিতে বলিতেই আবার বলিয়াছেন যে,

তস্য নিত্যনির্ব্বিকারচৈতন্যমাত্রস্বরূপতয়া অকর্ত্তৃত্বং কৈবল্যঞ্চ স্বরূপমেবাহুঃ; তত এব বন্ধমোক্ষসাধনানুষ্ঠানং মোক্ষশ্চ প্রকৃতেরেবেত্যাহুঃ; এবম্ভূত-নির্ব্বিকারোদাসীনপুরুষ-সন্নিধানাৎ প্রকৃতেরিতরেতরাধ্যাসেন সর্গাদিপ্রবৃত্তিং পুরুষভোগাপবর্গার্থত্বঞ্চাহুঃ—

"সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থ-প্রবৃত্তেশ্চ ॥
তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ ॥"

[সাঙ্খ্যকারিকা০ ১৭, ১৯] ইতি;

সেই পুরুষ নিত্যনির্ব্বিকার চৈতন্যমাত্রস্বরূপ; সুতরাং তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই, কৈবল্যই তাহার প্রকৃত স্বরূপ; এই কারণেই বন্ধ ছেদের জন্য যে উপায়ানুষ্ঠান ও মোক্ষলাভ, তাহাও প্রকৃতিরই বটে। এবম্ভূত নির্ব্বিকার উদাসীন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির সঙ্গে ইতরেতরাধ্যাস হওয়ায়, অর্থাৎ প্রকৃতিতে পুরুষের এবং পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম্ম অধ্যস্ত হওয়ায় সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে এবং পুরুষীয় ভোগাপবর্গসাধনে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, যথা—'যেহেতু সংঘাত অর্থাৎ সমষ্টিভূত বা সাবয়ব পদার্থমাত্রই পরার্থ (পরের প্রয়োজনাধীন), যেহেতু ত্রিগুণের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পুরুষে গুণত্রয় বা তদ্ধর্ম্ম নাই, যেহেতু [অচেতনের কার্য্যে চেতনের] সাহায্য আবশ্যক, আর যেহেতু ভোক্তারও আবশ্যক হয়, অর্থাৎ ভোগ্য থাকিলেই তাহার একজন ভোক্তা থাকা আবশ্যক হয়, এবং যেহেতু কৈবল্য-লাভের জন্যও লোকের চেষ্টা দৃষ্ট হয়; অতএব নিশ্চয়ই [প্রকৃতির অতিরিক্ত] পুরুষ বলিয়া একটি পদার্থ আছে'); এবং 'পূর্ব্বোক্তপ্রকার বৈপরীত্যনিবন্ধনই এই সাংখ্যোক্ত পুরুষের (আত্মার) সাক্ষিত্ব, কৈবল্য (বিশুদ্ধতা), মাধ্যস্থ্য (উদাসীনতা), দ্রষ্টৃত্ব এবং অকর্ত্তৃত্বও সিদ্ধ হইল।' (*)

(*) তাৎপর্য্য—সংঘাত অর্থ সম্মিলিত, অর্থাৎ পরস্পরের সংযোগে যাহা রচিত; যেমন শয্যা, আসন, বসন গৃহাদি। ঐ জাতীয় সমস্ত পদার্থই পরার্থ, অর্থাৎ তাহার নিজের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অপরের প্রয়োজন সাধনই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। এখন দেখিতে হইবে, প্রকৃতিও যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সংঘাত বা সমষ্টিমাত্র, তখন নিশ্চয়ই প্রকৃতিও পরার্থ; সেই পর কে? না—পুরুষ (আত্মা); এই পুরুষও যদি সংঘাত হইত, তাহা হইলে পুরুষও নিশ্চয়ই পরার্থ হইয়া পড়িত; আবার তাহাও সংঘাত হইলে নিশ্চয়ই পরার্থ হইত, এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইতে পারে; এই জন্য যে-পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতির পরার্থতা সাধন করা হইতেছে, বুঝিতে হইবে, সেই পুরুষ অর্থাৎ আত্মা সংঘাত বা কোন পদার্থরাশির সমষ্টিভূত নহে, কেবলই চৈতন্যস্বরূপ; সেই কারণেই উহা পরার্থও নহে। স্থূল সূক্ষ্ম যত কিছু পদার্থ আছে; তৎসমস্তই ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণাত্মক বলিয়াই সে সমুদয় হইতে যথাসম্ভব সুখ, দুঃখ ও মোহের উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাহার সুখদুঃখ-সম্বন্ধ আছে, তাহার পক্ষে সুখে অনুরাগ ও দুঃখে বিরাগ বা দ্বেষ হওয়া সুনিশ্চিত; পুরুষের যখন সুখদুঃখ-সম্বন্ধই নাই, তখন তাহার পক্ষপাত দোষ থাকিতেই পারে না; সুতরাং তাহাকে মধ্যস্থ বলা যাইতে পারে; পক্ষপাত দোষ থাকিলে কেহই মধ্যস্থতা লাভ করিতে পারে না॥

"পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য" [সাংখ্যকারিকা০ ৫৭]। ত্বয়ৈবমাহুঃ—

"তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥"

[সাংখ্যকারিকা০ ৬২] ইতি।

তথা—

"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥
পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥"

[সাংখ্যকারিকা০ ২০, ২১] ইতি।

সাক্ষিত্ব-দ্রষ্টৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদয়ো নিত্যনির্ব্বিকারস্য কর্ত্তুরুদাসীনস্য

'আত্মার মুক্তিসম্পাদনের নিমিত্তই প্রধানে তাদৃশ চেষ্টা উপস্থিত হইয়া থাকে।' এই কথা বলিবার পরই আবার এইরূপ বলিয়াছেন—'সেই হেতু কোন আত্মাই বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না, এবং সংসারীও হয় না; পরন্তু নানারূপ পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিই সংসারী হয়, বদ্ধ হয় এবং মুক্ত হয়।' সেইরূপ—['যেহেতু পুরুষ চেতন হইয়াও নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি সক্রিয় হইয়াও অচেতন—জড়পদার্থ;] অতএব সেই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগবশতঃ অচেতন প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতত্ত্ব অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় হয়, আর পুরুষ স্বভাবতঃ উদাসীন (নিষ্ক্রিয়) হইয়াও কর্ত্তার (সক্রিয়ের) ন্যায় প্রতীত হয়। পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধির জন্য এবং [পুরুষকর্তৃক প্রকৃতির দর্শনের জন্য অন্ধ-পঙ্গুর ন্যায় প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ের সংযোগ হয়, এবং তাহার ফলেই সৃষ্টি আরব্ধ হয়।' (*)

[এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,] সাক্ষিত্ব, দ্রষ্টৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি কথনই একমাত্র

(*) তাৎপর্য্য—অন্ধ-পঙ্গুন্যায়টি এইরূপ—অন্ধ দৃষ্টিশক্তিহীন; পঙ্গু ক্রিয়াশক্তিহীন; অন্ধ দেখিতে পায় না, আর পঙ্গুও কোন ক্রিয়া করিতে পারে না; অথচ অন্ধের সহিত যদি পঙ্গুর সম্মিলন হয়, তাহা হইলে দুই জনে মিলিয়া একটি কার্য্য করিতে পারে। পঙ্গু ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারে না, সত্য, কিন্তু দেখিতে পারে, এবং অন্ধও দেখিতে পায় না সত্য, কিন্তু কার্য্য করিতে পারে। এমত অবস্থায় পঙ্গুর উপদেশ পাইয়া ক্রিয়াক্ষম অন্ধ ব্যক্তি যেমন আপনার অভীষ্ট গমনাগমনাদি কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়; তেমনি নিষ্ক্রিয় চেতন পুরুষের সহিত সংযোগে ক্রিয়াশীল অচেতন প্রকৃতিরও কার্য্য-প্রবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া থাকে। আর এইরূপ সংযোগের ফলেই প্রকৃতির কর্তৃত্বাদি ধর্ম্মসমূহ পুরুষে, আবার পুরুষের চৈতন্য ধর্ম্মও প্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া থাকে।

কৈবল্যৈকস্বরূপস্য ন সম্ভবন্তি; এবংরূপস্য তস্যাধ্যাসমূলভ্রমোঽপি ন সম্ভবতি, অধ্যাস-ভ্রময়োরপি বিকারত্বাৎ। প্রকৃতেশ্চ তৌ ন সম্ভবতঃ, তয়োশ্চেতনধর্ম্মত্বাৎ। অধ্যাসো হি নাম চেতনস্যান্যস্মিন্ অন্যধর্ম্মানুসন্ধানম্; স চ চেতনধর্ম্মো বিকারশ্চ। ন চ পুরুষস্য প্রকৃতিসন্নিধিমাত্রেণাধ্যাসাদয়ঃ সম্ভবন্তি, নির্ব্বিকারত্বাদেব; সম্ভবন্তি চেৎ—নিত্যং প্রসজ্যেরন্; সন্নিধেরকিঞ্চিৎকরত্বঞ্চ "ন বিলক্ষণত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৪] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্। প্রকৃতিরেব সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চেৎ, কথং নিত্যমুক্তস্য পুরুষস্যোপকারিণী সেত্যুচ্যতে? বদন্তি হি—

"নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি॥"

[সাঙ্খ্যকারিকা০ ৬০] ইতি।

কৈবল্যস্বভাব উদাসীন ও অকর্ত্তা পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং উক্তপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন সেই পুরুষের সম্বন্ধে অধ্যাসমূলক ভ্রমও সম্ভবপর হয় না; কেন না, অধ্যাস ও ভ্রম, এই উভয়ই বিকারাত্মক। আর প্রকৃতির সম্বন্ধেও অধ্যাস ও ভ্রম সম্ভবপর হয় না; কারণ, ঐ দুইটিই চেতনের ধর্ম্ম; কেন না, কোনও চেতন ব্যক্তির যে, এক পদার্থে অপর পদার্থের ধর্ম্ম বা গুণের প্রতীতি, তাহারই নাম 'অধ্যাস'; তাহা ত চেতনেরই ধর্ম্ম এবং বিকারাত্মক (*)। আর কেবল প্রকৃতির সন্নিহিত বলিয়াই যে, পুরুষে অধ্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির আরোপ, তাহাও সম্ভব হয় না; পুরুষের নির্ব্বিকারত্বই ইহার বাধক। আর যদি বল, পুরুষেও তাহার সম্ভব হয়, তাহা হইলে [সান্নিধ্যের নিত্যতা হেতু] অধ্যাসাদি ধর্ম্মগুলিও সর্ব্বদাই পুরুষে আরোপিত হইতে পারে। বিশেষতঃ প্রকৃতি-পুরুষের সান্নিধ্য যে অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ এ বিষয়ে তুচ্ছকারণ, তাহা "ন বিলক্ষণত্বাৎ", এই সূত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর প্রকৃতিই যদি সংসারী হয়, বদ্ধ হয়, এবং মুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই প্রকৃতিকেই আবার নিত্য-মুক্ত পুরুষের উপকারিণী বলা হয় কিরূপে? অথচ তাঁহারা ঐরূপ কথাই বলিয়া থাকেন—'গুণবতী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় (অথচ সদ্‌গুণসম্পন্না স্ত্রী) পুরুষ (আত্মা, অথচ স্বামী) উপকারপরাঙ্মুখ এবং অগুণ হইলেও নানাপ্রকার উপায়ে তাহার উপকার সাধন করিয়া থাকে, এবং নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার (পুরুষের) প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে।' তাহারা

(*) তাৎপর্য্য—কোন এক বস্তুতে যে অপর বস্তুর গুণের বা ধর্ম্মের জ্ঞান, অর্থাৎ যাহার যে গুণ নাই, তাহাকে যে সেই গুণবিশিষ্টরূপে জানা, তাহার নাম 'অধ্যাস'। ঈদৃশ 'অধ্যাস' কখনই অচেতন পদার্থে সম্ভব হয় না; কারণ, উহা চেতনের ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে, উহাও যখন একপ্রকার বিকারই বটে, তখন নির্ব্বিকার পুরুষে তাহা থাকিতেই পারে না।

তথা প্রকৃতির্যেন পুরুষেণ যথাস্বভাবা দৃষ্টা, তস্মাৎ পুরুষাৎ তত্তদানীমেব নিবর্ত্তত ইতি চাহুঃ।

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥"
প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥"

[সাংখ্যকারিকা০ ৫৯, ৬১] ইতি।

তদপ্যসঙ্গতম্; পুরুষো হি নিত্যমুক্তত্বান্নির্ব্বিকারত্বান্ন তাং কদাচিদপি পশ্যতি, নাধ্যস্যতি চ। স্বয়ঞ্চ স্বাত্মানং ন পশ্যতি, অচেতনত্বাৎ। পুরুষস্য স্বাত্মদর্শনং স্বদর্শনমিতি নাধ্যবস্যতি চ, স্বয়মচেতনত্বাৎ, পুরুষস্য চ দর্শনরূপবিকারাসম্ভবাৎ।

অথ সন্নিধিমাত্রমেব দর্শনমিত্যুচ্যতে; সন্নিধেনিত্যত্বেন নিত্যদর্শন-প্রসঙ্গইত্যুক্তম্। স্বরূপাতিরিক্ত-কাদাচিৎকসন্নিধিরপি নিত্যনির্ব্বিকারস্য নোপপদ্যতে।

এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, যে পুরুষ তাদৃশ স্বভাবসম্পন্না প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, প্রকৃতি তখনই তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, অর্থাৎ তাহাকে আর সুখ-দুঃখভোগের জন্য আকৃষ্ট করে না বা করিতে পারে না। 'নর্ত্তকী যেমন সভাস্থ লোকদিগকে নৃত্য দর্শন করিয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতি অপেক্ষা কোমলস্বভাব আর কিছুই নাই, এইরূপই আমার মনে হইতেছে; কারণ, পুরুষ আমাকে দেখিয়াছে, অর্থাৎ চিনিয়া ফেলিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিবা মাত্র প্রকৃতি পুনর্ব্বার আর পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, অর্থাৎ পুরুষকে আর ভোগে আকৃষ্ট করে না।' একথাও সঙ্গত নহে; কেননা, পুরুষ যখন নিত্যমুক্ত ও নির্ব্বিকার, তখন সে কখনই প্রকৃতিকে দর্শন করে না, এবং আপনাতে অধ্যস্তও করে না; আর প্রকৃতি যখন অচেতন, তখন সে নিজেও নিজেকে দর্শন করিতে পারে না, এবং পুরুষের যে নিজস্ব দর্শন, তাহাকেও স্বদর্শন বলিয়া অধ্যাস করিতে পারে না; কারণ, প্রকৃতি নিজে অচেতন (অধ্যাস করিবার ক্ষমতা চেতন ভিন্ন তাহার নাই); আর পুরুষের পক্ষেও দর্শনরূপ বিকার সম্ভবপর হয় না।

যদি বল, প্রকৃতির সান্নিধ্যমাত্রই এখানে দর্শন শব্দের অর্থ, তদতিরিক্ত নহে; তাহা হইলেও সান্নিধ্যের নিত্যতা হেতু দর্শনেরও যে, নিত্যতা হইতে পারে; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর যে, [চৈতন্যমাত্ররূপী পুরুষের] স্বরূপাতিরিক্ত সাময়িকভাবে সান্নিধ্য লাভ, তাহাও নিত্য নির্ব্বিকার পুরুষের সম্বন্ধে সঙ্গত হইতে পারে না।

কিঞ্চ, মোক্ষহেতুস্ত স্বসন্নিধানরূপমেব দর্শনং চেৎ, বন্ধহেতুরপি তদেবেতি নিত্যবদ্ বন্ধো মোক্ষশ্চ স্যাতাম্। অযথাদর্শনং বন্ধহেতুঃ, যথাবৎ স্বরূপদর্শনং মোক্ষহেতুরিতি চেৎ, উভয়বিধস্যাপি দর্শনস্য সন্নিধানরূপতানতিরেকাৎ সদোভয়প্রসঙ্গ এব। সন্নিধেরনিত্যত্বে তস্য হেতুরন্বেষণীয়ঃ, তস্যাপীত্যনবস্থা। অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া স্বরূপসদ্ভাব এব সন্নিধিরিতি, তদা স্বরূপস্য নিত্যত্বেন নিত্যবন্ধ-মোক্ষৌ। অত এবমাদের্ব্বিপ্রতিষেধাৎ সাঙ্খ্যানাং দর্শনমসমঞ্জসম্।

যেঽপি কূটস্থনিত্যনির্ব্বিশেষ-স্ব প্রকাশচিন্মাত্রং ব্রহ্ম অবিদ্যাসাক্ষিত্বেনাপারমার্থিক-বন্ধমোক্ষভাগিতি বদন্তি, তেষামপি উক্তনীত্যা অবিদ্যাসাক্ষিত্বাধ্যাসাদ্যসম্ভবাদসামঞ্জস্যমেব; ইয়াংস্ত বিশেষঃ—সাঙ্খ্যা জনন-মরণপ্রতিনিয়মাদিব্যবস্থাসিদ্ধ্যর্থং পুরুষবহুত্বমিচ্ছন্তি, তে তু তদপি নেচ্ছন্তীতি সুতরামসামঞ্জস্যম্।

অপিচ, যদি বল, পুরুষের যে প্রকৃতি সান্নিধ্যরূপ দর্শন, তাহাই মোক্ষের হেতু। ভাল, তাহা হইলেও উহাই যখন বন্ধের প্রধান হেতু, তখন বন্ধ, মোক্ষ. উভয়ই নিত্য হইতে পারে। যদি বল, অযথা দর্শনই (ভ্রান্তিজ্ঞানই) বন্ধের হেতু, আর আত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকারই মোক্ষের হেতু; তাহা হইলেও উভয় প্রকার দর্শনই যখন সন্নিধানের অতিরিক্ত নহে, তখন সর্ব্বদাই বন্ধ মোক্ষ, এই উভয়েরই সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর ঐ সন্নিধানকে অনিত্য বলিলে তাহার সংঘটনের জন্য একটি কারণের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়, অর্থাৎ কি কারণে যে, সান্নিধ্য হয়, তাহাও জানা আবশ্যক হয়; অথচ সন্নিধির কারণানুসন্ধান করিতে গেলেই তাহার কারণ, আবার তাহারও কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, এই দোষ পরিহারের ইচ্ছায় যদি উভয়ের স্বরূপ-সদ্ভাবকেই সন্নিধান বলা হয়, তাহা হইলেও উভয়েরই স্বরূপ যখন নিত্য, তখন বন্ধ মোক্ষ, উভয়েরই নিত্যতা হইতে পারে। অতএব, এবম্বিধ বহুতর বিরোধ থাকায় সাংখ্যকারদিগের দর্শনটী অসামঞ্জস্য পূর্ণ।

আর যাহারা (শাঙ্করমতাবলম্বীরা) বলেন, কূটস্থ নিত্য নির্ব্বিশেষও স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্ররূপী ব্রহ্মই অবিদ্যার সাক্ষী বা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা; এই জন্যই তিনি অসত্য বন্ধ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহাদের মতেও কথিত যুক্তি অনুসারেই ব্রহ্মের অবিদ্যা-সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অধ্যাস সম্ভবপর হয় না; সুতরাং অসামঞ্জস্যই থাকে। তবে [সাংখ্যের সহিত ইহাদের] এইমাত্র বিশেষ যে, ইহারা প্রত্যেক ব্যক্তিগত জন্ম-মরণাদি ব্যবস্থা রক্ষার জন্য পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন, আর তাহারা তাহাও (পুরুষভেদও) স্বীকার করেন না; কাজেই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না।

যত্তু প্রকৃতেঃ পারমার্থ্যাপারমার্থ্যবিভাগেন বৈষম্যমুক্তম্, তদযুক্তম্, পারমার্থিকত্বেঽপ্যপারমার্থিকত্বেঽপি নিত্যনির্ব্বিকার-স্বপ্রকাশৈকরস-চিন্মাত্রস্য স্বব্যতিরিক্তসাক্ষিত্বাদ্যনুপপত্তেঃ। অপারমার্থিকত্বে তু তস্যাঃ দৃশ্যত্ব-বাধ্যত্বাভ্যুপগমাৎ সুতরামসঙ্গতম্। ঔপাধিকভেদবাদেঽপি উপাধি-সম্বন্ধিনো ব্রহ্মণোঽয়মেব স্বভাব ইত্যুপাধি-সম্বন্ধাদ্যনুপপত্তেরসামঞ্জস্যং পূর্ব্বমেবোক্তম্ ॥২॥২॥৯॥ [প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্।] **মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥২॥২॥১০॥**

[পদচ্ছেদঃ—মহদ্দীর্ঘবৎ (মহৎ ও দীর্ঘের ন্যায়) হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ (হ্রস্বপরিমাণযুক্ত দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে) বা (ও)।]

[সরলার্থঃ—সম্প্রতি কাণাদাভিমতঃ পরমাণুকারণবাদঃ প্রতিক্ষিপ্যতে। অত্রাপি 'অসামঞ্জস্যম্' ইত্যনুবর্ত্ততে। বাশব্দঃ চার্থে। হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুক-পরমাণুভ্যাং মহদ্দীর্ঘবৎ ত্র্যণুক-দ্ব্যণুকোৎপত্তিবচ্চ অন্যদপি তদভিমতং অসমঞ্জসমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—যথা হ্রস্বপরি-মাণাৎ দ্ব্যণুকাৎ পারিমণ্ডল্যপরিমাণাচ্চ পরমাণোঃ ক্রমশঃ ত্র্যণুক-দ্ব্যণুকোৎপত্তৌ কারণবিরুদ্ধ-পরিমাণক-কার্য্যোৎপত্তেঃ যুক্তির্বিরুধ্যতে; তথা কাণাদাভিমতম্ অন্যদপি যুক্তিবিরুদ্ধমেবেতি ॥

হ্রস্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুক এবং পরিমণ্ডল অর্থাৎ অণুপরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু হইতে তদ্বিপরীত দ্ব্যণুকের উৎপত্তি যেরূপ অসমঞ্জস, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ, তদ্রূপ কণাদমতাবলম্বীদের অভিমত অন্যান্য বিষয়ও অসামঞ্জস্যপূর্ণই বুঝিতে হইবে ॥২॥২॥১০॥]

প্রধানকারণবাদস্য যুক্ত্যাভাসমূলতয়া বিপ্রতিষিদ্ধত্বাচ্চাসামঞ্জস্যমুক্তম্;

আর যে, প্রকৃতিরও পরমার্থতা ও অপরমার্থতা নিবন্ধন বৈষম্য সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কেন না, প্রকৃতি পরমার্থই হউক, আর অপরমার্থই হউক, নিত্য নির্ব্বিকার স্বপ্রকাশ একমাত্র চিন্মাত্র বস্তুর পক্ষে কখনই আপনার অতিরিক্ত কোনপদার্থেরই সাক্ষী হওয়া উপপন্ন হয় না। অধিকন্তু, অপারমার্থিকত্ব পক্ষে প্রকৃতির দৃশ্যত্ব এবং বাধ্যত্ব (মিথ্যাত্ব) ধর্ম্মও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কাজেই তাহার সাক্ষিত্ব ধর্ম্ম সঙ্গত হইতে পারে না। উপাধি নিবন্ধন ভেদ স্বীকার করিলেও উপাধি-সংসৃষ্ট ব্রহ্মের স্বভাবও যখন উক্ত প্রকারই বটে; তখন উপাধি-সম্বন্ধাদিরও অনুপপত্তি হইতে পারে না। এই সমস্ত কারণে যে অসামঞ্জস্য হয়, তাহা ত পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ॥২॥২॥৯॥ [প্রথম রচনানুপপত্ত্যধিকরণ ॥ ১ ॥]

প্রধানকারণবাদটি অসৎযুক্তিমূলক এবং পরস্পর বিরুদ্ধ, এই কারণে তাহার অসামঞ্জস্য

সম্প্রতি পরমাণুকারণবাদস্যাপ্যসামঞ্জস্যং প্রতিপাদ্যতে—"মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্" ইতি।

অসমঞ্জসমিতি বর্ত্ততে; বাশব্দশ্চার্থে। হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুক-পরমাণুভ্যাং, মহদ্দীর্ঘবৎ—ত্র্যণুকোৎপত্তিবাদবৎ অন্যচ্চ তদভ্যুপগতং সর্ব্বমসমঞ্জসম্; পরমাণুভ্যো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগদুৎপত্তিবাদবদন্যদপ্য-সমঞ্জসমিত্যর্থঃ। তথাহি—তন্তুপ্রভৃতয়ো হ্যবয়বাঃ স্বাংশৈঃ ষড়্‌ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানা অবয়বিনমুৎপাদয়ন্তি, পরমাণবোঽপি স্বকীয়ৈঃ ষড়্‌ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানা এব দ্ব্যণুকাদীনামুৎপাদকা ভবেয়ুঃ; অন্যথা পরমাণূনাং প্রদেশ-ভেদাভাবে সতি সহস্রপরমাণুসংযোগেঽপি একস্মাৎ পরমাণোরনতিরিক্ত-পরিমাণতয়া অণুত্ব-হ্রস্বত্ব-মহত্ত্ব-দীর্ঘত্বাদ্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ। প্রদেশভেদাভ্যুপগমে পরমাণবোঽপি সাংশাঃ স্বকীয়ৈরংশৈঃ, তে চ স্বকীয়ৈরংশৈঃ—ইত্যনবস্থা।

উক্ত হইয়াছে। সংপ্রতি পরমাণু-কারণবাদেরও অসামঞ্জস্য প্রতিপাদিত হইতেছে 'হ্রস্ব দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল (পরমাণু) হইতে মহৎ ত্র্যণুক ও দীর্ঘ দ্ব্যণুকের ন্যায়' ইতি (*)।

এখানেও [পূর্ব্বসূত্রোক্ত] 'অসমঞ্জস' পদটির অধিকার আসিয়াছে। 'বা' শব্দটি চকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহদ্দীর্ঘবৎ অর্থাৎ ত্র্যণুকের উৎপত্তিকথার ন্যায় কণাদাভিমত অপর বিষয়ও অসমঞ্জস অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। অভিপ্রায় এই যে, পরমাণু সমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা যেরূপ অসঙ্গত, অপর বিষয়ও সেইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। দেখ [বস্ত্রাবয়ব] তন্তু প্রভৃতি অবয়ব সমূহ স্বীয় ছয়টি পার্শ্ব দ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত হইয়া অবয়বী বস্ত্রের উৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং পরমাণুসমূহও স্বীয় ছয়টি পার্শ্বে পরস্পর সম্মিলিত হইয়াই দ্ব্যণুকাদি কার্য্যের উৎপাদন করিবে। তাহা না হইলে, পরমাণুসমূহের প্রদেশ বা অংশ না থাকিলে নিরংশ সহস্র সহস্র পরমাণুর সংযোগেও পরমাণু অপেক্ষা বৃহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে না; সুতরাং অণুত্ব, হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বাদি পরিমাণের আবির্ভাবই হইতে পারে না। আর পরমাণুরও অংশভেদ স্বীকার করিলে সেই পরমাণু সমূহ নিজ নিজ অংশ দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইয়া পড়ে, সেই অংশ সমূহও আবার স্বীয় অবয়ব সমূহ দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইতে পারে; সুতরাং এরূপেও অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে।

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম মহদ্দীর্ঘাধিকরণ। ইহা—১০ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত সাত সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জগৎকারণ নিরূপণ। (২) সংশয়—কণাদোক্ত পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসম্মত কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কণাদমতই যুক্তিসম্মত। (৪) উত্তর—না—কণাদোক্ত পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসম্মত নহে; কারণ, নিরবয়ব পরমাণু হইতে তদপেক্ষা বৃহৎপরিমাণ দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাণুকারণবাদ ঠিক নহে; ব্রহ্মকারণবাদই ঠিক, এবং জগৎকারণরূপ ব্রহ্মকে চিন্তা করাই প্রয়োজন।

ন চ বাচ্যং—অবয়বাল্পত্ব-মহত্ত্বাভ্যাং হি সর্ষপ-মহীধরয়োর্বৈষম্যম্; পরমাণোরপ্যনন্তাবয়বত্বে অবয়বানন্ত্যসাম্যাৎ সর্ষপ-মহীধরয়োর্বৈষম্যাসিদ্ধে-রবয়বাপকর্ষকাষ্ঠা অবশ্যাভ্যুপগমনীয়া—ইতি। পরমাণূনাং প্রদেশভেদাভাবে সত্যেকপরমাণুপরিমাণাতিরেকী প্রথিমা ন জায়েত, ইতি সর্ষপ-মহীধরয়ো-রেবাসিদ্ধেঃ। কিং কুর্ম্ম ইতি চেৎ, বৈদিকঃ পক্ষঃ পরিগৃহ্যতাম্।

যত্তু পরৈর্ব্রহ্মকারণবাদদূষণপরিহারপরমিদং সূত্রং ব্যাখ্যাতম্; তদসঙ্গতম্, পুনরুক্তঞ্চ; ব্রহ্মকারণবাদে পরোক্তান্ দোষান্ পূর্ব্বস্মিন্ পাদে পরিহৃত্য পরপক্ষপ্রতিক্ষেপো হ্যস্মিন্ পাদে ক্রিয়তে। চেতনাদ্

একথাও বলিতে পার না যে, অবয়বের অল্পত্ব ও অধিকত্ব দ্বারাই সর্ষপ ও পর্ব্বতের (ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ত্বরূপ) বৈষম্য ঘটিয়াছে; এখন যদি পরমাণুরও অনন্ত অবয়ব কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে অবয়বের অনন্তত্বসাম্য থাকায় সর্ষপ ও পর্ব্বতের মধ্যে কথনই বিভিন্ন পরিমাণ প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না; এইজন্যই অবয়বের চরম সূক্ষ্মতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। [কেন না,] পরমাণুর অবয়বভেদ স্বীকার না করিলে একটিমাত্র পরমাণুর যাহা পরিমাণ, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ—স্থূলতা কস্মিন্ কালেও তৎকার্য্যে জন্মিতে পারে না; সুতরাং সর্ষপ ও পর্ব্বতেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, (সমস্তই পরমাণুর সমান থাকিতে পারে) (*)। যদি বল, [তা বলিয়া আর] কি করিব? [আমরা বলি] বৈদিক অর্থাৎ বেদসম্মত পক্ষ অবলম্বন কর।

আর অপরাপর সম্প্রদায়গণ যে, ব্রহ্ম কারণবাদ দূষণের পরিহার পক্ষে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত এবং পুনরুক্তি-দোষে দূষিতও বটে। কেন না, পূর্ব্বপাদেই ব্রহ্মকারণ-বাদের উপর পরপক্ষ-প্রদত্ত দোষসমূহের পরিহার করিয়া এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষেরই প্রত্যা-

(*) তাৎপর্য্য—কণাদমতে পরিমাণ চতুর্ব্বিধ—(১) অণু, (২) হ্রস্ব, (৩) মহৎ, (৪) দীর্ঘ। তন্মধ্যে পরমাণুর পরিমাণের নাম অণু, অপর নাম পারিমাণ্ডল্য। যে উপাদান হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সে উপাদান-গত পরিমাণই সেই কার্য্যের পরিমাণ জন্মায়; কিন্তু পরমাণু হইতে, যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, পরমাণুর পরিমাণ পরিমাণ্ডল্য সে সমুদয়ের পরিমাণ জন্মায় না; কারণ, তাহা হইলে পরমাণুজন্য ত্র্যণুক প্রভৃতি পদার্থগুলিও পরমাণুর ন্যায়ই পরিমাণ্ডল্য পরিমাণযুক্ত—অতি সূক্ষ্ম থাকিতে পারিত, কখনই স্থূল হইতে পারিত না। কারণ, কোন পরিমাণই নিজের বিপরীত পরিমাণ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, ইহা বড় অসঙ্গত কথা; কেন না, অণুপরিমাণযুক্ত পরমাণু হইতে যে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ—হ্রস্ব; আবার পরমাণু ও দ্ব্যণুক হইতে যে, ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ—মহৎ ও দীর্ঘ। এখন কথা হইতেছে যে, উপাদানে যে জাতীয় পরিমাণ থাকে, তৎকার্য্যেও যখন সেই জাতীয় পরিমাণ উৎপন্ন হওয়াই সিদ্ধান্ত; তখন হ্রস্ব ও পারিমাণ্ডল্যযুক্ত দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণবিশিষ্ট ত্র্যণুকাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় কিরূপে? অবশ্যই এই ব্যবস্থার সামঞ্জস্য হয় না; শুধু ইহাই নহে, কণাদমতের অন্যান্য বিষয়ও এইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিবিরুদ্ধ; অতএব উপেক্ষণীয়।

ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিসম্ভবশ্চ "ন বিলক্ষণত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ° ২।১।৪] ইত্যত্রৈব প্রপঞ্চিতঃ। অতো হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাং মহদ্দীর্ঘাণুহ্রস্বোৎপত্তিবদ্ অন্যচ্চ তদভ্যুপগতং সর্ব্বমসমঞ্জসমিত্যেব সূত্রার্থঃ ॥২॥২॥১০॥

কিমন্যদসমঞ্জসমিত্যত্রাহ—

উভয়থাপি * ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥২॥২॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) অপি (ও) ন (না) কর্ম্ম (ক্রিয়া) সম্ভব হয়], অতঃ (এই কারণে ; তদভাবঃ (তাহার অভাব, কারণ হইতে পারে না)।]

[সরলার্থঃ—পরমাণবো হি পরস্পরং সংযুজ্যমানাঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগদারভন্তে; সংযোগো হি আদ্যং কর্ম্ম বিনা ন সম্ভবতি, তচ্চাদ্যং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ নিমিত্তান্তরমপেক্ষতে; তচ্চ নিমিত্তং জীবাদৃষ্টমেব, ইতি কাণাদা মন্যন্তে।

অত্রেদং চিন্ত্যতে—পরমাণূনাম্ আদ্যকর্ম্ম-নিমিত্তীভূতং যৎ অদৃষ্টং, তৎ কিং পরমাণুগতম্? উত জীবগতম্? জীবাদৃষ্টস্য পরমাণুষু স্থিত্যসম্ভবাদ্ আদ্যঃ পক্ষ উপেক্ষ্যঃ, অদৃষ্টস্য কথঞ্চিৎ পরমাণুগতত্বে জীবগতত্বে বা উভয়থাপি তস্য নিত্যং বিদ্যমানত্বাৎ পরমাণূনাং কাদাচিৎকং কর্ম্ম ন সংভবতি, ততঃ প্রাগপি কর্ম্মোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ; অতঃ তদভাবঃ—পরমাণূনাং সংযোগাভাবঃ, ইত্যতোঽপি তন্মতম্ অসমঞ্জসম্ ইতি ভাবঃ।

কণাদমতাবলম্বীরা বলেন যে, জীবের অদৃষ্টবশতঃ পরমাণুতে প্রথম ক্রিয়া উপস্থিত হয়; তাহার পর উহাদের পরস্পর সংযোগ ঘটে; সেই সংযোগের ফলে এই বিশাল জগৎ উৎপন্ন হয়।

এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে, সেই যে কর্ম্মের নিমিত্তীভূত অদৃষ্ট, তাহা থাকে কোথায়?—পরমাণুতে থাকে? না জীবে থাকে? জীবের অদৃষ্ট পরমাণুতে থাকা সম্ভবপর হয় না; জীবে থাকাই সম্ভব হয়। সে যাহাহউক, সেই অদৃষ্ট পরমাণুতেই থাকুক আর জীবেই থাকুক, উহা যখন চিরকালই রহিয়াছে, তখন পরমাণুতে অকস্মাৎ কর্ম্মারম্ভের কারণ কি? তৎপূর্ব্বেও ত কর্ম্মারম্ভ হইতে পারিত; অতএব কর্ম্মজনিত সংযোগ বা সৃষ্টি, কিছুই হইতে পারে না ॥২॥২॥১১॥]

খ্যান করা হইতেছে। আর চেতন ব্রহ্ম হইতে যে, জগদুৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তাহাও "ন বিলক্ষণত্বাৎ", এই সূত্রেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে; [সুতরাং পুনরুক্তিও হইয়া পড়ে]। অতএব হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল হইতে মহৎ, দীর্ঘ, অণু ও হ্রস্বপরিমাণযুক্ত পদার্থোৎপত্তি যেরূপ অসঙ্গত, তদ্রূপ তাহার অভিমত অন্যবিষয়গুলিও অসঙ্গত, ইহাই এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ ॥ ২ ২ ॥ ১০

---

* 'উভয়থাপি' ইতি "খ" পাঠঃ। 'ক' পুস্তকেতু 'অপি' শব্দো নোপলভ্যতে।

পরমাণুকারণবাদে হি পরমাণুগত-কর্ম্মজনিত-তৎসংযোগপূর্ব্বক দ্ব্যণুকাদি-ক্রমেণ জগদুৎপত্তিরিষ্যতে; তত্র নিখিলজগদুৎপত্তিকারণভূত-পরমাণুগত-মাদ্যং কর্ম্ম অদৃষ্টকারিতমিত্যভ্যুপগম্যতে; "অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনম্, বায়োস্তির্য্যগ্-গমনম্, অণু-মনসোশ্চাদ্যং কর্ম্মেত্যদৃষ্টকারিতানি" ইতি।

তদিদং পরমাণুগতং কর্ম্ম স্বগতাদৃষ্টকারিতম্, আত্মগতাদৃষ্টকারিতং বা; উভয়থাপি ন সম্ভবতি, ক্ষেত্রজ্ঞ-পুণ্যপাপানুষ্ঠানজনিতস্যাদৃষ্টস্য পরমাণু-গতত্বাসম্ভবাৎ, সম্ভবে চ সদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গঃ। আত্মগতস্য চাদৃষ্টস্য পরমাণুগতকর্ম্মোৎপত্তিহেতুত্বং ন সম্ভবতি।

অথ অদৃষ্টবদাত্মসংযোগাদণুষু কর্ম্মোৎপত্তিঃ, তদা তস্যাদৃষ্টপ্রবাহস্য নিত্যত্বেন নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ। ননু অদৃষ্টং বিপাকাপেক্ষং ফলায়ালম্। কানিচিদ্ দৃষ্টানি তদানীমেব বিপচ্যন্তে, কানিচিজ্জন্মান্তরে, কানিচিৎ

আর অসঙ্গত কি আছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"উভয়থাপি" ইত্যাদি।

যাহারা পরমাণুকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের অভিপ্রায় এই যে, পরমাণুতে প্রথমতঃ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়া দ্বারা পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগ ঘটে, তাহার ফলে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, নিখিল জগদুৎপত্তির কারণীভূত যে, পরমাণুগত আদ্য বা প্রাথমিক কর্ম্ম (ক্রিয়া), অদৃষ্টকেই তাহার সমুৎপাদক বা কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, [যথা] অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন অর্থাৎ অগ্নিশিখার উর্দ্ধদিকে গতি, বায়ুর বক্রগতি এবং পরমাণু ও মনের যে প্রাথমিক ক্রিয়া, এ সমস্তই অদৃষ্ট-জনিত' ইতি।

[এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,] এই যে পরমাণুগত আদ্য কর্ম্ম, ইহা কি পরমাণুগত অদৃষ্ট দ্বারা সম্পাদিত? অথবা আত্মগত অদৃষ্ট দ্বারা? উভয় প্রকারেই (আদ্য কর্ম্মের) সম্ভব হয় না; কারণ, জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম-জনিত অদৃষ্টের কখনই পরমাণুতে অবস্থিতি সম্ভব হয় না; আর সম্ভব হইলেও সর্ব্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ অদৃষ্ট যখন সর্ব্বদাই পরমাণুতে নিহিত রহিয়াছে, তখন তাহা দ্বারা পরমাণুতে সর্ব্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি হইতে পারে, কখনই [প্রলয়াবস্থা ঘটিতে পারে না।] [দ্বিতীয় পক্ষে,] আত্মগত অদৃষ্ট কখনই পরমাণুগত কর্ম্মোৎপত্তির হেতু হইতে পারে না।

যদি বল, অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সহিত সংযোগ থাকায় পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়; তাহা হইলেও জীবের অদৃষ্টপ্রবাহ (পাপপুণ্যধারা) যখন নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন নিত্যই সৃষ্টি হইতে পারে? অর্থাৎ সৃষ্টির কাদাচিৎকতা হইতে পারে না। কেন না, পরিপকাবস্থাপ্রাপ্ত অদৃষ্টই ফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কোন কোন অদৃষ্ট (যাহাদের ফলভোগ ইহ জন্মেই সম্ভব, সেই সমস্ত) তৎক্ষণাৎই পরিপক হইয়া থাকে, কোন কোন অদৃষ্ট জন্মান্তরে,

কল্পান্তরে। অতো বিপাকাপেক্ষত্বান্ন সর্ব্বদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গ ইতি। নৈতৎ, অনন্তৈরাত্মভিঃ সঙ্কেতপূর্ব্বকম্ অযুগপদনুষ্ঠিতানেকবিধকর্ম্মজনিতানাম্ অদৃষ্টানামেকস্মিন্ কালে একরূপবিপাকস্যাপ্রামাণিকত্বাৎ। অতএব, যুগপৎ সর্ব্বসংহারো দ্বিপরার্দ্ধকালম্ অবিপাকেনাবস্থানঞ্চ ন সঙ্গচ্ছতে। নচেশ্বরেচ্ছাহিতবিশেষাদৃষ্টসংযোগাদ্ অণুষু কর্ম্ম, আনুমানিকেশ্বরাসিদ্ধেঃ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।৩] ইত্যত্রোপপাদিতত্বাৎ। অতো জগদুৎপত্তেরণুগতকর্ম্মপূর্ব্বকত্বাভাবঃ ॥২॥২॥১১॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥২॥২॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—সমবায়াভ্যুপগমাৎ (সমবায়নামক সম্বন্ধ-স্বীকার হেতু) চ (ও) সাম্যাৎ (সমানভাব হেতু) অনবস্থিতেঃ (অনবস্থাদোষের)।]

[সরলার্থঃ—সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সমবায়নামক-সম্বন্ধবিশেষাঙ্গীকারাদপি অসমঞ্জসম্ ; কুতঃ ? অনবস্থিতেঃ সাম্যাৎ। অয়মাশয়ঃ—সমবায়ো হি দ্রব্যেষু সমনিয়তানাং জাতিগুণাদীনাং অপৃথক্স্থিত্যুপলব্ধ্যুপপাদনায় স্বীক্রিয়তে ; এবঞ্চেৎ, সমবায়স্যাপি দ্রব্যেষু অপৃথক্স্থিত্যুপলব্ধ্যুপপাদনায় হেত্বন্তরং কল্পনীয়ম্, তস্যাপ্যন্যৎ, ইত্যেবম্ অনবস্থা-দোষ আপদ্যতে ; অতত্রব অসমঞ্জসং তন্মতমিতি ভাবঃ ॥

[তাহাদের মতে] সমবায় নামক সম্বন্ধ স্বীকার করায়ও অনবস্থাদোষ সমানই থাকে ; অর্থাৎ দ্রব্যের সঙ্গে জাতি ও গুণাদি পদার্থগুলির সমনিয়তভাব প্রতীতির জন্য যেমন সমবায় স্বীকার করিতে হয়, তেমনি দ্রব্যের সঙ্গে সমবায়েরও ঐরূপ নিয়তবৃত্তিত্ব প্রতীতির জন্য অপর একটি সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয় ; তাহার জন্যও আবার আর একটা সমবায়, এইরূপে অনবস্থা দোষ সমানই থাকে ; কাজেই ইহা অসামঞ্জস্য পূর্ণ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

কোন কোন অদৃষ্ট আবার কল্পান্তরে [পরিপক্ক হইয়া থাকে]। অতএব অদৃষ্টও যখন বিপাক-সাপেক্ষ, তখন তাহার সর্ব্বদা ক্রিয়োৎপাদকত্ব সম্ভাবনা নাই। না—ইহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, আত্মা অনন্ত, সেই অনন্ত আত্মা বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্মজনিত অদৃষ্টসমূহ যে, একই সময়ে একই প্রকার বিপাক জন্মাইবে, এবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। এই কারণেই একসঙ্গে সর্ব্ব বস্তুর সংহার করা দ্বিপরার্দ্ধপরিমিতকাল কিংবা কোনপ্রকার বিপাক (ফল) না জন্মাইয়া অদৃষ্টের অবস্থিতি করা সঙ্গত হয় না। আর যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ অদৃষ্টে কোনরূপ বিশেষ গুণ উপস্থিত হয়, এবং সেই অদৃষ্টের সহিত সংযোগ বশতঃই পরমাণুতে প্রথমে ক্রিয়া [উপস্থিত হয়, এ কথা ও বলা যায়] না ; কারণ, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রেই আনুমানিক ঈশ্বরের অসিদ্ধি প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বর যে, কণাদাভিমত অনুমান-সিদ্ধ নহে, পরন্তু একমাত্র শাস্ত্রগম্য, তাহা ঐ সূত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব কণাদ মতে জগদুৎপত্তির অনুকূল নিয়মিত কর্ম্ম সম্ভবপর হয় না ॥২॥২॥১১॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চাসমঞ্জসম্ ; কুতঃ ? সাম্যাদনবস্থিতেঃ—সমবায়স্যাপ্যবয়বি-জাতি-গুণবদ্ উপপাদকান্তরাপেক্ষাসাম্যাদুপপাদকান্তরস্যাপি তথেত্যনবস্থিতেরসমঞ্জসমেব।

এতদুক্তং ভবতি—অযুতসিদ্ধানামাধারাধেয়ভূতানাম্ 'ইহপ্রত্যয়'-হেতুর্যঃ সম্বন্ধঃ, স সমবায় ইতি সমবায়োঽভ্যুপগম্যতে। অপৃথক্-স্থিত্যুপলব্ধীনাং জাত্যাদীনাং তথাভাবস্য নির্ব্বাহকত্বেন চেৎ সমবায়োঽভ্যুপগম্যতে, সমবায়স্যাপি তৎসাম্যাৎ তথাভাবহেতুরন্বেষণীয়ঃ ; তস্যাপি তথেত্যনবস্থিতিঃ। সমবায়স্য তদপৃথক্সিদ্ধত্বং স্বভাব ইতি

সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করাতেও এই মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ ? অনবস্থাদোষের সাম্যই কারণ। অভিপ্রায় এই যে, অবয়বী, জাতি ও গুণের [দ্রব্য-সহচরত্ব] উপপাদনার্থ যেমন সমবায়ের অঙ্গীকার করা হয়, তেমনি সমবায়সিদ্ধির জন্যও অপর একটি হেতুর আবশ্যক হয়, আবার সেই কল্পিত হেতুর জন্যও অপর হেতুর আবশ্যক হয়, এইরূপে (*) কল্পনার পরিসমাপ্তি না হওয়ায় অসামঞ্জস্যই রহিয়া গেল।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, যাহাদের পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান নাই, আধারাধেয়ভাবে অবস্থিত সেই সমস্ত পদার্থের যে, 'ইহ প্রত্যয়ে'র (আশ্রিতত্ব জ্ঞানের) হেতুভূত সম্বন্ধ, তাহারই নাম সমবায়, এইরূপে সমবায় নামে একটি সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে। [এখন কথা হইতেছে যে,] যাহাদের পৃথক্‌ভাবে স্থিতি ও উপলব্ধি হয় না, জাতি গুণ প্রভৃতি সেই সমস্ত পদার্থের সেই অপৃথক্ স্থিতি ও উপলব্ধি নির্ব্বাহের জন্যই যদি 'সমবায়' সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সমবায়ও যখন সেই রকম একটি পদার্থ, অর্থাৎ দ্রব্য ব্যতিরেকে স্থিতি ও উপলব্ধি রহিত, তখন তাহারও অপৃথক্‌স্থিতি ও উপলব্ধি নির্ব্বাহের নিমিত্ত অপর একটি হেতুর আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক ; আবার সেই কল্পিত হেতুটির জন্যও সেইরূপ হেত্বন্তর কল্পনার আবশ্যক হয়, এইরূপে [কল্পনার শেষ না হওয়ায়] 'অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়। আর যদি এইরূপই কল্পনা কর যে, অপৃথক্‌সিদ্ধত্বই সমবায়ের স্বভাব, তাহা হইলেও [লাঘবতঃ অনুভবসিদ্ধ] জাতি গুণাদির

(*) তাৎপর্য্য—কণাদমতে 'সমবায়' সম্বন্ধ নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করা হয়। তাহা এই প্রকার—অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণ, কর্ম্ম (ক্রিয়া) ও বিশেষের সহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম 'সমবায়'। সমবায় সম্বন্ধটি নিত্য এবং এক। দ্রব্য দেখিলেই যে, সঙ্গেসঙ্গে তৎসহচর জাতি ও গুণাদির প্রতীতি হইয়া থাকে, এই 'সমবায়'ই তাহার কারণ। এখন কথা হইতেছে যে, পৃথিব্যাদি দ্রব্যে জাতি গুণাদির সম্বন্ধরক্ষার জন্য যেমন সমবায় নামে একটি অতিরিক্ত নিত্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, তেমনি দ্রব্যের সহিত সমবায়েরও অপর একটি সম্বন্ধ কল্পনা করা আবশ্যক হয়, সেই সম্বন্ধেরও আবার আর একটি অতিরিক্ত সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অনন্তকালেও এই কল্পনার বিরাম হইবে না ; সুতরাং সমবায় স্বীকার করায়ও কণাদমতে আর একটি অসামঞ্জস্য দোষ উপস্থিত হইতেছে।

পরিকল্প্যতে চেৎ—জাতি-গুণানামেবৈষ স্বভাবঃ পরিকল্পনীয়ঃ, ন পুনরদৃষ্টচরং সমবায়মভ্যুপগম্য তস্যৈষ স্বভাব ইতি কল্পয়িতুং যুক্তম্—ইতি ॥২॥২॥১২॥

সমবায়স্য নিত্যত্বে অনিত্যত্বে চায়ং দোষঃ সমানঃ, নিত্যত্বে দোষান্তরঞ্চাহ—

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥২॥২॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—নিত্যং (সর্ব্বদা) এব (নিশ্চয়) চ (ও) ভাবাৎ (সদ্ভাব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—সমবায়-সম্বন্ধস্য নিত্যত্বেন তৎসম্বন্ধিনো জগতশ্চ নিত্যমেব ভাবাৎ সদ্ভাব-প্রসঙ্গাদপি কাণাদমতমসমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥

'সমবায়' সম্বন্ধটি নিত্য হওয়ায় তৎসম্বন্ধ জগতেরও নিত্য সদ্ভাব হইতে পারে, এই কারণেও কণাদের মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥]

সমবায়স্য সম্বন্ধত্বাৎ সম্বন্ধস্য নিত্যত্বে সম্বন্ধিনো জগতশ্চ নিত্যমেব ভাবাদসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৩॥

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥২॥২॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—রূপাদিমত্ত্বাৎ (রূপপ্রভৃতি থাকায়) চ (ও) বিপর্য্যয়ঃ (নিত্যত্ব ও পরম-সূক্ষ্মত্বাদির বৈপরীত্য—অনিত্যত্ব স্থূলত্বাদি) দর্শনাৎ (যেহেতু [ঐরূপই] দেখিতে পাওয়া যায়)।]

[সরলার্থঃ—[-পার্থিব-জলীয়-তৈজস-বায়বীয়ানাং পরমাণূনাং] রূপাদিমত্ত্বাৎ রূপরস-গন্ধস্পর্শবত্ত্বাভ্যুপগমাৎ অপি বিপর্য্যয়ঃ তদভিমতানাং নিত্যত্ব-সূক্ষ্মত্ব-নিরবয়বত্বানাং অন্যথাভাবঃ—অনিত্যত্ব-স্থূলত্ব-সাবয়বত্বানাং সম্ভবঃ ; কুতঃ ? দর্শনাৎ—রূপাদিমৎসু ঘটাদিষু তথা দর্শনাৎ। যদ্ যদ্ রূপাদিমৎ, তৎ তৎ অনিত্যং স্থূলং সাবয়বং চ দৃষ্টম্, যথা ঘটাদি ইত্যর্থঃ ॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুতে রূপরসাদি গুণ থাকাতেও সেই সমস্ত পরমাণু অনিত্য, স্থূল ও সাবয়ব হইতে পারে ; কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থে এইরূপই দেখা যায় ॥২॥২॥১৪॥]

সম্বন্ধেই ঐরূপ স্বভাব কল্পনা করা উচিত, কিন্তু অদৃষ্ট অর্থাৎ অনুভবের অবিষয়ীভূত একটা 'সমবায়' কল্পনা করিয়া তাহার আবার ঐরূপ স্বভাব কল্পনা করা উচিত হয় না ॥২॥ ২॥১২॥

সমবায়ের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, উভয়পক্ষেই এই দোষ সমান। নিত্যত্বপক্ষে অপর দোষও বলিতেছেন—'যে হেতু নিত্যই তাহার সদ্ভাব।'

'সমবায়' একটি সম্বন্ধবিশেষ, সেই সম্বন্ধের নিত্যতা স্বীকার করিলে তৎসম্বন্ধ জগতেরও নিত্য-সদ্ভাব হইতে পারে ; এই কারণেও অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

পরমাণূনাং পার্থিবাপ্য-তৈজস-বায়বীয়ানাং চতুর্ব্বিধানাং রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শবত্ত্বাভ্যুপগমাদ্ অভিমতনিত্যত্ব-সূক্ষ্মত্ব-নিরবয়বত্বাদিবিপর্য্যয়েণ অনিত্যত্ব-স্থূলত্ব-সাবয়বত্বাদি প্রসজ্যতে, রূপাদিমতাং ঘটাদীনাম্ অনিত্যত্ব-তথাবিধকারণান্তরারব্ধত্বাদিদর্শনাৎ। ন হি দর্শনানুগুণ্যেনাদৃষ্টোঽর্থঃ কল্প্যমানঃ স্বাভিমতবিশেষে ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যঃ। দর্শনানুগুণ্যেন হি পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বং ত্বয়া কল্প্যতে; অতোঽপ্যসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৪॥

অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বং নাভ্যুপগম্যতে; তত্রাহ—

উভয়থা চ দোষাৎ ॥২॥২॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (যে হেতু দোষ) [আছে]।]

[সরলার্থঃ—উভয়থা—পরমাণূনাং রূপাদিমত্তাস্বীকারে তদস্বীকারে চ দোষাৎ—পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বে অনিত্যত্বাদিদোষঃ, রূপাদিরহিতত্বে চ ঘটাদিষু তৎকার্য্যেষ্বপি রূপাদিশূন্যতাপ্রসঙ্গঃ, ততোঽপি অসমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥

পরমাণুর রূপাদিগুণ স্বীকার করিলেও আর স্বীকার না করিলেও দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া উক্ত মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ॥২॥২॥১৫॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুকে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করাতেও তোমার অভিপ্রেত নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্বাদির পরিবর্ত্তে অনিত্যত্ব, স্থূলত্ব ও সাবয়বত্বাদিই সম্ভাবিত হইতে পারে; কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি বস্তুগুলিকে অনিত্য ও স্বানুরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ লোকপ্রতীতি অনুসারে প্রত্যক্ষ পদার্থ কল্পনা করিতে হইলেও নিজের অভিপ্রেত বিশেষার্থে ব্যবস্থাপিত করিতে পারা যায় না; আর তুমিও ত লোকপ্রতীতি অনুসারেই পরমাণুসমূহের রূপাদিগুণ পরিকল্পনা করিতেছ; সুতরাং এই কারণেও তোমার মতের সামঞ্জস্য নাই ॥২॥২॥১৪॥

আর যদি উক্ত দোষ পরিহারের জন্য পরমাণু সমূহেরও রূপাদি সম্বন্ধ স্বীকার করা না হয়, সে পক্ষেও বলিতেছেন—'যেহেতু উভয়প্রকারেই দোষ।'

ন কেবলং পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বাভ্যুপগম এব দোষঃ, রূপাদিবিরহেঽপি কারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ কার্য্যগুণানাং পৃথিব্যাদয়ো রূপাদিশূন্যাঃ স্যুঃ। তদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া (*) রূপাদিমত্ত্বাভ্যুপগমে পূর্ব্বোক্তদোষঃ, ইত্যুভয়ধা চ দোষাদসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৫॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥২॥২॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অপরিগ্রহাৎ (বিজ্ঞজনেরা গ্রহণ না করায়) চ (ও) অত্যন্তং (অত্যন্ত) অনপেক্ষা (অপেক্ষণীয় নহে—উপেক্ষার যোগ্য)।]

[সূরলার্থঃ—অস্য কাণাদ-মতস্য কেনচিদপ্যংশেন শিষ্টৈরপরিগ্রহাদপি অস্মিন্ মতে অত্যন্তং অনপেক্ষা অনাদরঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

কোন শিষ্ট লোকেই এই কণাদোক্ত মতটির কোন অংশও গ্রহণ না করায় অন্যেরও ইহাতে অত্যন্ত অনাদর করা উচিত ॥২॥২॥১৬॥]

কাপিলপক্ষস্য শ্রুতি-ন্যায়বিরোধপরিত্যক্তস্যাপি সৎকার্য্যবাদাদিনা ক্বচিদংশে বৈদিকৈঃ পরিগ্রহোঽস্তি, অস্য তু কাণাদপক্ষস্য কেনাপ্যংশেনাপরিগ্রহাদনুপপন্নত্বাচ্চ অত্যন্তমনপেক্ষৈব নিঃশ্রেয়সার্থিভিঃ কার্য্যা ॥২॥২॥১৬॥

[দ্বিতীয়ং মহদ্দীর্ঘাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥২॥]

কেবল যে, পরমাণুসমূহের রূপাদি স্বীকারেই দোষ হয়, তাহা নহে; পরন্তু, কারণের গুণই যখন কার্য্যগত গুণের কারণ; তখন পরমাণু সমূহের রূপাদিমত্তা স্বীকার না করিলে পরমাণুজনিত পৃথিব্যাদি পদার্থগুলিও রূপাদিশূন্য হইতে পারে। আবার এই দোষ পরিহারার্থ রূপাদিসম্বন্ধ স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভব হয়; অতএব, উভয় প্রকারেই দোষ হওয়ায় অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥২॥২॥১৫॥

শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া কপিলের পক্ষ পরিত্যক্ত হইলেও তাহার সৎকার্য্যবাদ প্রভৃতি কোন কোন অংশে বেদানুযায়ী পণ্ডিতগণেরও সম্মতি আছে; কিন্তু এই কণাদ-পক্ষটি কোন অংশেও শিষ্টপরিগৃহীত না হওয়ায় এবং যুক্তির সহিতও বিরুদ্ধ হওয়ায় ইহাতে মোক্ষার্থিদিগের অত্যন্ত অনপেক্ষা বা উপেক্ষা করা আবশ্যক ॥২॥২॥১৬॥

(*) তৎপরিজিহীর্ষয়া' ইতি 'খ' পাঠঃ।

সমুদায়াধিকরণম্।]

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥২॥২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সমুদায়ে (সংঘাত বা সমষ্টি) উভয় হেতুকে (উভয় কারণ হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিলে) অপি (ও), তদপ্রাপ্তিঃ (সমুদায়ের অসিদ্ধি)।]

[সরলার্থঃ—চতুর্ব্বিধাঃ খলু সৌগতাঃ—বৈভাষিক-সৌত্রান্তিক-যোগাচার-মাধ্যমিকনামানঃ সন্তি। তত্র বৈভাষিকাঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ-স্থূলদ্রব্যাস্তিত্ববাদিনঃ, সৌত্রান্তিকাঃ বিজ্ঞানানুমেয় স্থূলদ্রব্যাস্তিত্ববাদিনঃ, যোগাচারা নিরালম্বন-বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদিনঃ, মাধ্যমিকাঃ সর্ব্বশূন্যত্ববাদিনঃ। তত্র আদ্যয়োর্বাহ্যপদার্থ-সদ্ভাবং স্বীকুর্ব্বতোঃ লোকব্যবহার উপপদ্যতে ন বা, ইতীদানীং চিন্ত্যতে—

ক্ষণিকৈঃ পরমাণুভিঃ পৃথিব্যাদিসমুদায়ঃ, পৃথিব্যাদিভিশ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিসমুদায় আরভ্যতে, ইতি হি তেষাং মতম্। অত্রোচ্যতে—উভয়হেতুকে অণুহেতুকে পৃথিব্যাদিহেতুকে চ সমুদায়ে অভ্যুপগতেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ—তস্য সমুদায়স্য অবয়বিনঃ অপ্রাপ্তিরসম্ভব ইত্যর্থঃ। পরমাণবঃ পৃথিব্যাদয়শ্চ কার্য্যার্থং ব্যাপ্রিয়মাণা অপি ক্ষণিকত্বাৎ ব্যাপারক্ষণে এব বিনষ্টাশ্চেৎ, কে তর্হি সমুদায়ং আরভেরন্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

পরমাণু হইতে পৃথিবী প্রভৃতি অবয়বার এবং পৃথিব্যাদি হইতে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ অবয়বীর উৎপত্তি স্বীকার করিলেও উক্ত পরমাণু ও পৃথিব্যাদি পদার্থসমূহ যখন ক্ষণিক—ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী, তখন তাহাদের দ্বারাও সমুদায় বা সংঘাতরূপ অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে না ॥২॥২॥১৭॥]

পরমাণুকারণবাদিনো বৈশেষিকা নিরস্তাঃ; সৌগতাশ্চ জগতঃ পরমাণুকারণত্বমভ্যুপগচ্ছন্তি, ইত্যনন্তরং তন্মতেঽপি জগদুৎপত্তি-তদ্ব্যবহারাদিকং নোপপদ্যতে ইত্যুচ্যতে। তে চ(*) চতুর্ব্বিধাঃ—কেচিৎ পার্থিবাপ্য-তৈজস-বায়বীয়-পরমাণুসংঘাতরূপান্ ভূতভৌতিকান্ বাহ্যান্, চিত্ত-চৈত্তরূপাং-

---

পরমাণুকারণবাদী বৈশেষিকগণ নিরস্ত বা পরাজিত হইল; সুগত-মতাবলম্বী বৌদ্ধগণও পরমাণুকেই জগতের কারণ বলিয়া থাকেন, এই জন্য অতঃপর তাহাদের মতেও যে, জগতের উৎপত্তি-ব্যবহারাদি উপপন্ন হয় না, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহারা (বৌদ্ধগণ) চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কেহ কেহ পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর সমষ্টিরূপ বাহ্য পদার্থ— ভূত (পৃথিব্যাদি) ও ভৌতিক (ঘটপটাদি), এবং চিত্ত ও চৈত্ত (চিত্তগত সুখদুঃখাদি) আন্তর পদার্থ স্বীকার করেন, অধিকন্তু সে

বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত।

(*) 'ঘ' পুস্তকে তু 'চ'কারো নাস্তি।

শ্চাভ্যন্তরানর্থান্ প্রত্যক্ষানুমানসিদ্ধানভ্যুপয়ন্তি ; অন্যে তু বাহ্যার্থান্ সর্ব্বান্ পৃথিব্যাদীন্ বিজ্ঞানানুমেয়ান্ বদন্তি ; অপরে তু অর্থশূন্যং বিজ্ঞানমেব পরমার্থসৎ (*), বাহ্যার্থাস্ত স্বাপ্নার্থকল্পা ইত্যাহুঃ। ত্রয়োঽপ্যেতে স্বাভ্যুপগতং বস্তু ক্ষণিকমাচক্ষতে ; উক্তভূতভৌতিক-চিত্তচৈত্তব্যতিরিক্তম্ আত্মাকাশাদিকং স্বরূপেণৈব নানুমন্যতে ; অন্যেতু সর্ব্বশূন্যত্বমেব সংগিরন্তে ; তত্র যে বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদিনঃ, তে তাবন্নিরস্যন্তে—

তে চৈবং মন্যন্তে—রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ-স্বভাবাঃ পার্থিবাঃ পরমাণবঃ, রূপ-রস-স্বভাবাশ্চাপ্যাঃ, রূপ-স্পর্শস্বভাবাস্তৈজসাঃ, স্পর্শস্বভাবাশ্চ বায়বীয়াঃ পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়ুরূপেণ সংহন্যন্তে ; তেভ্যশ্চ পৃথিব্যাদিভ্যঃ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপসংঘাতা ভবন্তি। তত্র চ শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী গ্রাহকাভি-

---

সমুদায়কেই প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন। অপর সম্প্রদায় আবার পৃথিব্যাদি সমস্ত বাহ্য পদার্থকেই বুদ্ধিবিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়াথাকেন, (প্রত্যক্ষসিদ্ধত্ব স্বীকার করেন না)। অপর সম্প্রদায় বলেন যে, বিজ্ঞানই (বুদ্ধবৃত্তিই) একমাত্র সত্য পদার্থ, বাহ্য পদার্থ কিছুই নাই, পরন্তু বাহ্য পদার্থসমূহ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। এই তিন সংপ্রদায়ই নিজ নিজ স্বীকৃত পদার্থকে ক্ষণিক (ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী) বলিয়াথাকেন ; অধিকন্তু, উক্ত ভূত, ভৌতিক ও চিত্ত, চৈত্ত পদার্থের অতিরিক্ত আত্মা ও আকাশ প্রভৃতির স্বরূপতই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অন্য সম্প্রদায় আবার সর্ব্বশূন্যত্ব বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ শূন্যই একমাত্র সত্য, অপর সমস্তই মিথ্যা। তন্মধ্যে যাহারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, প্রথমতঃ তাহাদের মত (সিদ্ধান্ত) খণ্ডন করা হইতেছে(†)—

তাহারা (বাহ্যাস্তিত্ববাদীরা) এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন যে, রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, এই চারিটি গুণ পার্থিব পরমাণুর স্বভাব বা ধর্ম্ম ; রূপ, রস, স্পর্শ, এই তিনটি জলীয় পরমাণুর ধর্ম্ম, রূপ ও স্পর্শ, এই দুইটি তৈজস পরমাণুর ধর্ম্ম, আর কেবল স্পর্শমাত্র গুণটি বায়ুর ধর্ম্ম বা স্বভাব। উক্ত চতুর্ব্বিধ পরমাণুই পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, এই চতুর্ব্বিধ স্থূল ভূতাকারে সংহত (মিলিত) হয়, সেই চতুর্ব্বিধ ভূত হইতেই আবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংঘাত

(*) পরমার্থং সৎ'ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'সমুদায়াধিকরণ। ইহা ১৭—২৬ পর্য্যন্ত দশ সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বৌদ্ধমতে জগৎকারণত্ব-ব্যবস্থা। (২) সংশয়—বৌদ্ধমতে বর্ণিত জগদুৎপত্তিপ্রণালী সঙ্গত হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ক্ষণিক চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূত হইতেই বাহ্য ও আন্তর সমস্ত জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। (৪) উত্তর—না, ক্ষণিক পরমাণু ও পৃথিব্যাদি পদার্থ হইতে দ্বিবিধ জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু ক্ষণমাত্রস্থায়ী পরমাণু প্রভৃতি কারণগুলি বহুসময়সাধ্য কোন কার্য্যের উৎপাদনে সমর্থ হয় না, বা হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব বৌদ্ধসম্মত জগদুৎপত্তিপ্রণালী উপেক্ষণীয়, আমাদের সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়।

মানারূঢ়ো বিজ্ঞানসন্তান এবাত্মত্বেনাবতিষ্ঠতে; তত এব সর্ব্বো লৌকিকো ব্যবহারঃ প্রবর্ত্তত ইতি।

তত্রাভিধীয়তে—"সমুদায়ে উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ"। যোঽয়মণুহেতুকঃ পৃথিব্যাদিভূতাত্মকঃ সমুদায়ঃ, যশ্চ পৃথিব্যাদিহেতুকঃ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপঃ সমুদায়ঃ, তস্মিন্নুভয়হেতুকেঽপি সমুদায়ে তৎপ্রাপ্তির্নোপপদ্যতে—জগদাত্মকসমুদায়োৎপত্তির্নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ।

(সমষ্টি) উৎপন্ন হয়। আর শরীরাভ্যন্তরস্থ যে, জ্ঞাতৃত্বাভিমানী বিজ্ঞান-সন্তান অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবাহ, তাহাই আত্মারূপে অবস্থিতি করে, এবং তাহা হইতেই সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (*)।

বৌদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডন।

তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, উভয়প্রকার কারণ হইতে সমুদায় বা সংঘাতোৎপত্তি স্বীকার করিলেও সেই সমুদায় বা সংঘাত পদার্থ টি সিদ্ধ হইতেছে না। অর্থাৎ এই যে, পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন পৃথিব্যাদি ভূতাত্মক সমুদায়, আর যে, পৃথিব্যাদি ভূত হইতে সমুৎপন্ন ভৌতিক—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াত্মক সমুদায়, এই উভয়বিধ কারণোৎপন্ন 'সমুদায়' স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই সমুদায়োৎপত্তি অর্থাৎ জগদাকার সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না (†)। কেন না, পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে যখন

(*) তাৎপর্য্য—বৌদ্ধমতটি চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। তন্মধ্যে (১) বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থূল বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন; (২) সৌত্রান্তিকগণও স্থূল বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন সত্য, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কেবল বুদ্ধি-বিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়া স্বীকার করেন; (৩) যোগাচার সম্প্রদায় আবার বাহ্যপদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না; তাহারা বলেন—অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই বহির্দ্দেশে ঘটপটাদি বিষয়াকারে প্রতীত হয়; একমাত্র বুদ্ধিই বিষয় ও বিষয়ীর (জ্ঞাতব্যের) আকার ধারণপূর্ব্বক লোকব্যবহার নিষ্পাদন করে; বস্তুতঃ বিজ্ঞানাতিরিক্ত অপর কোনও পদার্থই নাই। (৪) মাধ্যমিক সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থ বা বুদ্ধিবিজ্ঞান, কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, শূন্যকেই প্রকৃত সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন; এইজন্য তাহাদিগকে 'সর্ব্বশূন্যত্ববাদী' বলা হয়। উক্ত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন সংপ্রদায়ই বলেন যে, বাহ্য ও আন্তর সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক—প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতিশালী, তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংসশীল; কোন পদার্থই উৎপত্তির পর এক ক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। অধিকন্তু অবয়বের অতিরিক্ত 'অবয়বী' বলিয়াও পৃথক্ কোন পদার্থ নাই; পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু সমূহই যথাসম্ভব সম্মিলিত হইলে বিভিন্নপ্রকার নাম ও প্রতীতি জন্মায় মাত্র, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত বিষয় গুলি পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, উহা অসৎ আবরণাভাব মাত্র। এই অধিকরণে উল্লিখিত বৌদ্ধমতগুলি খণ্ডিত হইতেছে॥

(†) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে, "উভয়হেতুকে" কথার অর্থ করিয়াছেন—পরমাণু হইতে উৎপন্ন, এবং পঞ্চস্কন্ধ হইতে উৎপন্ন; আর "তদপ্রাপ্তিঃ" কথার অর্থ করিয়াছেন—অণুহেতুক ও স্কন্ধহেতুক, এই দ্বিবিধ সমুদায়ের অপ্রাপ্তি। রামানুজের মতে ঐরূপ অর্থটি কষ্টকল্পনা-সাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। অপর ব্যাখ্যাতা যাদবপ্রকাশ বলিয়াছেন—'সমুদায়' অর্থ—গর্ভস্থ সন্তান; 'উভয়হেতুক' অর্থ মাতৃভুক্ত অন্নাদি ও তদুপযুক্ত কর্ম্ম, এই উভয় কারণ হইতে উৎপন্ন। ভাষ্যকারের মতে এরূপ অর্থও সমীচীন নহে।

পরমাণূনাং পৃথিব্যাদিভূতানাং চ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ ক্ষণবিনাশিনঃ পরমাণবো ভূতানি চ কদা সংহতৌ ব্যাপ্রিয়ন্তে, কদা বা সংহন্যন্তে, কদা চ বিজ্ঞানবিষয়ভূতাঃ, কদা চ হানোপাদানাদিব্যবহারাস্পদতাং ভজন্তে; কো বা বিজ্ঞানাত্মা কং চ বিষয়ং স্পৃশতি; কশ্চ বিজ্ঞানাত্মা কমর্থং কদা বেদয়তে; কং বা বিদিতমর্থং কশ্চ কদোপাদত্তে; স্প্রষ্টা হি নষ্টঃ, স্পৃষ্টশ্চ নষ্টঃ, তথা বেদিতা বিদিতশ্চ নষ্টঃ; কথং চান্যেন স্পৃষ্টমন্যো বেদয়তে, কথং চান্যেন বিদিতমর্থমন্য উপাদত্তে? সন্তানানামেকত্বেঽপি সন্তানিভ্যস্তেষাং বস্তুতো বস্ত্বন্তরত্বানভ্যুপগমান্ন তন্নিবন্ধনং ব্যবহারাদিকমুপপদ্যতে; অহমর্থ এবাত্মা, স চ জ্ঞাতৈবেতি চোপপাদিতং পুরস্তাৎ ॥২॥২॥১৭॥

ক্ষণিক—ক্ষণমাত্রস্থায়ী বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে, তখন ক্ষণস্থায়ী সেই পরমাণুরাশি ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ কখনই বা সংঘাতসমুৎপাদনের চেষ্টা করিবে? কখনই বা সংহত বা সম্মিলিত হইবে? কখনই বা বুদ্ধি-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত (বিজ্ঞাত) হইবে? আর কখনই বা হেয় ও উপাদেয়—বলিয়া ব্যবহার্য্য হইবে? এবং কোন্ বিজ্ঞানাত্মাই বা কোন্ বিষয়কে স্পর্শ করিবে অর্থাৎ গ্রহণ করিবে? বিজ্ঞানময় কোন্ আত্মাইবা কোন বিষয়কে কখন অনুভব করিবে? আর কেইবা কোন্ বিজ্ঞাত বিষয়টিকে কখন গ্রহণ করিবে? কেননা, যে আত্মা যে বিষয়টিকে স্পর্শ করিয়াছিল, সেই আত্মা ও বিষয়, উভয়ই তখন বিনষ্ট; সেইরূপ বেদিতা (জ্ঞাতা) ও বিদিত (বিজ্ঞাত বিষয়), এতদুভয়ও তখন বিনষ্ট হইয়া যায়; আর অপরের স্পৃষ্ট বিষয়কেই বা অপরে অনুভব করিবে কি প্রকারে? এবং কিরূপেই বা অপরের অনুভূত পদার্থ অপরে স্মরণ করিবে? বিশেষতঃ সন্তানী বা সন্তানান্তর্গত প্রত্যেক বস্তু হইতেই সন্তানকে (সংঘাতকে) যখন পৃথক্ বস্তু বলিয়াই স্বীকার করা হয় না; তখন সংঘাতের একত্ব হইলেও যে, লোক ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে; কেননা, 'অহং' পদার্থই আত্মা, এবং সেই 'অহং' পদার্থই যে, প্রকৃত জ্ঞাতা; ইহা পূর্ব্বেই উপপাদন করা হইয়াছে। (*) ॥২॥২॥১৭॥

কারণ, জগৎ-রচনার অনুপপত্তি প্রদর্শনের প্রস্তাবে গর্ভারম্ভের অনুপপত্তি প্রদর্শন করা সঙ্গত হয় না। রূপ (বস্তুর আকৃতি), বেদনা (বিষয়ানুভূতি), বিজ্ঞান (সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি বা বুদ্ধিবৃত্তি), সংজ্ঞা (বস্তুর নাম), সংস্কার; এই পাঁচটির নাম স্কন্ধ; এই পঞ্চবিধ স্কন্ধের সমষ্টিই আত্মা; এতদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই॥

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, একটি বস্তু অপরবস্তুর সহিত প্রথমে সংযুক্ত হয়, তাহার পর কোন একটি কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং অনেক ক্ষণের আবশ্যক হয়। কিন্তু, বৌদ্ধমতে পরমাণু প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থই যখন ক্ষণিক—উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন এক পরমাণু অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্তই বা হইবে কখন? আর তাহারও পরভাবী কার্য্যোৎপাদনইবা করিবে কখন? কার্য্যোৎপাদনের পূর্ব্বেইত কারণগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। পৃথিব্যাদির সম্বন্ধেও এই কথা। তাহার পর আত্মার

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদুপপন্নমিতি চেৎ, ন, সংঘাত-ভাবানিমিত্তত্বাৎ ॥২।২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ (পরস্পরের কারণ বলিয়া) উপপন্নং (সঙ্গত হয়), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ (যেহেতু উহারা সংঘাত-সমুৎপাদনের নিমিত্ত নহে)।]

[সরলার্থঃ—যদ্যপি সর্ব্ব এব ভাবাঃ ক্ষণিকাঃ, তথাপি অবিদ্যাদীনাম্ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ পরস্পরং প্রতি হেতু-হেতুমদ্ভাবাদ্ লোকব্যবহারাদিকম্ উপপন্নম্ ইতি চেৎ—ক্ষণিকেষু স্থিরত্ব-বুদ্ধিরূপয়া অবিদ্যয়া রাগদ্বেষাদয়োঃ জায়ন্তে, তৈরপি পুনরবিদ্যা, ইত্যেবং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে কার্য্যকারণভাবঃ, ইত্যতঃ ক্ষণিকত্বেঽপি লোকব্যবহারোপপত্তিরিতি চেৎ ; তন্ন ; সংঘাত-ভাবানিমিত্তত্বাদ্ অবিদ্যায়া ইত্যর্থঃ।

অয়মাশয়ঃ—যদ্যপি অবিদ্যা নাম বিপরীতবুদ্ধিঃ ক্ষণিকমপি বস্তু স্থিরমিব গৃহ্নাতি, তথাপি তন্ন পরমার্থতঃ স্থিরং ভবতি ; ততশ্চ ন সংঘাতসদ্ভাবোঽপি সিধ্যতি ; বিজ্ঞানাত্মনশ্চ তদৈব নষ্টত্বাৎ কস্য বৈকস্য রাগদ্বেষাদয়ো জায়েরন্ ? ইতি রাগদ্বেষাদিপরম্পরৈব ন সিধ্যতীতি ভাবঃ।

যদিবল, ক্ষণিকবাদে যদিও সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক ; সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে কার্য্যকারণভাব এবং তদধীন লোকব্যবহারও সিদ্ধ হইতে পারে না সত্য ; তথাপি, ক্ষণিক পদার্থে স্থিরত্ববুদ্ধিরূপ যে অবিদ্যা, তাহা হইতেই রাগদ্বেষাদি দোষ উৎপন্ন হয়, এবং সেই রাগ-দ্বেষাদি হইতেও আবার অবিদ্যা সমুৎপন্ন হয়, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ায় কার্য্য-কারণভাব এবং লোকব্যবহারও উপপন্ন হইতে পাবে। না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, উক্ত অবিদ্যাও সংঘাত বা স্থূলভাব সমুৎপাদনের কারণ হইতে পারে না ; কেননা, অস্থির পদার্থে স্থিরতাবুদ্ধি জন্মিবার সঙ্গেসঙ্গেই যখন সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ আত্মা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই অবিদ্যা হইতে রাগদ্বেষাদি জন্মিবে কাহার ? এবং রাগদ্বেষাদির অভাবে পুনর্ব্বার অবিদ্যারই বা আবির্ভাব হইবে কিরূপে ? কাজেই সংঘাতোৎপত্তির সম্ভব হইতে পারে না ॥২॥২॥১৮॥]

কথা ; তাহাদের মতে ক্ষণিক বুদ্ধিবিজ্ঞানই যখন আত্মা, তখন প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্বন্ধ (স্পর্শ) স্থাপন করিয়া তাহার পরে যে, সেই বিষয়টিকেই অনুভব করা, ইহা সেই আত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না ; কারণ, জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আত্মাও বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং পূর্ব্বানুভূত বিষয়কে আর স্মরণ করিবে কে ? কারণ, যে আত্মা অনুভব করিয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব ত সঙ্গেসঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি এক আত্মার অনুভূত বিষয়কে অপর আত্মা স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলে, রামের অনুভূত বিষয়কেও শ্যাম স্মরণ করিতে পারে, অথচ এরূপ স্মরণব্যবস্থা কোথাও দেখা যায় না। যদি বল, বিজ্ঞানাত্মা ক্ষণিক হইলেও নিরন্তর যে, বিজ্ঞানধারা চলিতেছে, তাহাতেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের সংস্কার নিহিত থাকিবে, এবং সেই সংস্কার বলেই স্মৃতি উপস্থিত হইবে। এ কথার উত্তর এই যে, সেই বিজ্ঞানপ্রবাহ (সন্তান) আর প্রত্যেক বিজ্ঞান (সন্তানী) কি পৃথক্ পদার্থ ? অথবা একই পদার্থ ? যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে স্মরণের অনুপপত্তি বজায়ই রহিল ; আর যদি অভিন্ন একই পদার্থ হয়, তাহা হইলেও সন্তান ও সন্তানীর পার্থক্য এবং তদধীন সমস্ত ব্যবহারও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। অতএব, উল্লিখিত সংঘাতানুপপত্তি প্রভৃতি দোষগুলি যথার্থই বটে। পক্ষান্তরে, ভাষ্যকারের মতে এই সমস্ত দোষের সম্ভাবনা হয় না, কেন না, তাহার মতে 'অহং' পদার্থ—'আমি' বলিয়া যাহার প্রতীতি হয়, তাহাই আত্মা, এবং সেই আত্মা কেবল জ্ঞাতাই বটে, কখনও জ্ঞেয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান স্বরূপ নহে ; সুতরাং এ পক্ষে উক্ত দোষগুলি হইতে পারে না।

অবিদ্যাদীনামিতরেতরহেতুত্বেনোপপন্নং সংঘাতভাবাদিকমিতি চেৎ; এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপি ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে ভাবাঃ, তথাঽপ্যবিদ্যয়ৈতৎ সর্ব্বমুপপদ্যতে। অবিদ্যা হি নাম বিপরীতবুদ্ধিঃ ক্ষণিকাদিষু স্থিরত্বাদিগোচরা; তয়া সংস্কারাখ্যা রাগদ্বেষাদয়ো জায়ন্তে, ততশ্চিত্তাভিজ্বলনরূপং বিজ্ঞানম্, ততশ্চ নামাখ্যাশ্চিত্তচৈত্তাঃ পৃথিব্যাদিকং চ রূপি দ্রব্যম্, ততঃ ষড়ায়তনাখ্যমিন্দ্রিয়ষট্কম্, ততঃ স্পর্শাখ্যঃ কায়ঃ, ততো বেদনাদয়ঃ, ততশ্চ (*) পুনরপ্যবিদ্যাদয়ো যথোক্তাঃ, ইত্যনাদিরিয়মবিদ্যাদিকাঽন্যোন্যমূলা চক্রপরিবৃত্তিঃ। এতচ্চ সর্ব্বং পৃথিব্যাদিভূত-ভৌতিক-সংঘাতমন্তরেণ নোপপদ্যতে; অতঃ সংঘাতভাবাদিকমুপপন্নমিতি।

যদি বল, অবিদ্যাপ্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে পরস্পর হেতুত্ব নিবদ্ধ থাকায় সংঘাত সদ্ভাবাদি বিষয় উপপন্ন হইতে পারে; অর্থাৎ এই কথা বলা হইতেছে যে,—যদিও সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক, তথাপি অবিদ্যা দ্বারা এ সমস্ত বিষয় উপপন্ন হইতে পারে। কেননা, অবিদ্যা অর্থ—ক্ষণিকত্বাদিবিশিষ্ট পদার্থে স্থিরত্বাদিরূপ বিপরীত বুদ্ধি; সেই অবিদ্যা দ্বারাই রাগ দ্বেষাদি সংস্কার উৎপন্নহয়, তাহা হইতে চিত্তের স্ফুরণরূপ বিজ্ঞান জন্মে, এবং তাহা হইতেই আবার নাম বা সংজ্ঞাত্মক চিত্ত ও চৈত্ত ধর্ম্মসমুদায় ও রূপ-যুক্ত পৃথিব্যাদি দ্রব্য উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে আবার 'ষড়ায়তন' নামক ছয়টি ইন্দ্রিয়, তাহা হইতে 'স্পর্শ' নামক দেহ, তাহা হইতে বেদনা বা অনুভূতি জন্ম লাভ করে; পুনশ্চ উক্তপ্রকার অবিদ্যাদি উৎপন্ন হয়; এই পকারে অনাদি কাল হইতে পরস্পরমূলক এই অবিদ্যাদি-চক্রভ্রমি চলিতেছে। পৃথিব্যাদি ভূত-ভৌতিকময় সংঘাতের অভাবে এ সমস্ত কিছুই উপপন্ন হয় না; সুতরাং তজ্জন্যই সংঘাতসদ্ভাবাদিও স্বীকার করিতে হয়। (*)

(*) বেদনাদয়শ্চ পুনঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—বৌদ্ধমতে লোকসিদ্ধ ব্যবহার-নিষ্পাদনের উদ্দেশে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি অঙ্গীকৃত হইয়াছে (১) অবিদ্যা—ক্ষণিক কার্য্য (জন্য) ও দুঃখময় পদার্থে স্থির-নিত্য-সুখকরত্ব জ্ঞান। (২) সংস্কার—অবিদ্যাজন্য রাগ, দ্বেষ ও মোহ। (৩) বিজ্ঞান—গর্ভস্থ শিশুর যে সেই সংস্কার বলে প্রাথমিক জ্ঞানস্ফূর্ত্তি, ইহারই অপর নাম 'আলয় বিজ্ঞান।' (৪) নাম—সেই আলয় বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিধ ভূত; ইহারাই সাধারণতঃ নামভাগী হয় বলিয়া 'নাম' শব্দে অভিহিত হয়। (৫) রূপ—শ্বেত কৃষ্ণাদি শুক্র-শোণিত। (৬) এই ছয়টি পদার্থ আশ্রয় (বিষয়) বলিয়া ষড়বিধ ইন্দ্রিয়ই ষড়ায়তন। (৭) স্পর্শ—নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগজাত দেহ। (৮) বেদনা—সুখদুঃখাদির অনুভব। (৯) তৃষ্ণা—বেদনাজনিত পুনর্ব্বার বিষয়ভোগেচ্ছা। (১০) উপাদান—তৃষ্ণাবশতঃ বিষয়প্রবৃত্তি। (১১) ভব—জন্মের কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি। (১২) জাতি—জন্ম, রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কারাত্মক 'পঞ্চস্কন্ধ'-সংঘাত। (১৩) জরা—উক্ত স্কন্ধের পরিণতি অবস্থা। (১৪) নাশ—মৃত্যু। (১৫) শোক—পুত্রাদির স্নেহ বশতঃ মৃত্যুকালীন মানসিক সন্তাপ। (১৬) পরিদেবনা—শোকজন্য বিলাপ। (১৭) দুঃখ—অনিষ্ট ভাবনা। (১৮) দৌর্ম্মনস্য—অনিষ্ট সম্ভাবনায় মনোব্যথা। এতদতিরিক্ত উপবাসক্লেশ ও মানাপমান প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিষয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ে অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

তত্রোত্তরম্—"ন, সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ" ইতি। নৈতদুপপদ্যতে—এষামবিদ্যাদীনাং পৃথিব্যাদিভূতভৌতিকসংঘাতভাবং প্রতি অনিমিত্তত্বাৎ; ন খলু অস্থিরাদিষু স্থিরত্বাদিবুদ্ধ্যাত্মিকা অবিদ্যা, তন্নিমিত্তা রাগদ্বেষাদয়ো বা অর্থান্তরস্য ক্ষণিকস্য সংহতি-হেতুতাং প্রতিপদ্যন্তে। শুক্তিকা-রজতাদি-বুদ্ধির্হি ন শুক্ত্যাদ্যর্থসংহতি-হেতুর্ভবতি। কিঞ্চ, যস্য ক্ষণিকে স্থিরত্ববুদ্ধিঃ, স তদৈব নষ্টঃ, ইতি কস্য রাগাদয় উৎপদ্যন্তে? সংস্কারাশ্রয়ং স্থিরমেকং দ্রব্যম্ অনভ্যুপগচ্ছতাং সংস্কারানুবৃত্তিরপি ন শক্যা কল্পয়িতুম্ ॥২॥২॥১৮॥

ইহার উত্তর—না—সংঘাতসম্ভাবাদি উপপন্ন হয় না; কারণ, উহা (অবিদ্যা) সংঘাতভাবের (সংহতত্বের) নিমিত্ত বা হেতু নহে। যেহেতু পৃথিব্যাদিরূপ ভূত-ভৌতিক সংঘাতভাবের প্রতি উক্ত অবিদ্যাদি পদার্থসমূহ নিমিত্ত নহে; সেই হেতুই উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় না। কেননা, স্থিরত্বাদিরহিত পদার্থে স্থিরত্বাদিবুদ্ধিরূপ অবিদ্যা ও তজ্জন্য রাগদ্বেষাদি দোষ সমূহ কখনই অপর ক্ষণিকপদার্থের সংহতিভাব সমুৎপাদনে নিমিত্ত হইতে পারে না; কারণ, শুক্তিপ্রভৃতিতে যে, রজতাদি-বুদ্ধি, তাহা কখনই শুক্তিপ্রভৃতি পদার্থের সংহতত্বজনক হয় না। আরও এক কথা, ক্ষণিক পদার্থে যাহার স্থিরত্ববুদ্ধি (ভ্রম) হয়, সে ত সেই সময়েই বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং রাগাদি উৎপন্ন হইবে কাহার? আর যাহারা স্থিরতর কোন একটি দ্রব্যকে জ্ঞান-সংস্কারের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাদের মতে জ্ঞানসংস্কারের যে, উত্তরোত্তর অনুবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞাননাশের পরও যে সংস্কার বিদ্যমান থাকে, এরূপ কল্পনাও করিতে পারা যায় না। [কেননা, স্থিরতর আশ্রয়াভাবে নিরাশ্রয় সংস্কারের অনুবৃত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না।] ॥২॥২॥১৮॥

উক্ত অষ্টাদশ পদার্থের মধ্যে 'স্পর্শ' পর্য্যন্ত পদার্থগুলি স্বয়ং ভাষ্যকারই উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন; অবশিষ্ট পদার্থগুলিরও 'বেদনাদয়ঃ' এই 'আদি' শব্দ দ্বারা সূচনা করিয়াছেন। উপরে আমরা অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম, তাহা গোবিন্দানন্দকৃত রত্নপ্রভা-সম্মত; সুতরাং ভাষ্যার্থের সহিত কোন কোন অংশে কিঞ্চিৎ পার্থক্যও ঘটিয়াছে। বৌদ্ধগণ বলেন, উক্ত অবিদ্যাদি কারণ হইতে বেদনাদি কার্য্যগুলি উৎপন্ন হয়, আবার বেদনাপ্রভৃতি হইতেও অবিদ্যাদির উৎপত্তি হয়,' এবং অবিদ্যাদি হইতেই জন্ম ও জরাদি হয়, জন্ম জরাদি হইতেও আবার অবিদ্যা হয়, এবং ইহার জন্য স্থূল সংঘাতের উৎপত্তিও আবশ্যক হয়, সেই সংঘাত হইতেও আবার অবিদ্যার উৎপত্তি হয়, এইরূপে চক্রভ্রমির ন্যায় পরস্পর কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করিয়া স্থূল-সংঘাতের উৎপত্তি সমর্থন করিয়া থাকেন। এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, এরূপ কল্পনায়ও ক্ষণিকবাদে স্থূল পদার্থের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ উক্ত অবিদ্যাদি পদার্থগুলি পরস্পর কার্য্যকারণ ভাবাপন্ন হইলে দুরুত্তর ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটে; দ্বিতীয়তঃ উহারা পরস্পরের প্রতি হেতু হইলেও যে, সংঘাতোৎপাদনেরও হেতু হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই। তৃতীয়তঃ অবিদ্যা ও রাগাদিসংস্কার যাহাতে থাকিবে, সেই আত্মা—বুদ্ধি যখন ক্ষণিক, তখন কাহাকে আশ্রয় করিয়া উহারা বহুক্ষণব্যাপী কার্য্য নিষ্পাদন করিবে? ইত্যাদি কারণে উক্ত মতটি যুক্তিসহ নহে॥

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥২॥২॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরোৎপাদে (পরবর্ত্তীক্ষণের উৎপত্তিকালে) চ (ও) পূর্ব্বনিরোধাৎ (যেহেতু পূর্ব্বক্ষণের অভাব হয়)।]

[সরলার্থঃ—উত্তরোৎপাদে উত্তরস্য কার্য্যভূত-ঘটক্ষণস্য উৎপাদে উৎপত্তিবেলায়াং পূর্ব্ব-নিরোধাৎ পূর্ব্বস্য কারণভূতক্ষণস্য নিরোধাৎ বিনষ্টত্বাৎ, অভাবস্য চ হেতুত্বে বিশেষাভাবাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ; ততশ্চ সমুদায়াসিদ্ধিরিতি ভাবঃ।

পরভাবী ঘটাদি কার্য্য যেক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেইক্ষণে তৎকারণীভূত পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায়; আর অভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও কার্য্যবিশেষের প্রতি অভাবের হেতুত্ব-গত বিশেষ না থাকায় একই অভাব হইতে সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্য সমুৎপন্ন হইতে পারে। এই কারণেও সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥১৯॥]

ইতশ্চ ক্ষণিকত্বপক্ষে জগদুৎপত্তির্নোপপদ্যতে, উত্তরক্ষণোৎপত্তিবেলায়াং পূর্ব্বক্ষণস্য বিনষ্টত্বাৎ তস্যোত্তরক্ষণং প্রতি হেতুত্বানুপপত্তেঃ, অভাবস্য হেতুত্বে সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বদোৎপদ্যেত। অথ পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিত্বমেব হেতুত্ব-মিত্যুচ্যতে? এবং তর্হি কশ্চিদেব ঘটক্ষণস্তদুত্তরকালভাবিনাং সর্ব্বেষামেব গো-মহিষাশ্ব-কুড্য-পাষাণাদীনাং ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনাং হেতুঃ স্যাৎ। অথৈক-জাতীয়স্যৈব পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিনো হেতুত্বমিষ্যতে, তথাপি সর্ব্বদেশবর্ত্তিনা-মুত্তরক্ষণভাবিনাং ঘটানামেক এব পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিঘটো হেতুঃ স্যাৎ। অথৈকস্যৈব হেতুরেক ইতি মন্যুষে; তথাপি কস্যৈকস্য কো হেতুরিতি ন

এই কারণেও ক্ষণিকবাদীর পক্ষে জগদুৎপত্তি সম্ভব হয় না; কেননা, উত্তরক্ষণের (কার্য্য-ক্ষণের) উৎপত্তিকালে [তৎকারণীভূত] পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তাহা কখনই পররর্ত্তী কার্য্যক্ষণের হেতু হইতে পারে না। আর সেই পূর্ব্বক্ষণের ধ্বংসকেই (অভাবকেই) হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেও সর্ব্বস্থানে সর্ব্বক্ষণে সর্ব্ব কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে, [অথচ তাহা কখনও হয় না]। আর যদি বল, পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিতিমাত্রকেই হেতু [হেতুর আর কার্য্যক্ষণে থাকা আবশ্যক হয় না], তাহা হইলেও যে কোন একটি পূর্ব্বক্ষণই তদুত্তরকালভাবী গো, মহিষ, অশ্ব, ভিত্তি ও পাষাণাদি জাগতিক সর্ব্বপদার্থের হেতু হইতে পারে, (কিছুমাত্র বিশেষ থাকিতে পারে না)। আর যদি পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী একজাতীয় পদার্থেরই হেতুত্ব অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী একই ঘট উত্তরক্ষণভাবী সর্ব্বদেশীয় সমস্ত ঘটের কারণ হইতে পারে? [কারণ, তৎসমস্তই একজাতীয় হইয়াছে]। যদি একটি ক্ষণকে একটি মাত্র কার্য্যের প্রতিই হেতু বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও কোন্ একটি ক্ষণ যে, কোন্ কার্য্যটির

জ্ঞায়তে। অথ যস্মিন্ দেশে ঘটক্ষণঃ স্থিতঃ, তদ্দেশসম্বন্ধিন এবোত্তর-ঘটক্ষণস্য স হেতুরিতি; কিং দেশস্য স্থিরত্বং মনুষে? কিঞ্চ, চক্ষুরাদি-সংপ্রযুক্তস্যার্থস্য জ্ঞানোৎপত্তিকালেঽনবস্থিতত্বাৎ ন কস্যচিদর্থস্য জ্ঞান-বিষয়ত্বং সম্ভবতি ॥২॥২॥১৯॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্য-মন্যথা (*) ॥২॥২॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—অসতি (না থাকিলে) প্রতিজ্ঞোপরোধঃ (প্রতিজ্ঞার বাধা হয়), যৌগপদ্যং (এককালীনত্ব), অন্যথা (নচেৎ)।]

[সরলার্থঃ—অসত্যপি হেতৌ কার্য্যোৎপত্তিস্বীকারে প্রতিজ্ঞোপরোধঃ—অধিপতি-সহ-কার্য্যালম্বন-সমনন্তরপ্রত্যয়া বিজ্ঞানোৎপত্তৌ হেতবঃ, ইতি যা ভবতাং প্রতিজ্ঞা, সা উপরুধ্যতে; অন্যথা—যদ্যেতদ্দোষপরিহারার্থং পূর্ব্বক্ষণসমকালমেব উত্তরক্ষণোৎপত্তিরভ্যুপগম্যেত, তর্হি যৌগপদ্যং ক্ষণদ্বয়স্য যুগপদুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ; ততশ্চ ক্ষণিকত্বহানিরপীতি ভাবঃ।

আর যদি কারণের অসদ্ভাবেও কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমাদের মতে, অধিপতি-প্রত্যয়াদি চতুর্ব্বিধ কারণ হইতে যে, বিজ্ঞানোৎপত্তির প্রতিজ্ঞা, তাহার বাধা হইয়া পড়ে; আর যদি উক্ত দোষের পরিহারার্থ কার্য্যোৎপত্তিসময়েও পূর্ব্বক্ষণের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলেও ক্ষণদ্বয়ের এক সঙ্গে উপলব্ধি হইতে পারে, অথচ কখনও তাহা হয় না, এবং তোমরাও তাহা স্বীকার কর না ॥২॥২॥২০॥]

অসত্যপি হেতৌ কার্য্যমুৎপদ্যতে চেৎ, সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বদোৎপদ্যেতে-

---

হেতু, তাহা ত জানা যায় না। আর যদি বল, যে স্থানে যে ঘটক্ষণ আছে, তাহা সেই স্থানস্থিত উত্তরক্ষণেরই হেতু হয়; [ভাল জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কি সেই স্থানটিকে স্থিরতর বলিয়া মনে করিতেছ? [স্থিরতর না হইলে 'যে স্থানে স্থিত, সেই স্থানে' এই কথা বলা চলে না]। আরও এক কথা, চক্ষুর সহিত যে পদার্থের সম্বন্ধ হইয়াছে, [অস্থিরত্ব নিবন্ধন] জ্ঞানোৎপত্তিকালে তাহা বিদ্যমান না থাকায় কোন পদার্থ ই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না ॥২॥২॥১৯॥

হেতুর অসদ্ভাবেও যদি কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে যে, সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারে, [একথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে]। কেবল যে,

---

(*) 'ক' পুস্তকেতু 'বা' শব্দোঽধিকো বর্ত্ততে।

ত্যুক্তম্; ন কেবলমুৎপত্তিবিরোধ এব, প্রতিজ্ঞা চ ভবতামুপরুধ্যেত; অধিপতি-সহকার্য্যালম্বন-সমনন্তরপ্রত্যয়াশ্চত্বারো বিজ্ঞানোৎপত্তৌ হেতবঃ, ইতি বঃ প্রতিজ্ঞা। অধিপতিরিন্দ্রিয়ম্।

অথ প্রতিজ্ঞানুপরোধায় ঘটক্ষণে স্থিত এব ঘটক্ষণান্তরোৎপত্তিরিষ্যতে; তথা চ সতি দ্বয়োঃ কার্য্য-কারণয়োর্ঘট-ক্ষণয়োর্যৌগপদ্যেনোপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত, ন চ তথোপলভ্যতে; ক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞা চৈবং হীয়েত। ক্ষণিকত্বং স্থিতমেবেতি চেৎ, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-(*) জ্ঞানয়োর্যৌগপদ্যং প্রসজ্যেত ॥২॥২॥২০॥

উৎপত্তিবিরোধই হয়, তাহা নহে, পরন্তু, তোমাদের প্রতিজ্ঞারও ব্যাঘাত হয়। কেননা, তোমাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, অধিপতি, সহকারী, অবলম্বন ও সমনন্তরপ্রত্যয়, এই চতুর্বিধ কারণ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে, অধিপতি অর্থ—ইন্দ্রিয় (†)।

উক্ত দোষপরিহারার্থ যদি একই ঘটক্ষণের সমকালে অপর ঘটক্ষণের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলেও কার্য্য ও কারণ, দুইটি ঘটক্ষণেরই এক সময়ে উপলব্ধি হইতে পারে, অথচ ক্ষণদ্বয়ের যৌগপদ্য ত কখনও দেখা যায় না; অধিকন্তু, তোমাদের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তও পরিত্যাগ করিতে হয়। যদি বল, ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তই স্থির; তাহা হইলেও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের যৌগপদ্য হইতে পারে, অর্থাৎ যে ক্ষণে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইল, ঠিক সেই ক্ষণেই জ্ঞানোৎপত্তি ও হইতে পারে; [অথচ তুমিও ইন্দ্রিয়সংযোগ ও জ্ঞানের পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিয়া থাক] ॥২॥২॥২০॥

(*) ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—অধিপতি অর্থ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, সহকারী—আলোক প্রভৃতি, আলম্বন—জ্ঞাতব্য বিষয় ঘটপটাদি, সমনন্তরপ্রত্যয়—অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণের জ্ঞান। বৌদ্ধমতে উল্লিখিত কারণ চতুষ্টয়ই জ্ঞানোৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, সমস্তই যদি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে জ্ঞানোৎপত্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ, কার্য্যকারণভাবের সাধারণ নিয়ম এই যে, কারণ পদার্থটি কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকে; এই জন্য তাহারাও সমনন্তর-প্রত্যয়কে কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে যে, যে ইন্দ্রিয়ের সহিত যে বিষয়ের সংযোগ হইল, জ্ঞানোৎপত্তিকালে তদুভয়েরই বিনাশ হইয়া গেল, এবং তাৎকালিক জ্ঞাতারও বিনাশ ঘটিল; এরূপ অবস্থায় সমনন্তর-প্রত্যয় হইবে কাহার? অথচ সমনন্তর-প্রত্যয়ের অভাবে জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করিলে তাহাদের অভিমত প্রতিজ্ঞা বা কার্য্যকারণভাবের নিয়ামক নিয়মও ব্যাহত হইয়া পড়ে।

প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যা-নিরোধা-প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥২॥২॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ (স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ বিনাশের অসম্ভব) অবিচ্ছেদাৎ (যেহেতু কারণের সহিত বিচ্ছেদ হয় না)।]

[সরলার্থঃ—যশ্চ ভবদভিমতঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধশ্চ, তত্র মুদ্গর-প্রহারাদ্যনন্তরভাবী প্রত্যক্ষার্হঃ যঃ স্থূলো বিনাশঃ, সঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ, যশ্চ প্রতিক্ষণং জায়মানঃ প্রত্যক্ষানর্হঃ সূক্ষ্মো বিনাশঃ, সঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ ; তয়োরপ্রাপ্তিঃ অসম্ভবঃ ; কুতঃ ? অবিচ্ছেদাৎ—উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মবতো দ্রব্যস্য বিচ্ছেদাভাবাৎ, তত্রাপি সত্ত্বাদিত্যর্থঃ, প্রদীপনির্ব্বাণবৎ নিরন্বয়ধ্বংসো হি তেষামভিমতঃ, তস্যাসম্ভবাদিত্যভিপ্রায়ঃ।

বৌদ্ধমতে বস্তুবিনাশ দুইপ্রকার, (১) প্রতিসংখ্যানিরোধ, (২) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। তন্মধ্যে মুদ্গরাদি প্রহারের পর যে, ঘটাদি বস্তুর বিনাশ, যাহা সাধারণ দৃষ্টিতেও অনুভব করা যাইতে পারে, তাদৃশ স্থূল বিনাশকে বলে 'প্রতিসংখ্যানিরোধ', আর যাহা স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যায় না, অথচ কালের নিয়ত বিবর্ত্তে প্রতিক্ষণই যে, বস্তুর পরিণাম বা ক্ষয় করিতেছে, তাদৃশ সূক্ষ্ম বিনাশকে বলে 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ'। অধিকন্তু, তাহারা বলেন যে, বস্তু বিনষ্ট হইয়া গেলে তাহার সহিত তদীয় উপাদানের আর কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে না, ইহাই 'নিরন্বয়ধ্বংস' নামে অভিহিত হয়। এখন সূত্রকার বলিতেছেন যে, ঘটাদি বস্তু বিনষ্ট হইলেও যখন তদুপাদানভূত মৃত্তিকার সহিত ভগ্ন ঘটাদির সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না, তখন উল্লিখিত দ্বিবিধ নিরোধও সম্ভবপর হইতেছে না ; [সুতরাং তাহাদের মতটিও সঙ্গত হয় না] ॥২॥২॥২১॥]

এবং তাবদসত উৎপত্তির্নিরস্তা ; সতো নিরন্বয়-বিনাশোঽপি নোপপদ্যত ইত্যুচ্যতে,—ক্ষণিকত্ববাদিভির্মুদ্গরাভিঘাতাদ্যনন্তরভাবিতয়া উপলব্ধিযোগ্যঃ সদৃশসন্তানাবসানরূপঃ স্থূলো যঃ, সদৃশসন্তানে প্রতিক্ষণভাবী চোপলব্ধ্যনর্হঃ সূক্ষ্মশ্চ যো নিরন্বয়ো বিনাশঃ প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধ-

---

পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সাহায্যে অসৎ কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ; [ক্ষণিকবাদে] সৎপদার্থের নিরন্বয় বিনাশও যে উপপন্ন হয় না, এখন তাহাই কথিত হইতেছে—ক্ষণিকত্ববাদিগণ বলেন যে, মুদ্গরপ্রহারাদির পরক্ষণে সদৃশপরিণামপ্রবাহের পরিসমাপ্তিরূপ যে, উপলব্ধিযোগ্য (প্রত্যক্ষযোগ্য) স্থূল (নিরন্বয়) বিনাশ, আর সদৃশপরিণাম-প্রবাহের মধ্যেই যে প্রতিক্ষণভাবী উপলব্ধির অযোগ্য নিরন্বয় সূক্ষ্ম বিনাশ, এই উভয়প্রকার

শব্দাভ্যামভিধীয়তে ; তৌ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? অবিচ্ছেদাৎ— সতো নিরন্বয়বিচ্ছেদাসম্ভবাৎ। অসম্ভবশ্চ—সত উৎপত্তিবিনাশৌ নামাবস্থান্তরাপত্তিরেব ; অবস্থাযোগি তু দ্রব্যমেকমেব স্থিরমিতি কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্যোপপাদয়দ্ভিরস্মাভিঃ "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" [ব্রহ্মসূ° ২।১। ১৫] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্।

নির্ব্বাণস্য দীপস্য নিরন্বয়বিনাশদর্শনাদন্যত্রাপি বিনাশো নিরন্বয়োঽনু-

---

বিনাশই যথাক্রমে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামে অভিহিত হয় (*); অর্থাৎ স্থূলবিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, আর সূক্ষ্ম বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। উক্ত উভয়বিধ নিরোধই সম্ভব হয় না। কারণ ?—যেহেতু বিচ্ছেদ নাই ; অর্থাৎ যেহেতু সৎপদার্থের নিরন্বয় বিচ্ছেদ অর্থাৎ কারণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিনাশ সম্ভব হয় না। অসম্ভব যে কেন, তাহা—অর্থশব্দের "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্রেই সৎপদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ,—অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র (তদতিরিক্ত নহে) ; সেই অবস্থাবান্ দ্রব্য কিন্তু স্থিরতর একই বটে ; এইরূপ কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব উপপাদন করিবার অবসরে প্রতিপাদন করিয়াছি।

যদি বল, নির্ব্বাণের পর প্রদীপের যখন নিরন্বয় বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন তদনুসারে অন্যত্রও নিরন্বয় বিনাশ অনুমান করা যাইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, প্রদীপ নিবিয়া গেলে যেমন তাহার কোনই চিহ্ন থাকে না নিরন্বয় বিনাশ হয়, তেমনি ঘটাদির বিনাশকেও নিরন্বয় বিনাশ

(*) তাৎপর্য্য—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর মতে কার্য্যবিনাশ দুইপ্রকার (১) প্রতিসংখ্যানিরোধ (২) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, তন্মধ্যে, প্রতি-সংখ্যানিরোধ অর্থ এই যে, বস্তুর কেবল অবয়ববিশ্লেষণপূর্ব্বক বিনাশ ; যেমন মুদ্গর প্রহারের পর ঘটের বিনাশ (চূর্ণীভাব), ইহা সাধারণ লোকের ও প্রত্যক্ষদৃশ্য হয় বলিয়া স্থূল বিনাশ। আর অপ্রতিসাংখ্যনিরোধ কথার অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুই প্রতিক্ষণে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে, পূর্ব্বক্ষণে যাহার যেরূপ অবস্থা ছিল, পরক্ষণে আর সেরূপ নাই বা থাকে না ; যতক্ষণ বস্তুটি ভিন্নপ্রকার ধারণ না করে, ততক্ষণ ঐরূপ পরিণামকে সদৃশ পরিণাম বলে। অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামক এই পরিণাম এত সূক্ষ্ম যে, স্থূলদর্শী লোকেরা বুঝিতে পারে না। দধিভাবে পরিণত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত দুগ্ধের যে, পরিণাম, তাহাই এই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। প্রত্যক্ষ না করিলেও উক্ত পরিণামের ফলেই লোকে বস্তুর নূতনত্ব ও পুরাণত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে। সাংখ্যকারেরা একথাটি আরও পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন—"পরিণামস্বভাবা হি গুণানা পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।" অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই যে তিনটি গুণ, পরিণামই ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; সুতরাং ইহারা পরিণত না হইয়া ক্ষণকালও অবস্থান করে না। অতএব, ত্রিগুণাত্মক এই জগৎও প্রতিক্ষণে পরিণামশীল।

আচার্য্য শঙ্করস্বামী ইহার অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক বস্তুবিনাশের নাম 'প্রতিসংখ্যানিরোধ', আর অবুদ্ধিপূর্ব্বক বস্তুবিনাশের নাম 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ'। বিদ্যমান এই বস্তুটিকে অবিদ্যমান অসৎ করিব, এই প্রকার বুদ্ধির নাম প্রতিসংখ্যা, তৎপূর্ব্বক বিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ ; বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যে, ঘটাদি পদার্থকে বিনষ্ট করে, তাহা এই প্রথমোক্ত নিরোধের উদাহরণ। ঘটাদি পদার্থের যে স্বভাবসিদ্ধ বিনাশাভিমুখীভাব, যাহা সে নিজ উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার নাম 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ'।

মীয়ত ইতি চেৎ, ন; ঘটশরাবাদৌ মৃদাদি-দ্রব্যানুবৃত্ত্যুপলব্ধ্যা সতো দ্রব্যস্যাবস্থান্তরাপত্তিরেব বিনাশ ইতি নিশ্চিতে সতি (*) প্রদীপাদৌ সূক্ষ্মদশাপত্ত্যাপ্যনুপলম্ভোপপত্তেঃ তত্রাপ্যবস্থান্তরাপত্তিকল্পনস্যৈব যুক্তত্বাৎ ॥২॥২॥২১॥

উভয়থা চ (†) দোষাৎ ॥২॥২॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (দোষ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ক্ষণিকত্ববাদিভির্হি তুচ্ছাৎ কারণাৎ কার্য্যোৎপত্তিঃ উৎপন্নস্য চ কার্য্যস্য তুচ্ছতাপত্তিরঙ্গীক্রিয়তে, তদনুপপত্তিমাহ—"উভয়থা চ দোষাৎ" ইতি। তদুভয়প্রকারাভ্যুপগমেঽপি দোষাৎ—তুচ্ছাদুৎপন্নস্য তচ্ছরূপত্বপ্রসঙ্গাৎ তুচ্ছাদুৎপত্তিঃ তুচ্ছতাপত্তিশ্চ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ।

ক্ষণিকত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন, এই জগৎ তুচ্ছ (অসৎ) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং শেষেও তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয়; প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে পারে না; কারণ, এই উভয়প্রকার স্বীকার করিলেও তুচ্ছ কারণোৎপন্ন কার্য্যের তুচ্ছরূপত্বই স্বাভাবিক; সুতরাং তাহার আবার [বিনাশের পরে] তুচ্ছতাপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে? অতএব তুচ্ছোৎপত্তি ও তুচ্ছতাপত্তি কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না ॥২॥২॥২২॥]

ক্ষণিকত্ববাদিভিরভ্যুপেতা (‡) তুচ্ছাদুৎপত্তিরুৎপন্নস্য তুচ্ছতাপত্তিশ্চ ন সম্ভবতীত্যুক্তম্; তদুভয়প্রকারাভ্যুপগতৌ দোষশ্চ ভবতি। তুচ্ছাদুৎপত্তৌ তুচ্ছাত্মকমেব কার্য্যং স্যাৎ; যদ্ধি যস্মাদুৎপদ্যতে, তৎ তদাত্মকং

বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। না—তাহা হইতে পারে না; কেন না, ঘট-শরাব প্রভৃতি সৎপদার্থে তৎকারণীভূত মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যের অনুবৃত্তি দর্শনে এইরূপই নিশ্চিত হইতেছে যে, সৎপদার্থের অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম বিনাশ, (অতিরিক্ত নহে); [বিনাশের পর] প্রদীপাদি পদার্থ বিদ্যমান থাকিতেও যে, প্রত্যক্ষ হয় না, সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তিই তাহার কারণ; কারণ, সে স্থলেও অবস্থান্তর (সূক্ষ্মাবস্থা) প্রাপ্তি কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত ॥২॥২॥২১॥

ক্ষণিকত্ববাদীরা স্বীকার করেন যে, কার্য্যপদার্থটি তুচ্ছ (অবস্তু) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং উৎপত্তির পরেও আবার তুচ্ছরূপতাই প্রাপ্ত হয়। ইহা যে, সম্ভব হয় না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; [এখন বলা হইতেছে যে;] উক্ত উভয়প্রকার স্বীকার করিলেও দোষ হইতেছে। তুচ্ছ কারণ হইতে উৎপত্তি হইলে কার্য্য পদার্থটিও তুচ্ছই হইতে পারে; কেননা, যাহা যেরূপ

(*) নিশ্চীয়তে, সতি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) উভয়থা' ইতি 'খ' পাঠঃ।

(‡) অভ্যুপেতাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

দৃষ্টম্; যথা মৃৎসুবর্ণাদেরুৎপন্নং মণিক-মুকুটাদি মৃৎসুবর্ণাদ্যাত্মকং দৃষ্টম্। ন চ জগৎ তুচ্ছাত্মকং (*) ভবদ্ভিরভ্যুপগম্যতে; ন চ প্রতীয়তে। সতো-নিরন্বয়বিনাশে সতি একক্ষণাদূর্দ্ধং কৃৎস্নস্য জগতস্তুচ্ছতাপত্তিরেব স্যাৎ; পশ্চাত্তু তুচ্ছাৎ জগদুৎপত্তাবনন্তরোক্তং তুচ্ছাত্মকত্বমেব স্যাৎ। অত উভয়থাপি দোষাৎ ন ভবদুক্তপ্রকারাবুৎপত্তি-নিরোধৌ ॥২॥২॥২২॥

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥২॥২॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আকাশে (আকাশে) চ (ও) অবিশেষাৎ (বিশেষ না থাকায়)।]

[সরলার্থঃ—আকাশে চ বাধপ্রতীত্যভাবস্য অবিশেষাৎ ঘট-পটাদিসাধারণ্যাৎ ভবদভিমত-তুচ্ছত্বাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।

ঘট-পটাদি পদার্থের ন্যায় আকাশেও যখন অবাধিতত্ব প্রতীতির কিছুমাত্র বিশেষ বা বৈষম্য নাই, তখন আকাশেরও তুচ্ছতা সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥২৩॥]

বাহ্যাভ্যন্তরবস্তুনঃ স্থিরত্বপ্রতিপাদনায় প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরো-ধয়োস্তুচ্ছরূপতা নিরাকৃতা; তৎপ্রসঙ্গেন তাভ্যাং সহ তুচ্ছত্বেন সৌগতৈঃ পরিগণিতস্যাকাশস্যাপি তুচ্ছতা প্রতিক্ষিপ্যতে—

কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তদাত্মকই (কারণানুরূপই) দৃষ্ট হয়; যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন জালা ও মুকুট প্রভৃতি কার্য্যগুলিকে মৃত্তিকা ও সুবর্ণাত্মকই দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ তোমরাও জগৎকে তুচ্ছাত্মক বলিয়া স্বীকার কর না; এবং সেরূপ প্রতীতিও হয় না। আর সৎপদার্থের যদি নিরন্বয় বিনাশই সত্য হয়, তাহা হইলে অবস্থিতির পরক্ষণেই সমস্ত জগতের তুচ্ছরূপতাপ্রাপ্তি হইত; কিন্তু তাহার পরেও যদি তুচ্ছ কারণ হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ত সেই পূর্ব্বোক্ত তুচ্ছাত্মকতা দোষই হইতে পারে। অতএব, উভয়প্রকারেই দোষসম্ভাবনা হেতু তোমাদের কথিত উক্তপ্রকার উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হইতে পারে না ॥২॥২॥২২॥

বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থ নিচয়ের স্থিরত্ব-সাধনের জন্য প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধের তুচ্ছত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে; এখন, সৌগতগণ সেই দ্বিবিধ নিরোধের সহিত আকাশেরও যে, তুচ্ছতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে,—

(*) তুচ্ছাত্মকং দৃষ্টম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

আকাশে চ নিরূপাখ্যতা ন যুক্তা, ভাবরূপত্বেনাভ্যুপগত-পৃথিব্যাদিবদাকাশস্যাপি অবাধিত (*) প্রতীতিসিদ্ধত্বাবিশেষাৎ। প্রতীয়তে হি আকাশঃ (†) 'অত্র শ্যেনঃ পততি, অত্র গৃধ্রঃ' ইতি শ্যেনাদিপতনদেশত্বেন। ন চ পৃথিব্যাদ্যভাবমাত্রমাকাশ ইতি বক্তুং শক্যম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। পৃথিব্যাদেঃ প্রাগভাবঃ, প্রধ্বংসাভাবঃ, ইতরেতরাভাবঃ, অত্যন্তাভাবো বা আকাশঃ? সর্ব্বথাপ্যাকাশপ্রতীত্যনুপপত্তিঃ স্যাৎ।

তাহাদের অভিমত আকাশেরও নিরুপাখ্যতা বা তুচ্ছতা যুক্তিসিদ্ধ নহে (‡); কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থকে ভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; সে সমুদয়ের ন্যায় আকাশেও অবাধিতপ্রতীতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; অর্থাৎ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না বলিয়াই যেমন পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহকে অতুচ্ছ ভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; তেমনি আকাশও যখন অবাধিতপ্রতীতিসিদ্ধ, তখন তাহাই বা ভাবস্বরূপ হইবে না কেন? বিশেষতঃ 'এই আকাশে শ্যেন পক্ষী উড়িতেছে, গৃধ্র উড়িতেছে,' ইত্যাদিরূপে শ্যেনাদির বিচরণস্থানরূপেই (ভাবরূপেই) আকাশের প্রতীতি হইয়া থাকে। একথাও বলিতে পারা যায় না যে, পৃথিব্যাদি ভাবপদার্থের অভাবই আকাশ, (তদতিরিক্ত 'আকাশ' বলিয়া কোন পদার্থ নাই); কেননা, এ কথা বিচারসহ হয় না. [জিজ্ঞাসা করি –] এই আকাশ, পৃথিব্যাদি ভাবপদার্থসমূহের কোন্ অভাব?— প্রাগভাব? ধ্বংস? অত্যন্তাভাব? অথবা অন্যোন্যাভাব? (§) কোন পক্ষেই 'আকাশ' প্রতীতির উপপত্তি হয় না; কারণ, আকাশ যদি প্রাগ-

(*) অবাধিতত্বপ্রতীতি' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) আকাশে' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—ক্ষণিকবাদীর মতে, প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ, এই তিনই অবস্তু তুচ্ছ অভাবাত্মক: তন্মধ্যে নিরোধদ্বয়ের কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; এখন আকাশ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহাই বলা হইতেছে তাহারা বলেন, পৃথিবী প্রভৃতি ভাব পদার্থের যে, অভাব অর্থাৎ কোন প্রকার আবরণ না থাকা, সেই আবরণাভাবই আকাশ, তদতিরিক্ত আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না,-আকাশকে আবরণাভাব বলা যাইতে পারে না: কারণ, ভাবরূপেই (একটা বস্তু বলিয়াই) উহার প্রতীতি হয়। পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থগুলিকে যেমন তুমি আমাদের আশ্রয়রূপে প্রতীতি বশতঃ ভাব পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তেমনি 'এই আকাশ, ইহাতে বহু পাখী বিচরণ করিতেছে,' এইরূপে আকাশও যখন বিচরণস্থান, এবং একটি ভাব পদার্থরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে, অথচ অভাব বলিয়া কখনও প্রতীত হয় না; তখন পৃথিব্যাদির ন্যায় আকাশেরও ভাবরূপতাই প্রতীতিসিদ্ধ। বিশেষতঃ আকাশ যদি আবরণাভাবই হইত, তাহা হইলে আকাশে একটিমাত্র পাখী বিচরণ করিলেই যখন আবরণ হইল এবং অভাবাত্মক আকাশ বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন আর অপর পাখী উড়িবার স্থান পাইতে পারে না; কারণ, তখন আবরণাভাবরূপী আকাশ ত বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে॥

(§) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ অভাবকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে (১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস. (৩) অত্যন্তাভাব, (৪) ইতরেতরাভাব বা অন্যোন্যাভাব। তন্মধ্যে, কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন যে অভাব, তাহা প্রাগভাব; বিনাশের পরভাবী যে, অভাব, তাহা ধ্বংস; ত্রৈকালিক যে অভাব, তাহা অত্যন্তাভাব; আর এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর যে, অভাব বা ভেদ, তাহার নাম ইতরেতরাভাব বা অন্যোন্যাভাব: ইহাকে 'ভেদ' বলিয়াও ব্যবহার করা হয়। ইহার উদাহরণ—'ইহা ঘট,—পট নহে' ইত্যাদি॥

প্রাগভাব-প্রধ্বাংসাভাবয়োরাকাশত্বে পৃথিব্যাদিষু বর্ত্তমানেষু আকাশপ্রতীত্য-যোগাৎ নিরাকাশং জগৎ স্যাৎ। ইতরেতরাভাবস্যাকাশত্বেঽপীতরেতরা-ভাবস্য তত্তদ্বস্তুগতত্বেন তেষামন্তরালে আকাশপ্রতীতির্ন স্যাৎ। অত্যন্তা-ভাবস্তু পৃথিব্যাদীনাং ন সম্ভবতি; অভাবস্য বিদ্যমানপদার্থাবস্থা-বিশেষত্বোপপাদনাচ্চ আকাশস্যাভাবরূপত্বেঽপি ন নিরুপাখ্যত্বম্। অণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিনশ্চাকাশস্য ত্রিবৃৎকরণোপদেশ-প্রদর্শিত-পঞ্চীকরণেন রূপবত্ত্বা-চ্চাক্ষুষত্বেঽপ্যবিরোধঃ ॥২॥২॥২৩॥

অনুস্মৃতেশ্চ ॥২॥২॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুস্মৃতেঃ (প্রত্যভিজ্ঞা হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—অনুস্মৃতেঃ 'তদেবেদম্' ইত্যাদিরূপপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ঘটাদেঃ ক্ষণিকত্বং ন সংগচ্ছতে। প্রত্যভিজ্ঞানং নাম অতীত-বর্ত্তমানকালসম্বন্ধ্যেকবস্তুবিষয়কমেককর্ত্তৃকং একমেব প্রত্যক্ষজ্ঞানম্; তচ্চ জ্ঞাতুঃ জ্ঞেয়স্য চ ক্ষণিকত্বে নোপপদ্যতে; পরন্ত, পূর্ব্বকালানুভবজনিত-সংস্কারসহকৃতেন্দ্রিয়সম্প্রয়োগসম্পন্নস্যৈব পুরুষস্য সম্যক্ উপপদ্যতে, ন তু ক্ষণিকস্য; অতোঽপি ন যুক্তঃ ক্ষণিকত্বসিদ্ধান্তঃ।

'ইহা সেই বস্তু' এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াও ঘটাদিপদার্থের ক্ষণিকত্ব সংগত হয় না। অতীত ও বর্ত্তমান কালের সহিত সম্বদ্ধ একই বস্তু বিষয়ে যে, অতীত ও বর্ত্তমানকালবর্ত্তী একই ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহারই নাম 'প্রত্যভিজ্ঞা'; সুতরাং পূর্ব্বাপরকালবর্ত্তী দৃশ্য ও দ্রষ্টা এক না থাকিলে ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না ॥২॥২॥২৪॥]

ভাব বা ধ্বংস স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ত পৃথিব্যাদি ভাববস্তুসমূহ বিদ্যমান থাকিতে কস্মিন্‌কালেও আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না; সুতরাং জগৎ আকাশশূন্য হইয়া যাইতে পারে। আর, আকাশ ইতরেতরাভাবস্বরূপ হইলেও ইতরেতরাভাব যখন প্রত্যেক-বস্তুনিষ্ঠ, তখন অন্তরাল সময়ে (যখন অভাব গ্রহণ হইতেছে না, তখন) আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না। আর পৃথিব্যাদি সর্ব্বপদার্থের অত্যন্তাভাব ত সম্ভবপরই হয় না; [সুতরাং আকাশকে অত্যন্তাভাবও বলা যাইতে পারে না।] বিশেষতঃ অভাবকে যখন বিদ্যমান ভাব পদার্থেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া উপপাদন করা হইয়াছে, তখন আকাশ অভাবস্বরূপ হইলেও নিরুপাখ্য—তুচ্ছ হইতে পারে না। 'ত্রিবৃৎকরণ'-শ্রুতিপ্রদর্শিত 'পঞ্চীকরণ' পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত আকাশে নীলাদিরূপ থাকাও প্রমাণিত হইতেছে; সুতরাং আকাশ চক্ষুর বিষয় হইলেও কোন বিরোধ হইতেছে না। (*) ॥২॥২॥২৩॥

(*) তাৎপর্য্য—'ত্রিবৃৎ' ও 'পঞ্চীকরণ' তুল্যার্থক শব্দ, ইহার অর্থ এইরূপ—ছান্দোগ্যোপনিষদে তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই তিনটিমাত্র ভূতের উৎপত্তি নিরূপণের পর বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ভূতকে সমান দুই ভাগে

পূর্ব্বপ্রস্তুতং (*) বস্তুনঃ স্থিরত্বমেবোপপদ্যতে; অনুস্মরণং—পূর্ব্বানুভূতবস্তুবিষয়ং জ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। 'তদেবেদম্' ইতি সর্ব্বং বস্তুজাতমতীতকালানুভূতং প্রত্যভিজ্ঞায়তে। ন চ ভবদ্ভির্জ্বালাদিম্বিব সাদৃশ্যনিবন্ধনোঽয়মেকত্বব্যামোহ ইতি বক্তুং শক্যম্; ব্যামুহ্যতো জ্ঞাতুরেকস্যানভ্যুপগমাৎ। নহ্যন্যানুভূতেনৈকত্বং সাদৃশ্যং বা স্বানুভূতস্যান্যোঽনুসংধত্তে; অতো ভিন্নকালবস্ত্বাশ্রয়সাদৃশ্যানুভব-নিবন্ধনমেকত্বব্যামোহং বদদ্ভির্জ্ঞাতুরেকত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়ম্। ন চ জ্ঞেয়েম্বপি ঘটাদিষু জ্বালাদিম্বিব ভেদসাধনপ্রমাণমুপলভামহে; যেন সাদৃশ্যনিবন্ধনাং প্রত্যভিজ্ঞাং কল্পয়েম।

যদপি চেদমুচ্যতে—প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ঘটাদেঃ ক্ষণিকত্বং সিধ্যতি; প্রত্যক্ষং তাবদ্ বর্ত্তমানার্থবিষয়ম্ অবর্ত্তমানাদ্‌বস্তুনো ব্যাবৃত্তং স্ববিষয়মব-

---

পূর্ব্বে যে, বস্তুর স্থিরত্ব প্রতিপাদনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, এখন তাহারই উপপাদন করা হইতেছে—অনুস্মরণ (অনুস্মৃতি) অর্থ পূর্ব্বানুভূত-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা। পূর্ব্বানুভূত সমস্ত বস্তুই 'ইহা সেই বস্তুই বটে' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, অগ্নিশিখার যেরূপ সাদৃশ্যনিবন্ধন একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়ও সাদৃশ্যমূলক ভ্রম মাত্র; কেননা, এবংবিধ মোহগ্রস্ত কোন একজন জ্ঞাতার অস্তিত্ব ত তোমরা কখনই স্বীকার কর না; অথচ, অপরে কখনই অন্যের অনুভূত বিষয়ের সহিত স্বানুভূত বিষয়ের একত্ব বা সাদৃশ্যবোধ করিতে পারে না; অতএব যাহারা বিভিন্নকালবর্ত্তী বস্তুনিষ্ঠ সাদৃশ্যানুভবমূলক একত্ব ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে উভয়কালবর্ত্তী জ্ঞাতার একত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর অগ্নিশিখা প্রভৃতিতে যেরূপ ভেদসাধক প্রমাণ পাওয়া যায়, জ্ঞাতব্য ঘটাদি বিষয়ে তদ্রূপ ভেদসাধক এমন কোনও প্রমাণ দেখিতেছি না, যাহার দরুণ উক্ত প্রত্যভিজ্ঞাকেও সাদৃশ্যমূলক ভ্রম বলিয়া কল্পনা করিতে পারি।

আরও যে, এই কথা বলা হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণেই ঘটাদি পদার্থের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে; কেননা, প্রত্যক্ষপ্রমাণটি সাধারণতঃ বর্ত্তমানবিষয়েরই গ্রাহক;

বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক এক এক অর্দ্ধাংশের সহিত অপরভূতের অপর অর্দ্ধাংশের চতুর্থাংশ সংযোজিত করিয়া স্থূলভূতের সৃষ্টি করা হইল। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণিত আছে; সুতরাং ছান্দোগ্যের ত্রিবৃৎকরণপ্রণালী তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও গ্রহণ করিতে হইবে; এবং তদনুসারে এই 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দে 'পঞ্চীকরণ' অর্থও বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, এই স্থূলাকাশটি কেবলই অমিশ্র আকাশমাত্র নহে, পরন্তু ইহাতে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়েরও অংশ সম্মিশ্রিত আছে; সুতরাং তাহাতে তৈজস রূপ থাকাও নিশ্চিত; রূপ থাকিলেই তাহার প্রত্যক্ষ হওয়াও অসঙ্গত নহে; তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন "চাক্ষুষত্বেঽপ্যবিরোধঃ"॥

(*) পূর্ব্বং প্রস্তুতম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

গময়তি, নীলমিব পীতাৎ। এবঞ্চ ভূত-ভবিষ্যদ্ভ্যাং বর্ত্তমানস্য বস্ত্বন্তরত্ব-মবগতং ভবতি। অনুমানমপি—অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ সত্ত্বাচ্চ ঘটাদি ক্ষণিকম্ (*), যদ্ অক্ষণিকং শশবিষাণাদি, তদনর্থক্রিয়াকারি অসচ্চ। তথা অন্ত্য-ঘটক্ষণসত্ত্বাৎ পূর্ব্বঘটক্ষণসত্ত্বানি বিনাশীনি, ঘটক্ষণসত্ত্বাৎ, অন্ত্যঘটক্ষণসত্ত্বব-দিতি; তচ্চ কার্য্যকারণভাবানুপপত্ত্যাদিভিঃ পূর্ব্বমেব নিরস্তম্। কিঞ্চ, প্রত্যক্ষগম্যা বর্ত্তমানস্য অবর্ত্তমানাদ্ ব্যাবৃত্তির্ন বর্ত্তমানস্য বস্ত্বন্তরত্বমবগময়তি, অপিতু বর্ত্তমানকাল-যোগিতামাত্রম্; ন চ তাবতা বস্ত্বন্তরত্বং সিধ্যতি, তস্যৈব কালান্তরযোগসংভবাৎ।

'নীল' বিশেষণ যেমন 'পীত' গুণ হইতে আপনার বিশেষ্যকে পৃথক্ করিয়া দেয়, তেমনি উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণও আপনার বিষয়টিকে অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়াই প্রতীতি-গম্য করাইয়া দিতেছে এবং তাহার ফলেই ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তু হইতে বর্ত্তমান বস্তুর পার্থক্যও সিদ্ধ হইতেছে। আর [ক্ষণিকত্ব সাধনের জন্য যে] অনুমান করা হইয়া থাকে, [যথা—] ঘটাদি পদার্থ যেহেতু অর্থক্রিয়াকরী (প্রয়োজনীয় ক্রিয়াসম্পাদক) ও সংরূপে প্রতীতির বিষয় হয়, অতএব ক্ষণিক; যাহা ক্ষণিক নহে (অলীক) শশ-শৃঙ্গ-প্রভৃতি, তাহা কখনও অর্থক্রিয়াকারী হয় না, এবং অসৎও বটে। সেইরূপ—পরবর্ত্তী ঘটক্ষণের অস্তিত্ব অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটক্ষণের অস্তিত্ব বিনাশশীল, যেহেতু উহা ঘটক্ষণের অস্তিত্ব। দৃষ্টান্ত—যেমন অন্তিম ঘটক্ষণের অস্তিত্ব (†); তাহাও কার্য্য-কারণভাবের অনুপপত্তি প্রভৃতি কারণপ্রদর্শনে ইতঃপূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। আরও এক কথা, বর্ত্তমান বস্তুর যে, অবর্ত্তমান বস্তু হইতে ব্যাবৃত্তি বা ভেদ, তাহা প্রত্যক্ষগম্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুর ভিন্নতা প্রতিপাদন করে না; পরন্তু সেই বস্তুটিরই বর্ত্তমানকালে অস্তিত্বজ্ঞাপন করিয়া থাকে মাত্র; শুধু ঐ কারণেই তাহার পৃথক্‌বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, সেই বর্ত্তমান বস্তুরই অতীতকালের সহিত সম্বন্ধলাভ করা অসম্ভব হয় না।

(*) ঘটাদিঃ ক্ষণিক.' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বলিতেছেন যে, যাহা অর্থক্রিয়াকারী অর্থাৎ লোকের প্রয়োজননিষ্পাদক হয়, এবং 'সৎ' বলিয়াও প্রতীতিগম্য হয়, তাহাই ক্ষণিক, পক্ষান্তরে যাহা ক্ষণিক নহে, তাহা কোন প্রয়োজনসাধকও হয় না, এবং 'সৎ' প্রতীতিরও বিষয় হয় না; উদাহরণ—শশবিষাণাদি। শশকের শৃঙ্গ অপ্রসিদ্ধ অলীক; সুতরাং উহা যে, কোনপ্রকার কার্য্যনিষ্পাদক হয় না, এবং 'সৎ' বলিয়াও প্রতীত হয় না; উহার অক্ষণিকত্বই ইহার কারণ; ক্ষণিক হইলে কখনই ওরূপ হইতে পারিত না। এই নিয়মানুসারে একটি অনুমানের প্রয়োগ দেখাইতেছেন—পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটটি যে ক্ষণকে (সূক্ষ্ম সময়কে) আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারই ধ্বংসের ফলে পরবর্ত্তী ঘট-ক্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সুতরাং পরবর্ত্তী ঘট-ক্ষণের অস্তিত্ব-নাশের পূর্ব্বেই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘট-ক্ষণের সত্ত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়; ঘট-ক্ষণ সত্ত্বের ইহাই স্বভাব। এইজন্য তাহারা পরবর্ত্তী ঘট-ক্ষণের সত্ত্ব অপেক্ষা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটক্ষণ-সত্ত্বের বিনাশিত্ব সাধন করিয়াছেন এবং অন্তিম ঘট-ক্ষণের সত্ত্বকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কেন না, অন্তিম ঘট-ক্ষণের সত্ত্ব বিনাশী না হইলে তাহার ত অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না।

যত্তু সত্ত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চেতি ক্ষণিকত্বে হেতুদ্বয়মুক্তম্, তদভিমত-বিপরীত-সাধনত্বাদ্বিরুদ্ধম্। সত্ত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাদ্বা ঘটাদি স্থাস্নু, যদ্ অস্থাস্নু, তদসদ্ অনর্থক্রিয়াকারি চ, যথা শশবিষাণম্, ইত্যপি হি বক্তুং শক্যম্। কিঞ্চ, অর্থক্রিয়াকারিত্বম্ অক্ষণিকত্বমেব সাধয়েৎ। ক্ষণধ্বংসিনো হি ব্যাপারাসম্ভবাদর্থক্রিয়াকারিত্বং ন সংভবতীত্যুক্তম্। তথা অন্ত্য-ঘটক্ষণস্য হেতুতো নাশদর্শনাদিতরেঽপি ঘটক্ষণা হেত্বপেক্ষবিনাশাঃ স্যুঃ, ইতি আ মুদ্গরাদিহেতুপনিপাতাৎ স্থাস্নুত্বমেব। ন চ বাচ্যম্, ন মুদ্গরাদয়ো বিনাশহেতবঃ, অপি তু কপালাদি-বিসদৃশসন্তানোৎপত্তিহেতব ইতি; কপালত্বাবস্থাপত্তিরেব ঘটাদীনাং বিনাশ ইত্যুপপাদিতত্বাৎ। কপালোৎপত্তি-ব্যতিরিক্তত্বাভ্যুপগমেঽপি বিনাশস্য, বিনাশহেতুত্বমেব মুদ্গরাদেরানন্তর্য্যাদ্

পুনশ্চ যে, ক্ষণিকত্ব সাধনের পক্ষে সত্ত্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব, এই দুইটি হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও তোমার অভিপ্রায়ের বিপরীতার্থ প্রমাণ করায় প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধই হইতেছে; [সুতরাং তাহা দ্বারা ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না (*)। পক্ষান্তরে, এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঘটাদি বস্তুসমূহ স্থাস্নু অর্থাৎ স্থিতিশীল (স্থিরতর); যেহেতু উহারা সৎ ও অর্থক্রিয়াকারী, যাহা স্থির নহে, তাহা সৎ বা অর্থক্রিয়াকারীও নহে; শশবিষাণ প্রভৃতি অলীক পদার্থ ই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আরও এক কথা, অর্থক্রিয়াকারিত্ব হেতুটি বস্তুর অক্ষণিকত্বই সাধন করিয়া থাকে; কেন না, ক্ষণধ্বংসী পদার্থের যখন কোন ব্যাপারই সম্ভব হয় না; সুতরাং তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্বও সম্ভব হয় না; ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই প্রকার, অন্তিম ঘটক্ষণের যখন কারণাধীন বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন অপরাপর ঘটক্ষণের বিনাশও নিশ্চয়ই কারণাধীন হইতে পারে; সুতরাং যতক্ষণ বিনাশসাধন মুদ্গরাঘাত না হয়, ততক্ষণ ঘটাদি পদার্থ স্থিরই বটে। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, মুদ্গরাদি পদার্থগুলি বিনাশের হেতু নহে, পরন্তু ঘটের অবয়বীভূত কপালাদির বিসদৃশ সন্তানের বা রূপান্তরভাবের উৎপাদক-মাত্র; কেন না, কপালভাব প্রাপ্তিই যে ঘটাদির বিনাশ, ইহা পূর্ব্বেই সমর্থিত হইয়াছে। আর বিনাশকে যদি কপালোৎপত্তি হইতে পৃথক্ বলিয়াই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও মুদ্গর প্রহারের পরক্ষণেই যখন ঘটাদির বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন আনন্তর্য্য থাকায় মুদ্গরাদিরই

(*) তাৎপর্য্য—ক্ষণিকবাদী সত্ত্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব, এই যে হেতুদ্বয়ের সাহায্যে বস্তুর ক্ষণিকত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই হেতু দ্বয়ের সাহায্যেই বস্তুর অক্ষণিকত্ব এবং স্থিরত্বও প্রতিপাদন করিতে পারা যায়। যাহা যাহা অর্থক্রিয়াকারী ও সৎরূপে প্রতীয়মান, তৎসমুদয়ই স্থির (অক্ষণিক); শশ-বিষাণাদিই ইহার বৈপরীত্যে দৃষ্টান্ত; সুতরাং ক্ষণিকবাদের অনুকূলে প্রযুক্ত হেতুদ্বয় প্রকৃত পক্ষে বিরুদ্ধ হেতু মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। অতএব ঐ হেতুদ্বয় ক্ষণিকত্ব সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

যুক্তম্। অতঃ প্রত্যভিজ্ঞয়া (*) স্থিরত্বমবগম্যমানং ন কেনাপি প্রকারেণাপহ্নোতুং শক্যম্। পূর্ব্বাপরকালসম্বন্ধ্যৈক্যবিষয়ায়াঃ প্রত্যভিজ্ঞায়া অন্যবিষয়ত্বং ব্রুবন্ নীলাদিজ্ঞানানামপি নীলাদেরর্থান্তরবিষয়ত্বং ব্রূয়াৎ।

কিঞ্চ, প্রমাতৃ-প্রমেয়য়োঃ ক্ষণিকত্বং বদদ্ভির্ব্ব্যাপ্ত্যবধারণ-তৎস্মরণপূর্ব্বকানুমানাভ্যুপগমোঽপি দুঃশকঃ। তথা, ইদং ক্ষণিকমিত্যাদি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকহেতূপন্যাসাদিকমপি নোপপদ্যতে ভবতাম্, প্রতিজ্ঞোপক্রমক্ষণ এব বক্তুর্ব্বিনষ্টত্বাৎ ; নহ্যন্যেনোপক্রান্তম্ অজানদ্ভিরন্যৈঃ সমাপয়িতুং শক্যম্ ॥২॥২॥২৪॥

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥২॥২॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অসতঃ (অসতের) অদৃষ্টত্বাৎ (যেহেতু দেখা যায় নাই)।]

[সরলার্থঃ—ঘটাদ্যর্থো হি জ্ঞানে স্বাকারং সমর্প্য বিনশ্যতি, তত এব চ জ্ঞানবৈচিত্র্যমুপজায়তে, ইতি যদুক্তম্, তত্রোচ্যতে—] অসতঃ অবিদ্যমানস্য বিনষ্টস্যেতি যাবৎ, অর্থস্য ঘটাদেঃ যে ধর্ম্মা নীল-পীতাদিরূপাঃ, তেষাং বিজ্ঞানে সংক্রমণং ন সম্ভবতি ; কুতঃ? অদৃষ্টত্বাৎ—বিনষ্টস্য বস্তুনঃ ধর্ম্মাণাং অন্যত্র সংক্রমণং ন কুত্রাপি দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ।

ঘটাদি পদার্থ বিনষ্ট হইলেও তাহার ধর্ম্মসমূহ যে, জ্ঞানে সংক্রামিত হয় এবং সেই জন্যই যে, জ্ঞানের বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে, এ কথাও বলা যাইতে পারে না ; কারণ, যাহা নিজে অসৎ—বিদ্যমান নাই, তাহার ধর্ম্মসমূহ কখনই বিদ্যমান থাকিতে পারে না ; সুতরাং অন্যত্র সংক্রামিতও হইতে পারে না ; কারণ, এইরূপ ব্যবস্থাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥২॥২॥২৫॥]

বিনাশহেতুত্ব যুক্তিসিদ্ধ। অতএব, প্রত্যভিজ্ঞা হইতে জ্ঞায়মান বস্তু-স্থিরত্বকে কোন প্রমাণেই অন্যথা করা যাইতে পারে না। আর যদি অতীত ও বর্ত্তমানকালবর্ত্তী একবস্তুবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞারও বিষয়ভেদ কল্পনা কর, তাহা হইলে নীলাদিজ্ঞানকেও নীলাদিভিন্ন পদার্থ-বিষয়ক বলা যাইতে পারে।

অপিচ, প্রমাতা (জ্ঞাতা) ও প্রমেয় (জ্ঞাতব্য বিষয়), এতদুভয়ের ক্ষণিকত্ববাদিগণের পক্ষে যে, অনুমানোপযোগী ব্যাপ্তির (নিয়মের) অবধারণ ও তৎস্মরণপূর্ব্বক অনুমানকল্পনা করা, তাহা স্বীকার করাও সহজ নহে। সেইরূপ 'ইহা ক্ষণিক', ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যনির্দ্দেশপূর্ব্বক হেতু প্রভৃতির উল্লেখ করাও উপপন্ন হইতে পারে না ; কেন না, তোমাদের মতে সাধ্যনির্দ্দেশের উপক্রমকালেই ত বক্তা বিনষ্ট হইয়া যায় ; অথচ জানা না থাকিলে অন্যের আরব্ধ কার্য্য কখনই অপরে সমাপিত করিতে পারে না ॥২॥২॥২৪॥

(*) প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

এবং তাবদ্বৈভাষিক-সৌত্রান্তিকয়োর্ব্বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদিনোঃ সাধারণানি দূষণান্যুক্তানি; তত্র যদুক্তম্—সংপ্রযুক্তস্যার্থস্য জ্ঞানোৎপত্তিকালে অনবস্থিতত্বান্ন কস্যচিদর্থস্য জ্ঞানবিষয়ত্বং সম্ভবতীতি; তত্র সৌত্রান্তিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—ন জ্ঞানকালেঽনবস্থানমর্থস্য জ্ঞানাবিষয়ত্বহেতুঃ; জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব হি জ্ঞানবিষয়ত্বম্। ন চৈতাবতা চক্ষুরাদের্জ্ঞানবিষয়ত্বপ্রসঙ্গঃ; স্বাকারসমর্পণেন জ্ঞানহেতোরেব জ্ঞানবিষয়ত্বাভ্যুপগমাৎ। জ্ঞানে স্বাকারং সমর্প্য বিনষ্টোঽপ্যর্থো জ্ঞানগতেন নীলাদ্যাকারেণানুমীয়তে। ন চ পূর্ব্বপূর্ব্বজ্ঞানেনোত্তরোত্তরজ্ঞানাকারসিদ্ধিঃ, নীলজ্ঞানসন্ততৌ পীতজ্ঞানানুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অতোঽর্থকৃতমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি।

বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ববাদী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের সিদ্ধান্তের উপর যে সমস্ত দোষ সাধারণ, অর্থাৎ তাহাদের উভয়ের পক্ষেই সমান, এ পর্য্যন্ত তৎসমুদয়ই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে, জ্ঞানোৎপত্তিকালে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয় বিদ্যমান না থাকায় কোন পদার্থই যে, জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ এখন সে কথার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইতেছেন। [তিনি বলেন—] জ্ঞানকালে বিদ্যমান থাকে না বলিয়াই যে, ঘটাদি পদার্থ জ্ঞানের অবিষয়তার কারণ হইবে, তাহা নহে; অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তিসময়ে বিজ্ঞেয় বস্তু নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই যে, উহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, বলা হইয়াছে, সে কথা ঠিক নহে; কারণ, জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুত্বই জ্ঞান-বিষয়ত্ব। অভিপ্রায় এই যে, দৃশ্য বস্তু হইতে যখন অহরহঃ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহা জ্ঞানবিষয় হইবে না কেন? এ কথায় যে, [জ্ঞানোৎপত্তির হেতুভূত] চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরও জ্ঞানবিষয়ত্ব হইতে পারে, তাহাও নহে। কারণ, যাহা নিজের আকার সমর্পণ দ্বারা জ্ঞানোৎপাদন করে, তাহাকেই 'জ্ঞানবিষয়' বলিয়া স্বীকার করা হয়, (কেবল জ্ঞানোৎপত্তির হেতুই জ্ঞানবিষয় নহে) (*)। নীলাদি দৃশ্যপদার্থ জ্ঞানে স্বীয় আকার সমর্পণ করিয়া বিনষ্ট হইলেও জ্ঞানগত সেই নীলাদি আকার দর্শন দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। আর এ কথাও বলা যায় না যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের সাহায্যেই পরবর্ত্তী সমস্ত জ্ঞানাকার সিদ্ধ হইতে পারে; কারণ, তাহা হইলে নীলাকার জ্ঞানপ্রবাহ মধ্যে কখনই পীতাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না; অতএব [বলিতে হইবে,] জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানগত বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের কারণ।

(*) তাৎপর্য্য—জ্ঞানোৎপত্তির যাহা কারণ, তাহাই যদি 'জ্ঞানবিষয়' বলিয়া গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহও যখন রূপাদিবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, তখন সেই চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও 'জ্ঞানবিষয়' (জ্ঞেয়) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? তদুত্তরে তাঁহারা বলিতেছেন যে, না—কেবল জ্ঞানোৎপাদক হইলেই যে জ্ঞানবিষয় হয়, তাহা নহে; পরন্তু, জ্ঞানে স্বীয় আকৃতি সমর্পণ করিয়া যাহা জ্ঞানসমুৎপাদন করে, তাহাই যথার্থ 'জ্ঞানবিষয়'-পদবাচ্য। ঘট-পটাদি বিষয়গুলি জ্ঞানকে স্বাকারে আকারিত করিয়া উৎপাদন করে, এইজন্য 'জ্ঞানবিষয়' হয়, আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ কেবল জ্ঞানোৎপাদন মাত্র করে, কখনও জ্ঞানকে চক্ষুরাদিরূপে আকারিত করে না; সুতরাং 'জ্ঞানবিষয়'-পদবাচ্যও হয় না।

অত্রোচ্যতে—'নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ' ইতি। যোঽয়ং জ্ঞানে নীলাদিরাকার উপলভ্যতে, স বিনষ্টস্যাসতোঽর্থস্যাকারো ভবিতুং নার্হতি; কুতঃ? অদৃষ্টত্বাৎ; ন খলু ধর্ম্মিণি বিনষ্টে তদ্ধর্মস্যার্থান্তরে সংক্রমণং দৃষ্টম্। প্রতিবিম্বাদিকমপি স্থিরস্যৈব ভবতি; তত্রাপি ন ধর্ম্মমাত্রস্য। অতোঽর্থ-বৈচিত্র্যকৃতং জ্ঞানবৈচিত্র্যমর্থস্য জ্ঞানকালেঽবস্থানাদেব সংভবতি ॥২॥২॥২৫॥

পুনরপি সাধারণং দূষণমাহ—

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥২॥২॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উদাসীনানাং (চেষ্টাহীনদিগের) অপি (ও) চ (সমুচ্চয়) এবং (এইরূপ হইলে) সিদ্ধিঃ (ফলনিষ্পত্তি—ফলপ্রাপ্তি)।]

[সরলার্থঃ—এবং চ—অসতঃ কারণাৎ কার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে সতি উদাসীনানাং অভীষ্টসিদ্ধৌ নিশ্চেষ্টানাম্ অপি সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিঃ ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ।

অসং অবিদ্যমান কারণ হইতেও কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইলে, যাহারা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কোনরূপ চেষ্টা করে না, তাহাদেরও সেই চেষ্টার অভাব হইতেই অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে ॥২॥২॥২৬॥]

এবং ক্ষণিকত্বাসদুৎপত্ত্যহেতুকবিনাশাদ্যভ্যুপগমে উদাসীনানামনুদযুক্তানামপি সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ। ইষ্টপ্রাপ্তিরনিষ্টনিবৃত্তির্ব্বা প্রযত্নাদিভিঃ

এতদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না—এরূপ হইতে পারে না; কারণ, অসতের কার্য্যজনন-সামর্থ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানে যে, নীলাদি বিষয়ের আকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কখনই বিনষ্ট—অসৎপদার্থের আকার হইতে পারে না; কারণ? ঐরূপ কোথাও দৃষ্ট হয় না; কেন না, ধর্ম্ম বা গুণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সেই ধর্ম্মী বিনষ্ট হইয়া গেলে পর তাহার ধর্ম্মকে অন্যত্র সংক্রামিত হইতে কোথাও দেখা যায় না। আর প্রতিবিম্বাদিরূপ আকার সংক্রমণও স্থির (বিদ্যমান) পদার্থেরই হইয়া থাকে, (বিনষ্টের হয় না); তাহাতেও আবার কেবলই ধর্ম্মমাত্রের কখনও হয় না; অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে ত্যাগ করিয়া কেবলই তদ্গত নীলাদিরূপের কোথাও প্রতিবিম্বপাত হইতে পারে না। অতএব, দৃশ্যপদার্থের বৈচিত্র্যজনিত যে জ্ঞানবৈচিত্র্য, জ্ঞানকালে জ্ঞেয়-পদার্থের সদ্ভাবই তাহার একমাত্র কারণ, (অভাব কারণ নহে) ॥২॥২॥২৫॥

পুনশ্চ উভয়পক্ষে যাহা সাধারণ, এরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—"উদাসীনানামপি" ইত্যাদি।

উক্তপ্রকারে ক্ষণিকত্ব, অসদুৎপত্তি ও অহেতুক বিনাশ প্রভৃতি স্বীকার করিলে, যাহারা উদাসীন অর্থাৎ উদ্যোগহীন—নিশ্চেষ্ট, তাহাদেরও সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে।

সাধ্যতে; ক্ষণধ্বংসে হি সর্ব্বেষাং ভাবানাং পূর্ব্বপূর্ব্বং বস্তু তদ্‌গতো বা বিশেষঃ সংস্কারাদিকোঽবিদ্যাদির্ব্বা উত্তরত্র ন কশ্চিদনুবর্ত্তত ইতি প্রযত্নাদিভিঃ সাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তি। এবং সত্যহেতুসাধ্যত্বাৎ সর্ব্ব-সিদ্ধীনামুদাসীনানামপ্যৈহিকামুষ্মিকফলং মোক্ষশ্চ সিদ্ধ্যেৎ ॥২॥২॥২৬॥

[তৃতীয়ং সমুদায়াধিকরণম্ ॥৩॥]

উপলব্ধ্যধিকরণম্।]

নাভাব উপলব্ধেঃ ॥২॥২॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অভাবঃ (অসদ্ভাব) উপলব্ধেঃ (উপলব্ধি হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং যোগাচারসম্মতং বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্বপক্ষং প্রতিক্ষেপ্তুমুপক্রমতে "নাভাব উপলব্ধেঃ" ইত্যাদিনা। বহিরুপলভ্যমানানাং ঘট-পটাদীনাম্ অভাবঃ—বিজ্ঞানমাত্ররূপত্বং ন; কুতঃ? উপলব্ধেঃ—যতঃ বিজ্ঞানবৎ বাহ্যার্থা অপি স্বরূপত উপলভ্যন্তে। যদি হি উপলভ্যমানানামপি অসদ্ভাবঃ স্যাৎ, তর্হি উপলভ্যমানানাং বিচিত্রানাং বিজ্ঞানানামপি অসত্ত্বং দুর্নির্ব্বারং স্যাদিতি ভাবঃ।

এখন, যোগাচারসম্মত বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যার্থাভাব পক্ষের দূষণাভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, ঘট-পটাদি যে সমস্ত পদার্থ বাহিরে অনুভূত হইতেছে, তৎসমস্তের অভাব বলা যাইতে পারে না; কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে অনুভূত হইতেছে। যদি অনুভবগোচরীভূত পদার্থেরও অভাব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অনুভবের বিষয়ীভূত বিজ্ঞানেরও অভাব স্বীকার করিতে হয় ॥২॥২॥২৭॥]

সাধারণতঃ প্রযত্নাদি উপায়েই অভীষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি, আর অনিষ্টের নিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সমস্ত পদার্থই যদি ক্ষণিক—ক্ষণধ্বংসী হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভাবপদার্থ সম্বন্ধেই, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বস্তু কিংবা বস্তুগত সংস্কারাদি কিংবা অবিদ্যাদি কোন বিশেষ ধর্ম্মই পরবর্ত্তী পদার্থে অনুবৃত্ত বা সংক্রামিত হইতে পারে না; সুতরাং প্রযত্নাদি দ্বারা সাধন করিতে পারা যায়, এরূপ কোন কার্য্যই সম্ভব হয় না। এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও ফলপ্রাপ্তিমাত্রই যখন অহেতুসাধ্য অর্থাৎ হেতুর অভাবনিষ্পাদ্য, তখন যাহারা উদাসীন—নিশ্চেষ্ট, তাহাদেরও ঐহিক ও পারলৌকিক মোক্ষ পর্য্যন্ত ফল অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে ॥২॥২॥২৬॥

[তৃতীয় সমুদায়াধিকরণ সমাপ্ত ॥৩॥]

বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদিনো যোগাচারাঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—যদুক্তম্ অর্থ-বৈচিত্র্যকৃতং জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি ; তন্নোপপদ্যতে, অর্থবৎ জ্ঞানানামেব সাকারাণাং স্বয়মেব বিচিত্রত্বাৎ। তচ্চ স্বরূপবৈচিত্র্যং বাসনাবশাদেবোপ-পদ্যতে ; বাসনা চ বিলক্ষণপ্রত্যয়প্রবাহ এব—যদ্ ঘটাকারং জ্ঞানং কপালাকারজ্ঞানস্যোৎপাদকম্, তস্য তথাবিধস্যোৎপাদকং তৎপূর্ব্বঘটজ্ঞানম্ ; তস্য চ তথাবিধস্যোৎপাদকং ততঃ পূর্ব্বঘটজ্ঞানম্, ইত্যেবংরূপঃ প্রবাহ এব বাসনেত্যুচ্যতে। কথং বহিষ্ঠসর্ষপ-মহীধরাদেরাকার আন্তরস্য জ্ঞানস্যেত্যুচ্যতে? ইত্থম্—অর্থস্যাপি ব্যবহারযোগ্যত্বং জ্ঞান-প্রকাশায়ত্তম্ ; অন্যথা স্ব-পরবেদ্যয়োরনতিশয়প্রসঙ্গাৎ। প্রকাশমানস্য চ জ্ঞানস্য

একমাত্র বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অস্তিত্ববাদী যোগাচারসম্প্রদায় এখন প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন, (*)—[তাহারা বলেন,] তোমরা যে, বাহ্য পদার্থের বৈচিত্র্যনিবন্ধন জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয় বলিয়াছ, সে কথা সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, বাহ্য পদার্থের ন্যায় জ্ঞান ও জ্ঞানীয় আকার বা স্বরূপ স্বভাবতই বৈচিত্র্যময় ; সেই বৈচিত্র্যও জ্ঞান-সংস্কারের (বাসনার) বৈচিত্র্য হইতেই উপপন্ন হইতে পারে। বিভিন্নপ্রকার জ্ঞানপ্রবাহই সেই বাসনা, অর্থাৎ একটি ঘটাকারে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কপালাকার জ্ঞানের উৎপাদক [ঘটের অংশের নাম কপাল।] আবার তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘট-জ্ঞানও তৎকারণীভূত কপালজ্ঞানের উৎপাদক, তাহার পূর্ব্ব ঘটজ্ঞানও তদ্রূপ, এবংবিধ জ্ঞানপ্রবাহই 'বাসনা' নামে কথিত হয়। ভাল, বিজ্ঞান হইতেছে আন্তর পদার্থ, তাহার আবার বহির্দ্দেশস্থ সর্ষপ ও পর্ব্বতাদি-আকার হয় কিরূপে? এইরূপে—বাহ্যপদার্থও যে, ব্যবহারযোগ্য হয়, জ্ঞানালোকই তাহার কারণ, অর্থাৎ জ্ঞানীয় প্রকাশের সাহায্যেই বাহ্যপদার্থনিচয় লোকের ব্যবহারাস্পদ হইয়া থাকে ; তাহা না হইলে, নিজের ও অপরের ব্যবহার্য্য পদার্থমধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ করিতে পারা যায় না ; অথচ প্রকাশমান জ্ঞানেরও যে আকারবিশেষ আছে, ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কেন না,

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'উপলব্ধ্যধিকরণ।' ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ। (২) সংশয়—বুদ্ধিবিজ্ঞান ভিন্ন দৃশ্যমান বাহ্য পদার্থ আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জ্ঞানের অভাবে যখন বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ নাই, তখন বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমুদয় সত্য নহে, অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই পূর্ব্বপূর্ব্ব সংস্কারানুসারে বাহিরে নানাবিধ পদার্থাকারে প্রতীয়মান হয় মাত্র ; বস্তুতঃ বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য। (৪) উত্তর—না—এ কথা সত্য নহে ; আন্তর বিজ্ঞানের ন্যায় বাহ্য ঘট-পটাদি বিষয়ও সত্য ; অনুভূয়মান ঘটাদি বিষয় যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে অনুভূয়মান বিজ্ঞানও অসত্য—মিথ্যা হইতে পারে। (৫) নির্ণয়—অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থেরও সত্তা বা সদ্ভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সাকারত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়ম্, নিরাকারস্য প্রকাশাযোগাৎ। একশ্চায়মাকার উপলভ্যমানো জ্ঞানস্যৈব, তস্য চ বহির্বদবভাসোহপি ভ্রমকৃতঃ; জ্ঞানার্থয়োঃ সহোপলম্ভ-নিয়মাচ্চ জ্ঞানাদব্যতিরিক্তোহর্থঃ।

কিঞ্চ, বাহ্যমর্থমভ্যুপয়দ্ভিরপি ঘট-পটাদিবিজ্ঞানেষু জ্ঞানস্য তত্তদর্থাসাধারণ্যং তত্তদর্থসারূপ্যমন্তরেণ নোপপদ্যতে, ইত্যবশ্যং জ্ঞানেহর্থসরূপং রূপমাস্থেয়ম্; তাবতৈব সর্ব্ববব্যবহারোপপত্তেঃ তদ্ব্যতিরিক্তার্থকল্পনা নিষ্প্রমাণিকা। অতো বিজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, ন বাহ্যার্থোহস্তীতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"নাভাব উপলব্ধেঃ" ইতি।

আকারবিহীন পদার্থ কথনই প্রকাশযোগ্য হইতে পারে না। [জ্ঞেয় ও জ্ঞানের] যে, সমানাকার একটি আকার প্রতীতি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানেরই আকার, (বিষয়ের নহে); সেই আকারকেই যে, বহির্দ্দেশগত বলিয়া মনে হয়, ভ্রমই তাহার প্রধান কারণ। বিশেষতঃ জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের সর্ব্বদা একযোগে উপলব্ধি হয় বলিয়াও জ্ঞেয় পদার্থ কথনই জ্ঞানাতিরিক্ত হইতে পারে না (*)।

আরও এক কথা, যাহারা জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের মতেও ঘটপটাদিজ্ঞানস্থলে জ্ঞানের যে, বিশেষ বিশেষ অর্থানুযায়ী বিশেষ বিশেষ রূপ, নিশ্চয়ই গ্রাহ্য বিষয়ের সারূপ্য বা সমানরূপতা ব্যতীত তাহা কথনই উপপন্ন হইতে পারে না; এইজন্য জ্ঞানেরও বিষয়ানুরূপ একটি রূপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেবলমাত্র এই জ্ঞানীয় আকার স্বীকারেই যখন লৌকিক সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে, তখন তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ কল্পনা করার পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই; অতএব, একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য পদার্থ, তদতিরিক্ত বহির্দ্দেশে কোন পদার্থ নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—'অভাব নহে; যেহেতু উপলব্ধি হইয়া থাকে।'

(*) তাৎপর্য্য—যোগাচার সম্প্রদায় বলেন যে, বাহ্য জগতে জ্ঞেয় পদার্থ মাত্রই যখন প্রকাশময় জ্ঞানের অধীন, অর্থাৎ স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞান দ্বারা যতক্ষণ উদ্ভাসিত হয়, ততক্ষণই তাহার অস্তিত্ব বা সদ্ভাব; জ্ঞানাভাবে বস্তুর অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ বাহ্য ঘটপটাদি পদার্থের যেরূপ আকার প্রতীত হয়, অনন্তর জ্ঞানেরও ঠিক তদনুরূপই আকার প্রতীত হয়; এই কারণেই 'ঘটাকার জ্ঞান, পটাকার জ্ঞান, ইত্যাদিরূপে এক একটি আকার-সহযোগেই জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করা হইয়া থাকে। এই যে, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত 'ঘটাকার' 'পটাকার', বস্তুতঃ ইহা জ্ঞানেরই আকার, কেবল ভ্রম বশতঃ বাহ্য পদার্থে তাহা আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র। এইজন্যই তাহারা বলেন—"সহোপলম্ভ-নিয়মাদভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ।" অর্থাৎ জ্ঞেয় সহযোগে জ্ঞান-প্রতীতির অব্যভিচরিত নিয়ম থাকায় জ্ঞেয় নীল ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এই উভয়ই অভিন্ন এক পদার্থ; ভিন্ন হইলে ঘট ও পটের ন্যায় জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিও অবশ্যই হইত। অপিচ, "অভেদেহপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসনিদর্শনৈঃ। গ্রাহ্য-গ্রাহক-সংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে॥" অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ আত্মা এক হইলেও ভ্রান্তদর্শী লোকদিগের নিকট গ্রাহ্য (জ্ঞেয়), গ্রহণ ও সংবিত্তি (জ্ঞান) রূপে ভিন্নের মতই প্রতীত হয় মাত্র।

জ্ঞানব্যতিরিক্তস্যার্থস্যাভাবো বক্তুং ন শক্যতে ; কুতঃ ? উপলব্ধেঃ— জ্ঞাতুরাত্মনোঽর্থবিশেষব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপেণ জ্ঞানস্যোপলব্ধেঃ। এবমেব হি সর্ব্বে লৌকিকাঃ প্রতিয়ন্তি—'ঘটমহং জানামি' ইতি ; এবংরূপেণ সকর্ম্মকেণ সকর্তৃকেন জ্ঞা-ধাত্বর্থেন সর্ব্বলোকসাক্ষিকমপরোক্ষম্ অবভাসমানেনৈব জ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থ ইতি সাধয়ন্তঃ সর্ব্বলোকোপহাসোপকরণং ভবন্তীতি বেদবাদচ্ছদ্ম-প্রচ্ছন্নবৌদ্ধনিরাকরণে নিপুণতরং প্রপঞ্চিতম্।

যত্তু "সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ" ইতি, তৎ স্ববচনবিরুদ্ধম্, সাহিত্যস্যার্থভেদহেতুকত্বাৎ। তদর্থব্যবহারযোগ্যতৈকস্বরূপস্য জ্ঞানস্য তেন সহোপলম্ভনিয়মস্তস্মাদবৈলক্ষণ্যসাধনমিতি চ হাস্যম্। নির-

---

জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থের অভাব বলিতে পারা যায় না ; কারণ ? যেহেতু উপলব্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেহেতু বিজ্ঞাতার আপন প্রয়োজনানুরূপ বিশেষ বিশেষ ব্যবহার নিষ্পাদন উপলক্ষেই জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকেরা এইরূপই অনুভব করিয়া থাকে যে, 'আমি ঘটপদার্থ জানিতেছি (অনুভব করিতেছি)', সর্ব্বলোকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশমান উক্তপ্রকার সকর্ম্মক ও সকর্তৃক 'জ্ঞা'-ধাতুর অর্থ—জ্ঞানেরই একমাত্র পারমার্থিকতা সাধন করতঃ [পুনশ্চ বাহ্য পদার্থের সত্যতা স্বীকার করায়] তাহারা সর্ব্বলোকের উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে ; এ কথা আমরা কপট-বেদবাদী বৌদ্ধমত নিরাসপ্রসঙ্গে অতি উত্তমরূপে বিস্তৃতভাবে উপপাদন করিয়াছি।

আর যে, 'একসঙ্গে উপলব্ধির নিয়ম থাকায় নীল ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভেদ সিদ্ধ হয়', বলা হইয়া থাকে, তাহাও তাহাদের নিজের কথার সহিতই বিরুদ্ধ হয় ; কারণ, পদার্থগত ভেদই উক্তপ্রকার সাহিত্যপ্রত্যয়ের (এক সঙ্গে প্রতীতির) কারণ ; অর্থাৎ পদার্থ যদি ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে কখনই সহোপলম্ভ বা একসঙ্গে প্রতীতির ব্যবস্থা থাকিতে পারিত না। সাহিত্য-ব্যবহারে যখন জ্ঞানই একমাত্র স্বরূপযোগ্য, তখন সেই পদার্থের সহিত একত্র উপলব্ধির নিয়ম এবং সেই সহোপলম্ভকেই যে, আবার সেই অর্থের সহিত অভেদ-ব্যবস্থার হেতুরূপে প্রতিপাদন, ইহা নিতান্তই হাস্যকর (*)। বিশেষতঃ যাহাতে কিছুমাত্র অবশিষ্ট

(*) তাৎপর্য্য—যোগাচারসম্প্রদায় বলেন, বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দেখা যায় ; তৎসমুদয়ই আন্তর-বিজ্ঞানের বিলাস মাত্র—মিথ্যা। লোকের বুদ্ধিতে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্বানুভবজনিত বিচিত্রাকার বাসনা বা সংস্কার নিহিত আছে, সেই সংস্কারগত বৈচিত্র্যবশতই জ্ঞানে বৈচিত্র্য উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার বাসনাই জ্ঞানের প্রভেদ জন্মায়, বাহ্য পদার্থ নহে। এ পক্ষে যুক্তি এই যে, নীলাদি বিষয় ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এই উভয়ই একসঙ্গে প্রতীতির বিষয় হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ছাড়া জ্ঞেয়ের এবং জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞানের অনুভব হয় না বলিয়া, বুঝিতে হয় যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—উক্ত সিদ্ধান্তটি তোমাদের আপন কথারই বিরুদ্ধ হইতেছে ; কেন না, তোমাদের মতে জ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ বলিয়া

স্বয়বিনাশিনাং জ্ঞানানামনুবর্ত্তমানস্থিরাকারবিরহাদ্ বাসনা চ দুরুপপাদা। বিনষ্টেন পূর্ব্বজ্ঞানেনানুৎপন্নমুত্তরজ্ঞানং কথং বাস্যতে? অতো জ্ঞান-বৈচিত্র্যকৃতমেব তত্তদর্থব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপতয়া সাক্ষাৎপ্রতীয়মানস্য জ্ঞানস্য তত্তদর্থসম্বন্ধায়ত্তং তত্তদসাধারণ্যম্। সম্বন্ধশ্চ সংযোগলক্ষণঃ। জ্ঞানমপি হি দ্রব্যমেব, প্রভা-দ্রব্যস্য প্রদীপগুণভূতস্যেব জ্ঞানস্যাপ্যাত্মগুণ-ভূতস্য দ্রব্যত্বমবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্; অতো ন বাহ্যার্থাভাবঃ ॥২॥২॥২৭॥

যৎ পরৈঃ স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনত্বমুক্তম্; তত্রাহ—

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥২॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈধর্ম্ম্যাৎ (বৈলক্ষণ্যহেতু) চ (ও) ন (না) স্বপ্নাদিবৎ (স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—বৈধর্ম্ম্যাৎ চ বৈলক্ষণ্যাদপি জাগরিতজ্ঞানানাং ন নির্ব্বিষয়ত্বমিত্যর্থঃ। বৈধর্ম্ম্যঞ্চ জাগরিতজ্ঞানানাং করণদোষ-বাধকপ্রত্যয়াদিরাহিত্যমেবেতি ভাবঃ ॥

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত জাগ্রৎকালীন জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য থাকায়ও জাগ্রৎকালীন জ্ঞান কখনই স্বাপ্নজ্ঞানাদির ন্যায় নিরালম্বন বা নির্ব্বিষয় হইতে পারে না ॥২॥২॥২৮॥]

থাকে না, এরূপ নিরন্বয়ভাবে বিনাশশীল জ্ঞানসমূহের অনুগত স্থিরতর কোনও আকার বা স্বরূপবিশেষ না থাকায় জ্ঞানীয় বাসনার অস্তিত্ব উপপাদন করাও সহজসাধ্য নহে; পূর্ব্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া—তখনও অনুৎপন্ন পরবর্ত্তী জ্ঞানে কিরূপেই বা বাসনা বা সংস্কার সমুৎপাদন করিবে? অতএব বুঝিতে হইবে, বিজ্ঞেয় পদার্থের সম্বন্ধগত পার্থক্যবশতই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীয়মান বিজ্ঞানের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে, (কেবলই সংস্কারবশতঃ নহে), এবং তাহার ফলেই বিশেষ বিশেষ পদার্থের ব্যবহারভেদেও জ্ঞানগত অসাধারণ্য অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর সেই সম্বন্ধও সংযোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং উক্ত জ্ঞানও নিশ্চয়ই দ্রব্যপদার্থ। প্রদীপের গুণস্বরূপ প্রভার যেমন দ্রব্যত্ব, তেমনি আত্মার গুণস্বরূপ জ্ঞানেরও দ্রব্যত্ব ধর্ম্ম যে, বিরুদ্ধ হয় না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব বাহ্যার্থের অভাব সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥২৭॥

বিপক্ষগণ যে, স্বপ্নকালীন জ্ঞানের দৃষ্টান্তানুসারে জাগ্রৎকালীন জ্ঞানেরও নির্ব্বিষয়ত্ব বলিয়াছেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—"বৈধর্ম্ম্যাচ্চ" ইত্যাদি।

কোনও বস্তু নাই; সুতরাং যাহা নিজে অসৎ অবস্তু, তাহা দ্বারা বাসনার বৈচিত্র্য ঘটিবে কিরূপে? এবং সেই বাসনা দ্বারাই বা জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইবে কি প্রকারে? তাহার পর সহোপলম্ভের কথা; নীল পীতাদি বাহ্য বস্তু যখন সত্যই নহে, তখন সেই অসত্য নীলাদি পদার্থের সহিত জ্ঞানের সহোপলম্ভই বা হয় কি প্রকারে? কারণ, বিদ্যমান দুইটি সত্য পদার্থেরই একত্র উপলব্ধি (সহোপলম্ভ) হইতে পারে, কিন্তু সত্য ও অসত্যের কখনও সহোপলম্ভ হইতে পারে না। অতএব, বাহ্যার্থের অসত্যতাবাদীর পক্ষে সহোপলম্ভাদি কথা যৌক্তিবিরুদ্ধই বটে॥

স্বপ্নজ্ঞানবৈধর্ম্ম্যাজ্জাগরিতজ্ঞানানামর্থশূন্যত্বং ন যুজ্যতে বক্তুম্ । স্বপ্ন-জ্ঞানানি হি নিদ্রাদিদোষদুষ্ট-করণজন্যানি, বাধিতানি চ; জাগরিত-জ্ঞানানি তু তদ্বিপরীতানীতি তেষাং ন তৎসাম্যম্ । সর্ব্বেষাং চ জ্ঞানানামর্থশূন্যত্বে ভবদ্ভিঃ সাধ্যোঽপ্যর্থো ন সিধ্যতি, নিরালম্বনানুমানস্যাপ্যর্থশূন্যত্বাৎ ; তস্যার্থবত্ত্বে জ্ঞানত্বস্যানৈকান্ত্যাৎ সুতরামর্থশূন্যত্বাসিদ্ধিঃ ॥২॥২॥২৮॥

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥২॥২॥২৯॥ (*)

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) ভাবঃ (সদ্ভাব—অস্তিত্ব) অনুপলব্ধেঃ (যেহেতু উপলব্ধি হয় না) ।]

[সরলার্থঃ—[স্বপ্নেঽপি] অর্থশূন্যস্য জ্ঞানস্য ভাবঃ সদ্ভাবো নাস্তি ; কুতঃ ? অনুপলব্ধেঃ—নির্ব্বিষয়স্য জ্ঞানস্য ক্বাপ্যদৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ ॥

স্বপ্নকালেও বাহ্যার্থশূন্য জ্ঞানের সদ্ভাব নাই ; কারণ ? যেহেতু নির্ব্বিষয়ক জ্ঞান কোথাও দৃষ্ট হয় না ॥২॥২॥২৯॥]

ন কেবলস্যার্থশূন্যস্য জ্ঞানস্য ভাবঃ সংভবতি ; কুতঃ ? ক্বচিদপ্যনুপলব্ধেঃ । ন হ্যকর্তৃকস্যাকর্ম্মকস্য বা জ্ঞানস্য ক্বচিদুপলব্ধিঃ । স্বপ্নজ্ঞানাদিষ্বপি নার্থশূন্যত্বমিতি খ্যাতিনিরূপণে প্রতিপাদিতম্ ॥২॥২॥২৯॥

[চতুর্থং উপলব্ধ্যধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৪॥]

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন জাগ্রৎকালীন জ্ঞানকে অর্থশূন্য বা নির্ব্বিষয় বলা যাইতে পারে না ; কেন না, স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত জ্ঞান হয়, সে সমুদয়ই নিদ্রাদিদোষে কলুষিত ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন এবং বাধিত অর্থাৎ জাগ্রৎসময়ে মিথ্যা বলিয়াও অবধারিত হয় ; কিন্তু জাগ্রৎকালীন জ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; সুতরাং উভয়ের সাম্য নাই । বিশেষতঃ সমস্ত জ্ঞানই যদি অর্থশূন্য নির্ব্বিষয় হয়, তাহা হইলে তোমাদের অভিপ্রেত পদার্থও সিদ্ধ হইতে পারে না ; কারণ, [তোমাদের পরিকল্পিত যে,] অনুমান, তাহাও অর্থশূন্য—নির্ব্বিষয়ক হইয়া পড়ে । আর যদি ঐরূপ অনুমানের বিষয়ীভূত পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ত [অর্থশূন্যত্বপক্ষে তোমার কল্পিত] 'জ্ঞানত্ব' হেতুটিও ব্যভিচারী হইয়া পড়ে, তাহার ফলে অর্থশূন্যতারই অসিদ্ধি হয় ॥২॥২॥২৮॥

বাহ্যপদার্থের সহিত সম্বন্ধরহিত শুধু জ্ঞানেরই সদ্ভাব সম্ভবপর হয় না ; কারণ ? যেহেতু কোথাও ঐরূপ দেখা যায় না ; কেন না, কর্ত্তা ও কর্ম্মশূন্য জ্ঞান কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না । স্বপ্নকালীন জ্ঞানও যে, অর্থশূন্য—নির্ব্বিষয় নহে, তাহা খ্যাতিবাদনিরূপণ প্রসঙ্গে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥২॥২॥২৯॥　　[চতুর্থ 'উপলব্ধি-অধিকরণ' ॥৪॥]

(*) অস্মিন্নেব চতুর্থেঽধিকরণে এতৎসূত্রানন্তরং "ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥২॥২॥৩০॥" ইত্যধিকমেকং সূত্রং পূজ্যপাদৈঃ শঙ্করাদিভিঃ পরিগৃহীতং ব্যাখ্যাতঞ্চ । যুক্তিযুক্তমপি সূত্রমিদং কিমিতি রামানুজস্বামিনা পরিত্যক্তম্, তন্নাবগম্যতে ।

সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্।] **সর্ব্বথাঽনুপপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৩০॥**

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতিনিবন্ধন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সর্ব্বশূন্যত্ববাদিনো মতং নিরাকর্ত্তুম্ আহ—সর্ব্বথেত্যাদি। সর্ব্বথা—'সর্ব্বং সৎ' ইতি প্রতিজ্ঞায়াম্, 'অসৎ' ইতি প্রতিজ্ঞায়াঞ্চ অনুপপত্তেঃ—সদসদ্বুদ্ধীনাম্ অন্যোন্যবিরুদ্ধস্বভাবত্বাদপি সর্ব্বশূন্যত্ববাদঃ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। 'যৎ সৎ, তৎ শূন্যাবশেষম্, দীপশিখাবৎ', ইতি হি সর্ব্বশূন্যত্ববাদিনোঽনুমানম্। সদসতোর্বিরুদ্ধস্বভাবত্বাৎ সত এবাসত্ত্বসাধনং দুর্ঘটমিতি ভাবঃ ॥

এখন সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকের মত খণ্ডন করা হইতেছে—সর্ব্বশূন্যতা সৎরূপেই হউক, আর অসৎরূপেই হউক, কোন প্রকারেই সর্ব্বশূন্যত্ববাদ উপপন্ন হইতে পারে না; কারণ, সৎপদার্থ কখনই শূন্য হইতে পারে না, আর যাহা স্বরূপতই অসৎ অবস্তু, তাহারও কখনই শূন্যত্ব সাধন হইতে পারে না ॥২॥২॥৩০॥]

অত্র সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—শূন্যবাদ এব হি সুগতমতকাষ্ঠা; শিষ্যবুদ্ধি-যোগ্যতামনুগুণ্যেনার্থাভ্যুপগমাদিনা ক্ষণিকত্বাদয় উক্তাঃ। বিজ্ঞানং বাহ্যার্থাশ্চ সর্ব্বে ন সন্তি; শূন্যমেব তত্ত্বম্; অভাবাপত্তিরেব চ মোক্ষ ইত্যেব বুদ্ধস্যাভিপ্রায়ঃ; তদেব হি যুক্তম্; শূন্যস্যাহেতুসাধ্যতয়া স্বতঃ সিদ্ধেঃ। সতএব হি হেতুরন্বেষণীয়ঃ; তচ্চ সৎ ভাবাদভাবাচ্চ নোৎপদ্যতে; ভাবাৎ তাবৎ ন কস্যচিদুৎপত্তির্দৃষ্টা; ন হি ঘটাদিরনুপমৃদিতে পিণ্ডাদিকে জায়তে। নাপ্যভাবাদুৎপত্তিঃ সম্ভবতি, নষ্টে

সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায় এখন প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন। [তাহারা বলেন –] এই সর্ব্বশূন্যত্ববাদই বুদ্ধদেবের অভিমত মতের পরাকাষ্ঠা বা শেষসিদ্ধান্ত; কেবল শিষ্যগণের বুদ্ধিগত যোগ্যতানুসারেই বাহ্যপদার্থ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষণিকবাদ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ বিজ্ঞানই বল, আর বাহ্যপদার্থ ই বল, কিছুই সত্য নহে; প্রকৃতপক্ষে শূন্যই সত্য পদার্থ। অভাবাপত্তি বা শূন্যতাপ্রাপ্তিই জীবের মুক্তি; ইহাই বুদ্ধদেবের অভিপ্রায়, এবং কোন প্রকার কারণাপেক্ষিত না হওয়ায় স্বতঃসিদ্ধ ঐ শূন্যবাদই যুক্তিযুক্ত। পদার্থ সৎ হইলে, কোন কারণ হইতে তাহা উৎপন্ন হইল, ইহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়; অথচ ভাব কিংবা অভাব পদার্থ হইতেও সেই সৎপদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না; কারণ, অবিকৃত ভাব পদার্থ হইতে কোন পদার্থেরই উৎপত্তি দেখা যায় না; কেন না, মৃৎপিণ্ড মর্দ্দিত বা বিনষ্ট না হইলে, তাহা হইতে কখনই ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় না; আর অভাব হইতেও উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না; কারণ, মৃৎপিণ্ড বিনষ্ট

পিণ্ডাদিকে হ্যভাবাদুৎপদ্যমানং ঘটাদিকমভাবাত্মকমেব স্যাৎ। তথা স্বতঃ পরতশ্চোৎপত্তির্ন সম্ভবতি, স্বতঃ স্বোৎপত্তাবাত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ প্রয়োজনাভাবাচ্চ। পরতঃ পরোৎপত্তৌ পরত্বাবিশেষাৎ সর্ব্বেষাং সর্ব্বেভ্য উৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। জন্মাভাবাদেব বিনাশস্যাপ্যভাবঃ; অতঃ শূন্যমেব তত্ত্বম্; অতো জন্মবিনাশ-সদসদাদয়ো ভ্রান্তিমাত্রম্। ন চ নিরধিষ্ঠান-ভ্রমাসম্ভবাদ্ ভ্রমাধিষ্ঠানং কিঞ্চিৎ পারমার্থিকং তত্ত্বমাশ্রয়িতব্যম্; দোষ-দোষাশ্রয়ত্বজ্ঞাতৃত্বাদ্যপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তিবদধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তেঃ। অতঃ শূন্যমেব তত্ত্বম্; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—"সর্ব্বথানুপ-পত্তেশ্চ" ইতি।

হইয়া গেলে পর, সেই অভাব হইতে উৎপন্ন ঘটাদি পদার্থও [কারণানুসারে] অভাবাত্মকই হইতে পারে)। এইরূপ, আপনা হইতে কিংবা অপর পদার্থ হইতেও কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ, আপনা হইতে আপনার উৎপত্তি হইলে 'আত্মাশ্রয়'দোষ ঘটিতে পারে; বিশেষতঃ [ঐরূপ উৎপত্তির] প্রয়োজনও নাই [নিজে ত স্বভাবতই সিদ্ধ থাকে]। আর অপর পদার্থ হইতে উৎপত্তি স্বীকার করিলেও সর্ব্বপদার্থ হইতেই সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে; কারণ, কোথাও পরত্বের (ভিন্নতার) কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য নাই, [অথচ এরূপ হইলে কার্য্য-কারণভাবের নিয়মই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে]; সুতরাং উৎপত্তি সম্ভব হয় না বলিয়াই তাহার বিনাশেরও সম্ভব হয় না; অতএব [উৎপত্তিবিনাশরহিত] শূন্যই তত্ত্ব (সত্য পদার্থ)। অতএব জন্ম, বিনাশ, সৎ ও অসৎ প্রভৃতি কথাগুলি কেবল ভ্রান্তি মাত্র, বস্তুর সত্যতা-গ্রাহক নহে। আর যে, কোন একটি সত্য পদার্থকে আশ্রয় না করিয়া নিরধিষ্ঠান ভ্রম যখন সম্ভবপর হয় না, তখন ভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ কোন একটি পারমার্থিক তত্ত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, দোষ, দোষাশ্রয় ও জ্ঞাতৃত্বের অসত্যতা সত্ত্বেও যেমন ভ্রম উপপন্ন হইয়া থাকে, তেমনি অধিষ্ঠানের অসত্যতাপক্ষেও ভ্রম সম্ভবপর হয়; অতএব শূন্যই তত্ত্ব বা সত্যপদার্থ। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"সর্ব্বথা" ইত্যাদি (*)।

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—সর্ব্বশূন্যত্ব। (২) সংশয়—সর্ব্বশূন্যবাদ সম্ভবপর কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সৎ বা অসৎ পদার্থ হইতে উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না বলিয়া বিজ্ঞান বা ঘটাদি কোন পদার্থ,ই সত্য নহে, একমাত্র শূন্যই তত্ত্ব। (৪) উত্তর—না, শূন্যই তত্ত্ব হইতে পারে না; কারণ, ভাব ও অভাব শব্দ সাধারণতঃ বিদ্যমান বস্তুরই অবস্থাবিশেষমাত্র; বিশেষতঃ যে প্রমাণের সাহায্যে শূন্যত্ব স্থাপন করা হয়, সেই প্রমাণও যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে সর্ব্বশূন্যবাদই অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, সেই প্রমাণটিও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত সেই প্রমাণের সত্যতা স্বীকার করায়ই সর্ব্বশূন্যত্ববাদ পণ্ড হইল। (৫) নির্ণয়—অতএব শূন্যই তত্ত্ব নহে; তদতিরিক্ত সৎ ও অসৎ, দুই প্রকার পদার্থই সত্য।

সর্ব্বথানুপপত্তেঃ সর্ব্বশূন্যত্বং চ ভবদভিপ্রেতং ন সম্ভবতি। কিং ভবান্ সর্ব্বং সদিতি বা প্রতিজানীতে ? অসদিতি বা ? অন্যথা বা ? সর্ব্বথা তবাভিপ্রেতং তুচ্ছত্বং ন সম্ভবতি; লোকে ভাবাভাবশব্দয়োস্তৎ-প্রতীত্যোশ্চ বিদ্যমানস্যৈব বস্তুনোঽবস্থাবিশেষগোচরত্বস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ। অতঃ 'সর্ব্বং শূন্যম্' ইতি প্রতিজানতা 'সর্ব্বং সৎ' ইতি প্রতিজানতেব সর্ব্বস্য বিদ্যমানস্যাবস্থাবিশেষযোগ্যতৈব প্রতিজ্ঞাতা ভবতি, ইতি ভবদভিমতা তুচ্ছতা ন কুতশ্চিদপি সিধ্যতি। কিঞ্চ, কুতশ্চিৎ প্রমাণাচ্ছূন্যত্বমুপলভ্য শূন্যত্বং সিষাধয়িষতা তস্য প্রমাণস্য সত্যত্বমভ্যুপেত্যম্ ; তস্যাসত্যত্বে সর্ব্বং সত্যং স্যাদিতি সর্ব্বথা সর্ব্বশূন্যত্বং চানুপপন্নম্ ॥২॥২॥৩০॥

[পঞ্চমং সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥৫॥]

একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্।] **নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥২॥২॥৩১॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) একস্মিন্ (একেতে) অসম্ভবাৎ (যেহেতু অসম্ভব।]

[সরলার্থঃ—সম্প্রতি আর্হতমতং খণ্ডয়িতুমুপক্রমতে—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" ইতি। একস্মিন্ বস্তুনি যুগপৎ বিরুদ্ধস্বভাবানাং সত্ত্বাসত্ত্ব-নিত্যত্বানিত্যত্বভেদানাম্ অসম্ভবাৎ আর্হতং মতং ন যুক্তিযুক্তমিত্যর্থঃ ॥

এখন আর্হত (জৈন) মত খণ্ডন করিতেছেন—জৈনসম্মত পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব সত্ত্ব, অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বাদিরূপ ভেদাভেদ একই কালে একই বস্তুতে সম্ভবপর হয় না বলিয়া জৈনমতও যুক্তিযুক্ত নহে ॥২॥২॥৩১॥ [ষষ্ঠ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ ॥৬॥]

সর্ব্বপ্রকার অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্য নিবন্ধনও তোমার অভিপ্রেত সর্ব্বশূন্যত্ব সম্ভবপর হয় না। [দেখ,] তুমি কি সমস্ত পদার্থকেই সৎ বলিয়া, কিংবা অসৎ বলিয়া, অথবা অন্য কোন প্রকারে সর্ব্বশূন্যতার প্রতিজ্ঞা করিতেছ ? ফল কথা, কোন প্রকারেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছত্ব সম্ভবপর হইতেছে না; কারণ, জগতে ভাব ও অভাব শব্দে এবং তদ্বিষয়ক প্রতীতিতেও বিদ্যমান বস্তুরই অবস্থাবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। 'অতএব, 'সমস্তই শূন্য' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করায় তোমার পক্ষেও "সমস্তই সৎ,' এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারীর ন্যায়ই বিদ্যমান সমস্ত বস্তুর অবস্থাবিশেষই প্রতিজ্ঞাত হইতেছে ; সুতরাং কিছুতেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছতা (শূন্যত্ব) সিদ্ধ হইতেছে না। অপিচ, কোনও প্রমাণের সাহায্যে শূন্যতা উপলব্ধি করার পর শূন্যতা সাধন করিতে যাইয়া তোমাকেও [অন্ততঃ] সেই প্রমাণটিরও সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে; পক্ষান্তরে, সেই প্রমাণের অসত্যতা হইলে [শূন্যত্ব পক্ষে কোনও সত্য প্রমাণ না থাকায়] সমস্তই সত্য হইতে পারে ; সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই সর্ব্বশূন্যত্ব অনুপপন্ন হইতেছে ॥২॥২॥৩০॥

[পঞ্চম সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণ ॥৫॥]

নিরস্তাঃ সৌগতাঃ; জৈনা অপি পরমাণুকারণত্বাদিকং জগতো বদন্তীত্যনন্তরং জৈনপক্ষঃ প্রতিক্ষিপ্যতে।

তে কিল মন্যন্তে—জীবাজীবাত্মকং জগদেতন্নিরীশ্বরম্; তচ্চ ষড়্‌দ্রব্যাত্মকম্। তানি চ দ্রব্যাণি জীব-ধর্ম্মাধর্ম্ম-পুদ্‌গল-কালাকাশাখ্যানি। তত্র জীবাঃ—বদ্ধাঃ, যোগসিদ্ধাঃ, মুক্তাশ্চেতি ত্রিবিধাঃ। ধর্ম্মো নাম গতিমতাং গতিহেতুভূতো দ্রব্যবিশেষো জগদ্‌ব্যাপী; অধর্ম্মশ্চ স্থিতিহেতুভূতো ব্যাপী; পুদ্‌গলো নাম বর্ণ-গন্ধ-রস-স্পর্শবদ্ দ্রব্যম্। তচ্চ দ্বিবিধম্—পরমাণুরূপম্, তৎসংঘাতরূপং চ পবন-জ্বলন-সলিল-ধরণী-তনুভুবনাদিকম্। কালস্তু অভূদস্তি-ভবিষ্যতীতি-ব্যবহারহেতুরণুরূপো দ্রব্যবিশেষঃ। আকাশোঽপ্যেকোঽনন্তপ্রদেশশ্চ; তেষু চাণুব্যতিরিক্তানি (*) দ্রব্যাণি পঞ্চাস্তিকায়া ইতি চ সংগৃহ্যন্তে—জীবাস্তিকায়ঃ, ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ, অধর্ম্মাস্তি-

---

সুগতমতাবলম্বী বৌদ্ধগণ পরাজিত হইল; জৈনেরাও পরমাণু প্রভৃতিকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এইজন্য অতঃপর তাহাদের অভিমত সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইতেছে (†)। তাহারা (জৈনেরা) এইরূপ মনে করিয়া থাকেন—জীব ও অজীবময় এই জগৎ নিরীশ্বর, অর্থাৎ জীবাজীবাত্মক এই জগতের ঈশ্বর বলিয়া কোন কারণ নাই। উক্ত জগৎও ছয়টি দ্রব্যাত্মক; সেই ছয়টি দ্রব্যের নাম—জীব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ। তন্মধ্যে জীব তিন প্রকার—বদ্ধ, যোগসিদ্ধ ও মুক্ত। ধর্ম্ম অর্থ—স্বর্গনরকাদিগামী প্রাণিগণের স্বর্গাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত জগদ্ব্যাপী একপ্রকার দ্রব্য; অধর্ম্ম অর্থ—স্থিতির হেতুভূত [একপ্রকার] ব্যাপক ধর্ম্ম; পুদ্গল অর্থ—রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য। সেই পুদ্গল আবার দুই প্রকার—পরমাণু ও পরমাণুপুঞ্জ—বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, শরীর ও স্বর্গাদি লোক। কাল-অর্থ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-ব্যবহারের হেতুভূত একপ্রকার দ্রব্য। আকাশ—এক ও অনন্তস্বরূপ। উক্ত পদার্থনিচয়ের মধ্যে পরমাণু ভিন্ন পাঁচটি দ্রব্য 'অস্তিকায়' শব্দেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়,

(*) অণুব্যতিরিক্তদ্রব্যাণি' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ'। ইহা ৩১শ হইতে ৩৪শ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপ্ত। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ। (১) বিষয়—জৈনসম্মত সিদ্ধান্ত। (২) সংশয়—জৈনদিগের সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্ত কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভোক্তা জীব আর ভোগ্য অজীব, এতদুভয়াত্মক পদার্থ সমূহ নিশ্চয়ই সত্ত্ব, অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বাদিরূপে অনিয়তরূপ; অতএব অবশ্যই জৈনমতকে যুক্তিসম্মত বলা যাইতে পারে। (৪) উত্তর—না, একই পদার্থের যে, অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদিভেদে নানারূপতা, তাহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব, 'ইহা এই প্রকারই বটে,' এইরূপে বস্তুর একরূপতা প্রতীতিসিদ্ধ; সুতরাং তদ্বিষয়ে একই সময়ে অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদিরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ হইতেই পারে না; সুতরাং জৈনসম্মত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে।

কায়ঃ, পুদ্গলাস্তিকায়ঃ, আকাশাস্তিকায় ইতি। অনেকদেশবর্ত্তিনি দ্রব্যে 'অস্তিকায়'শব্দঃ প্রযুজ্যতে।

জীবানাং মোক্ষোপযোগিনমপরমপি সংগ্রহং কুর্ব্বন্তি—জীবাজীবাস্রব-বন্ধ-নির্জ্জর-সংবর-মোক্ষা ইতি। মোক্ষসংগ্রহেণ মোক্ষোপায়শ্চ গৃহীতঃ; স চ সম্যগ্ জ্ঞান-দর্শন-চরিত্ররূপঃ। তত্র জীবস্তু জ্ঞান-দর্শন-সুখ-বীর্য্যগুণঃ; অজীবশ্চ জীবভোগ্যবস্তুজাতম্; আস্রবঃ তদ্ভোগোপকরণভূতমিন্দ্রিয়াদিকম্। বন্ধশ্চাষ্টবিধঃ—ঘাতিকর্ম্মচতুষ্টয়ম্, অঘাতিকর্ম্মচতুষ্টয়ং চেতি। তত্রাদ্যং জীবগুণানাং স্বাভাবিকানাং জ্ঞানদর্শনবীর্য্যসুখানাং প্রতিঘাতকরম্; অপরং শরীরসংস্থান—তদভিমান—তৎস্থিতি—তৎপ্রযুক্তসুখদুঃখোপেক্ষাহেতুভূতম্। নির্জ্জরং—মোক্ষসাধনং অর্হদুপদেশাবগতং তপঃ। সংবরঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয়-

---

পুদ্গলাস্তিকায়, এবং আকাশাস্তিকায় (*)। সাধারণতঃ অনেক স্থানবর্ত্তী দ্রব্যে 'অস্তিকায়' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরেও জীবগণের মোক্ষোপযোগী পদার্থ-সংকলন করিয়া থাকেন; [তাহা এই প্রকার—] জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, নির্জ্জর, সংবর ও মোক্ষ। এই মোক্ষ কথায় মোক্ষোপায়ও সংগৃহীত হইয়াছে; সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চরিত্রই সেই সমুদয় উপায়। তন্মধ্যে জীব—জ্ঞান, দর্শন, সুখ ও বীর্য্যগুণসম্পন্ন; অজীব অর্থ—জীবভোগ্য বস্তুসমূহ। আস্রব অর্থ—জীবের ভোগোপকরণীভূত ইন্দ্রিয়াদি। বন্ধ অষ্টপ্রকার—চতুর্ব্বিধ ঘাতী কর্ম্ম, আর চতুর্ব্বিধ অঘাতী কর্ম্ম। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা জীবের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য ও সুখাত্মক গুণসমূহ প্রতিহত হয়, তাহার নাম 'ঘাতী কর্ম্ম', আর যাহা দ্বারা বিভিন্নপ্রকার শরীর, শরীরাভিমান, শরীরে অবস্থিতি ও তন্নিবন্ধন সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'অঘাতী কর্ম্ম'। নির্জ্জর অর্থ—অর্হতের উপদেশ হইতে অবগত মোক্ষ-সিদ্ধির অনুকূল তপস্যা। সংবর অর্থ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তিনিরোধকর সমাধি। মোক্ষ অর্থ—স্বগত

(*) তাৎপর্য্য—বুদ্ধদেবের একটি নাম জিন; তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয় বলিয়া 'অর্হৎ' পদবাচ্য; এই জন্য তাঁহার মতাবলম্বীরা 'আর্হত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহারা বলেন, জীব ও অজীব, এই দুই প্রকার পদার্থ লইয়াই জগৎ; তন্মধ্যে বদ্ধ, মুক্ত ও যোগসিদ্ধভেদে জীব তিন প্রকার; এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ, এই পাঁচটি 'অজীব' পদবাচ্য। উক্ত পুদ্গলগণও আবার দুই প্রকার—পরমাণু ও পরমাণুপুঞ্জ—ভূতচতুষ্টয়, শরীর ও ভুবন। পরমাণু ব্যতীত উক্ত পদার্থগুলি 'অস্তিকায়' সংজ্ঞায়ও অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা সময়ে পূর্ণতা লাভ করিয়া পরিশেষে গলিয়া যায়—পুঞ্জভাব ত্যাগ করে, তাহার নাম পুদ্গল; আর যাহা এক হইয়া অনেক স্থানে অবস্থান করে, তাহার নাম 'অস্তিকায়'। প্রত্যেক পদার্থই সর্ব্বদা সৎও বটে, অসৎও বটে, নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে, ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, ইত্যাদিরূপে পদার্থের অনেকরূপত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন। অপরাংশ পরে বলা হইবে।

নিরোধি-সমাধিরূপঃ। মোক্ষস্তু—নিবৃত্তরাগাদিক্লেশস্য স্বাভাবিকাত্মস্বরূপাবির্ভাবঃ। পৃথিব্যাদি-হেতুভূতাশ্চাণবো বৈশেষিকাদীনামিব ন চতুর্ব্বিধাঃ, অপিত্বেকস্বভাবাঃ। পৃথিব্যাদিভেদস্তু পরিণামকৃতঃ।

সর্ব্বং চ বস্তুজাতং সত্ত্বাসত্ত্ব-নিত্যত্বানিত্যত্ব-ভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিভিরনৈকান্তিকমিচ্ছন্তি—স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যম্, স্যাদস্তি চাব্যক্তব্যং চ, স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যং চ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চাব্যক্তব্যং চেতি সর্ব্বত্র 'সপ্তভঙ্গী'নয়াবতারাৎ। সর্ব্বং বস্তুজাতং দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক-

---

রাগাদি-দোষনিবৃত্তির পর আত্মার স্বাভাবিক রূপের আবির্ভাব। পরমাণু অর্থ—পৃথিবী প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের হেতু বা উপাদানকারণ। বৈশেষিকাদি দার্শনিকগণের অভিমত পরমাণুর ন্যায় উহারা চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ চারিপ্রকার নহে, পরন্তু একস্বভাব, অর্থাৎ একই প্রকার; কেবল পরিণামের প্রভেদেই উহাদের পৃথিব্যাদি নামে ভেদ-ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র, বস্তুতঃ উহারা একই প্রকার (*)।

পুনশ্চ তাহারা মনে করেন যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এবং ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব প্রভৃতি রূপে সমস্ত বস্তুই অনৈকান্তিক বা অনিয়তরূপ (একপ্রকার নহে)। কেন না, (১) সম্ভবতঃ আছে; (২) সম্ভবতঃ নাই; (৩) সম্ভবতঃ আছেও বটে, সম্ভবতঃ নাইও বটে; (৪) সম্ভবতঃ অবক্তব্যও (অনির্ব্বাচ্যও) বটে; (৫) সম্ভবতঃ আছেও বটে, অবক্তব্যও বটে; (৬) সম্ভবতঃ নাইও বটে, অবক্তব্যও বটে; আবার (৭) সম্ভবতঃ আছেও বটে, নাইও বটে এবং অবক্তব্যও বটে; এইরূপে সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধেই 'সপ্তভঙ্গী' ন্যায়ের অবতারণা করা যাইতে পারে (†)। সমস্ত বস্তুই দ্রব্যপর্য্যায়ভুক্ত, অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক; এই কারণে দ্রব্যরূপে

(*) তাৎপর্য্য—বৈশেষিকদর্শনে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু স্বীকৃত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন গুণসম্পন্ন পৃথক্ পদার্থ; তন্মধ্যে পার্থিব পরমাণুর গুণ গন্ধ, জলীয় পরমাণুর রস, তৈজস পরমাণুর রূপ, এবং বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ বিশেষগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিভিন্নস্বভাব উক্ত চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতে চতুর্ব্বিধ স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। আকাশের পরমাণু নাই; আকাশ নিত্য ও নিরবয়ব। বৌদ্ধগণ বলেন, পরমাণু চতুর্ব্বিধ নহে, একবিধ; একই পরমাণু পরিণামের তারতম্যানুসারে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে।

(†) তাৎপর্য্য—'সপ্তভঙ্গী' ন্যায়টি আর্হত গণের নিজস্ব সম্পত্তি; অন্যত্র কোথাও ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না। সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের অভিপ্রায় এই যে, জগতে যে সমস্ত পদার্থ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার কোনটিকেই একরূপ বলা যায় না, চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যাহাকে আমি সৎ, নিত্য, এবং অপর পদার্থ হইতে ভিন্ন ও বক্তব্য (স্বরূপনির্দ্দেশের যোগ্য) বলিয়া মনে করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহাই আবার অন্যরূপে অসৎ, অনিত্য, অভিন্ন ও অনির্ব্বাচ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। উদাহরণ—যেমন একটি ঘট; ঘটটি মৃত্তিকা বা পরমাণুরূপে সৎই বটে, কিন্তু প্রত্যেক পদার্থই যখন পরিণামশীল, মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির—একরূপ থাকে না, অধিকন্তু তৎকারণীভূত মৃত্তিকা অপেক্ষাও অল্পক্ষণস্থায়ী, তখন উহা অসৎও বটে। এইপ্রকার উহা কারণীভূত পরমাণুরূপে নিত্য হইলেও ঘটরূপে অনিত্যই বটে; এবং আপাতদৃষ্টিতে কম্বু-গ্রীবাদিবিশিষ্টরূপে ঘটটি নির্ব্বাচন-

মিতি দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বৈকত্বনিত্যত্বাদ্যুপপাদয়ন্তি; পর্য্যায়াত্মনা চ তদ্বিপরীতম্। পর্য্যায়াশ্চ দ্রব্যস্যাবস্থাবিশেষাঃ, তেষাং চ ভাবাভাবরূপত্বাৎ সত্ত্বাসত্ত্বাদিকং সর্ব্বমুপপন্নমিতি। অত্রাভিধীয়তে—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" ইতি (*)।

নৈতদুপপদ্যতে; কুতঃ? একস্মিন্ অসম্ভবাৎ—একস্মিন্ বস্তুনি অস্তিত্বনাস্তিত্বাদের্ব্বিরুদ্ধস্য চ্ছায়াতপবদ্ যুগপদসম্ভবাৎ। এতদুক্তং ভবতি—দ্রব্যস্য তত্তদ্বিশেষণভূত-পর্য্যায়শব্দাভিধেয়াবস্থাবিশেষস্য চ পৃথক্‌পদার্থত্বাৎ নৈকস্মিন্ বিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশঃ সম্ভবতীতি। তথাহি—একেনাস্তিত্বাদিনাবস্থাবিশেষেণ বিশিষ্টস্য তদানীমেব ন

সত্ত্ব, একত্ব ও নিত্যত্বাদি ধর্ম্মের উপপাদন করিয়া থাকেন, আর পর্য্যায়রূপে অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিরূপে আবার তাহার বৈপরীত্যও সমর্থন করিয়া থাকেন। পর্য্যায় অর্থও দ্রব্যের অবস্থাবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই অবস্থাও আবার ভাব ও অভাব স্বরূপ; এই কারণে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলিই প্রত্যেক বস্তুতে উপপন্ন হয়। এতদুত্তরে বলা হইতেছে—"নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ" ইত্যাদি।

না—ইহা উপপন্ন হয় না; কারণ?—যেহেতু একই বস্তুতে সম্ভব হয় না; অর্থাৎ যেহেতু আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি ধর্ম্ম সমুদয় একই সময়ে একই বস্তুতে কখনও সম্ভবপর হয় না, [অতএব, উক্ত আর্হত সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে না]।

এই কথাই উক্ত হইতেছে যে, দ্রব্য হইতেছে বিশেষ্য, আর পর্য্যায় বা সংজ্ঞাশব্দ-প্রতিপাদ্য অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি অবস্থাবিশেষ হইতেছে তাহার বিশেষণ; এই বিশেষ্য ও বিশেষণ যখন স্বভাবতই পৃথক্ পদার্থ, তখন একই বস্তুতে সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। দেখ—অস্তিত্বাদি কোন একটি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুর যে, তৎকালেই তদ্বিপরীত নাস্তিত্বাদি বিশেষণে বিশেষিত হওয়া, তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না, অর্থাৎ যে বস্তু যে সময়ে অস্তিত্ববিশিষ্ট—সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ঠিক সেই সময়েই আবার সেই বস্তুই

যোগ্য (বক্তব্য) হইলেও প্রকৃত পক্ষে, উহা কি পরমাণুপুঞ্জ? অথবা পরমাণুর পরিণাম অবয়বী? ইত্যাদি-প্রকারে নিশ্চয়ই অবক্তব্য বা অনির্ব্বাচ্য। তাহার পর, একই প্রকার পরমাণু হইতে যখন সমস্ত পদার্থের অভিব্যক্তি, তখন আলোচ্য ঘটটি আপাতদৃষ্টিতে অপর পদার্থ হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইলেও উপাদানিক সত্তানুসারে দ্রব্যরূপে অভিন্নও বটে; এই কয়টি বিষয়ের যোগাযোগে সপ্তপ্রকার বিতর্ক কল্পিত হইয়াছে; জাগতিক সমস্ত পদার্থই উক্তপ্রকার বিতর্কের বিষয়; সুতরাং 'সপ্তভঙ্গী' ন্যায়ের অধিকার ভক্ত।

(*) 'ক' পুস্তকেতু "নৈতদুপপদ্যতে" ইত্যস্যানন্তরং "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" ইতি লিখিতমস্তি; তন্ন সমীচীনমিব প্রতিভাতি।

তদ্বিপরীত-নাস্তিত্বাদিবিশিষ্টত্বং সম্ভবতি। উৎপত্তি-বিনাশাখ্য-পরিণাম-বিশেষাস্পদত্বং চ দ্রব্যস্যানিত্যত্বম্, তদ্বিপরীতং চ নিত্যত্বং তস্মিন্ কথং সমবৈতি? বিরোধিধর্ম্মাশ্রয়ত্বং চ ভিন্নত্বম্, তদ্বিপরীতং চাভিন্নত্বং কথং বা তস্মিন্ সমবৈতি? যথা অশ্বত্ব-মহিষত্বয়োর্যুগপদেকস্মিন্নসম্ভবঃ। অয়মর্থঃ পূর্ব্বমেব ভেদাভেদবাদি-নিরসনসময়ে "তত্তু সমন্বয়াৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।৪] ইত্যত্র প্রপঞ্চিতঃ।

কালস্য পদার্থ-বিশেষণতয়ৈব প্রতীতেস্তস্য পৃথগস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদয়ো ন বক্তব্যাঃ, ন চ পরিহর্ত্তব্যাঃ। কালোঽস্তি নাস্তীতি ব্যবহারো ব্যবহর্ত্তৄণাং জাত্যাদ্যস্তিত্ব-নাস্তিত্বব্যবহারতুল্যঃ। জাত্যাদয়ো হি দ্রব্যবিশেষণতয়ৈব প্রতীয়ন্ত ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্।

কথং পুনরেকমেব ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকমিতি শ্রোত্রিয়ৈরুচ্যতে? সর্ব্ব-

---

নাস্তিত্ববিশিষ্ট—অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আর দ্রব্যের অনিত্যত্ব অর্থ—উৎপত্তি ও বিনাশনামক পরিণামশালিত্ব; সুতরাং তদ্বিপরীত নিত্যত্বই বা কিরূপে তৎকালে সেই একই বস্তুতে অবস্থিত থাকিতে পারে? ভিন্নত্ব অর্থ—বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্টত্ব; সেই এক বস্তুতেই বা কিরূপে তদ্বিপরীত অভিন্নত্ব সম্বদ্ধ হইতে পারে? যেমন অশ্বের ধর্ম্ম অশ্বত্ব, আর মহিষের ধর্ম্ম মহিষত্ব, এতদুভয়ের একত্র অবস্থিতি সম্ভব পর হয় না, [ইহাও তদ্রূপ]। ইতঃপূর্ব্বে ভেদাভেদবাদের প্রত্যাখ্যান সময়ে "তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) সূত্রেই এই বিষয়টি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

পদার্থের বিশেষণরূপেই যখন কালের প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন তাহার আর পৃথক্‌ভাবে অস্তিত্ব নাস্তিত্ব (সত্তা অসত্তা) বক্তব্যও নহে এবং পরিহর্ত্তব্যও নহে। জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের (মনুষ্যত্বাদির) ব্যবহার যেরূপ দ্রব্যের বিশেষণভাবেই হয়, (কখনও বিশেষণভাব ব্যতীত ব্যবহার হয় না,) 'কাল আছে, কাল নাই' এই ব্যবহারও ঠিক তদ্রূপ। জাত্যাদি ধর্ম্মের প্রতীতি যে, দ্রব্যের বিশেষণরূপেই হয়, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (*)।

[সত্ত্বাসত্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া যদি একবস্তুতে থাকা আমাদের মতে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—] বেদজ্ঞেরাই বা (তোমরাই বা) কিরূপে একই ব্রহ্মকে সর্ব্বাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ ঘটত্ব, পটত্ব, মনুষ্যত্ব ও দ্রব্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিকে জাতি বলা হইয়া থাকে, ঘট পটাদি দ্রব্য ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে কখনও জাতির প্রতীতি হয় না, পরন্তু ঘট পটাদি দ্রব্যের বিশেষণরূপেই (ঘটের ধর্ম্ম—ঘটত্ব, পটের ধর্ম্ম—পটত্ব ইত্যাদি রূপেই) তাহার প্রতীতি ব্যবহারসিদ্ধ; কালের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রতীতিও (সত্ত্ব অসত্ত্ব ব্যবহারও) তদ্রূপ; অর্থাৎ কালের অস্তিত্বরূপে প্রতীতিই যখন স্বতঃসিদ্ধ; তখন নাস্তিত্বরূপে তাহার প্রতীতিই হইতে পারে না। তবে যে, নাস্তিত্ব প্রতীতি (অসত্ত্ব ব্যবহার) হয়, তাহা কেবল তদ্বিশেষ্যভূত দ্রব্যের নাস্তিত্বনিবন্ধন; কাজেই কালের সম্বন্ধে অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব ব্যবহারে আপত্তি বা পরিহার করা অনাবশ্যক হইতেছে।

চেতনাচেতনশরীরত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ সত্যসঙ্কল্পস্য পুরুষোত্তমস্যেত্যুক্তম্। শরীর-শরীরিণোস্তদ্ধর্ম্মাণাং চাত্যন্তবৈলক্ষণ্যমপ্যুক্তম্। কিঞ্চ, জীবাদীনাং ষণ্ণাং দ্রব্যাণাং একদ্রব্যপর্যায়ত্বাভাবাৎ তেষু দ্রব্যৈকত্বেন পর্য্যায়াত্মনা চৈকত্বানেকত্বাদয়ো দুরুপপাদাঃ।

অথোচ্যতে—ষড়েতানি দ্রব্যাণি স্বকীয়ৈঃ পর্য্যায়ৈঃ স্বেন স্বেন চাত্মনা তথা ভবন্তীতি। এবমপি সর্ব্বমনৈকান্তিকমিত্যভ্যুপগমবিরোধঃ; অন্যোন্যতাদাত্ম্যাভাবাৎ। অতো ন যুক্তমিদং জৈনমতম্। ঈশ্বরানধিষ্ঠিত-পরমাণু-কারণবাদে পূর্ব্বোক্ত-দোষাস্তথৈবাবতিষ্ঠন্তে ॥২॥২॥৩১॥

এবঞ্চাত্মাকাৎর্স্ন্যম্ ॥২॥২॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—এবং (এইরূপ হইলে) চ (ও) আত্মাকাৎর্স্ন্যম্ (আত্মার অপূর্ণতা) [হয়]।]

[সরলার্থঃ—এবং চ আত্মনঃ শরীরপরিমিতত্বে স্বীকৃতে সতি মহতঃ হস্তিশরীরাৎ অল্পীয়সি পিপীলিকাশরীরে প্রবিশতঃ অকাৎর্স্ন্যং অপূর্ণতা প্রসজ্যেত। নহি হস্তিশরীরপরিমিত আত্মা অল্পীয়সি পিপীলিকাশরীরে সাকল্যেন অবস্থাতুমর্হতীতি ভাবঃ॥

এইরূপে আত্মা যদি দেহপরিমিতই হয়, তাহা হইলে হস্তিশরীরের আত্মাকে পিপড়ার শরীরে যাইতে হইলে সেই বৃহৎ আত্মা কখনই ঐ ক্ষুদ্র শরীরে সম্পূর্ণরূপে স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং সেই আত্মার অপূর্ণতাই ঘটিতে পারে ॥২॥২॥৩২॥]

করেন? হাঁ, যেহেতু চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও সত্যসংকল্প পুরুষোত্তমের (ব্রহ্মের) শরীর, [সেই হেতুই যে, ঐরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে], এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আর শরীর ও শরীরী, এবং তাহার ধর্ম্ম সমূহের যে, অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে, তাহাও কথিত হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত কোন অংশে বৈলক্ষণ্য আর কোন অংশেই বা অবৈলক্ষণ্য, ইহাও পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

অপিচ, জীবাদি ছয়টি দ্রব্য একই দ্রব্যপর্য্যায়ভুক্ত অর্থাৎ একইশ্রেণীর দ্রব্যান্তর্গত না হওয়ায় তাহাদের যে, [তোমার অভিমত] দ্রব্যগত একত্বনিবন্ধন একত্ব, আর পর্য্যায়রূপে (অবস্থাভেদানুসারে) নানাত্ব, তাহা উপপাদন করাও সহজ হইতেছে না।

পক্ষান্তরে, যদি বল, উক্ত ছয়টি দ্রব্য নিজ নিজ পর্য্যায় এবং নিজ নিজ স্বরূপানুসারেই ঐরূপ (ভিন্নাভিন্নস্বরূপ) হইয়া থাকে; তাহা হইলেও সমস্ত বস্তুই অনৈকান্তিক (অনেকরূপ), এই অঙ্গীকারের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; কারণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ত তাদাত্ম্য বা অভেদ বিদ্যমান নাই; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই যে, অনেকরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল না। অতএব, উল্লিখিত জৈনমতটি যুক্তিযুক্ত নহে। আর ঈশ্বরকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত (অপরিচালিত) পরমাণু-কারণবাদের উপরে ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দোষ ত সেইরূপেই রহিল, অর্থাৎ সে সমস্ত দোষেরত কোনরূপ পরিহারই হইতেছে না ॥২॥২॥৩১॥

এবং ভবদভ্যুপগমে সতি আত্মনশ্চাকাৎস্ন্যম্ প্রসজ্যেত। জীবোঽসঙ্খ্যাতপ্রদেশো দেহপরিমাণ ইতি হি ভবতাং স্থিতিঃ। তত্র হস্ত্যাদিশরীরেঽবস্থিতস্যাত্মনস্ততো ন্যূনপরিমাণে পিপীলিকাশরীরে প্রবিশতোঽল্পদেশব্যাপিত্বেনাকাৎস্ন্যং প্রসজ্যেত (*)—অপরিপূর্ণতা প্রসজ্যেত ইত্যর্থঃ ॥২॥২॥৩২॥

অথ সঙ্কোচ-বিকাসধর্ম্মতয়াত্মনঃ পর্য্যায়শব্দাভিধেয়াবস্থান্তরাপত্ত্যা বিরোধঃ পরিহ্রিয়ত ইত্যুচ্যতে; তত্রাহ—

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥২॥২॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন চ (নহে) পর্য্যায়াৎ (অবস্থাক্রমে) অপি (ও) অবিরোধঃ (বিরোধাভাব) বিকারাদিভ্যঃ (বিকারাদি দোষ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—পর্য্যায়াৎ—সঙ্কোচ-বিকাসরূপাবস্থাবিশেষযোগাদপি অবিরোধঃ পূর্ব্বোক্তাকাৎস্ন্যদোষ-প্রসঙ্গপরিহারঃ ন সম্ভবতি; কুতঃ? বিকারাদিভ্য আত্মনঃ সঙ্কোচবিকাসাবস্থাস্বীকারে হি ঘটাদেরিব বিকারাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। 'আদি'পদেন অনিত্যত্ব-সাবয়বত্বস্থূলত্বাদয়ো দোষা গৃহ্যন্তে ॥

যদি পর্য্যায়ক্রমেও আত্মার সঙ্কোচ-বিকাসাবস্থা স্বীকার কর, তাহা হইলেও বিরোধের পরিহার হয় না; কারণ, সে পক্ষেও আত্মার অনিত্যত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হয় ॥২॥২॥৩৩॥]

ন চ সঙ্কোচবিকাসরূপাবস্থান্তরাপত্ত্যাঽপি বিরোধঃ পরিহর্তুং শক্যতে; বিকার-তৎপ্রযুক্তানিত্যত্বাদিদোষপ্রসক্তের্ঘটাদিতুল্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥২॥২॥৩৩॥

তোমারই অঙ্গীকার সত্য হইলে, আত্মার অসম্পূর্ণতা দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে। কেননা, তোমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মার গন্তব্যস্থান অসংখ্য, এবং তাহার পরিমাণও দেহ-পরিমাণের সমান; অর্থাৎ দেহ যত বড়, আত্মাও তত বড়; তদপেক্ষা ন্যূন বা অধিক নহে। এখন হস্তিশরীরে বর্ত্তমান আত্মাকে তদপেক্ষা ন্যূনপরিমাণ পিপীলিকাশরীরে প্রবেশ করিতে হইলে অল্পস্থানে প্রবিষ্ট হওয়ায় আত্মার অকাৎস্ন্য অর্থাৎ পূর্ণতার অভাব (ন্যূনতা) ঘটিতে পারে ॥২॥২॥৩২॥

যদি বল, সঙ্কোচ ও বিকাস, এই দুইটিই আত্মার ধর্ম্ম; সুতরাং পর্য্যায়শব্দবাচ্য অবস্থান্তরপ্রাপ্তি দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে; অর্থাৎ সঙ্কোচ-বিকাসস্বভাব আত্মা যখন হস্তিদেহে থাকিবে, তখন বিকাসিত হইয়া বৃহৎ হইবে, আবার পিপীলিকাদেহে যাইবার সময় সঙ্কোচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইবে; সুতরাং অকাৎস্ন্যদোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—"ন চ পর্য্যায়াদপি" ইত্যাদি।

সঙ্কোচ বিকাসরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি দ্বারাও যে, বিরোধের পরিহার করিতে পারা যায়, তাহা নহে; কারণ, তাহা হইলে বিকার ও বিকারাধীন অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভাবনা হয়, তাহার ফলে আত্মাও ঘটাদির তুল্য হইতে পারে ॥২॥২॥৩৩॥

(*) প্রসজ্যন্তে' ইতি 'খ' পাঠঃ।

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥২॥২॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্ত্যাবস্থিতেঃ (অন্ত্যের—মোক্ষাবস্থাগত পরিমাণের অবস্থিতি হেতু) চ (ও) উভয়নিত্যত্বাৎ (উভয়ের—আত্মার ও মোক্ষকালীন পরিমাণের নিত্যত্ব হওয়ার) অবিশেষঃ (বিশেষ নাই)।]

[সরলার্থঃ—অন্ত্যস্য মোক্ষাবস্থাত্ম-পরিমাণস্য অবস্থিতেঃ একরূপেণ স্থিতের্হেতোঃ উভয়োঃ আত্মনঃ মোক্ষাবস্থাপরিমাণস্য চ নিত্যত্বাৎ তৎপূর্ব্বমপি তৎপরিমাণস্য অবিশেষঃ—মুক্তাবস্থাপরিমাণাৎ অবৈলক্ষণ্যমিত্যর্থঃ ॥

মুক্ত আত্মার পরিমাণ যখন একরূপে অবস্থিত, এবং আত্মা ও তাহার সেই পরিমাণও যখন নিত্য, তখন তৎপূর্ব্বকালীন (বন্ধকালীন) আত্মপরিমাণেরও সঙ্কোচবিকাসাদিরূপ অবস্থা-বিশেষ সম্ভব পর হয় না ॥২॥২॥৩৪॥]

জীবস্য যদন্ত্যং পরিমাণং মোক্ষাবস্থাগতম্, তস্য পশ্চাৎ দেহান্তরপরিগ্রহাভাবাদবস্থিতত্বাদ্ আত্মনশ্চ মোক্ষাবস্থস্য তৎপরিমাণস্য চোভয়োর্নিত্যত্বাৎ তদেবাত্মনঃ স্বাভাবিকং পরিমাণম্, ইতি পূর্ব্বমপি তস্মাদবিশেষঃ স্যাৎ। অতো দেহপরিমাণত্বম্ আত্মনো ন স্যাদিত্যসঙ্গতমেবেদমার্হতমতম্ ॥২॥২॥৩৪॥ [ষষ্ঠং একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্ ॥৬॥]

পশুপত্যধিকরণম্।]

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥২॥২॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—পত্যুঃ (পতির—পশুপতির) [মত অনাদরণীয়], অসামঞ্জস্যাৎ (যেহেতু সামঞ্জস্যের অভাব)।]

[ইদানীং পাশুপতমতং নিরস্যতে—পূর্ব্বসূত্রাৎ নেত্যনুবর্ত্ততে। পত্যুঃ পশুপতেঃ মতং ন সঙ্গতম্; কুতঃ ? অসামঞ্জস্যাৎ—বেদবিরুদ্ধ-তত্ত্বাচারাদিপ্রকাশকত্বেন সামঞ্জস্যাভাবাদিত্যর্থঃ ॥

পশুপতির মতও আদরণীয় নহে; কারণ, বেদবিরুদ্ধ তত্ত্ব ও আচার প্রতিপাদন করায় তাঁহার মতটিও সঙ্গত নহে ॥২॥২॥৩৫॥]

জীবাত্মার যে, মোক্ষকালীন অন্তিম পরিমাণ; মুক্তির পর আর দেহধারণ না হওয়ায় [বুঝিতে হইবে] সেই পরিমাণটি অবস্থিত অর্থাৎ সঙ্কোচবিকাসবিহীন স্থির; সুতরাং আত্মা ও মোক্ষকালীন আত্মপরিমাণ, উভয়ই নিত্য (অপরিবর্ত্তনশীল); অতএব বুঝা যাইতেছে যে, তাহাই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ পরিমাণ; সুতরাং তৎপূর্ব্বেও ঐ পরিমাণ অপেক্ষা আত্মপরিমাণের কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অতএব আত্মার পরিমাণ কখনই দেহসমান হইতে পারে না; সুতরাং আর্হতদিগের সিদ্ধান্তটি সঙ্গত নহে ॥২॥২॥৩৪॥ [ষষ্ঠ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ ॥৬॥]

কপিল-কণাদ-সুগতার্হতমতানামসামঞ্জস্যাদ্ বেদবাহ্যত্বাচ্চ নিঃশ্রেয়সার্থিভিরনাদরণীয়ত্বমুক্তম্; ইদানীং পশুপতিমতস্য বেদবিরোধাদসামঞ্জস্যাচ্চ অনাদরণীয়তোচ্যতে। তন্মতানুসারিণশ্চতুর্ব্বিধাঃ—কাপালাঃ* কালামুখাঃ, পাশুপতাঃ, শৈবাশ্চ—ইতি। সর্ব্বে চৈতে বেদবিরুদ্ধাং তত্ত্বপ্রক্রিয়াম্ ঐহিকামুষ্মিকনিঃশ্রেয়স-সাধনকল্পনাশ্চ কল্পয়ন্তি। নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদম্, নিমিত্তকারণঞ্চ পশুপতিমাচক্ষতে; তথা নিঃশ্রেয়স-সাধনমপি মুদ্রিকাষট্কধারণাদিকম্। যথাহুঃ কাপালাঃ—

"মুদ্রিকাষট্ক-তত্ত্বজ্ঞঃ পরমুদ্রাবিশারদঃ।
ভগাসনস্থমাত্মানং ধ্যাত্বা নির্ব্বাণমৃচ্ছতি।
কণ্ঠিকা† রুচকং চৈব কুণ্ডলং চ শিখামণিঃ।
ভস্ম যজ্ঞোপবীতঞ্চ মুদ্রাষট্কং প্রচক্ষতে।
আভির্মুদ্রিতদেহস্তু ন ভূয় ইহ জায়তে॥" [শৈবাগমঃ]

ইত্যাদিকম্। তথা কালামুখা অপি কপালপাত্রভোজন-শবভস্মস্নান-তৎ-

ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কপিল, কণাদ, সুগত (বৌদ্ধ) ও আর্হত (জৈন) দিগের মতগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং বেদবহির্ভূত; এইজন্য মোক্ষার্থিব্যক্তিবর্গের সেই সমস্ত মতের উপর আদর প্রদর্শন করা উচিত নহে; এখন পাশুপত মতেরও অসামঞ্জস্য ও বেদবিরুদ্ধত্বনিবন্ধন অনাদরণীয়তা কথিত হইতেছে। তাহার মতানুসারীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) কাপাল, (২) কালামুখ, (৩) পাশুপত ও (৪) শৈব। ইহারা সকলেই বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বপ্রণালী এবং ঐহিক ও পারলৌকিক মোক্ষসাধন কল্পনা করিয়া থাকেন। আর নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণের প্রভেদ এবং পশুপতিকেই নিমিত্তকারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এইরূপ ছয়প্রকার মুদ্রাধারণ প্রভৃতিকেই মোক্ষসিদ্ধির উপায় বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কাপালগণ যাহা বলিয়া থাকেন, [তাহা এই]—'ষড়্বিধ মুদ্রাতত্ত্বে অভিজ্ঞ, পরমুদ্রাবিশারদ পুরুষ আপনাকে ভগাসনস্থরূপে ধ্যান করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। কণ্ঠিকা (মালাবিশেষ), রুচক (হারবিশেষ), কুণ্ডল (কর্ণাভরণ), শিখামণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত, এই ছয়টিকে মুদ্রাষট্ক বলে। উক্ত ষড়্বিধ মুদ্রা দ্বারা যাহার দেহ মুদ্রিত (চিহ্নিত) হয়, সে লোক পুনর্ব্বার আর ইহলোকে জন্মধারণ করে না' ইত্যাদি। সেইরূপ কালামুখেরাও, নরকপাল-পাত্রে ভোজন, শবদেহের ভস্মে স্নান ও তাহা

* 'কাপিলিকাঃ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
† 'কর্ণিকা' ইতি 'গ' পাঠঃ।

প্রাশন-লগুড়ধারণ-সুরাকুম্ভস্থাপন-তদাধারদেবপূজাদিকম্ ঐহিকামুষ্মিক-সকলফলসাধনমভিদধতি—

রুদ্রাক্ষকঙ্কণং হস্তে জটা চৈকা চ মস্তকে।
কপালং ভস্মনা স্নানম্"—

ইত্যাদি চ প্রসিদ্ধং শৈবাগমেষু। তথা কেনচিৎ ক্রিয়াবিশেষেণ বিজাতীয়ানামপি ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তিমুত্তমাশ্রমপ্রাপ্তিঞ্চাহুঃ—

দীক্ষাপ্রবেশমাত্রেণ ব্রাহ্মণো ভবতি ক্ষণাৎ।
কাপালং ব্রতমাস্থায় যতির্ভবতি মানবঃ॥" [শৈবাগমঃ] ইতি।

তত্রেদমুচ্যতে—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" ইত্যতো' 'ন' ইত্যনুবর্ত্ততে। পত্যুঃ পশুপতেঃ মতং নাদরণীয়ম্; কুতঃ? অসামঞ্জস্যাৎ। অসামঞ্জস্যং চ অন্যোন্যব্যাঘাতাদ্ বেদবিরোধাচ্চ। মুদ্রিকাষট্‌কধারণ-ভগাসনস্থাত্মধ্যান-সুরাকুম্ভস্থাপন-তৎস্থদেবতার্চ্চন--গূঢ়াচার--শ্মশানভস্মস্নান-প্রণবপূর্ব্বাভিধ্যানান্যন্যোন্যবিরুদ্ধানি। বেদবিরুদ্ধঞ্চেদং তত্ত্বপরিকল্পনমুপাসনমাচারশ্চ। বেদাঃ খলু পরং ব্রহ্ম নারায়ণমেব জগন্নিমিত্তমুপাদানঞ্চ বদন্তি—

ভক্ষণ, লগুড়ধারণ, মদ্যকুম্ভস্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার পূজাপ্রভৃতিকে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ফলসিদ্ধির উপায় বলিয়া অভিহিত করেন। 'হস্তে রুদ্রাক্ষের কঙ্কণ ধারণ, মস্তকে একজটা ধারণ, নর-কপাল গ্রহণ এবং ভস্ম দ্বারা স্নান' ইত্যাদি, আরও অনেক কথা শৈবাগমে প্রসিদ্ধ আছে। আবার কোনরূপ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অন্যজাতীয় লোকদিগেরও ব্রাহ্মণত্বলাভ এবং উৎকৃষ্ট আশ্রমপ্রাপ্তির উপদেশ করিয়া থাকেন; যথা –'মানব দীক্ষাগ্রহণ করিলে পর তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, এবং কাপাল ব্রত (বামাচারীদিগের নরকপালধারণের নিয়মবিশেষ) অবলম্বন করিয়া যতিত্ব প্রাপ্ত হয়।' এতদ্বিষয়ে বলা যাইতেছে—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি।

"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" এই সূত্র হইতে 'ন' শব্দটি এখানে আসিয়াছে। পতির—পশুপতির মতটি আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়); কারণ? যেহেতু ঐ মতের সামঞ্জস্য নাই। অসামঞ্জস্যের কারণ—পরস্পর ব্যাঘাত অর্থাৎ কথার মধ্যে পরস্পর অনৈক্য এবং বেদবিরোধ। ষড়্‌বিধ মুদ্রাধারণ, ভগাসনস্থ আপনাকে ধ্যান, সুরাকুম্ভ স্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার অর্চ্চনা, গুপ্তাচার, শ্মশানভস্মে স্নান এবং প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক ধ্যান, এ সমস্ত বিষয়গুলি পরস্পর বিরুদ্ধ; বিশেষতঃ এবংবিধ যে, তত্ত্বকল্পনা, উপাসনা ও আচার, তৎসমস্ত বেদবিরুদ্ধও বটে। কেননা, বেদসমূহ পরব্রহ্ম নারায়ণকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—'নারায়ণই

"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।

নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ॥" [তৈত্তি০ নারা০ ১৪] "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" [ছান্দো০ ৬।২।৩] "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" [তৈত্তি০ আন০ ৬।২] "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" [তৈত্তি০ আন০ ৭] ইত্যাদয়ঃ। পরব্রহ্মভূত পরমপুরুষবেদনমেব চ মোক্ষসাধনমুপাসনং বদন্তি—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে॥"

"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে"॥

[পুরুষসূক্তম্]

ইত্যাদিনা একতাং গতাঃ সর্ব্বে বেদান্তাঃ; তদিতিকর্ত্তব্যতাভূতং কর্ম্ম চ বেদবিহিতবর্ণাশ্রমসম্বন্ধিযজ্ঞাদিকমেব বদন্তি—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন। এতমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রাজিনঃ প্রব্রজন্তি" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যাদয়ঃ।

কেবলপরতত্ত্বপ্রতিপাদনপর-নারায়ণানুবাকসিদ্ধতত্ত্বপরাঃ কেষুচিদুপাসনাদিবিধিপরেষু বাক্যেষু শ্রুতাঃ প্রজাপতিশিবেন্দ্রাকাশপ্রাণাদিশব্দা ইতি "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১। ১ ৩১] ইত্যত্র

পরব্রহ্ম, নারায়ণই পরতত্ত্ব, নারায়ণই পরজ্যোতিঃ, নারায়ণই পরম আত্মা।' 'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব', 'তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব,' 'তিনি আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি। তাহার পর পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষের জ্ঞানকেই মোক্ষসাধন উপাসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—'অজ্ঞানের অতীত, আদিত্যবর্ণ (জ্যোতির্ম্ময়) এই মহান্ পুরুষকে (পরব্রহ্মকে) আমি জানি।' 'লোকে সেই এই পুরুষকে জানিয়া ইহলোকেই অমৃত (জীবন্মুক্ত) হন। [তাঁহাকে পাইবার] আর অন্য পথ নাই।' ইত্যাদিরূপে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র একই অর্থের প্রতিপাদন করিতেছেন। আর বেদবিহিত বর্ণাশ্রমানুগত যজ্ঞপ্রভৃতিকেই মোক্ষোপায়ের অঙ্গীভূত কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন – 'ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন বা বেদোক্ত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ভোগনিবৃত্তি দ্বারা [ব্রহ্মকে] জানিতে ইচ্ছা করিবেন।' 'সন্ন্যাসিগণ এই আত্ম-লোক লাভ লালসায় প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়া থাকেন' ইত্যাদি।

উপাসনাবিধায়ক কোন কোন বাক্যে উল্লিখিত প্রজাপতি, শিব, ইন্দ্র, আকাশ ও প্রাণ প্রভৃতি শব্দের যে, তৈত্তিরীয়োপনিষদের নারায়ণসংজ্ঞক অনুবাকোক্ত (অংশ বিশেষে নির্ণীত) তত্ত্ব-নিরূপণেই তাৎপর্য্য, এ কথা "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" এই সূত্রেই প্রতিপাদিত

প্রতিপাদিতম্। তথা "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যারভ্য "স একাকী ন রমেত" [মহো০ ১।১] ইতি সৃষ্টিবাক্যোদিতং স্রষ্টারং নারায়ণমেব সমানপ্রকরণস্থাঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ*।" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইত্যাদিষু সাধারণাঃ সদ্ব্রহ্মাত্মাদিশব্দাঃ প্রতিপাদয়ন্তীতি "জন্মাদ্যস্য যতঃ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।২] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্। অতো বেদবিরুদ্ধ-তত্ত্বোপাসনানুষ্ঠানাভিধানাৎ পশুপতিমতমনাদরণীয়মেব ॥২॥২॥৩৫॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ (প্রেরণার অনুপপত্তি নিবন্ধন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—পাশুপতৈর্হি অনুমানমাত্রগম্যস্যেশ্বরস্য কেবলং প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বম্—নিমিত্তকারণত্বমাত্রমুচ্যতে। তথা সতি অশরীরস্য প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বানুপপত্তেঃ, সশরীরস্য চ সাবয়বত্বানিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসমেব তেষাং মতমিত্যর্থঃ।

পশুপতিমতাবলম্বীরা বলেন যে, একমাত্র অনুমানগম্য পরমেশ্বরই প্রকৃতির পরিচালক এবং তিনি কেবলই নিমিত্ত কারণ। তাহাদের একথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, তিনি শরীররহিত হইলে প্রকৃতির পরিচালনা করিতে পারেন না, আর শরীরী হইলেও তাহার সাবয়বত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হয়; সুতরাং তাঁহাদের মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না ॥২॥২॥৩৬॥]

বেদবাহ্যানামনুমানাৎ হি কেবলনিমিত্তেশ্বরকল্পনা; তথা সতি দৃষ্টানু-

---

হইয়াছে। এইরূপ, '[সৃষ্টির পূর্ব্বে] একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, ঈশানও (শিবও) ছিলেন না' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'তিনি একাকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না', এই সৃষ্টিবাক্যে যে-নারায়ণকে স্রষ্টা বলা হইয়াছে, তাহারই সমানপ্রকরণস্থ 'হে সোম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎস্বরূপই ছিল,' ইত্যাদি স্থানীয় অর্থবিশেষে অপ্রযুক্ত (যে সমস্ত শব্দ কোন একটি বিশেষার্থে নিবদ্ধ নাই,) সেই সৎ, ব্রহ্ম ও আত্মা প্রভৃতি শব্দও সেই নারায়ণকেই প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাও "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বের (শিবাদির) উপাসনাবিধি প্রতিপাদন করায় পাশুপত সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অনাদরণীয় ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৫ ॥

বেদবহির্ভূত পাশুপতগণ যদি অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরকে কেবলই নিমিত্তকারণস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে লোকদৃষ্টানুসারে ঈশ্বরকেও কুম্ভকারাদির ন্যায় অধিষ্ঠান

---

* 'খ' পুস্তকেতু "আসীৎ" শব্দো নাস্তি।

সারেণ কুলালাদিবদধিষ্ঠানং কর্ত্তব্যম্ ; ন চ কুলালাদের্ম্দাদ্যধিষ্ঠানবৎ পশুপতের্নিমিত্তভূতস্য প্রধানাধিষ্ঠানমুপপদ্যতে, অশরীরত্বাৎ ; সশরীরাণামেব হি কুলালাদীনামধিষ্ঠানশক্তির্দৃষ্টা ; নচেশ্বরস্য সশরীরত্বমভ্যুপগন্তব্যম্ ; তচ্ছরীরস্য সাবয়বস্য নিত্যত্বেঽনিত্যত্বে চ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" [১।১।৩] ইত্যত্র দোষস্যোক্তত্বাৎ ॥২॥২॥৩৬॥

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥২॥২॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—করণবৎ (ভোগসাধন দেহাদির ন্যায়) চেৎ (যদি), ন (না) ভোগাদিভ্যঃ (কর্ম্মফল-ভোগাদির সম্ভাবনা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ক্ষেত্রজ্ঞো জীবো যথা স্বয়মশরীরোঽপি করণানি ভোগসাধনানি দেহেন্দ্রিয়াণি অধিতিষ্ঠতি, ঈশ্বরোঽপি তথৈব প্রধানম্ অধিতিষ্ঠেৎ, ইতি চেদুচ্যেত, তৎ ন বক্তব্যম্ ; কুতঃ ? ভোগাদিভ্যঃ—কর্ম্মাধীন-ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানস্য ভোগার্থত্ববৎ ঈশ্বরস্যাপি ভোগাদিপ্রসক্তেঃ, ন চেশ্বরস্যাপি ভোগোঽভ্যুপগম্যতে তৈরপীতি ভাবঃ।

যদি বল, দেহস্বামী জীব যেমন স্বয়ং শরীররহিত হইয়াও ভোগসাধন দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক বা অধ্যক্ষ হইয়া থাকে, অশরীর ঈশ্বরও তেমনি প্রকৃতির পরিচালনা করিবেন ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও প্রকৃতিতে ভোগাদি সম্ভাবিত হইতে পারে ; অথচ তাহারাও ত ঈশ্বরের কোনরূপ ভোগ স্বীকার করে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৭ ॥]

যথা ভোক্তুর্জীবস্য করণ-কলেবরাদ্যধিষ্ঠানমশরীরস্যৈব দৃশ্যতে, তদ্বৎ মহেশ্বরস্যাপ্যশরীরস্য চ প্রধানাধিষ্ঠানমুপপদ্যত ইতি চেৎ; ন, ভোগাদিভ্যঃ,

---

করিতে হইবে, অর্থাৎ শরীর দ্বারা কার্য্য-পরিচালনা করিতে হইবে। অথচ কুম্ভকার প্রভৃতিরা যেরূপ মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানে অধিষ্ঠান করে, নিমিত্তকারণস্বরূপ পশুপতির পক্ষে কিন্তু প্রকৃতির উপর সেরূপ অধিষ্ঠান করা কখনই উপপন্ন হয় না ; কারণ, তিনি অশরীরী—[অধিষ্ঠানোপযোগী] শরীররহিত। জগতে সশরীর কুম্ভকারাদিরই অধিষ্ঠান-সামর্থ্য (কার্য্যোৎপাদন ক্ষমতা) দৃষ্ট হয় ; অথচ, ঈশ্বরের সশরীরত্ব কখনও স্বীকার করিতে পারা যায় না ; কেন না, তাঁহার শরীর যখন সাবয়ব, তখন তাহা নিত্যই হউক আর অনিত্যই হউক, তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ ঘটে, তাহা "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রেই অভিহিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৬ ॥]

যদি বল, শরীররহিত হইলেও ভোক্তা জীবকে যেরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ মহেশ্বর স্বয়ং অশরীর হইয়াও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিতে পারেন ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, [তাহা হইলে মহেশ্বরেরও] ভোগাদির সম্ভাবনা হয়।

পুণ্যপাপরূপাদৃষ্টকারিতং হি তদধিষ্ঠানম্ ; তদ্বৎ পশুপতেরপি পুণ্যপাপরূপাদৃষ্টবত্তয়া তৎফলভোগাদি সর্ব্বং প্রসজ্যেত ; অতো নাধিষ্ঠানসম্ভবঃ ॥২॥২॥৩৭॥

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥২॥২॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তবত্ত্বম্ (সসীমভাব) অসর্ব্বজ্ঞতা (সর্ব্বজ্ঞতার অভাব) বা (অথবা)।]

[সরলার্থঃ—মহেশ্বরস্যাপি পুণ্যাপুণ্যবত্ত্বে সতি ক্ষেত্রজ্ঞবৎ অন্তবত্ত্বং সৃষ্টিসংহারাস্পদত্বম্, অসর্ব্বজ্ঞত্বং চ প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ।

মহেশ্বরেরও যদি পুণ্যপাপ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জীবের ন্যায় তাঁহারও সৃষ্টি-সংহারাদি সম্ভাবিত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৮ ॥ সপ্তম পশুপত্যদিকরণ ॥ ৭ ॥]

বাশব্দশ্চার্থে ; পশুপতেঃ পুণ্যাপুণ্যরূপাদৃষ্টবত্ত্বে জীববদন্তবত্ত্বং সৃষ্টিসংহারাদ্যাস্পদত্বম্ অসর্ব্বজ্ঞতা চ স্যাৎ, ইত্যনাদরণীয়মেবেদং মতম্। "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ [পূর্ব্বমী০ ১।১।৩৮] ইত্যাদিনা বেদবিরুদ্ধস্যানাদরণীয়ত্বে সিদ্ধেঽপি পশুপতিমতস্য বেদবিরুদ্ধতাখ্যাপনার্থং "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি পুনরারম্ভঃ। যদ্যপি পাশুপত-শৈবয়োর্বেদাবিরোধিন ইব কেচন ধর্ম্মাঃ প্রতীয়ন্তে ; তথাপি বেদবিরুদ্ধনিমিত্তোপাদানভেদ-

---

জীবের যে, দেহেন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান, পুণ্য ও পাপকর্ম্মের ফলভোগই তাহার উদ্দেশ্য, এবং পুণ্য ও পাপারূপ অদৃষ্টই তাহার কারণ ; সেইরূপ মহেশ্বরেরও পুণ্যপাপরূপ অদৃষ্ট স্বীকার কারায় তদনুরূপ ফলভোগাদিও সমস্তই তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে ; অতএব তাঁহার অধিষ্ঠান সম্ভবপর হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৭ ॥

[সূত্রস্থ] 'বা' শব্দটি চকারার্থে (সমুচ্চয়ার্থে) প্রযুক্ত। পশুপতিরও পুণ্যাপুণ্যরূপ অদৃষ্টসম্বন্ধ স্বীকার করিলে জীবের ন্যায় তাঁহারও অন্তবত্ত্ব—সৃষ্টি, সংহার এবং অসর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে ; অতএব এই মতটি অবশ্যই অনাদরণীয় বা উপেক্ষার যোগ্য। ['শ্রুতির সহিত] বিরোধ উপস্থিত হইলে [স্মৃতিবাক্য আদরণীয় নহে'] ইত্যাদি প্রমাণে বেদবিরুদ্ধ মতের অনাদরণীয়তা (উপেক্ষণীয়তা) সিদ্ধ থাকিলেও পশুপতিমতের বেদবিরুদ্ধতা প্রতিপাদনার্থই "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" এই অধিকরণ পুনর্ব্বার আরব্ধ হইয়াছে। যদিও অপাতদৃষ্টিতে পাশুপত ও শৈবসম্প্রদায়োক্ত কোন কোন ধর্ম্ম বেদবিরুদ্ধ নয় বলিয়াই যেন প্রতীত হয় সত্য, তথাপি বেদবিরুদ্ধ নিমিত্ত ও উপাদানকারণের ভেদকল্পনা, এবং পর ও অপর তত্ত্বের বিপর্য্যয়-কল্পনাই

কল্পনা-পরাবরতত্ত্বব্যত্যয়কল্পনামূলত্বাৎ সর্ব্বমসমঞ্জসমেবেতি 'অসামঞ্জস্যাৎ' ইত্যুক্তম্ ॥২॥২॥৩৮॥ [সপ্তমং পশুপত্যধিকরণম্ ॥৭॥]

[উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্।] উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥২॥২॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ (যেহেতু উৎপত্তির সম্ভব হয় না)।]

ইদানীং পঞ্চরাত্রাখ্য-সাত্বতদর্শনসম্মতং সিদ্ধান্তং পরিষ্কর্ত্তুমুপক্রমতে "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ সূত্রৈঃ। এষা হি তেষাং প্রক্রিয়া—ভগবান্ বাসুদেব এবৈকঃ পরমকারণং পরং ব্রহ্ম, তস্মাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, তস্মাৎ প্রদ্যুম্নাখ্যং মনঃ, তস্মাচ্চ অনিরুদ্ধসংজ্ঞকোঽহঙ্কারো জায়তে ইতি।

তত্রোচ্যতে—নৈতৎ মতং সমীচীনম্; কুতঃ? উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ, অনাদিনিত্যস্য জীবস্য উৎপত্তেঃ শ্রুতিবিরুদ্ধতয়া অসম্ভবাদিত্যর্থঃ।

পাঞ্চরাত্রসম্মত সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে; কারণ, তাহাদের অভিমত জীবোৎপত্তি সম্ভবপর হয় না; কেন না, শ্রুতিতে জীবকে অনাদিনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৯ ॥]

কপিলাদিতন্ত্রসামান্যাদ্ ভগবদভিহিত-পরমনিঃশ্রেয়সসাধনাববোধিনি পঞ্চরাত্রতন্ত্রেঽপ্যপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে। তত্রৈবমাশঙ্ক্যতে—"পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞোঽহঙ্কারো জায়তে" [পরমসংহিতা] ইতি হি ভাগবতপ্রক্রিয়া।

যখন ঐ সমস্ত ধর্ম্মের মূল; তখন তৎসমস্তই সামঞ্জস্যহীন অসঙ্গত; এইজন্য "অসামঞ্জস্যাৎ" হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৮ ॥ সপ্তম পশুপত্যধিকরণ ॥ ৭ ॥]

কপিলাদিকৃত শাস্ত্রের সহিত সাদৃশ্য থাকায় স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক অভিহিত মোক্ষসাধন-বোধক পঞ্চরাত্রনামক শাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া এখন তাহারই পরিহার করা হইতেছে*—পরম কারণ পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে

পূর্ব্বপক্ষ]

প্রদ্যুম্ননামক মন জন্ম লাভ করে, তাঁহা হইতে আবার অনিরুদ্ধসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণনামক জীব উৎপন্ন হন, সংকর্ষণ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, ইহাই ভাগবতদিগের সিদ্ধান্ত প্রণালী†।

---

* তাৎপর্য্য—এই উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণটি উনচাল্লিশ হইতে বিয়াল্লিশ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পঞ্চরাত্রাভিমত চতুর্ব্যূহবাদ, (২) সংশয়—ঐ মতটি প্রামাণিক কি অপ্রামাণিক? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতি প্রামাণ্যানুসারে এই মতটি অসঙ্গতই বটে। (৪) উত্তর—না এই মতটি অসঙ্গত নহে; কারণ, শ্রুতিতে সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির ও স্বেচ্ছানুসারে অবতারের কথা উল্লিখিত আছে; (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ—অপ্রামাণিক বা উপেক্ষণীয় নহে।

† তাৎপর্য্য—এই পাঞ্চরাত্র তন্ত্রকে 'সাত্বতদর্শন'ও বলা হয়; এতৎসংক্রান্ত গ্রন্থনিচয় বহুভাগে বিভক্ত।

অত্র জীবস্যোৎপত্তিঃ শ্রুতিবিরুদ্ধা প্রতীয়তে; শ্রুতয়ো হি জীবস্যানাদিত্বং বদন্তি "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদ্যাঃ ॥২॥ ২॥৩৯॥

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥২॥২॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) চ (ও) কর্ত্তুঃ (কর্ত্তা হইতে) করণম্ (করণ-সাধন) [উৎপন্ন হয়]।]

[সরলার্থঃ—'সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নাখ্যং মনো জায়তে' ইতি যদুক্তম্, অত্রোচ্যতে—কর্ত্তুঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকাৎ জীবাৎ করণং প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকং মনশ্চ উৎপত্তুং ন সম্ভবতি; "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ এব করণানামুৎপত্ত্যবগমাদিত্যাশয়ঃ ॥

বিশেষতঃ কর্ত্তা—সংকর্ষণ হইতে যে, তাহারা করণস্বরূপ (মনোরূপী) প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি বলেন, তাহাও সম্ভবপর হয় না; কারণ, শ্রুতিতে পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত করণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥]

"সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে" ইতি কর্ত্তুঃ জীবাৎ করণস্য মনস উৎপত্তির্ন সম্ভবতি, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" [মুণ্ড০ ২।১,৩] ইতি পরস্মাদেব ব্রহ্মণো মনসোঽপ্যুৎপত্তিশ্রুতেঃ। অতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাদস্যাপি তন্ত্রস্য প্রামাণ্যং প্রতিষিদ্ধ্যত ইতি ॥২॥২॥৪০॥

এখানে যে, জীবের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, তাহা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে; কারণ, 'বিপশ্চিৎ (বিদ্বান্—জীব) জন্মে না, মরেও না' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ জীবাত্মার অনাদিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, [অতএব পাঞ্চরাত্র মতটি প্রমাণসিদ্ধ নহে] ॥২॥·॥৩৯॥

'সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মন উৎপন্ন হয়' এই যে, কর্ত্তা জীব হইতে করণ বা ভোগসাধন মনের উৎপত্তি নির্দ্দেশ, তাহাও সম্ভবপর হয় না; কেন না, মনেরও পরব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তিবোধক 'ইহাঁ হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব শ্রুতিবিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতিপাদন করায় এই পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য প্রত্যাখ্যাত হইতেছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥

সাধারণতঃ ইহাদের সম্মত মতটি এইরূপ—বাসুদেবব্যূহ, সংকর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ ও অনিরুদ্ধব্যূহ; এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে বাসুদেব হইতেছেন জগৎকারণীভূত বিজ্ঞানস্বরূপ সাক্ষাৎ পর ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে দ্বিতীয় ব্যূহ সংকর্ষণসংজ্ঞক জীব সংকর্ষণ হইতে তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মনঃ এবং প্রদ্যুম্ন হইতেও আবার চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধনামক অহঙ্কার উৎপন্ন হন। ভক্তবৎসল বাসুদেবই স্বেচ্ছানুসারে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই ত্রিবিধ দেহ ও নাম-গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং সঙ্কর্ষণাদিরাও তাঁহার অবতার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

[সিদ্ধান্তঃ —]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥২॥২॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিজ্ঞানাদিভাবে (জ্ঞানস্বরূপ এবং আদি বা কারণীভূত ব্রহ্মভাব হেতু) বা (আশঙ্কানিবৃত্তিসূচক) তদপ্রতিষেধঃ (অপ্রামাণ্যের অভাব—প্রামাণ্যসহ)।]

[সরলার্থঃ—'বা'শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্তৌ। বিজ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপম্, তচ্চ তৎ আদি—পরমকারণঞ্চেতি বিজ্ঞানাদি—পরব্রহ্মেত্যর্থঃ। ততশ্চ সঙ্কর্ষণাদীনাং পরব্রহ্মভাবে নিশ্চিতে সতি "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ-স্বেচ্ছাবতারস্যৈবাত্র অভিধানাৎ তদপ্রতিষেধঃ—তস্য প্রামাণ্যস্য অপ্রতিষেধঃ প্রমাণ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। জীবাদিশব্দাশ্চ শরীরবিশেষধারিণাং বাচকা ইতি ভাবঃ।

সংকর্ষণ প্রভৃতিরাও জ্ঞানস্বরূপ ; সুতরাং 'তিনি জন্মহীন হইয়াও বহুরূপে প্রাদুর্ভূত হন', ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত স্বেচ্ছাধীন অবতারের কথা অভিহিত হওয়ায় পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাহত হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪১ ॥]

বা-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ত্ততে ; বিজ্ঞানং চ আদি চেতি পরব্রহ্ম—বিজ্ঞানাদি। সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্মভাবে সতি তৎপ্রতিপাদনপরস্য শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং ন প্রতিষিধ্যতে। এতদুক্তং ভবতি—ভাগবত-প্রক্রিয়ামজানতামিদং চোদ্যম্—যজ্জীবোৎপত্তির্বিরুদ্ধাভিহিতা—ইতি। বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব আশ্রিতবৎসলং স্বাশ্রিতসমাশ্রয়ণীয়ত্বায় স্বেচ্ছয়া চতুর্ধা অবতিষ্ঠতে, ইতি হি তৎপ্রক্রিয়া। যথা পৌষ্করসংহিতায়াম্—

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—"বিজ্ঞানাদিভাবে" ইত্যাদি। সূত্রস্থ 'বা' শব্দে পূর্ব্বপক্ষ (আপত্তি) নিবারিত হইতেছে। 'বিজ্ঞানাদি' অর্থ—বিজ্ঞান ও আদি (সর্ব্বকারণীভূত) পরব্রহ্ম। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধও যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্মস্বরূপ ; তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনই ব্যাহত হইতে

সিদ্ধান্ত—]

পারে না। এই কথাই বলা হইতে যে, যাহারা ভাগবতশাস্ত্রের (পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের) প্রতিপাদনপ্রণালী অবগত নহে, তাহারাই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। কেন না, আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্মই আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়প্রদানার্থ—স্বেচ্ছায় আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাহাদের প্রতিপাদনপ্রণালী। যথা পৌষ্করসংহিতায়—'যাহাতে গুরুশিষ্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ

"কর্ত্তব্যত্বেন বৈ যত্র চাতুরাত্ম্যমুপাস্যতে।
ক্রমাগতৈঃ স্বসংজ্ঞাভির্ব্রাহ্মণৈরাগমস্তু তৎ।"

ইত্যাদি। তচ্চ চাতুরাত্ম্যোপাসনং বাসুদেবাখ্যপরব্রহ্মোপাসনমিতি সাত্বতসংহিতায়ামুক্তম্—

"ব্রাহ্মণানাং হি সদ্‌ব্রহ্ম-বাসুদেবাখ্যযাজিনাম্।
বিবেকদং পরং শাস্ত্রং ব্রহ্মোপনিষদং মহৎ॥" ইতি।

তদ্ধি বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম সম্পূর্ণষাড়্‌গুণ্যবপুঃ সূক্ষ্মব্যূহ-বিভবভেদ-ভিন্নং যথাধিকারং ভক্তৈঃ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা অভ্যর্চ্চিতং সম্যক্ প্রাপ্যতে। বিভবার্চ্চনাদ্‌ব্যূহং প্রাপ্য ব্যূহার্চ্চনাৎ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সূক্ষ্মং প্রাপ্যত-ইতি বদন্তি। বিভবো হি নাম রামকৃষ্ণাদিপ্রাদুর্ভাবগণঃ, ব্যূহঃ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধরূপশ্চতুর্ব্ব্যূহঃ। সূক্ষ্মং তু কেবলষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহং বাসু-দেবাখ্যং পরব্রহ্ম। যথা পৌষ্করে—

"যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
অস্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা" ইত্যাদি।

কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চতুর্ব্যূহের উপাসনা করেন, তাহাই আগম (পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র)' ইত্যাদি। সেই চাতুরাত্ম্যোপাসনাই যে, বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মের উপাসনা, সাত্বতসংহিতায় (এই শাস্ত্রেই) তাহাও উক্ত হইয়াছে। যথা—'বাসুদেবসংজ্ঞক সৎব্রহ্মের উপাসক ব্রাহ্মণগণের বিবেক-জ্ঞানপ্রদ ইহাই উত্তম ব্রহ্মোপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক শাস্ত্র' ইতি।

সম্পূর্ণ ষড়্‌বিধগুণসম্পন্ন* এবং সূক্ষ্ম ব্যূহরূপ বিশিষ্টসম্পত্তিশালী সেই বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহকৃত কর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন।' তাহারা বলেন—ভগবদ্বিভব অর্চ্চনায় প্রথমে ব্যূহপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর ব্যূহের আরাধনায় আবার বাসুদেবাখ্য সূক্ষ্ম পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। বিভব অর্থ—রামকৃষ্ণাদি অবতার সমূহ। ব্যূহ অর্থ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহ। আর সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতেছেন কেবলই ষড়্‌বিধ গুণময়দেহধারী বাসুদেবনামক পরব্রহ্ম। যথা পৌষ্কর-সংহিতায়—'যেহেতু এই শাস্ত্রোপদেশানুসারেই জ্ঞানপূর্ব্বক (জ্ঞানসহকৃত) কর্ম্ম দ্বারা বাসুদেব-নামক অব্যয় পরব্রহ্ম লব্ধ হন' ইত্যাদি। অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি ব্যূহত্রয় এই পরব্রহ্মেরই

* তাৎপর্য্য—ভগবান্ মহেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ ষড়্‌বিধ গুণই আবার স্থলবিশেষে ষড়্‌বিধ 'অঙ্গ' নামেও প্রসিদ্ধ আছে। যথা—"সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য॥"
(যোগসূত্রে বাচস্পতিকৃত টীকা, ২৫ সূত্র)

অতঃ সঙ্কর্ষণাদীনামপি পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বেচ্ছাবিগ্রহরূপত্বাৎ "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতিসিদ্ধস্যৈবাশ্রিত-বাৎসল্যনিমিত্ত-স্বেচ্ছাবিগ্রহ-সংগ্রহরূপজন্মনোঽভিধানাৎ তদভিধায়িশাস্ত্রপ্রামাণ্যস্যাপ্রতিষেধ ইতি। তত্র জীব-মনোঽহঙ্কারতত্ত্বানামধিষ্ঠাতারঃ সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ, ইতি তেষামেব জীবাদিশব্দৈরভিধানমবিরুদ্ধম্ ; যথা আকাশ-প্রাণাদিশব্দৈঃ ব্রহ্মণোঽভিধানম্ ॥২॥২॥৪১॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥২॥২॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপ্রতিষেধাৎ (নিষিদ্ধ হওয়ায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—তস্মিন্ অপি শাস্ত্রে—

"ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তস্যাশ্চ পুরুষস্য চ। স হ্যনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ॥"

ইতি জীবোৎপত্তের্বিশেষেণ প্রতিষিদ্ধত্বাচ্চ শ্রুত্যবিরোধ ইত্যর্থঃ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই ব্যাপক ; এই ব্যাপকত্বনিবন্ধনই তাহাদের সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধেরই নাম—জন্ম, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পুরুষ (জীব) অনাদি ও অনন্ত, অর্থাৎ পুরুষের জন্মও নাই, বিনাশও নাই॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪২ ॥]

বিপ্রতিষিদ্ধা হি জীবোৎপত্তিস্তস্মিন্নপি তন্ত্রে ; যথোক্তং পরম-সংহিতায়াম্—

"অচেতনা পরার্থা চ নিত্যা সততবিক্রিয়া।
ত্রিগুণা কর্ম্মিণাং ক্ষেত্রং প্রকৃতেরূপমুচ্যতে॥

স্বেচ্ছাকৃত শরীরস্বরূপ; সেই হেতুই 'যিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন' এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিতবাৎসল্যনিবন্ধন স্বীয় ইচ্ছাকৃত (পাপপুণ্য-কর্ম্মাধীন নহে, এরূপ) শরীরধারণরূপ জন্ম, তাহা প্রতিপাদন করায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ব্যূহত্রয়ই জীব, মনঃ ওঅহঙ্কারনামক তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক ; এই কারণে, আকাশ ও প্রাণ প্রভৃতি শব্দে যেমন ব্রহ্মের উল্লেখ হইয়া থাকে, তেমনি 'জীব' প্রভৃতি শব্দেও তাহাদের উল্লেখ করা বিরুদ্ধ হয় না॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪১ ॥

বিশেষতঃ সেই শাস্ত্রেও (পঞ্চরাত্র শাস্ত্রেও) জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরম-সংহিতায় যেপ্রকার উক্ত হইয়াছে—'অচেতন, পরার্থ (পুরুষের ভোগসাধক) নিত্য ও নিরন্তর বিকারশীল ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জীবগণের কর্ম্মক্ষেত্র, এবং ইহাই প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ বলিয়া

ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তস্যাশ্চ পুরুষস্য চ।
স হ্যনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ॥" ইতি।

এবং সর্ব্বাস্বপি সংহিতাসু জীবস্য নিত্যত্ববচনাৎ জীবস্বরূপোৎপত্তিঃ পঞ্চরাত্রতন্ত্রে প্রতিষিদ্ধৈব। জন্মমরণাদিব্যবহারস্তু লোক-বেদয়োঃ জীবস্য যথোপপদ্যতে, তথা "নাত্মা শ্রুতেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ২।৩।১৮] ইত্যত্র বক্ষ্যতে। অতো জীবস্যোৎপত্তিস্তত্রাপি প্রতিষিদ্ধৈবেতি জীবোৎপত্তিবাদনিমিত্তা-প্রামাণ্যশঙ্কা দূরোৎসারিতা।

যশ্চৈষ কেষাঞ্চিদুদ্ঘোষঃ "সাঙ্গেষু বেদেষু নিষ্ঠামলভমানঃ শাণ্ডিল্যঃ পঞ্চরাত্রশাস্ত্রমধীতবান্" [পঞ্চরাত্র০] ইতি। সাঙ্গেষু বেদেষু পুরুষার্থ-নিষ্ঠা ন লব্ধেতি বচনাদ্ বেদবিরুদ্ধমেবেদং তন্ত্রমিতি। সোঽপ্যনাঘ্রাত-বেদবচসামনাকলিত-তদুপবৃংহণন্যায়কলাপানাং শ্রদ্ধামাত্রবিজৃম্ভিতঃ। যথা "প্রাতঃ প্রাতরনৃতং তে বদন্তি, পুরোদয়াৎ জুহ্বতি যেঽগ্নিহোত্রম্"

কথিত হয়। ব্যাপকতাবশতঃ সেই প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ উপস্থিত হয়; প্রকৃতপক্ষে সেই সম্বন্ধ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া অবধারিত।' এইরূপে সমস্ত সংহিতাতেই জীবের নিত্যত্ব নির্ণীত হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেও জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তিবাদ নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে। লোকব্যবহারে এবং বেদশাস্ত্রেও জীবের জন্মমরণাদি ব্যবহার যেরূপে উপপন্ন হইতে পারে, তাহা "নাত্মা শ্রুতেঃ" এই সূত্রে কথিত হইবে। অতএব, পঞ্চরাত্র-তন্ত্রেও জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধই হইয়াছে; সুতরাং জীবোৎপত্তিবাদ উপলক্ষ করিয়া যে, অপ্রামাণ্যাশঙ্কা, তাহা সুদূরপরাহত।

আর কেহ কেহ যে, উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিয়া থাকেন,—'শাণ্ডিল্য ঋষি ষড়ঙ্গসমন্বিত(*) বেদে পুরুষার্থ-নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম পুরুষার্থ-মোক্ষের সাধক উপায় দেখিতে না পাইয়া 'পঞ্চরাত্র' শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।' এই স্থলে বেদ ও বেদাঙ্গে পুরুষার্থ লাভ হয় নাই বলায় এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রকে যে, বেদবিরুদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাহাও কেবল, যাহারা বেদবাক্যের গন্ধমাত্রও আঘ্রাণ করে নাই, এবং বেদানুকূল যুক্তিতর্কও অবগত হয় নাই, তাহাদেরই কেবল শ্রদ্ধার পরিস্ফুরণ মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'যাহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হোম করেন, তাহারা

(*) তাৎপর্য্য—বেদার্থবোধে সহায়তা করে বলিয়া শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি শাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলে। তন্মধ্যে, শিক্ষাশাস্ত্রে শব্দোচ্চারণাদির প্রণালী, কল্প শাস্ত্রে যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পদ্ধতি, ব্যাকরণ শাস্ত্রে শব্দসাধন প্রণালী, নিরুক্ত শাস্ত্রে বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি বা যৌগিকার্থ-প্রকাশন, ছন্দঃশাস্ত্রে ছন্দোবন্ধ এবং জ্যোতিঃ শাস্ত্রে কর্ম্মোপযোগী কাল নিরূপিত হইয়াছে।

[ঐতরে০ব্রা০ ৫। ৬] ইতি অনুদিতহোমনিন্দা উদিতহোমপ্রশংসার্থে-ত্যুক্তম্; যথা চ ভূমবিদ্যাপ্রক্রমে নারদেন "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি, যজুর্ব্বেদং, সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমম্" [ছান্দো০ ৭। ১। ২] ইত্যারভ্য সর্বং বিদ্যাস্থানমভিধায় "সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ" ইতি ভূমবিদ্যাব্যতিরিক্তাসু সর্ব্বাসু বিদ্যাসু আত্মবেদনালাভবচনং বক্ষ্যমাণভূমবিদ্যা-প্রশংসার্থং কৃতম্; অথবা অস্য নারদস্য সাঙ্গেষু বেদেষু যৎ পরতত্ত্বং প্রতিপাদ্যতে, তদলাভনিমিত্তোঽয়ং বাদঃ; এবমেব শাণ্ডিল্যস্যেতি পশ্চাদ্বেদান্তবেদ্য-বাসুদেবাখ্য-পরব্রহ্ম-তত্ত্বাভিধানাদবগম্যতে। তথা বেদার্থস্য দুর্জ্ঞানতয়া সুখাববোধার্থঃ শাস্ত্রারম্ভঃ পরমসংহিতায়ামুচ্যতে—

"অধীতা ভগবন্ বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ।
শ্রুতানি চ ময়াঙ্গানি বাকো বাক্যযুতানি চ।"

প্রত্যহ প্রাতঃকালে অসত্যভাষণ করেন,' এই শ্রুতিতে যেরূপ সূর্যোদয়ের পরকালীন হোমের প্রশংসার্থ উদয়ের পূর্ব্বকালীন হোমের নিন্দা করা হইয়াছে, বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ; এবং ভূমবিদ্যাপ্রক্রমে (ব্রহ্মবিদ্যা-বর্ণনের প্রসঙ্গে) নারদ ঋষি 'হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ স্মরণ করিতেছি (অবগত আছি), যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, এবং পঞ্চম বেদ ইতিহাস-পুরাণও [স্মরণ করিতেছি],' এই হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিদ্যাস্থানের (জ্ঞান-শাস্ত্রের) উল্লেখ করিয়া 'হে ভগবন্, সেই আমি হইতেছি কেবলই মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ নহি, অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্র সমূহ হইতে আমি কেবল মন্ত্রতত্ত্বই অবগত হইয়াছি, কিন্তু আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত আছি', এই স্থলে ব্রহ্মবিদ্যাতিরিক্ত অপর সমস্ত বিদ্যাতে আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অভাবকথন যেমন কেবল পরবর্ত্তী ভূম-বিদ্যার প্রশংসার্থ; অথবা, ষড়ঙ্গসমন্বিত বেদের মধ্যে যে পরতত্ত্ব অভিহিত আছে, তাহার অলাভবশতঃ যেমন নারদের ঐরূপ উক্তি, শাণ্ডিল্যের উক্তিও যে, ঠিক তদ্রূপই বটে, [বেদবহির্ভূতার্থখ্যাপনের নিমিত্ত নহে]; ইহা পশ্চাদ্বর্ত্তী বেদান্ত-বেদ্য, বাসুদেবনামক পরব্রহ্মতত্ত্বের উল্লেখ হইতেই জানা যাইতেছে। এইরূপ বেদার্থের দুর্জ্ঞেয়তা-নিবন্ধন লোকের অনায়াসে বোধ সম্পাদনার্থই যে, এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের আরম্ভ, তাহাও 'পরমসংহিতা' গ্রন্থে উক্ত আছে—'হে ভগবন্, অঙ্গোপাঙ্গসমন্বিত * সবিস্তর বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং বাক্যযুক্তিবিশিষ্ট বেদাঙ্গসমূহও আমি শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু, এ

---

* তাৎপর্য্য—শিক্ষা ও কল্পসূত্র প্রভৃতি ছয়টিকে 'বেদাঙ্গ' বলে, আর ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রকে বেদের 'উপাঙ্গ' কহে।

ন চৈতেষু সমস্তেষু সংশয়েন বিনা ক্বচিৎ।
শ্রেয়োমার্গং প্রপশ্যামি যেন সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥" [পঞ্চরাত্র০] ইতি।
"বেদান্তেষু যথাসারং সংগৃহ্য ভগবান্ হরিঃ।
ভক্তানুকম্পয়া বিদ্বান্ সংচিক্ষেপ যথাসুখম্ ॥"
[মহাভা০ শান্তি-মোক্ষ০ ৩৩৫।১] ইতি চ।

অতঃ স ভগবান্ বেদান্তবেদ্যঃ * পরব্রহ্মাভিধানো বাসুদেবো নিখিল-হেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানানন্তজ্ঞানানন্দাদ্যপরিমিতোদারগুণসাগরঃ সত্য-সংকল্পশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য-চাতুরাশ্রম্যব্যবস্থয়াবস্থিতান্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যপুরুষার্থা-ভিমুখান্ ভক্তানবলোক্য অপারকারুণ্যসৌশীল্যবাৎসল্যৌদার্য্যমহোদধিঃ স্বস্বরূপ-স্ববিভূতি-স্বারাধন-তৎফলযাথাত্ম্যাববোধিনো বেদান্ ঋগ্‌যজুঃ-সামাথর্ব্বভেদভিন্নানপরিমিতশাখান্ বিধ্যর্থবাদমন্ত্ররূপান্ স্বেতর-সকলসুর-নরদুরবগাহাংশ্চাবধার্য্য তদর্থযাথাত্ম্যাববোধি পঞ্চরাত্রং শাস্ত্রং স্বয়মেব নিরমিমীতেতি নিরবদ্যম্।

সমস্তের মধ্যে কোথাও নিঃসংশয়রূপে এমন শ্রেয়ঃপথ দেখিতেছি না, যাহা দ্বারা সিদ্ধি লাভ হইবে।' অপিচ 'বেদার্থবিৎ ভগবান্ বেদব্যাস যেমন ভক্তজনের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদান্তের সারসংগ্রহপূর্ব্বক সংক্ষেপ (ব্রহ্মসূত্র রচনা) করিয়াছেন।' অতএব বুঝিতে হইবে যে, অপার করুণা, বাৎসল্য ও সুশীলতার মহাসমুদ্রস্বরূপ, একমাত্র বেদবেদ্য, সর্ব্ববিধ হেয়বিরোধী কল্যাণময় গুণপরায়ণ, অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ ও অপরিমিত উদারতাগুণের সাগর পরব্রহ্মসংজ্ঞক ভগবান্ বাসুদেব চতুর্ব্বিধ বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি) ও আশ্রমব্যবস্থানুসারে অবস্থিত† নিজ ভক্তগণকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থলাভে সমুৎসুক দর্শন করিয়া এবং আপনার স্বরূপ, বিভূতি, আরাধনা ও আরাধনার যথাযথ ফলাদিপ্রতিপাদক, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদে বিভক্ত, অসংখ্য শাখাসমন্বিত এবং বিধি, অর্থবাদ ও মন্ত্ররূপী বেদসমূহকে তিনি ভিন্ন অপরের—সুর ও নরগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় অবধারণ করিয়া ভক্তানুগ্রহার্থ বেদের যথার্থ তত্ত্বাববোধক এই 'পঞ্চরাত্র' শাস্ত্র নিজেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সুতরাং এই শাস্ত্রটি নির্দ্দোষ।

---

* বেদৈকবেদ্যঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

† তাৎপর্য্য—আর্য্য শাস্ত্রমতে মৌলিক বর্ণ চতুর্ব্বিধ—(১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য ও (৪) শূদ্র। এতদ্ভিন্ন আরও যে সমস্ত জাতি আছে, তাহাদিগকে 'অন্তরাল বর্ণ' বলে; তাহারাও যথাসম্ভব উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়েরই ধর্ম্ম ও আচার গ্রহণে অধিকৃত। আশ্রমও চতুর্ব্বিধ—(১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ, ও (৪) সন্ন্যাস। প্রত্যেক লোককেই উক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের অন্যতম আশ্রমে প্রবিষ্ট থাকিতে হইবে, নচেৎ প্রত্যবায়ী হইতে হয়।

[শাঙ্কর-ব্যাখ্যাদূষণম্]

যত্তু— পরৈঃ সূত্রচতুষ্টয়ং কস্যচিদ্ বিরুদ্ধাংশস্য প্রামাণ্যনিষেধপরং ব্যাখ্যাতম্, তৎ সূত্রাক্ষরানমুগুণং সূত্রকারাভিপ্রায়বিরুদ্ধং চ। তথাহি— সূত্রকারেণ বেদান্তন্যায়াভিধায়ীনি সূত্রাণ্যভিধায় বেদোপবৃংহণায় চ ভারতসংহিতাং শতসাহস্রিকাং কুর্ব্বতা মোক্ষধর্ম্মে [শান্তি° ৩৩৫।১।৩৩৬। ৩২] জ্ঞানকাণ্ডেঽভিহিতম্—

"গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাস্থাতুং দেবতাং কাং যজেত সঃ॥"

ইত্যারভ্য মহতা প্রবন্ধেন পঞ্চরাত্রশাস্ত্রপ্রক্রিয়াং প্রতিপাদ্য—

"ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ।
আবিধ্য মতি-মন্থানং দধ্নো ঘৃতমিবোদ্ধৃতম্।
নবনীতং যথা দধ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা।
আরণ্যকং চ বেদেভ্য ওষধিভ্যো যথামৃতম্।
ইদং মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্।
সাংখ্য-যোগ-কৃতান্তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্॥
ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুত্তমম্।

শাঙ্কর ব্যাখ্যা দূষণ]

অন্যেরা যে, এই চারিটি সূত্রকেই কোন কোন বিরুদ্ধাংশের প্রামাণ্যনিষেধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সূত্রার্থের অনুকূল হয় নাই, অধিকন্তু সূত্রকারের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। দেখ, সূত্রকার বেদব্যাস বেদান্তব্যাখ্যার নিয়ম-প্রকাশক সূত্রসমূহ (ব্রহ্মসূত্র) রচনা করিয়া এবং বেদার্থপরিপোষণের জন্য লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারতনামক সংহিতা প্রণয়ন করিয়া মোক্ষধর্ম্মনামক পর্ব্বাধ্যায়ের জ্ঞানকাণ্ডে বলিয়াছেন যে, 'ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক, যিনি সিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করিবেন?' এই কথা বলিয়া বিশেষ ঘটার সহিত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রীয় প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন—'দধি হইতে নবনীতের ন্যায়, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণের ন্যায়, এবং বেদ হইতে আরণ্যকের ন্যায় [আরণ্যক—বেদের গূঢ়তত্ত্ব-প্রকাশক জ্ঞানকাণ্ড], এবং ওষধি হইতে অমৃতের ন্যায় স্বীয় বুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ডের সাহায্যে লক্ষশ্লোকাত্মক অখ্যায়িকাপ্রধান মহাভারতরূপ দধি হইতে ঘৃতের ন্যায় ইহা (পঞ্চরাত্র শাস্ত্র) উদ্ধৃত করা হইল। চতুর্ব্বেদসমন্বিত অর্থাৎ বেদার্থসম্বলিত এই মহা উপনিষৎই (ব্রহ্মবিদ্যাই) সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তে 'পঞ্চরাত্র' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ইহাই [জীবের] শ্রেয়ঃ (পরমকল্যাণ), ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির

ঋগ্‌যজুঃসামভির্জুষ্টমথর্ব্বাঙ্গিরসৈস্তথা।
ভবিষ্যতি প্রমাণং বা এতদেবানুশাসনম্ ॥" ইতি।

সাংখ্য-যোগশব্দাভ্যাং জ্ঞানযোগ-কর্ম্মযোগাবভিহিতৌ। যথোক্তম্—

"জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" [গীতা০ ৩।৩]

ইতি। ভীষ্মপর্ব্বণ্যপি—

"ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ।
অর্চনীয়শ্চ সেব্যশ্চ পূজনীয়শ্চ মাধবঃ।
সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ।"

[মহাভা০ ভীষ্ম০ ৬৬।৩৯,৪০] ইতি।

কথমেবং ব্রুবাণো বাদরায়ণো বেদবিদগ্রেসরো বেদান্তবেদ্যপরব্রহ্মভূত-বাসুদেবোপাসনার্চ্চনাদি-প্রতিপাদনপরস্য সাত্বতশাস্ত্রস্যাপ্রামাণ্যং ব্রুয়াৎ।

ননু চ—

"সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি পৃথঙ্‌নিষ্ঠানি বা মুনে ॥"

[মহাভা০ শান্তি০ মোক্ষ০ ৩৫০।১।২]

ইত্যাদিনা সাংখ্যাদীনামপ্যাদরণীয়তোচ্যতে; শারীরকে তু সাংখ্যাদীনি

উপায়, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিতসাধন, ইহাই ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদসেবিত, এই অনুশাসনই (লোকের নিকট) প্রমাণ স্বরূপ হইবে।' এখানে সাংখ্য ও যোগশব্দে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ অভিহিত হইয়াছে। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন—'সাংখ্যদিগের জন্য জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা, আর কর্ম্মযোগীদিগের জন্য কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে।' ভীষ্মপর্ব্বেও আছে—'পূর্ব্বে যাহাদের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকর্ত্তৃক সাত্বতবিধান অবলম্বনপূর্ব্বক মাধবই (হরিই) সংকর্ষণের (বলরামের) সহিত অর্চ্চনীয়, সেবনীয়, পূজনীয় ও গীত হইয়া থাকেন।' বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য বাদরায়ণ বেদব্যাস এইরূপ কথা বলিয়া তিনিই আবার বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের অর্চ্চনাপ্রতিপাদনে তৎপর সাত্বতশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলিতে পারেন কিরূপে?

ভাল, 'হে মুনে, সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন, পঞ্চরাত্র, বেদসমূহ, এবং পাশুপত শাস্ত্র, এ সমস্ত কি একই উদ্দেশ্যসাধনে পর্য্যবসিত, অথবা পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্যে রচিত?' ইত্যাদি বাক্যে সাংখ্যাদি শাস্ত্রেরও ত আদরণীয়তা কথিত হইয়াছে; অথচ শারীরকসূত্রে (ব্রহ্মসূত্রে) আবার সেই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রও প্রতিষিদ্ধ (অপ্রমাণীকৃত) হইয়াছে; অতএব এই

প্রতিষিধ্যন্তে; অত ইদমপি তন্ত্রং তত্তুল্যম্। নেত্যুচ্যতে; যতস্তত্রাপীমমেব শারীরকোক্তন্যায়মবতারয়তি। "কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি, পৃথঙ্নিষ্ঠানি বা?" ইতি প্রশ্নস্যায়মর্থঃ—কিং সাংখ্য-যোগ-পাশুপত-বেদ-পঞ্চরাত্রাণ্যেকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি? পৃথক্তত্ত্ব-প্রতিপাদনপরাণি বা? যদৈকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি, কিং তদেকং তত্ত্বম্? যদা তু পৃথক্তত্ত্ব-প্রতিপাদনপরাণি, তদৈষাং পরস্পরং বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ বস্তুনি বিকল্পাসম্ভবাচ্চৈকমেব প্রমাণমঙ্গীকরণীয়ম্—কিং তদেকম্ ইতি। অস্যোত্তরং ব্রুবন্—

"জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ।

সাঙ্খ্যস্য বক্তা কপিলঃ" (*) [মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৩৫০।৬২।৬৪]

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও তাহারই তুল্য। আমরা বলিতেছি—না—ইহা সাংখ্যাদি শাস্ত্রের তুল্য হইতে পারে না; কারণ, এই শারীরকসূত্রে যেরূপ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, সেখানেও এতদনুরূপ যুক্তিরই অবতারণা করা হইয়া থাকে। 'এ সমস্ত কি একই উদ্দেশ্যানুসারী? অথবা পৃথক্ নিষ্ঠানুসারী?' এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বেদ ও পঞ্চরাত্র, এই শাস্ত্রগুলির কি একই তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য? অথবা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য? যদি একই তত্ত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে, সেই এক তত্ত্বটি কি? আর যদি পৃথক্ তত্ত্ব প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলেও, পরস্পর বিরুদ্ধ-বিষয়-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য থাকায়, অথচ সত্যবস্তু সম্বন্ধে বিকল্প বা বিভিন্নরূপতা সম্ভবপর না হওয়ায় (†) উহাদের মধ্যে একটি মাত্র শাস্ত্রকে প্রমাণ বা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; সেই একটি শাস্ত্র কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানাবসরে বলিয়াছেন—'হে রাজর্ষি, এই জ্ঞানশাস্ত্রগুলিকে বিভিন্ন মতানুযায়ী বলিয়া জানিও; তন্মধ্যে কপিল সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা;'

(*) তাৎপর্য্য—"সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।
উমাপতিঃ পশুপতিঃ শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উক্তবানিদমব্যগ্রং জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ॥"
ইত্যুত্তরে শ্লোকাঃ॥

(†) তাৎপর্য্য—বিকল্প অর্থ—অনেকরূপতা, অর্থাৎ 'এরূপও হইতে পারে, অন্যরূপও হইতে পারে' ইত্যাদি প্রকার দ্বৈধভাব। যেমন, কেহ অশ্বে কিংবা হস্তিতে অথবা নৌকাতে আরোহণ করিয়া গমন করিতে পারে, কিম্বা ইচ্ছা না হইলে গমন না করিতেও পারে; ক্রিয়া বা কর্ত্তব্য বিষয়েই এরূপ বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু কোন সত্য বস্তু সম্বন্ধে কখনও ঐরূপ বিকল্প হইতে পারে না, মানুষ ইচ্ছা করিলেই ঘটকে পট, অশ্ব, কিংবা অন্য যে কিছু বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে না, করিলেও তাহা সত্য হইবে না, পরন্তু অসত্য—মিথ্যা বস্তুরূপেই অবধারিত হইবে। তাই ভাষ্যকার বলিলেন, 'সত্য বস্তুতে বিকল্প সম্ভব হয় না'।

ইত্যারভ্য সাংখ্য-যোগপাশুপতানাং কপিল-হিরণ্যগর্ভ-পশুপতিকৃতত্বেন পৌরুষেয়ত্বং প্রতিপাদ্য—

"অবান্তরতপা নাম বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে"

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৬৫০।৬৫।]

ইতি বেদানামপৌরুষেয়ত্বমভিধায়—

"পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্"

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৫০।৬৭]

ইতি পঞ্চরাত্রতন্ত্রস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়মেবেত্যুক্তবান্।

এবং বদতশ্চায়মাশয়ঃ—পৌরুষেয়াণাং তন্ত্রাণাং পরস্পরবিরুদ্ধবস্তুবাদিতয়া অপৌরুষেয়ত্বেন নিরস্তপ্রমাদাদিনিখিলদোষগন্ধ-বেদবেদ্যবস্তুবিরুদ্ধাভিধায়িত্বাচ্চ যথাবস্থিতবস্তুনি প্রামাণ্যং দুর্লভম্ ; বেদবেদ্যশ্চ পরব্রহ্মভূতো নারায়ণঃ ; অতঃ তত্তন্ত্রাভিহিতপ্রধানপুরুষ-পশুপতিপ্রভৃতিতত্ত্বস্য

এইরূপে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে কপিল, হিরণ্যগর্ভ ও পশুপতি কর্তৃক প্রণীত বিধায় সাংখ্য, যোগ ও পাশুপত শাস্ত্রের পৌরুষেয়ত্ব (সুতরাং তাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদিদোষের সম্ভাবনা আছে, ইহা) প্রতিপাদন করিয়া, (*) 'তিনিই (নারদই) অবান্তরতপানামক বেদাচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন', এইরূপে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্বয়ং নারায়ণকেই সমস্ত 'পঞ্চরাত্র' শাস্ত্রের বক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এইরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষপ্রণীত শাস্ত্রগুলি পরস্পর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক, পক্ষান্তরে, অপৌরুষেয়ত্বনিবন্ধন প্রমাদ (অনবধানতা) প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পৌরুষেয় দোষ-সংস্পর্শশূন্য বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়েরও বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক ; এই দুই কারণে [পৌরুষেয় শাস্ত্রগুলির] বস্তুযাথাত্ম্য বিষয়ে প্রামাণ্য দুর্লভ। অথচ, পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণই বেদবেদ্য ; অতএব, উক্ত সাংখ্যাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রকৃতি, পুরুষ ও পশুপতি প্রভৃতি তত্ত্বকেও

(*) তাৎপর্য্য—পৌরুষেয় অর্থ পুরুষ-প্রণীত ; পুরুষ মাত্রই (জীব মাত্রই) সাধারণতঃ ভ্রম, প্রমাদ, প্রতারণা ও ইন্দ্রিয়বৈকল্য প্রভৃতি দোষগ্রস্ত হইয়া থাকে ; সুতরাং পৌরুষেয় বাক্য যতক্ষণ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং শ্রুতি দ্বারা সমর্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহা অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, "অস্য বা মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ঈশ্বরপ্রসূত শ্রুতির যেমন স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনি পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও যখন পরমেশ্বর নারায়ণ প্রণীত—ভ্রমপ্রমাদাদি দোষবিবর্জ্জিত ; তখন অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না কেন ? কারণ, তৎপ্রণেতা নারায়ণকে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের বিন্দুমাত্রও সংস্পর্শ করে নাই।

বেদান্তবেদ্যপরব্রহ্মভূত-নারায়ণাত্মকতয়ৈব বস্তুত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ ইতি। তদিদমাহ চ—

"সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে।
যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥"

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৬৫০।৬৮] ইতি।

"যথাগমং যথান্যায়ম্" ইতি ন্যায়ানুগৃহীত-তত্তদাগমোক্তং বস্তু পরামৃশতো নারায়ণ এব সর্ব্বস্য বস্তুনো নিষ্ঠেতি দৃশ্যতে, অব্রহ্মাত্মকতয়া তত্তত্তন্ত্রাভিহিতানাং তত্ত্বানাম্। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৪।১] "বিশ্বং নারায়ণঃ" [তৈত্তি০ নারা০১৩] ইত্যাদিনা সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মকতামনুসন্দধানস্য নারায়ণ এব নিষ্ঠেতি প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। অতো বেদান্তবেদ্যঃ পরব্রহ্মভূতো নারায়ণঃ স্বয়মেব পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তেতি তৎস্বরূপতদুপাসনাভিধায়ি তত্তন্ত্রমিতি চ তস্মিন্ ইতরতন্ত্রসামান্যং ন কেনচিদুদ্ভাবয়িতুং শক্যম্। অতস্তত্রৈবেদমুচ্যতে—

"এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রন্তু কথ্যতে ॥" [মহাভা০ শা, মো, ৩৪৯।৮১]

ইতি। সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ সাংখ্যযোগম্, বেদাশ্চারণ্যকানি চ বেদারণ্যকম্,

---

বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণাত্মকরূপেই বস্তুভূত বা সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অন্যত্রও এ কথা উক্ত আছে—'হে নৃপশ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্রে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভু (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ) নারায়ণই নিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বের চরমসীমা।' "যথাগমং যথান্যায়ং" কথার অর্থ এই যে, ন্যায়ানুমোদিত সেই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত বস্তুতত্ত্ব বিচার করিলে দেখা যায়, ঐ সমস্ত শাস্ত্রোক্ত পদার্থ সমূহ অব্রহ্মাত্মক (মিথ্যা); তন্নিবন্ধন নারায়ণই সমস্ত বস্তুর নিষ্ঠা বা যথার্থ পরতত্ত্ব। 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ', 'সমস্ত জগৎই নারায়ণস্বরূপ', ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মাত্মভাব অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে নারায়ণেই সর্ব্বপদার্থের পরিসমাপ্তি প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব, বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং নারায়ণই যখন সমস্ত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বক্তা, এবং তৎপ্রণীত শাস্ত্রও যখন তাঁহারই স্বরূপ ও উপাসনাবিধায়ক, তখন কেহই অপরাপর শাস্ত্রের সহিত এই শাস্ত্রের সাদৃশ্য সমুদ্ভাবনা করিতে সমর্থ হয় না।

এই কারণে সেই মহাভারতেই এইরূপ কথিত আছে যে, 'সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, এবং বেদ ও আরণ্যক (বেদের যে অংশ অরণ্যমধ্যে পাঠ করিতে হয়, তাহা) পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবাপন্ন; এই শাস্ত্রসমূহই 'পঞ্চরাত্র' নামে অভিহিত হয়।' 'সাখ্য-যোগ' অর্থ—সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগ-

পরস্পরাঙ্গান্যেতানি একতত্ত্বপ্রতিপাদনপরতয়ৈকীভূতানি—একং পঞ্চরাত্রমিতি কথ্যতে।

এতদুক্তং ভবতি—সাংখ্যোক্তানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি যোগোক্তং চ যমনিয়মাদ্যাত্মকং যোগম্ বেদোদিতকর্ম্মস্বরূপাণ্যঙ্গীকৃত্য তত্ত্বানাং ব্রহ্মাত্মকত্বম্ যোগস্য চ ব্রহ্মোপাসনপ্রকারত্বং কর্ম্মণাং চ তদারাধনরূপতামভিদধতি ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদয়ন্ত্যারণ্যকানি। এতদেব পরেণ ব্রহ্মণা নারায়ণেন স্বয়মেব পঞ্চরাত্রতন্ত্রে বিশদীকৃতম্ ইতি। শারীরকে চ সাংখ্যোক্ততত্ত্বানাম্ অব্রহ্মাত্মকতামাত্রং নিরাকৃতম্, ন স্বরূপম্। যোগপাশুপতয়োশ্চ ঈশ্বরস্য কেবলনিমিত্তকারণতা, পরাবরতত্ত্ববিপরীতকল্পনা, বেদবহিষ্কৃতাচারো নিরাকৃতঃ, ন যোগস্বরূপম্, পশুপতিস্বরূপং চ। অতঃ

শাস্ত্র; 'বেদারণ্যক' অর্থ—বেদ ও আরণ্যক; 'পরস্পরাঙ্গ' অর্থ—একই তত্ত্ব প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে একীভূত, ঐ শাস্ত্রগুলি 'পঞ্চরাত্র' নামে একটি শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, যোগশাস্ত্রোক্ত যম-নিয়মাদিরূপ (*) যোগ, এবং বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের সত্যতাস্বীকারেই উক্ত তত্ত্ব সমূহের ব্রহ্মাত্মভাব বুঝিতে হয়। আরণ্যক শাস্ত্রসমূহও যোগকে ব্রহ্মোপাসনা-বিশেষরূপে এবং কর্ম্মসমূহকেও ব্রহ্মেরই আরাধনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করায় প্রকৃতপক্ষে উহারা ব্রহ্মেরই স্বরূপ-প্রকাশক। পরব্রহ্মরূপী স্বয়ং নারায়ণও পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে উক্ত তত্ত্বই পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আর শারীরকসূত্রেও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত সেই তত্ত্বসমূহের অব্রহ্মাত্মকতা অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্নত্বই কেবল প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপতঃ উহাদের অস্তিত্বই প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। আর যোগশাস্ত্রে এবং পাশুপতশাস্ত্রেও ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণতা, পরাবরতত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব কল্পনা ও বেদবিরুদ্ধ আচারই কেবল নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু যোগ ও পশুপতির স্বরূপ প্রতিষিদ্ধ হয়

(*) তাৎপর্য্য—'যম নিয়মাদি,' এই আদি শব্দে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অবশিষ্ট ছয়টি যোগাঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে।

তন্মধ্যে (১) যম পাঁচ প্রকার—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, চৌর্য্য না করা, ব্রহ্মচর্য্য ও ভোগের উদ্দেশে দ্রব্য গ্রহণ না করা। (২) নিয়ম পাঁচ প্রকার—শৌচ (বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধি), ভাগ্যলব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকা, তপস্যা, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ ও ঈশ্বর চিন্তা। (৩) আসন, যেরূপ অবস্থানে শরীর ও মনের উদ্বেগ না হয়, তাহার নাম আসন। (৪) প্রাণায়াম—প্রাণসংযম—পূরক, রেচক ও কুম্ভক। (৫) প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনা। (৬) ধারণা—কোন একটি বিষয়ে মনকে বাঁধিয়া রাখা। (৭) ধ্যান—একই বিষয়ে একাকার জ্ঞানধারা (চিন্তা প্রবাহ)। (৮) সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা। এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে হইলে পাতঞ্জল-দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ দ্রষ্টব্য।

"সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
আত্মপ্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥"

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৩৫০।৬৩]

ইত্যপি তত্তদভিহিত-তত্তৎস্বরূপমাত্রমঙ্গীকার্য্যম্; জিন-সুগতাভিহিত-তত্ত্ববৎ সর্ব্বং ন বহিষ্কার্য্যমিত্যুচ্যতে। "যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ" ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ ॥২॥২॥৪২॥

[অষ্টমম্ উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্ ॥ ৮ ॥]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥ ২ ॥

নাই। এই জন্যই 'সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত, এই সমস্ত শাস্ত্র আত্মপ্রমাণক, অর্থাৎ আত্মাই ইহাদের সত্যতাসম্বন্ধে প্রমাণ, অথবা, আত্মাংশেই ইহাদের প্রামাণ্য; অতএব তর্ক দ্বারা ইহাদের অন্যথা করা উচিত নহে,' এই বাক্যেও, তত্তৎশাস্ত্রোক্ত পদার্থনিচয়ের কেবল অস্তিত্বাংশেই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু জিন ও বুদ্ধপ্রোক্ত (জৈন ও বৌদ্ধ সম্মত) তত্ত্বের ন্যায় সর্ব্বাংশেই পরিত্যাজ্য নহে, এই কথাই প্রতিপন্ন হইতেছে; কেননা, তাহা হইলেই "যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত ইহার তুল্যার্থতা রক্ষিত হয় ॥২॥২॥৪২॥

[অষ্টম উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ ॥ ৮ ॥]

ইতি শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্যবিরচিত-শারীরক-মীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ২ ॥

[দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

বিয়দধিকরণম্।]

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥২॥৩॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বিয়ৎ (আকাশ) অশ্রুতেঃ (যেহেতু শ্রুতি নাই)।]

[সরলার্থঃ—বিয়ৎ আকাশং নোৎপদ্যতে; কুতঃ? অশ্রুতেঃ বিয়দুৎপত্তিবোধিকায়াঃ শ্রুতেরভাবাৎ। আত্মন ইব নিরবয়বস্যাকাশস্যোৎপত্তির্ন সম্ভবত্যপীত্যাশয়ঃ॥

আকাশ উৎপন্ন হয় না; কারণ? যেহেতু আকাশোৎপত্তিবোধক কোন শ্রুতি নাই; বিশেষতঃ আত্মার ন্যায় নিরবয়ব আকাশের উৎপত্তি সম্ভবপরও হয় না ॥২॥৩॥১॥]

সাংখ্যাদিবেদবাহ্যতন্ত্রাণাং ন্যায়াভাসমূলতয়া বিপ্রতিষেধাচ্চাসামঞ্জস্যমুক্তম্; ইদানীং স্বপক্ষস্য বিপ্রতিষেধাদি-দোষাভাবখ্যাপনায় ব্রহ্ম-কার্য্যতয়াভিমত-চিদচিদাত্মকপ্রপঞ্চস্য কার্য্যতাপ্রকারো বিশোধ্যতে। তত্র বিয়দুৎপদ্যতে, নবা? ইতি সংশয্যতে। কিং যুক্তম্? ন বিয়দুৎপদ্যতে

পূর্ব্বপক্ষ।]

বেদবহির্ভূত সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত প্রকৃত যুক্তি নহে—যুক্ত্যাভাসমাত্র, অর্থাৎ আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তির ন্যায় প্রতীত হয় মাত্র; এই জন্য এবং বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদন বশতঃও ঐ সমস্ত শাস্ত্রের অসামঞ্জস্য উক্ত হইয়াছে। এখন স্বপক্ষে যে, সেই সমস্ত বিরোধাদি-দোষের সম্ভাবনা নাই, তাহা জ্ঞাপনার্থ ব্রহ্ম-কার্য্যরূপে অভিপ্রেত চেতনাচেতনাত্মক জগতের উৎপত্তি-প্রণালীর নির্দ্দোষতা প্রতিপাদিত হইতেছে। (*) তন্মধ্যে প্রথমতঃ সংশয় হইতেছে যে, আকাশ উৎপন্ন হয় কি না? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত?—আকাশ উৎপন্ন হয় না, ইহাই

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'বিয়দধিকরণ'। প্রথম হইতে নয়টি সূত্র লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিকথিত আকাশোৎপত্তি। (২) সংশয়—আকাশের উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—আকাশের উৎপত্তিবোধক যখন কোন শ্রুতি নাই, এবং নিরবয়বের উৎপত্তিও যখন সম্ভব হয় না, তখন আকাশ উৎপন্ন হয় না। (৪) উত্তর—আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে যখন "তস্মাদ্বা" ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় বিষয়ে লৌকিক উদাহরণ বা হেতু প্রভৃতিও যখন কার্য্যকারী হয় না, তখন আত্মার দৃষ্টান্তে আকাশের উৎপত্তি বাধিত হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব পৃথিব্যাদি ভূতের ন্যায় আকাশও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, সুতরাং ব্রহ্মই নিখিল জগতের একমাত্র মূল কারণ॥

ইতি। কুতঃ? অশ্রুতেঃ, সম্ভাবিতস্য হি শ্রবণসম্ভবঃ; অসম্ভাবিতস্য তু গগনকুসুম-বিয়দুৎপত্ত্যাদেঃ শব্দাভিধেয়ত্বং ন সম্ভবতি। ন খলু নিরবয়বস্য সর্ব্বগতস্যাকাশস্য আত্মন ইবোৎপত্তির্নিরূপয়িতুং শক্যতে; অতএব উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ছান্দোগ্যে সৃষ্টিপ্রকরণে তেজঃপ্রভৃতীনামেবোৎপত্তিরাম্নায়তে—"তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি। তৈত্তিরীয়কাথর্বণাদিষু "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১], "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইত্যাদিষু শ্রূয়মাণা বিয়দুৎপত্তিঃ অর্থবিরোধাদ্বাধ্যতে ইতি ॥২॥৩॥১॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

অস্তি তু ॥২॥৩॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—অস্তি (আছে), তু (কিন্তু)।]

[সরলার্থঃ—'তু'শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। আকাশোৎপত্তিবিষয়ে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরপ্যস্তি। ন চ শ্রুতিসিদ্ধোঽর্থঃ প্রমাণশতৈরপ্যন্যথাকর্ত্তুং শক্যতে ইতি ভাবঃ॥

আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল' ইত্যাদি শ্রুতিও রহিয়াছে। অথচ, শ্রুতিসিদ্ধ বিষয়কে শতশত লৌকিক প্রমাণেও অন্যথা করা চলে না ॥২॥৩॥২॥]

[যুক্তিযুক্ত]; কারণ? শ্রুতির অভাবই কারণ। [অভিপ্রায় এই যে,] যাহা সম্ভবপর, শাস্ত্রে তাহারই শ্রবণ সম্ভব হয়; কিন্তু যাহা অসম্ভাবিত—গগন-কুসুম ও আকাশোৎপত্তি প্রভৃতি, তাহা কখনই শব্দোল্লেখযোগ্য হইতে পারে না; অর্থাৎ কখনও কোথাও অসম্ভব বিষয়ের উল্লেখ থাকিতে পারে না; কেন না, আত্মার ন্যায় নিরবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী আকাশের উৎপত্তি কখনই নিরূপণ করিতে পারা যায় না; এই কারণেই—উৎপত্তির সম্ভব হয় না বলিয়াই ছান্দোগ্যোপনিষদের সৃষ্টিপ্রকরণে কেবল তেজঃপ্রভৃতি ভূতত্রয়েরই উৎপত্তি অবধারিত হইয়াছে—'তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন'; অতএব তৈত্তিরীয় এবং আথর্ব্বণ প্রভৃতি শ্রুতিতে 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল,' ইত্যাদি স্থলে শ্রূয়মাণ আকাশোৎপত্তিও বিরুদ্ধার্থক বলিয়াই বাধিত হইতেছে ॥২॥৩॥১॥

অস্তি তু আকাশস্যোৎপত্তিঃ, অতীন্দ্রিয়ার্থবিষয়া হি শ্রুতিঃ প্রমাণান্তরা-প্রতীতামপি বিয়দুৎপত্তিং প্রতিপাদয়িতুং সমর্থৈব। ন চ শ্রুতি-প্রতিপন্নেঽর্থে তদ্বিরোধি নিরবয়বত্বাদিহেতুকমনুৎপত্ত্যনুমানমুদেতুমলম্; আত্মনোঽনুৎপত্তির্ন নিরবয়বত্ব-প্রযুক্তেতি বক্ষ্যতে ॥২॥৩॥২॥

গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ ॥২॥৩॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণী (গৌণার্থবোধিকা) অসম্ভবাৎ (যেহেতু সম্ভব হয় না), শব্দাৎ (যেহেতু শব্দ—শ্রুতি) চ (ও) [আছে]।]

[সরলার্থঃ—"তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যত্র প্রাথম্যেন শ্রুতায়াঃ তেজউৎপত্তেরন্যথা কর্তুমশক্যত্বাৎ "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্" ইতি বিয়তোঽমৃতত্বশব্দাভিহিতত্বাচ্চ "তস্মাদ্বা-এতস্মাৎ" ইত্যাদির্বিয়দুৎপত্তিশ্রুতির্গৌণী ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ॥

আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিলে 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন', এই শ্রুতিতে যে, সর্ব্ব-প্রথমে তেজের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, সেই প্রাথম্য রক্ষা পায় না ; এই কারণে এবং 'বায়ু ও অন্তরিক্ষ (আকাশ), এই উভয়ই অমৃত (নিত্য)', এই স্থলে আকাশ ও বায়ু সম্বন্ধে এই অমৃতত্ব শব্দ প্রযুক্ত থাকায় আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতিটিও নিশ্চয়ই গৌণার্থপ্রকাশক হইবে, অর্থাৎ ঐ শ্রুতির 'সম্ভূত' শব্দের অর্থ—অভিব্যক্তি বা অন্যরূপ করিতে হইবে, কিন্তু কখনই উৎপত্তি অর্থ হইবে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥]

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১] ইত্যাদি বিয়দুৎপত্তিশ্রুতির্গৌণীতি কল্পয়িতুং যুক্তম্, "তত্তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি সিসৃক্ষোঃ ব্রহ্মণঃ প্রথমং তেজ উৎপদ্যত ইতি তেজ-

---

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"অস্তি তু"। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আকাশেরও উৎপত্তি আছে; কারণ, যদিও অন্য কোনও প্রমাণে আকাশোৎপত্তি জানা যায় না সত্য, তথাপি অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) বিষয়-বোধিকা শ্রুতি নিশ্চয়ই সেই আকাশোৎপত্তিও প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়। আর নিরবয়বত্ব নিবন্ধন যে, আকাশের অনুৎপত্তিবিষয়ে অনুমান, তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ অর্থের বিরুদ্ধ বলিয়াই উত্থিত হইতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ নিরবয়বত্বই যে, আত্মার অনুৎপত্তির কারণ নহে, তাহাও পশ্চাৎ কথিত হইবে ॥১॥৩॥২॥

সিদ্ধান্ত।]

আকাশোৎপত্তিবোধক 'সেই এই আত্মা হইতে আআশ সম্ভূত হইল' ইত্যাদি শ্রুতিকে গৌণার্থবোধক বলিয়া স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত; কারণ, 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' এই শ্রুতি বলিতেছেন—'সর্জ্জনেচ্ছু ব্রহ্ম হইতে প্রথমে তেজ উৎপন্ন হইল'; শ্রুত্যুক্ত এই তেজ-

উৎপত্তিপ্রাথম্যেন বিয়দুৎপত্তিপ্রতিপাদনাসম্ভবাৎ, "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদ-মৃতম্" [বৃহদা° ৪।৩।৩] ইতি বিয়তোঽমৃতত্বশব্দাচ্চ ॥২॥৩॥৩॥

কথমেকস্য সম্ভূত-শব্দস্য আকাশাপেক্ষয়া গৌণত্বম্, অগ্ন্যাদ্যপেক্ষয়া চ মুখ্যত্বমিতি চেৎ, তত্রাহ—

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥২॥৩॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—স্যাৎ (হইতে পারে), চ (ও) একস্য (একই শব্দের) ব্রহ্মশব্দবৎ (ব্রহ্মশব্দের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—কথম্ একস্যৈব 'সম্ভূত' শব্দস্য আকাশপক্ষে গৌণত্বম্, অগ্ন্যাদিপক্ষে চ মুখ্যত্বং সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—"স্যাচ্চ" ইত্যাদি। একস্যাপি 'সম্ভূত'শব্দস্য আকাশে গৌণত্বম্, অগ্ন্যাদৌ চ মুখ্যত্বং স্যাদেব, ব্রহ্মবৎ—যথা একস্যৈব ব্রহ্মশব্দস্য 'তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে" ইত্যত্র প্রকৃতৌ গৌণত্বং, "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" ইত্যত্র চ মুখ্যত্বম্, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ ॥

আপত্তি হইয়াছিল যে, একই 'সম্ভূত' শব্দের আকাশে গৌণার্থতা আর অগ্নি প্রভৃতিতে মুখ্যার্থতা কল্পনা করা সম্ভব হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—একই 'ব্রহ্ম' শব্দের যেমন প্রকৃতিতে গৌণত্ব, আর পরমেশ্বরে মুখ্যত্ব হইয়া থাকে, তেমনি এক 'সম্ভূত' শব্দেরও আকাশে গৌণত্ব আর অগ্নি প্রভৃতিতে মুখ্যত্ব সম্ভব পর হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥]

একস্যৈব "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি° আন° ১] ইত্যাকাশে মুখ্যত্বাসম্ভবাৎ গৌণতয়া প্রযুক্তস্য সম্ভূতশব্দস্য "বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদিষ্বনুষক্তস্য মুখ্যত্বং স্যাদেব; ব্রহ্মশব্দবৎ,—যথা ব্রহ্মশব্দঃ "তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে" [মুণ্ড° ১।১।৯] ইত্যত্র প্রধানে গৌণতয়া

উৎপত্তির প্রাথমিকত্ব রক্ষার জন্যই আকাশের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না, এবং আকাশের (নিত্যতাবোধক) 'বায়ু ও আকাশ, এই দুইটি ভূতই অমৃত (নিত্য)', এই অমৃতত্ব শব্দেরও প্রয়োগ রহিয়াছে; [অতএব আকাশোৎপত্তি-বোধক শ্রুতি আকাশের অভিব্যক্তি বা তদনুরূপ অন্য কোনও গৌণার্থই প্রকাশ করিতেছে, বুঝিতে হইবে] ॥২॥৩॥৩॥

যদি বল, একই 'সম্ভূত' শব্দের আকাশের পক্ষে গৌণার্থত্ব, আর অগ্নি প্রভৃতির পক্ষে মুখ্যার্থত্ব সম্ভব হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"স্যাচ্চ" ইত্যাদি। 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল', এই স্থলে আকাশ পক্ষে মুখ্যার্থের অসম্ভব বশতঃ গৌণরূপে ব্যবহৃত হইলেও 'বায়ু হইতে অগ্নি' ইত্যাদি স্থলে [সম্ভবপর বলিয়াই] 'সম্ভূত' শব্দের মুখ্যার্থতা অবশ্যই হইতে পারে। উদাহরণ—ব্রহ্মশব্দ, 'তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম (প্রকৃতি), নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়', এ স্থলে একই ব্রহ্ম-শব্দ যেরূপ প্রকৃতিতে গৌণরূপে প্রযুক্ত হইয়াও আবার সেই

প্রযুক্তস্তস্মিন্নেব প্রকরণে "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম, ততোঽন্নমভিজায়তে" [মুণ্ড০ ১।১।৮] ইতি ব্রহ্মণি মুখ্যতয়া প্রযুজ্যতে, তদ্বৎ। অনুষঙ্গে চ শ্রবণাবৃত্তাবিবাভিধানাবৃত্তির্বিদ্যত এবেত্যর্থঃ ॥২॥৩॥৪॥

পরিহরতি—

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ ॥২॥৩॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাহানিঃ (প্রতিজ্ঞার অ-হানি—হানি হয় না), অব্যতিরেকাৎ (যেহেতু ভেদ নাই)।]

[সরলার্থঃ—উক্তামাশঙ্কামপনেতুমাহ—"প্রতিজ্ঞাহানিঃ" ইত্যাদি। বিয়দুৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং গৌণত্বকল্পনা ন যুক্তিমতী; যতঃ তন্মুখ্যত্বে এব "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়া অহানিঃ বাধাভাবো ভবতি; কুতঃ? অব্যতিরেকাৎ—আকাশস্যাপি ব্রহ্মকার্য্যত্বেন ব্রহ্মণোঽনতিরিক্তত্বাদিত্যর্থঃ। যদ্বা, আকাশোৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং গৌণার্থত্বে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়াঃ হানিঃ বাধঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতির গৌণার্থ কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত হয় না; কেন না, ঐ শ্রুতির মুখ্যার্থতা স্বীকৃত হইলেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞার বাধা ঘটে না; কারণ, এই পক্ষে আকাশও যখন ব্রহ্ম-কার্য্য— ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, তখন তাহা কখনই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না; কাজেই অব্যতিরেকত্বনিবন্ধন একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানেই সর্ব্বজগৎ পরিজ্ঞাত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥]

ছান্দোগ্যশ্রুত্যনুসারেণান্যাসাং বিয়দুৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং গৌণত্বং কল্পয়িতুং ন যুজ্যতে; যতঃ ছান্দোগ্যশ্রুত্যৈব বিয়দুৎপত্তিরঙ্গীকৃতা;

প্রকরণেই 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম লব্ধ হন, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়', এই স্থলে আবার মুখ্যরূপে ব্রহ্মেও প্রযুক্ত হইতেছে, ইহাও তদ্রূপ। বিশেষতঃ অনুষঙ্গস্থলে (*) (এক স্থানে উক্ত শব্দের যে, অন্যত্র সম্বন্ধ করা, তাহার নাম অনুষঙ্গ,) পদাবৃত্তির ন্যায় পদার্থেরও অবশ্যই আবৃত্তি আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের অনুরোধে আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের গৌণার্থ কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না; যেহেতু ছান্দোগ্যশ্রুতিও 'যাহা শ্রুত হইলে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়' ইত্যাদি

(*) তাৎপর্য্য—যেখানে এক স্থানে প্রযুক্ত শব্দের অন্যত্র সম্বন্ধ বা অন্বয় করা হয়, বুঝিতে হইবে, সেখানে শব্দ এক নহে, পরন্তু প্রত্যেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, কেবল আকৃতি ও উচ্চারণ মাত্র একরূপ। শব্দ যখন বিভিন্ন, তখন অর্থই বা ভিন্ন না হইবে কেন? এই জন্য শাব্দিকগণ বলিয়া থাকেন—"যাবন্তঃ শব্দাঃ তাবন্তোঽর্থাঃ", অর্থাৎ শব্দও যত, অর্থও তত, সুতরাং ঐ 'সম্ভূত' শব্দের অগ্নি প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হইলেও বুঝিতে হইবে, শব্দ এক নহে, সুতরাং শব্দভেদে অর্থভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য।

"যেনাশ্রুতং শ্রুতম্" [ছান্দো০ ৬।১।৩] ইত্যাদিনা ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ। তস্যা হি প্রতিজ্ঞায়াঃ অহানিঃ আকাশস্যাপি ব্রহ্ম-কার্য্যত্বেন তদব্যতিরেকাদেব ভবতি ॥২॥৩॥৫॥

শব্দেভ্যঃ ॥২॥৩॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দেভ্যঃ (শব্দ সমূহ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—"সদেব সোম্যেদম্ অগ্র আসীৎ", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্", "আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিভ্যঃ প্রাক্ সৃষ্টেঃ ব্রহ্মণ একত্বাবধারণ-সর্ব্বাত্মকত্ববাদিভ্যঃ শব্দেভ্যঃ বিয়দুৎপত্তিঃ প্রতীয়তে; তচ্চ ছান্দোগ্যোক্ত-তেজঃপ্রাথম্যানুরোধেন বারয়িতুমশক্যমিত্যাশয়ঃ ॥

'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল', 'এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক', 'আকাশ সম্ভূত হইল', ইত্যাদি শব্দ হইতে যখন আকাশেরও উৎপত্তি জানা যাইতেছে, তখন একমাত্র ছান্দোগ্যোক্ত তেজঃ-সৃষ্টির প্রাথম্যানুরোধে তাহার বাধা করা যাইতে পারে না ॥২॥৩॥৬॥]

ইতশ্চ বিয়দুৎপত্তিঃ ছান্দোগ্যে প্রতীয়তে, "সদেব সোম্যেদমগ্র-আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাব-ধারণশব্দাৎ; "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৭] ইত্যেবমাদি-শব্দেভ্যশ্চ কার্য্যত্বেন ব্রহ্মণোঽব্যতিরেক-প্রতীতেঃ। নচ "তৎ তেজো-ঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি তেজস উৎপত্তিশ্রুতির্ব্বিয়দুৎপত্তিং বারয়তি। বিয়দুৎপত্ত্যবচনমাত্রেণ তেজসঃ প্রতীয়মানং প্রাথম্যং শ্রুত্যন্তরপ্রতিপন্নাং বিয়দুৎপত্তিং ন নিবারয়িতুমলম্ ॥২॥৩॥৬॥

বাক্যে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সর্ব্বপদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে যদি আকাশোৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই ব্রহ্মকার্য্যত্বনিবন্ধন আকাশও ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথগ্ভূত না হওয়ায় সেই প্রতিজ্ঞার হানি বা ব্যাঘাত ঘটে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

এই হেতুও ছান্দোগ্যোপনিষদে আকাশোৎপত্তি প্রতীত হইতেছে। কারণ, 'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল', এই বাক্যেও সৃষ্টির পূর্ব্বে [ব্রহ্মের] একত্বাবধারক শব্দ রহিয়াছে, এবং 'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক', ইত্যাদি শব্দ হইতেও ব্রহ্মজন্যত্ব নিবন্ধন আকাশের ব্রহ্মানতিরিক্তভাব প্রতীত হইতেছে। আর 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' তেজের উৎপত্তিবোধক এই শ্রুতিও আকাশোৎপত্তি বারণ করিতে সমর্থ হয় না; কেন না, কেবল আকাশোৎপত্তির কথা না থাকায়ই তেজের প্রাথমিকত্ব প্রতীত হইতেছে মাত্র; সুতরাং তাহা কখনই অন্যশ্রুতিবোধিত আকাশোৎপত্তির বারণ করিতে সমর্থ হইতে পারে না ॥২॥৩॥৬॥

যাবদ্বিকারস্তু বিভাগো লোকবৎ ॥২॥৩॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—যাবদ্বিকারং (যত কিছু বিকার আছে, তৎসমস্তের) বিভাগঃ (উৎপত্তি) লোকবৎ (লোকব্যবহারের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিভ্য আকাশাদেঃ সর্ব্বস্য ব্রহ্মবিকারত্বাবগমাৎ যাবদ্বিকারং—সর্ব্বেষামেব বিকারাণাম্ উৎপত্তিরুক্তৈবেতি গম্যতে; লোকবৎ—যথা লোকে 'এতে সর্ব্বে চৈত্রপুত্রাঃ' ইত্যভিধায় কস্যচিৎ পুনঃ চৈত্রাদুৎপত্তিবচনং সর্ব্বেষামেব চৈত্রোৎপন্নত্ব-প্রতিপাদনার্থং ভবতি, তদ্বদিত্যর্থঃ। আকাশস্যামৃতত্বাভিধানন্তু দেবামৃতত্ববৎ চিরস্থায়িত্বোপ-লক্ষণার্থমাত্রম্ ॥

'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক' ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ব্ববস্তুর ব্রহ্ম-বিকারত্ব কথিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, জগতে যাহা কিছু বিকার (জন্য পদার্থ), তৎসমস্তই উৎপত্তিশীল। ব্যবহারক্ষেত্রে যেমন, 'ইহারা সকলেই চৈত্রনামক ব্যক্তির পুত্র,' এই কথার পর, তন্মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকে চৈত্র হইতে উৎপন্ন বলিলেই অপর সকলেরও চৈত্র হইতে উৎপত্তি জ্ঞাপন করা হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৭ ॥]

তুশব্দশ্চার্থে; "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৩] ইত্যাদিভি-রাকাশস্য বিকারত্ববচনেন তস্যাকাশস্য ব্রহ্মণো বিভাগঃ—উৎপত্তিরপ্যুক্তৈব। লোকবৎ—যথা লোকে 'এতে সর্ব্বে দেবদত্ত-পুত্রাঃ' ইত্যভিধায় তেষু কেষাঞ্চিৎ তত উৎপত্তিবচনেন সর্ব্বেষামুৎপত্তিরুক্তা স্যাৎ, তদ্বৎ। এবং চ সতি "বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৩] ইতি সুরাণামিব চিরকালস্থায়িত্বাভিপ্রায়ম্ ॥২॥৩॥৭॥

সূত্রে 'তু' শব্দটি 'চ'-শব্দার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক' ইত্যাদি বাক্যে আকাশকেও বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করায় সেই আকাশেরও যে ব্রহ্ম হইতেই বিভাগ অর্থাৎ উৎপত্তি, তাহাও উক্তই হইয়াছে। লোকবৎ—লোকব্যবহারে দেখা যায়, 'ইহারা সকলে দেবদত্তের পুত্র,' এই কথা বলিয়া তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সেই দেবদত্ত হইতে উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিলে তদ্দ্বারা যেরূপ সকলেরই দেবদত্ত হইতে উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা হয়, ইহাও তদ্রূপ। এইরূপই যখন সিদ্ধান্ত, তখন 'বায়ু ও অন্তরিক্ষ, এই উভয়ই অমৃত' এই স্থলেও দেবতাগণের অমরত্বের ন্যায় চিরকাল-স্থায়িত্বমাত্রই অভিপ্রেত (নিত্যত্ব নহে) ॥২॥৩॥৭॥

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥২॥৩॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—এতেন (ইহা দ্বারা) মাতরিশ্বা (বায়ু) ব্যাখ্যাতঃ (বর্ণিত হইল)।]

[সরলার্থঃ—এতেন আকাশোৎপত্তিবর্ণনেনৈব মাতরিশ্বা বায়ুরপি ব্যাখ্যাতঃ—উৎপন্নত্বেন নিরূপিত ইত্যর্থঃ ॥

এই আকাশোৎপত্তি প্রদর্শনেই বায়ুও বর্ণিত হইল, অর্থাৎ বায়ুরও উৎপত্তি সমর্থিত হইল ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥]

অনেনৈব হেতুনা মাতরিশ্বনো বায়োরপ্যুৎপত্তির্ব্যাখ্যাতা। বিয়ন্মাতরিশ্বনোঃ পৃথগ্‌যোগকরণং "তেজোঽতস্তথাহ্যাহ" [ব্রহ্মসূ° ২।৩।১০] ইতি মাতরিশ্বপরামর্শার্থম্ ॥২॥৩॥৮॥

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥২॥৩॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অসম্ভবঃ (উৎপত্তির অভাব) তু (কিন্তু) সতঃ (সতের—ব্রহ্মের) অনুপপত্তেঃ (যেহেতু উপপত্তি হয় না)।]

[সরলার্থঃ—আকাশোৎপত্তিপ্রসঙ্গেন ব্রহ্মণোঽপি উৎপত্তিমাশঙ্ক্য পরিহরতি—"অসম্ভবঃ" ইত্যাদিনা। সতঃ ব্রহ্মণঃ পুনঃ উৎপত্তেঃ অসম্ভব এব ; কুতঃ ? অনুপপত্তেঃ—সতোঽপ্যুৎপত্তৌ মূলকারণত্বাভাবেন তদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা নোপপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

আকাশাদির ন্যায় সৎ-পরব্রহ্মেরও উৎপত্তি সম্ভব হয় না ; কারণ, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন মূলকারণই নহে, তখন তদ্বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হইতে পারে না ॥২॥৩॥৯॥]

তুশব্দোঽবধারণার্থঃ ; অসম্ভবঃ—অনুপপত্তিঃ। সতঃ ব্রহ্মণ এব ; তদ্ব্যতিরিক্তস্য কস্যচিদপ্যনুৎপত্তির্ন সম্ভবতি, অনুপপত্তেঃ। এতদুক্তং ভবতি—বিয়ন্মাতরিশ্বনোরুৎপত্তিপ্রতিপাদনমুদাহরণার্থম্ ; উৎপত্ত্যসম্ভবস্তু

উক্ত হেতু দ্বারাই বায়ুরও উৎপত্তি ব্যাখ্যাত—বর্ণিত হইল, অর্থাৎ আকাশের ন্যায় বায়ুরও উৎপত্তি নিরূপিত হইল। আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি নিরূপণের জন্য পৃথক্ সূত্র রচনার অভিপ্রায় এই যে, পরবর্ত্তী দশম সূত্রে কেবল বায়ুরই অনুবৃত্তি হইবে, আকাশের হইবে না, [একত্র নির্দ্দেশ হইলে সেই সূত্রে উভয়েরই একযোগে অধিকার হইতে পারিত] ॥২॥৩॥৮॥

সূত্রস্থ 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ ; অসম্ভব অর্থ—উৎপত্তির অসম্ভব—অনুৎপত্তি। সৎ—ব্রহ্মেরই অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মেরই উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না ; অথচ তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কোন পদার্থেরই অনুৎপত্তিও সম্ভবপর হয় না ; কারণ, তাহা উপপন্ন হয় না। এই কথা উক্ত হইতেছে যে, আকাশ ও বায়ুর যে উৎপত্তি প্রতিপাদন, তাহা কেবল উদাহরণার্থ মাত্র, অর্থাৎ দৃষ্টান্তরূপে

সতঃ পরমকারণস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ। তদ্ব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্যাব্যক্তমহদহঙ্কারতন্মাত্রেন্দ্রিয়বিয়ৎপবনাদিকস্য প্রপঞ্চস্যৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাদিভিরবগতকার্য্যভাবস্যানুৎপত্তির্নোপপদ্যত ইতি ॥২॥৩॥৯॥

[ইতি প্রথমং বিয়দধিকরণম্ ॥১॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

তেজোঽধিকরণম্।] **তেজোঽতস্তথাহ্যাহ ॥২॥৩॥১০॥**

[পদচ্ছেদঃ—তেজঃ (তেজঃ—তৃতীয় ভূত) অতঃ (বায়ু হইতে), তথাহি (সেইরূপই) আহ (বলিতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—অতঃ অস্মাচ্চ বায়োঃ সকাশাৎ তেজ উৎপদ্যতে, যতঃ "বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরপি তথৈব আহ ॥

এই বায়ু হইতে তেজঃ পদার্থ—অগ্নি উৎপন্ন হয়; কারণ, 'বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল' ইত্যাদি শ্রুতিও সেইরূপই বলিতেছেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥]

ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বমুক্তম্; ইদানীং ব্যবহিতকার্য্যাণাং কিং কেবলাৎ তত্তদনন্তরকারণভূতাদ্ বস্তুন উৎপত্তিঃ, আহোস্বিৎ তত্তদ্রূপাদ্ ব্রহ্মণঃ? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্? কেবলাৎ তত্তদ্বস্তুন

উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সৎস্বরূপ পরম কারণ একমাত্র পরব্রহ্মেরই উৎপত্তি সম্ভব হয় না। আর একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি কারণেও যখন তদ্ভিন্ন প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, আকাশ ও পবনাদি নিখিল প্রপঞ্চেরই ব্রহ্ম-কার্য্যত্ব জানা যাইতেছে, তখন কখনই সেই প্রপঞ্চের অনুৎপত্তি উপপন্ন হইতে পারে না ॥২॥৩॥৯॥

[প্রথম বিয়দধিকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥]

ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মাতিরিক্ত নিখিল পদার্থকেই ব্রহ্ম-কার্য্য বলা হইয়াছে; (*) এখন চিন্তা হইতেছে যে, পরবর্ত্তী কার্য্যগুলিও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণীভূত ভূত-পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয়? অথবা তত্তৎভূতাকারাপন্ন ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? শুধু ভূত হইতেই অর্থাৎ অব্রহ্মাত্মক তত্তৎ পদার্থ

পূর্ব্বপক্ষ।]

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'তেজোঽধিকরণ'। ইহা দশম হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত আটটি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—তেজঃপ্রভৃতির উৎপত্তি। (২) সংশয়—সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতেই ইহাদের উৎপত্তি? না—তত্তদ্বিকারভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভৌতিক বায়ু প্রভৃতিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী তেজঃ প্রভৃতির কারণ; ব্রহ্ম পরম্পরাসম্বন্ধে কারণ মাত্র। (৪) উত্তর—বায়্বাদিভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতেই ইহাদের উৎপত্তি, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে কিংবা শুদ্ধ বায়ু প্রভৃতি হইতেও নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব, সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মই সমস্ত জগতের মূল কারণ॥

ইতি। কুতঃ ? তেজস্তাবৎ অতঃ মাতরিশ্বন এবোৎপদ্যতে ; "বায়োরগ্নিঃ" [তৈত্তি° আন° ১।২] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১০॥

আপঃ ॥২॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—আপঃ (জল)।]

[সরলার্থঃ—আপোঽপি অতঃ তেজস উৎপদ্যন্তে ; যতঃ "অগ্নেরাপঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তথৈব আহ ॥

এই তেজ হইতেই আবার জল উৎপন্ন হয় ; কারণ, 'অগ্নি হইতে জল,' এই শ্রুতি সেইরূপই বলিতেছেন ॥২॥৩॥১১॥]

আপোঽপি অতঃ—তেজস এবোৎপদ্যতে "অগ্নেরাপঃ" [তৈত্তি° আন° ১।২] "তদপোঽসৃজত" [ছান্দো° ৬।২।৩] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১১॥

পৃথিবী ॥২॥৩॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—পৃথিবী (পৃথিবীও)।]

[সরলার্থঃ—পৃথিবী চ অদ্ভ্য এব উৎপদ্যতে ; যতঃ স্বয়ং শ্রুতিরেব "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী", "তা অন্নম্ অসৃজন্ত" ইত্যাহ ॥

পৃথিবীও জল হইতেই উৎপন্ন হয় ; কারণ, স্বয়ং শ্রুতিই বলিতেছেন—'জল হইতে পৃথিবী', এবং 'জলসমূহ পৃথিবী সৃষ্টি করিল' ইতি ॥২॥৩॥১২॥]

পৃথিবী অদ্ভ্য উৎপদ্যতে—"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" [তৈত্তি° আন° ২] "তা অন্নমসৃজন্ত" [ছান্দো° ৬।২।৪] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১২॥

হইতেই [উৎপন্ন] হয়। কারণ ? বায়ু হইতে যে, তেজের উৎপত্তি হয়, তাহা 'বায়ু হইতে অগ্নি' এই শ্রুতিই বলিতেছেন ॥২॥৩॥১০॥

জলও এই তেজ হইতেই উৎপন্ন হয় ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'অগ্নি হইতে জল,' 'তিনি জল সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি ॥২॥৩॥১১॥

পৃথিবী আবার জল হইতে উৎপন্ন হয় ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'জল হইতে পৃথিবী [উৎপন্ন হইল]', 'জলসমূহ পৃথিবী সৃষ্টি করিল' ইতি ॥২॥৩॥১২॥

নমু অন্নশব্দেন কথং পৃথিব্যভিধীয়তে ? অত আহ—

অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ ॥২॥৩॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ (অধিকার—প্রসঙ্গ, রূপ—বর্ণ এবং অন্যান্য শব্দ হইতেও)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং 'অন্ন'-শব্দেন পৃথিব্যভিধানোপপত্তিরুচ্যতে—"অধিকার" ইত্যাদিনা। অত্র-'অন্ন' শব্দেন পৃথিব্যেবাভিধীয়তে, নত্বন্যৎ; কুতঃ ? "অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ"। অধিকারস্তাবৎ—মহাভূতসৃষ্টিবিষয়কঃ অন্নশব্দস্য পৃথিবীবাচকত্বে হেতুঃ; রূপং তাবৎ—"অগ্নের্যৎ রোহিতং রূপং, তেজসস্তৎ রূপং, যৎ শুক্লং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নস্য" ইত্যত্র অপ্তেজসোঃ সমানজাতীয়ং পৃথিবীভূতমেব অন্নশব্দবাচ্যমবগম্যতে; শব্দান্তরঞ্চ—"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণীয়ং অন্নস্য পৃথিবীবাচকত্বে অপরং নিমিত্তমিত্যর্থঃ।

শ্রুত্যুক্ত অন্নশব্দে যে, পৃথিবীই অভিহিত হইয়াছে, সে পক্ষে যুক্তি বলিতেছেন—অধিকার, রূপ ও শব্দান্তর হইতেও জানা যায় যে, 'অন্ন' শব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে, অপর কিছু নহে। প্রথম হেতু—মহাভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে 'অন্ন' শব্দের উল্লেখ; দ্বিতীয় হেতু—অপ্ ও তেজের সম্বন্ধে যেমন শুক্ল ও লোহিত রূপ উক্ত হইয়াছে, অন্নের সম্বন্ধেও তেমনি কৃষ্ণ রূপের উল্লেখ রহিয়াছে; ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, এই 'অন্ন' ও জল, উভয়ই তেজের ন্যায় স্বতন্ত্র দুইটি ভূত; তৃতীয় হেতু—শব্দান্তর, "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী", এই অপর শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরেই জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টির নির্দেশ রহিয়াছে; অতএব, বুঝিতে হইবে যে, "তা অন্নম্ অসৃজন্ত" বাক্যেও অন্নশব্দে পৃথিবীই উক্ত হইয়াছে ॥২॥৩॥১৩॥]

মহাভূতসৃষ্ট্যধিকারাৎ পৃথিব্যেব অন্নশব্দেনোক্তমিতি প্রতীয়তে। অদনীয়স্য সর্ব্বস্য পৃথিবীবিকারত্বাৎ কারণে কার্য্যশব্দঃ। তথা বাক্যশেষে ভূতানাং রূপ-সংশব্দনে, "যদগ্নে রোহিতং রূপং, তেজসস্তদ্ রূপম্, যচ্ছুক্লং, তদপাম্, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" [ছান্দো০ ৬।৪।১] ইত্যপ্-তেজসোঃ সজাতীয়মেবান্নশব্দবাচ্যং প্রতীয়তে। শব্দান্তরঞ্চ—সমানপ্রকরণে "অগ্নে-

---

আপত্তি হইতেছে যে, শ্রুত্যুক্ত 'অন্ন' শব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অধিকার" ইত্যাদি।

মহাভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে কথিত হওয়ায় 'অন্ন'-শব্দে যে, পৃথিবীই উক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে। ভক্ষণীয় বস্তু মাত্রই পৃথিবীবিকার—পার্থিব; এইজন্য অন্নের কারণীভূত (পৃথিবীতে) অন্নশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সেইরূপ এই বাক্যেরই শেষভাগে যে, ভূতসমূহের রূপ-সমুল্লেখ—'অগ্নির যে, লোহিত রূপ, প্রকৃতপক্ষে তাহা তেজেরই রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলেরই রূপ; আর যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্নেরই রূপ'; ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, জল ও তেজের সমানজাতীয় পদার্থই (পৃথিবীই) 'অন্ন' শব্দের অর্থ। আবার ইহারই সমান প্রকরণে

রাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" [তৈত্তি° আন° ১।২] ইতি শ্রূয়তে। অতঃ পৃথিব্যেবান্নশব্দেনোচ্যতে ইত্যদ্ভ্য এব পৃথিবী জায়তে। উদাহৃতাস্তেজঃ-প্রভৃতয়ঃ প্রদর্শনার্থাঃ—মহদাদয়োঽপি স্বানন্তরবস্তুন এবোৎপদ্যন্তে, যথা-শ্রুত্যভ্যুপগমাবিরোধাৎ।

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥" [মুণ্ড° ।২।১।৩]

"তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে" [মুণ্ড° ১।১।৮]

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি° ১।২।] "তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যাদয়ো ব্রহ্মণঃ পরম্পরয়া কারণত্বেঽপ্যুপপদ্যন্ত-ইতি ॥২॥৩॥১৩॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥২॥৩॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তদভিধ্যানাৎ (তাঁহার ইচ্ছা রূপ) এব (নিশ্চয়) তু (কিন্তু) তল্লিঙ্গাৎ (সৃষ্টিবোধক বাক্য হইতে) সঃ (তিনিই—ব্রহ্মই)।]

[সরলার্থঃ—'তু'শব্দঃ প্রাগুক্তাশঙ্কানিবারণার্থঃ। মহত্তত্ত্বাদিরূপাণাং কার্য্যাণামপি পূর্ব্বপূর্ব্ববস্তুশরীরকঃ স পুরুষোত্তম এব কারণম্; কুতঃ? তদভিধ্যানলক্ষণাৎ তল্লিঙ্গাৎ—অভি-ধ্যানং—সংকল্পঃ, "তৎ তেজ ঐক্ষত, বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদিরূপাৎ সংকল্পাৎ মহদাদি-কারণানামপি পুরুষোত্তমেক্ষাপূর্ব্বিকৈব সৃষ্টিরিত্যবগম্যতে; অন্যথা অচেতনানাং তথাবিধেক্ষানুপ-পত্তিরিতি ভাবঃ।

উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তি সূচনার্থ 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যগুলিও পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট সেই পুরুষোত্তম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, তাঁহারই কারণত্ব-সূচক 'সেই তেজঃ সঙ্কল্প করিল—আমি বহু হইব' ইত্যাদি সঙ্কল্পের কথা রহিয়াছে। অচেতন তেজঃ প্রভৃতির যখন ঐরূপ সংকল্প বা চিন্তা হইতেই পারে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই সকল পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট—তত্তদ্বস্তুময় শরীরধারী ব্রহ্মেরই ঐ সংকল্প, জড় তেজঃ প্রভৃতির নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥]

(অন্ন সৃষ্টি প্রস্তাবে) 'অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী', [এই স্থলে অন্নের স্থলে] পৃথিবী শব্দও শ্রুত হইতেছে। অতএব অন্নশব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে; সুতরাং জল হইতেই পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়, (অপর কারণ হইতে নহে)। এস্থলে তেজঃ প্রভৃতি ভূতের যে, উৎপত্তি-কথন, তাহাও কেবল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ মাত্র; প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্তের বিরোধ-

তু-শব্দাৎ পক্ষো ব্যাবৃত্তঃ, মহদাদিকার্য্যাণামপি তত্তদনন্তরবস্তুশরীরকঃ স এব পুরুষোত্তমঃ কারণম্ ; কুতঃ ? তদভিধ্যানরূপাৎ তল্লিঙ্গাৎ। অভিধ্যানম্ "বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্পঃ, "তৎ তেজ ঐক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" "তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম, প্রজায়েমহি" [ছান্দো০ ৬।২।৩।৪] ইত্যাত্মনো বহুভবনসঙ্কল্পরূপেক্ষণশ্রবণাৎ মহদহঙ্কারাকাশাদীনামপি কারণানাং তথাবিধেক্ষাপূর্ব্বিকৈব স্বকার্য্যস্মৃষ্টিরিতি গম্যতে। তথাবিধক্ষেক্ষণং তত্তচ্ছরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণ উপপদ্যতে। শ্রূয়তে চ সর্ব্বশরীরকত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বং পরস্য ব্রহ্মণোঽন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যোঽপ্সু তিষ্ঠন্, যস্তেজসি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৩] ইত্যাদি। সুবালোপনিষদি চ "যস্য

পরিহারার্থ [বুঝিতে হইবে যে,] মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থনিচয়ও নিজের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'ইঁহা (ব্রহ্ম) হইতেই প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও বিশ্বাধার পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়', 'তাঁহা হইতেই এই ব্রহ্ম (প্রকৃতি), নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়', 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়', 'তিনি (ব্রহ্ম) তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি, পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মের কারণতা স্বীকার করিলেও উক্ত শ্রুতিসমূহ সঙ্গত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

'তু' শব্দের প্রয়োগে পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্ত হইতেছে। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সেই বস্তুশরীরক সেই পুরুষোত্তমই মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যগুলিরও কারণ ; কারণ ?—তল্লিঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার স্রষ্টৃত্বজ্ঞাপক অভিধ্যানই কারণ। অভিধ্যান অর্থ—'বহু হইব' এইরূপ সংকল্প (কামনা), 'সেই তেজঃ সংকল্প করিল, আমি বহু হইব, জন্মিব', 'সেই জল সংকল্প করিল, আমরা বহু হইব, জন্মিব', আত্মার বহুভাবপ্রাপ্তিবিষয়ক সংকল্পরূপ ঈক্ষণবোধক শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, মহৎ, অহঙ্কার ও আকাশাদির কারণসমূহের যে, সৃষ্টিকার্য্য, তাহাও সেই প্রকার পুরুষোত্তমের সংকল্প হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর সেই সেই কারণবস্তুময়শরীরধারী পরব্রহ্মেরই তাদৃশ ঈক্ষণ সম্ভবপর হয়, অচেতন জড় তেজঃপ্রভৃতির পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

সিদ্ধান্ত।]

বিশেষতঃ অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকের একটি অংশে) শোনাও যায় যে, সমস্ত বস্তুই পরব্রহ্মের শরীর ; এইজন্যই তিনি সর্ব্বাত্মক (সর্ব্বময়), [যথা—] 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন', 'যিনি জলে অবস্থান করেন', 'যিনি তেজে অবস্থান করেন', 'যিনি বায়ুতে অবস্থান করেন' 'যিনি আকাশে অবস্থান করেন' ইত্যাদি। সুবালোপনিষদেও আছে—'পৃথিবী যাঁহার

পৃথিবী শরীরম্” ইত্যারভ্য “যস্যাহঙ্কারঃ শরীরম্” “যস্য বুদ্ধিঃ শরীরম্” “যস্যাব্যক্তং শরীরম্” ইত্যাদি ॥২॥৩॥১৪॥

যচ্চোক্তম্ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ” ইত্যাদিষু শ্রূয়মাণা ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিসৃষ্টিঃ পরম্পরয়াপ্যুপপদ্যত ইতি। অত্রোচ্যতে—

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥২॥৩॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপর্য্যয়েণ (সৃষ্টির বিপরীত ভাবে) তু (নিশ্চয়) ক্রমঃ (পারম্পর্য্য) অতঃ (এই কারণে) উপপদ্যতে (উপপন্ন হইতেছে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—‘তু’-শব্দঃ অবধারণার্থকঃ। “আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ” ইত্যেবং সৃষ্টি-পারম্পর্য্যক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ বৈপরীত্যেন—“এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।” ইত্যেবং সাক্ষাদেব ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকার্য্যাণাং সৃষ্টিক্রমঃ, সোঽপি সমঃ; অতঃ অস্মাদেব হেতোঃ তত্তদ্বস্তুশরীরকাদ্‌ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিরুপপদ্যতে ইত্যর্থঃ॥

সূত্রস্থ ‘তু’শব্দটি অবধারণার্থক। ‘আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিক্রম তাহার বিপরীত, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ‘এই ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়’ ইত্যাদি প্রকার; তাহাও উক্ত কারণেই উপপন্ন হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, ‘আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদির ন্যায় যদিও প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টিতে ক্রম নির্দ্দিষ্ট নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির কথা অভিহিত আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, উপাদানভূত ঐ সমস্ত পদার্থে প্রবিষ্ট ব্রহ্মই কারণ ॥২॥৩॥১৫॥]

তু-শব্দোঽবধারণার্থঃ। অব্যক্ত-মহদহঙ্কারাকাশাদিক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ যঃ সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং ব্রহ্মানন্তর্য্যরূপঃ ক্রমঃ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ” [সুবাল০ ২।১।৩] ইত্যাদিষু প্রতীয়তে; স চ ক্রমস্তত্তদ্রূপাৎ ব্রহ্মণস্তত্তৎ-কার্য্যোৎপত্তেরেবোপপদ্যতে। পরম্পরয়া কারণত্বে ব্রহ্মানন্তর্য্যশ্রবণ-

---

শরীর’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে যে, অহঙ্কার যাঁহার শরীর’ ‘বুদ্ধি যাঁহার শরীর’ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাঁহার শরীর’ ইত্যাদি ॥২॥৩॥১৪॥

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দের অর্থ—অবধারণ। অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও আকাশাদি পদার্থের উৎপত্তিক্রমের বিপরীতভাবে যে, ‘ইহা হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্ম লাভ করে’ ইত্যাদি স্থলে অব্যবহিত সম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জন্য পদার্থের উৎপত্তিক্রম প্রতীত হইতেছে, সেই সেই উপাদানভূত বস্তুভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতেই সেই সেই জন্য পদার্থের উৎপত্তি উপপন্ন হওয়ায় সেই ক্রমও উপপন্ন হইতেছে। পরম্পরা সম্বন্ধে কারণতা কল্পনা করিলে নিশ্চয়ই আনন্তর্য্যশ্রবণ, অর্থাৎ ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ, এই উক্তি বাধিত হইয়া পড়ে। অতএব,

মুপরুধ্যতে। অতঃ "এতস্মাজ্জায়তে" [সুবা০ ২।১।৩] ইত্যাদিকমপি সর্ব্বস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সম্ভবস্যোত্তম্ভনম্ ॥২॥৩॥১৫॥

অন্তরা বিজ্ঞান-মনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেৎ, নাবিশেষাৎ ॥২॥৩॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ---অন্তরা (মধ্যে) বিজ্ঞান-মনসী (ইন্দ্রিয় ও মনঃ) ক্রমেণ (পরপর) তল্লিঙ্গাৎ (তাহার জ্ঞাপক চিহ্ন হইতে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) অবিশেষাৎ যেহেতু [পূর্ব্বাপেক্ষা ইহাতেও কিছুমাত্র] বিশেষ নাই) ।]

[সরলার্থঃ—অন্তরা ভূত-প্রাণসৃষ্টেরন্তরালে বিজ্ঞান-মনসী বিজ্ঞানসাধনত্বাৎ ইন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমুচ্যন্তে, তৎ বিজ্ঞানং মনশ্চ ক্রমেণ পরম্পরয়া উৎপদ্যতে, ন তু সাক্ষাদেব ব্রহ্মণঃ; কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খম্" ইত্যেবংজাতীয়ক-সৃষ্টিবোধকবাক্যাৎ, ইতি চেৎ; ন, কুতঃ? অবিশেষাৎ—"এতস্মাৎ জায়তে" ইত্যস্য প্রাণাদি-পৃথিব্যন্তেষু সর্ব্বত্র অন্বয়াবিশেষাৎ; অতঃ তেজঃপ্রভৃতীনাং সর্ব্বেষামেব কার্য্যাণাং পরং ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ কারণম্ ॥

যদি বল, প্রাণ ও ভূতবর্গ সৃষ্টির মধ্যসময়ে ক্রমশঃ অর্থাৎ পরপর ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয়; কারণ, ইহার অনুকূলে "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ * * * খং বায়ুঃ" এইরূপ বাক্য রহিয়াছে। না, ইহা বলিতে পার না; কারণ, "এতস্মাৎ জায়তে" (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়) এই কথার সহিত পৃথিব্যাদিরও যেরূপ সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিতও তদ্রূপই সম্বন্ধ; কিছুমাত্র বিশেষ নাই; অতএব সাক্ষাৎসম্বন্ধেই পরব্রহ্ম সর্ব্বপদার্থের সাক্ষাৎ কারণ ॥২॥৩॥১৬॥]

বিজ্ঞানসাধনত্বাদিন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমিত্যুচ্যন্তে। যদুক্তম্ "এতস্মাজ্জায়তে" [সুবাল০ ২।১।৩] ইত্যাদিনা সর্ব্বস্য ব্রহ্মণোঽনন্তরকার্য্যত্বং শ্রাব্যতে; অতশ্চানেন বাক্যেন সর্ব্বস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণ উৎপত্তিরভিধ্যানলিঙ্গাবগতা

বুঝিতে হইবে, 'ইঁহা হইতেই' ইত্যাদি বাক্যও কেবল ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্ব্বকারণত্ব সমর্থক (*) ॥২॥৩॥১৫॥

জ্ঞানোৎপাদনের উপায় বলিয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। আরও যে উক্ত হইয়াছে, 'ইঁহা হইতে জন্মে' ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত পদার্থই সাক্ষাৎ ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া শ্রুত হইতেছে; অতএব, অন্যান্য বাক্য দ্বারা সমস্ত বস্তুর যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি

(*) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বপক্ষে অকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে, তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ সৃষ্টিতে যেমন "তৎ তেজঃ ঐক্ষত" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত পরব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব কথিত আছে, কিন্তু অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতির সৃষ্টিতে সেরূপ কোনও ঈক্ষণক্রম বর্ণিত না থাকায় বুঝা যায় যে, এ সকলের সৃষ্টিতে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ কারণতা নাই—পরম্পরা সম্বন্ধেই কারণতা।

উক্তভ্যত ইতি; তন্নোপপদ্যতে, ক্রমবিশেষপরত্বাদস্য বাক্যস্য; অত্রাপি সর্ব্বেষাং ক্রমপ্রতীতেঃ। খাদিষু তাবৎ শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ ক্রমোঽত্রাপি প্রতীয়তে—তৈঃ সহপাঠলিঙ্গাদ্ ভূত-প্রাণয়োরন্তরালে বিজ্ঞান-মনসী অপি ক্রমেণোৎপদ্যতে ইতি প্রতীয়তে। অতঃ সর্ব্বস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণ এব সম্ভবস্যোক্তমুনমিদং বাক্যং ন ভবতীতি চেৎ; তন্ন; অবিশেষাৎ—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" [সুবাল০ ২।১।৩] ইত্যনেনাবিশেষাৎ। বিজ্ঞান-মনসোঃ খাদীনাঞ্চ "এতস্মাজ্জায়তে" ইত্যনেন সাক্ষাৎসম্ভবরূপ-সম্বন্ধস্যাভিধেয়স্য সর্ব্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানামবিশিষ্টত্বাৎ স এব বিধেয়ঃ, ন ক্রমঃ। শ্রুত্যন্তরসিদ্ধক্রমবিরোধাচ্চ নেদং ক্রমপরম্; "পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে" ইত্যারভ্য "তম........একী ভবতি" [সুবাল০ ২] ইত্যন্তেন ক্রমান্তরপ্রতীতেঃ। অতোঽব্যক্তাদিশরীরকাৎ পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণ এব

অভিহিত হইয়াছে, উক্ত বাক্যে তাহাই সমর্থিত হইয়াছে; এ কথাও উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, ঐ বাক্যটি উৎপত্তিগত ক্রমবিশেষেরই বোধক, আর এখানেও সমস্ত সৃজ্য পদার্থের উৎপত্তিক্রমই প্রতীত হইতেছে। অন্য শ্রুতিতে ("আকাশাৎ বায়ুঃ" ইত্যাদি বাক্যে) প্রসিদ্ধ যে, আকাশাদির উৎপত্তিক্রম, এখানেও ("এতস্মাৎ জায়তে" বাক্যেও) তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। ক্রমোৎপন্ন সেই আকাশাদির সহিত একত্র পঠিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় ও মন, এ দুইটি পদার্থও ভূতবর্গ ও প্রাণোৎপত্তির মধ্যস্থলেই ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব এই "এতস্মাৎ জায়তে" বাক্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতেছে না। না—এ কথা সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, 'ইঁহা হইতে প্রাণ' এই বাক্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অভিপ্রায় এই যে, "এতস্মাৎ জায়তে" এই বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় যে, বিজ্ঞান, মন ও আকাশাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপত্তি, তাহা প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধেই অবিশিষ্ট বা তুল্য*; সুতরাং সেই সম্বন্ধটিই এখানে বিধেয় অর্থাৎ প্রধান প্রতিপাদ্য, কিন্তু কেবল ক্রমমাত্র নহে।

বিশেষতঃ অন্য শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়াও ক্রমবোধনে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য নহে; কেন না, 'পৃথিবী জলে বিলীন হয়' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তমে (অজ্ঞানে) একীভূত হয়' এই পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যেই অন্যপ্রকার ক্রম প্রতীত হইতেছে। অতএব [বুঝিতে হইবে,] প্রকৃতিপ্রভৃতি-শরীরধারী পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জন্য পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শ্রুত্যুক্ত

---

* তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—না সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের কারণতা একপ্রকার, কোথাও পরম্পরাসম্বন্ধে নহে; ব্রহ্মের সেই সাক্ষাৎকারণতা জ্ঞাপনের নিমিত্তই "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে। অতএব "আকাশাৎ বায়ুঃ" ইত্যাদি স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, স্বয়ং পরব্রহ্মই আপনার শরীরস্থানীয় আকাশাদি পদার্থমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরবর্ত্তী পদার্থ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ক্রমিকত্বাশঙ্কা অমূলক।

সর্ব্বকার্য্যাণামুৎপত্তিঃ। তেজঃপ্রভৃতয়শ্চ শব্দাস্তদাত্মভূতং ব্রহ্মৈবা-ভিদধতি ॥২॥৩॥১৬॥

নন্বেবং সর্ব্বশব্দানাং ব্রহ্মবাচিত্বে সতি তৈস্তৈঃ শব্দৈঃ তত্তদ্বস্তু-ব্যপদেশো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ উপরুধ্যেত; তত্রাহ—

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাব-ভাবিত্বাৎ ॥২॥৩॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ (স্থাবর-জঙ্গমবিষয়ক) তু (আশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থ) স্যাৎ (হইবে) তদ্ব্যপদেশঃ (তাহার উল্লেখ) ভাক্তঃ (অমুখ্য) তদ্ভাবভাবিত্বাৎ (যেহেতু) তাঁহার সদ্ভাবেই সদ্ভাব)।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ আরোপিতশঙ্কানিরাসার্থঃ। চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ স্থাবর-জঙ্গমবিষয়কঃ তদ্ব্যপদেশঃ—তদ্বাচকশব্দোঽপি অভাক্তঃ ব্রহ্মণি মুখ্য এব স্যাৎ, ন তু গৌণঃ; কুতঃ ? তদ্ভাব-ভাবিত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতীনাং স্বাত্মভূত-ব্রহ্মাধীনসদ্ভাবাৎ; আত্মভূতে ব্রহ্মণি সত্যেব তেজঃপ্রভৃতয়ঃ আত্মানং লভন্তে; অতঃ তদ্ভাবভাবিত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতিবাচকাঃ শব্দা অপি ব্রহ্মণি মুখ্যার্থা এবেত্যর্থঃ ॥

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তু বিষয়ে প্রযুক্ত তেজঃপ্রভৃতি শব্দও ব্রহ্মে গৌণ নহে (মুখ্যই—বাচকই বটে); কারণ, সর্ব্বাত্মভূত ব্রহ্মের সদ্ভাবেই তেজঃপ্রভৃতির সদ্ভাব বা অস্তিত্ব। অভিপ্রায় এই যে, যাহার অস্তিত্ব যাহার অধীন, প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুটি তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥] [দ্বিতীয় তেজোঽধিকরণ ॥২॥]

তু-শব্দশ্চোদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ। নিখিলজঙ্গম-স্থাবরব্যপাশ্রয়ঃ তত্তচ্ছব্দ-ব্যপদেশঃ ভাক্তঃ বাচ্যৈকদেশে ভজ্যত ইত্যর্থঃ। সমস্তবস্তুপ্রকারিণো ব্রহ্মণঃ বেদান্তশ্রবণাৎ প্রাক্ প্রকার্য্যপ্রতীতেঃ, প্রকারিপ্রতীতিভাবভাবিত্বাচ্চ

তেজঃ প্রভৃতি শব্দসমূহও তাহাদের আত্মভূত ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ সকল শব্দও প্রকৃতপক্ষে 'ব্রহ্ম'-অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥৩॥১৬॥

বেশ কথা, সমস্ত শব্দই যদি ব্রহ্মবাচক হয়, তাহা হইলে শব্দশাস্ত্রানুযায়ী নিয়মসিদ্ধ যে, বিশেষ বিশেষ অর্থবোধনে শব্দবিশেষের উল্লেখ, তাহাও বাধিত হইয়া যায়। তদুত্তরে বলিতেছেন—"চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ" ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কানিবৃত্তির জন্য 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তু বিষয়ে যে, বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার, তাহা ভাক্ত, অর্থাৎ বাচ্যার্থের একাংশমাত্রভাগী। অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত পদার্থই হইতেছে ব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণ, আর ব্রহ্ম হইতেছেন—প্রকারী বা বিশেষ্য; যেহেতু প্রকারীভূত ব্রহ্ম তৎপ্রকারভূত বস্তুগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়, যেহেতু অবিষয় বলিয়াই বেদান্তোপদেশশ্রবণের পূর্ব্বে প্রকারীভূত ব্রহ্মের প্রতীতি হয় না, এবং যেহেতু প্রকারী বা বিশেষ্যের প্রতীতেই বিশেষণ-জ্ঞানের পর্য্যবসান (পরিসমাপ্তি), সেই

তৎপর্য্যবসানস্য, লোকে তত্তদ্বস্তুমাত্রে বাচ্যৈকদেশে তে তে শব্দাঃ ভক্ত্যা ভক্ত্যা ব্যপদিশ্যন্তে।

অথবা তেজঃপ্রভৃতিভিঃ শব্দৈস্তত্তদ্বস্তুমাত্রবাচিতয়া ব্যুৎপন্নৈঃ ব্রহ্মণো ব্যপদেশো ভাক্তঃ স্যাৎ—অমুখ্যঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য –"চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু" ইত্যুচ্যতে। চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ তদ্ব্যপদেশঃ তদ্বাচিশব্দঃ—চরাচরবাচিশব্দো ব্রহ্মণ্যভাক্তঃ মুখ্য এব; কুতঃ? ব্রহ্মভাবভাবিত্বাৎ সর্ব্বশব্দানাং বাচকভাবস্য, নাম-রূপব্যাকরণশ্রুত্যা হি তথাবগতম্ ॥২॥৩॥১৭॥

[দ্বিতীয়ং তেজোঽধিকরণম্ ॥২॥]

আত্মাধিকরণম্।] **নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২॥৩॥১৮॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) আত্মা (জীব) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হেতু), নিত্যত্বাৎ (যেহেতু নিত্যত্ব) চ (পরন্তু) তাভ্যঃ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়]।]

[সরলার্থঃ—আত্মা জীবঃ ন উৎপদ্যতে, কুতঃ? শ্রুতেঃ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইতি জীবোৎপত্তিনিষেধশ্রবণাৎ, তাভ্যঃ "অজো নিত্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ নিত্যতাবগমাচ্চেত্যর্থঃ। যদ্বা, আত্মা নোৎপদ্যতে, কুতঃ? অশ্রুতেঃ জীবোৎপত্তিবোধকশ্রুতেরভাবাদিত্যর্থঃ।

জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না; কারণ, জীবের উৎপত্তিনিষেধক 'বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী—আত্মা) জন্মে না, মরে না' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে। বিশেষতঃ 'আত্মা জন্মরহিত নিত্য' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও তাহার নিত্যত্বই জানা যাইতেছে ॥২॥৩॥১৮॥]

হেতুই জগতে বাচ্যার্থের (ব্রহ্মের) একাংশে বা একাংশভূত বিশেষ বিশেষ বস্তুবিষয়ে বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি অগৌণ বা মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে (*)।

অথবা, কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তুর বাচকরূপে ব্যুৎপাদিত তেজঃপ্রভৃতি শব্দে যে, ব্রহ্মের ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ, তাহাও ভাক্ত, অর্থাৎ মুখ্য না হইতে পারে; এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে—"চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু"। চরাচরব্যপাশ্রয় যে তদ্ব্যপদেশ, তাহাও অভাক্ত অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমবিষয়ক শব্দও ব্রহ্মেতে অভাক্ত অর্থাৎ মুখ্যই বটে; কারণ? সমস্ত শব্দের যে, বাচকতা-শক্তি, তাহা ব্রহ্মসত্তাবাধীন; ইহা নাম ও রূপাভিব্যক্তিপ্রতিপাদক শ্রুতি হইতেই জানা গিয়াছে ॥২॥৩॥১৭॥　　　　[দ্বিতীয় তেজোঽধিকরণ ॥২॥]

(*) তাৎপর্য্য—ভাষ্যকার সূত্রস্থ 'ভাক্ত' শব্দ লইয়া দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন, জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় প্রকার বা বিশেষণ স্বরূপ; ব্রহ্ম সে সমস্ত পদার্থের আশ্রয়ীভূত বিশেষ্য—প্রকারী; সুতরাং প্রকারীভূত ব্রহ্মের অধীন জগতে যত শব্দ আছে, সমস্তই তাদৃশ বিভূতিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই বাচক; তবে যে, ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থের জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহা ভাক্ত অর্থাৎ ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলিও ব্রহ্মেরই প্রকার; এইজন্য ব্যবহার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝাইয়া এক

বিয়দাদেঃ কৃৎস্নস্য পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ উৎপত্তিরুক্তা, ইদানীং জীবস্যাপ্যুৎপত্তিরস্তি নেতি সংশয্যতে। কিং যুক্তম্? অস্তীতি; কুতঃ? একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপত্তেঃ, প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাচ্চ। বিয়দাদেরিব জীবস্যাপ্যুৎপত্তিবাদিন্যঃ শ্রুতয়শ্চ সন্তি—"যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী তোয়েন জীবান্ ব্যসসর্জ ভূম্যাম্" [তৈত্তি° অন্ত° ১।১] "প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত" [যজুঃ° ২ অষ্ট°] "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" [ছান্দো° ৬।৮।৪] "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" [তৈত্তি° আন°] ইতি। এবং সচেতনস্য জগত উৎপত্তিবচনাৎ জীবস্যাপ্যুৎপত্তিঃ প্রতীয়তে।

নচ বাচ্যম্—ব্রহ্মণো নিত্যত্বাৎ তত্ত্বমস্যাদিভিশ্চ জীবস্য ব্রহ্মত্বাবগমাৎ জীবস্য নিত্যত্বম্ ইতি "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো° ৬।৮।৭] "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ছান্দো° ৩।১৪ ১] ইত্যেবমাদিভির্ব্বিয়দাদেরপি ব্রহ্মত্বাব-

[পূর্ব্বপক্ষ — জীবোৎপত্তি।]

[ইতঃপূর্ব্বে] আকাশাদি সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে; এখন সংশয় হইতেছে যে, জীবেরও উৎপত্তি আছে কি না? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? [উৎপত্তি] আছে, ইহাই; কারণ?—তাহা হইলেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয়, এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্বাবধারণও সঙ্গত হয়। বিশেষতঃ আকাশাদির ন্যায় জীবেরও উৎপত্তিবোধক বহুতর শ্রুতি রহিয়াছে—'যাহা হইতে জগৎ-প্রসূতি প্রসূত হইয়াছে, এবং যিনি পৃথিবীতে জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন', 'প্রজাপতি প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন', 'হে সোম্য, সৎব্রহ্মই এই সমস্ত জীবগণের মূল, সৎব্রহ্মই আশ্রয় এবং সৎব্রহ্মই বিলয়-স্থান', 'এই সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে জন্মলাভ করে' ইতি। এইরূপে চেতনসমন্বিত সমস্ত জগতেরই উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, ব্রহ্ম যখন নিত্য, এবং "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্য হইতেও যখন জীবের ব্রহ্মত্ব অবগত হওয়া যায়, তখন জীবেরও নিত্যত্ব [সিদ্ধ হইতেছে]; না, তাহা হইলে] 'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক', 'নিশ্চয়ই এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মস্বরূপ', এই জাতীয়

দেশকেও (ব্রহ্মের প্রকার বা অংশমাত্রকেও) বুঝাইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা মুখ্যার্থ নহে। দ্বিতীয় পক্ষে বলিয়াছেন যে, যদিও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বিভিন্নপ্রকার অর্থবোধে শক্তি নির্দ্দিষ্ট থাকুক, তথাপি চরাচর সমস্ত পদার্থবোধক শব্দগুলিও ব্রহ্ম অর্থে অভ্যক্ত, অর্থাৎ গৌণার্থ নহে, মুখ্যার্থই বটে; কারণ, ব্রহ্মই নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়া সেই নামের (শব্দের) মধ্যে অর্থবোধোপযোগী শক্তি সন্নিবেশিত করিয়াছেন; অর্থাৎ নামরূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছেন; সুতরাং কোন শব্দই তাঁহাতে অপ্রযুক্ত হইতে পারে না।

গমাৎ তস্যাপি নিত্যত্বপ্রসক্তেঃ। অতো জীবোঽপি বিয়দাদিবদুৎপদ্যত ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"নাত্মা শ্রুতেঃ" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাত্মা উৎপদ্যতে, কুতঃ? শ্রুতেঃ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" [কঠ০ ২।১৮] "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজৌ" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৯] ইত্যাদিভির্জ্জীবস্যোৎপত্তিপ্রতিধো হি শ্রূয়তে। আত্মনো নিত্যত্বং চ তাভ্যঃ শ্রুতিভ্য এবাবগম্যতে "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৩।] "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদিভ্যঃ। অতশ্চ নাত্মোৎপদ্যতে।

কথং তর্হি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপদ্যতে? ইত্থমুপপদ্যতে—জীবস্যাপি কার্য্যত্বাৎ কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বাচ্চ। এবং তর্হি

বাক্য হইতে আকাশপ্রভৃতিরও ব্রহ্মত্বাবগতিনিবন্ধন আকাশাদিরও নিত্যত্ব হইতে পারে। অতএব, আকাশাদির ন্যায় জীবও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদি (*)।

না—আত্মা উৎপন্ন হয় না; কারণ? শ্রুতিই কারণ; কেন না, 'বিপশ্চিৎ ব্যক্তি জন্মেও না, মরেও না,' 'দুইটির মধ্যে একটি জ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ, একটি ঈশ্বর, অপরটি অনীশ্বর, কিন্তু উভয়েই অজ (জন্মরহিত)' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তিপ্রতিষেধ শোনা যাইতেছে। পক্ষান্তরে, সেই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে আত্মারও নিত্যত্বই জানা যাইতেছে। [সেই সমস্ত শ্রুতি এই—] 'যিনি নিত্যের নিত্য, অর্থাৎ নিত্যত্ব-সম্পাদক, চেতনসমূহেরও চৈতন্য-সম্পাদক, এবং যিনি এক হইয়াও বহুর কামনারাশি সম্পাদন করেন', 'এই আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত (চিরকাল একরূপে অবস্থিত) ও পুরাণ (চিরন্তন) এবং শরীর নষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না' ইত্যাদি। [যেহেতু শ্রুতি নিজেই আত্মার উৎপত্তি প্রতিষেধ করিতেছেন,] সেই হেতুও আত্মা উৎপন্ন হয় না।

সিদ্ধান্ত—জীবের নিত্যত্ব স্থাপন।

ভাল কথা, তাহা হইলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় কিরূপে? হাঁ, এইরূপে উপপন্ন হয়—যেহেতু জীবও কার্য্যপদার্থ, এবং যেহেতু কার্য্যপদার্থ কথনই কারণ হইতে

(*) তাৎপর্য্য—এই আত্মাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের নিত্যত্ব বা অনুৎপত্তিবাদ। (২) সংশয়—আকাশাদি জড় পদার্থের ন্যায় জীবেরও উৎপত্তি আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবেরও নিশ্চয়ই উৎপত্তি আছে, নচেৎ একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না। (৪) উত্তর—না জীবের উৎপত্তি হয় না; কারণ, তদনুকূল কোন শ্রুতি নাই, পক্ষান্তরে শ্রুতি হইতে তাহার নিত্যত্বই প্রমাণিত হয়। (৫) নির্ণয়—অতএব, জীব উৎপত্তি ও বিনাশরহিত—নিত্য।

বিয়দাদিবদুৎপত্তিমত্ত্বমঙ্গীকৃতং স্যাৎ; নেত্যুচ্যতে; কার্য্যত্বং হি নাম একস্য দ্রব্যস্যাবস্থান্তরাপত্তিঃ, তৎ জীবস্যাপ্যস্ত্যেব। ইয়াংস্তু বিশেষঃ,—বিয়দাদেরচেতনস্য যাদৃশোঽন্যথাভাবঃ, ন তাদৃশো জীবস্য; জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাসলক্ষণো জীবস্যান্যথাভাবঃ, বিয়দাদেস্তু স্বরূপান্যথাভাবলক্ষণঃ। সেয়ং স্বরূপান্যথাভাবলক্ষণোৎপত্তির্জ্জীবে প্রতিষিধ্যতে।

এতদুক্তং ভবতি—ভোগ্য-ভোক্তৃ-নিয়ন্তৄন্ বিবিক্তস্বভাবান্ প্রতিপাদ্য ভোগ্যগতমুৎপত্ত্যাদিকং ভোক্তরি প্রতিষিধ্য তস্য নিত্যতাং চ প্রতিপাদ্য ভোগ্যগতমুৎপত্ত্যাদিকম্, ভোক্তৃগতঞ্চাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বং নিয়ন্তরি প্রতিষিধ্য তস্য নিত্যত্বম্, নিরবদ্যত্বম্, সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞত্বম্, সত্যসঙ্কল্পত্বম্, করণাধিপাধিপত্বম্, বিশ্বস্য পতিত্বং চ প্রতিপাদ্য সর্ব্বাবস্থয়োশ্চিদচিতোঃ তং প্রতি শরীরত্বম্, তস্য চাত্মত্বম্ প্রতিপাদিতম্; অতঃ সর্ব্বদা চিদচিদ্বস্তুতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্ম; তৎ কদাচিৎ স্বস্মাদ্বিভক্ত-ব্যপদেশানর্হাতিসূক্ষ্মদশাপন্নচিদচিদ্বস্তুশরীরং তিষ্ঠতি; তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম; কদাচিচ্চ বিভক্তনাম-

অন্য বা অতিরিক্ত হইতে পারে না; [সেই হেতুই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান উপপন্ন হয়]। ভাল, এরূপ হইলে ত আকাশাদির ন্যায় জীবেরও উৎপত্তিই স্বীকার করা হইল? [আমরা] বলিতেছি, না,—তাহা হয় না; কেননা, কার্য্য অর্থ—কোন একটি দ্রব্যের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; অবশ্য, সেই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি জীবের সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই আছে; তবে এইমাত্র বিশেষ যে, অচেতন আকাশাদির যেরূপ অন্যথাভাব (অবস্থান্তর প্রাপ্তি) হয়, জীবের অন্যথাভাব সেরূপ হয় না; কারণ, জীবের অন্যথাভাব অর্থ—জ্ঞানের সংকোচ ও বিকাশপ্রাপ্তি মাত্র; কিন্তু আকাশাদির অন্যথাভাবে স্বরূপেরই পরিবর্ত্তন ঘটে। এই স্বরূপান্যথাভাবরূপ উৎপত্তিই জীবের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হইতেছে, (কিন্তু জ্ঞান-সংকোচ-বিকাশরূপ অন্যথাভাব নহে)।

এই কথা বলা হইতেছে যে, প্রথমতঃ পৃথক্‌স্বভাবসম্পন্ন ভোগ্য, ভোক্তা ও নিয়ন্তার প্রতিপাদন করিয়া, ভোগ্যগত উৎপত্ত্যাদি ভোক্তাতে প্রতিষেধ করিয়া, এবং ভোক্তৃগত পুরুষার্থের (সুখদুঃখাদির) সহিত নিয়ন্তার সম্বন্ধ নিষেধ করিয়া, সেই নিয়ন্তাকেই নিত্য, নির্দ্দোষ, সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, ইন্দ্রিয়স্বামী-জীবেরও অধিপতি এবং জগৎপতি বলিয়া নিরূপণ করিয়া, বিবিধ অবস্থাপন্ন চেতন ও অচেতন বস্তুকে তাঁহার শরীর, এবং তাঁহাকেই তাহাদের আত্মস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে; অতএব, ব্রহ্ম সর্ব্বদাই চেতনাচেতনবস্তুসমন্বিত থাকায় সমস্ত বিশেষণে বিশেষিত হন। বিশেষ এই যে, কখনও তিনি তাঁহা হইতে বিভক্তরূপে উল্লেখের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন-বস্তুময় শরীরসম্পন্ন থাকেন, তিনিই কারণাবস্থ ব্রহ্ম;

রূপ-স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং, তচ্চ কার্য্যাবস্থম্। তত্র কারণাবস্থস্য কার্য্যা-বস্থাপত্তাবচিদংশস্য কারণাবস্থায়াং শব্দাদিবিহীনস্য ভোগ্যত্বায় শব্দাদিমত্তয়া স্বরূপান্যথাভাবরূপবিকারো ভবতি। চিদংশস্য চ কর্ম্মফলবিশেষ-ভোক্তৃত্বায় তদনুরূপ-জ্ঞানবিকাসরূপো বিকারো ভবতি। উভয়প্রকারবিশিষ্টে নিয়ন্ত্রংশে তদবস্থ-তদুভয়বিশিষ্টতারূপবিকারো ভবতি; কারণাবস্থায়া অবস্থান্তরা-পত্তিরূপো বিকারঃ প্রকারদ্বয়ে প্রকারিণি চ সমানঃ। অত এবৈকস্যাবস্থা-ন্তরাপত্তিরূপবিকারাপেক্ষয়া "যেনাশ্রুতং শ্রুতম্" [ছান্দো০ ৬।১।৩,৪] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় মৃদাদিদৃষ্টান্তঃ—"যথা সোম্যৈকেন" ইত্যাদিনা নিদর্শিতঃ। ঈদৃশজ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাসকর-তত্তদ্দেহসম্বন্ধ-বিয়োগাভিপ্রায়াঃ জীবস্যোৎপত্তি-মরণবাদিন্যঃ "প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত" [যজু০ অষ্ট০ ২] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। অচিদংশবৎ স্বরূপান্যথাত্বাভাবাভিপ্রায়া উৎপত্তিপ্রতিষেধবাদিন্যো নিত্যত্ববাদিন্যশ্চ "ন জায়তে ম্রিয়তে" [কঠ০ ২।৮] ইত্যাদ্যাঃ "নিত্যো নিত্যানাম্" [শ্বেতা০ ৬।১৩] ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ। স্বরূপান্যথাত্ব-জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাস-রূপোভয়বিধানিষ্টবিকারাভাবাভিপ্রায়াঃ "স বা এষ মহানজ আত্মা

কখনও বা নাম ও রূপাকারে বিভক্ত স্থূলদশাপ্রাপ্ত চেতনাচেতন-বস্তুময় শরীরসম্পন্ন হন; তিনিই কার্য্যাবস্থ ব্রহ্ম। তন্মধ্যে, কারণাবস্থায় অচেতনভাগ শব্দাদিবিহীন থাকায় ভোগ্য হয় না; ভোগ্যতা সম্পাদনের জন্যই কারণাবস্থ অচেতনভাগের কার্য্যাবস্থায় ভোগার্হ-শব্দাদিরূপে অন্যথা-ভাবাত্মক বিকার ঘটিয়া থাকে। উভয়বিধ বিকারবিশিষ্ট নিয়ন্তাতেও আবার তাদৃশ অবস্থাদ্বয়-বিশিষ্টরূপ বিকার ঘটিয়া থাকে। আর কারণাবস্থা হইতে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ যে, বিকার, তাহা উক্ত দ্বিবিধ প্রকারে (চেতনে ও অচেতনে) এবং প্রকারী বা বিশেষ্যভূত ব্রহ্মেও সমান। অতএব একই বস্তুর অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ বিকারকে অপেক্ষা করিয়া 'যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়,' এই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে 'হে সোম্য যেমন একটি মৃৎপিণ্ড,' ইত্যাদি বাক্যে মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। জ্ঞানের ঈদৃশ সংকোচ-বিকাসসাধক বিশেষ বিশেষ দেহের সহিত সম্বন্ধ ও বিয়োগই জীবের উৎপত্তি-বিনাশবোধক 'প্রজাপতি প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন' ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রেত অর্থ। আর উৎপত্তিপ্রতিষেধক ও নিত্যতাবোধক 'জন্মে না, মরে না', ইত্যাদি এবং 'নিত্যেরও নিত্য অর্থাৎ নিত্যতাসম্পাদক' ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই যে, অচিৎ-অংশের (জড়পদার্থের) ন্যায় ইহার স্বরূপের অন্যথাভাব হয় না। পরতত্ত্ববিষয়ক 'সেই এই মহান্ অজ আত্মা জরামরণরহিত, অমৃতস্বরূপ

অজরোঽমরোঽমৃতো ব্রহ্ম” [বৃহদা০ ৬।৪।২৫] “নিত্যো নিত্যানাম্” ইত্যাদ্যাঃ পরবিষয়াঃ শ্রুতয়ঃ। এবং সর্ব্বদা চিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণং চ নাম-রূপবিভাগাভাবাদুপপদ্যতে। “তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইতি হি নামরূপবিভাগভাবাভাবাভ্যাং নানাত্বৈকত্বে বদতি, ইতি।

যে তু অবিদ্যোপাধিকং জীবত্বং বদন্তি, যে চ পারমার্থিকোপাধিকৃতম্, যে চ সন্মাত্রস্বরূপং ব্রহ্ম স্বয়মেব ভোক্তৃভোগ্য-নিয়ন্তৃরূপেণ ত্রিধাবস্থিতং বদন্তি; সর্ব্বেঽপ্যেতে অবিদ্যা-শক্তেরুপাধিশক্তেঃ ভোক্তৃভোগ্য-নিয়ন্তৃ-শক্তীনাং চ প্রলয়কালেঽবস্থানেঽপি তদানীমেকত্বাবধারণং নাম-রূপবিভাগাভাবাদেবোপপাদয়ন্তি। “বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ।”

ব্রহ্ম’, ‘নিত্যেরও নিত্য’ ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাসরূপ যে, অনর্থকর উভয়বিধ বিকার, তাহা তাঁহাতে নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বদা চেতনাচেতনসমন্বিত হইলেও সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম-রূপ বিভাগ না থাকায় তাহার একত্বাবধারণও উপপন্ন হইতেছে। ‘সেই এই জগৎ তৎকালে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অব্যাকৃত ছিল, তাহাই নাম (শব্দ) ও রূপাকারে প্রকাশিত হইল’, এই শ্রুতিও নাম-রূপ বিভাগের সদ্ভাব ও অসদ্ভাবানুসারেই নানাত্ব ও একত্ব বলিতেছেন, অর্থাৎ নাম-রূপের অভিব্যক্তিতে নানাত্ব, আর অনভিব্যক্তিতে একত্ব বলিতেছেন।

কিন্তু, যাহারা—জীবকে অবিদ্যোপাধিক বলিয়া থাকেন, আর যাহারা পারমার্থিক উপাধি-কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং যাহারা বলেন, শুদ্ধ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেই ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্তৃরূপে তিন ভাগে অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ তাহারা সকলেই, প্রলয়কালে অবিদ্যাশক্তি, উপাধিশক্তি, এবং ভোক্তৃশক্তি, ভোগ্যশক্তি ও নিয়ন্তৃশক্তি বিদ্যমান থাকিতেও তখন কেবল নাম-রূপাত্মক বিভাগ থাকে না বলিয়াই তদানীন্তন একত্বাবধারণের সমর্থন করিয়া থাকেন (*)।

(*) তাৎপর্য্য—সৃষ্টিকালে যখন বিবিধ ভেদ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন এ সময়ে ব্রহ্মের একত্বাবধারণ নিশ্চয়ই অবিসংবাদী নহে ; কিন্তু প্রলয়কালে ভোগ্য, ভোক্তা ও তাহাদের নিয়ন্তা বর্ত্তমানের ন্যায় কার্য্যকরী অবস্থায় না থাকিলেও স্বরূপতঃ বিনষ্ট হইয়া যায় না ; তখনও সে সমস্তই শক্তিরূপে অবস্থান করিতে থাকে ; অর্থাৎ প্রলয়কালে, ভোগ্য শব্দস্পর্শাদি বিষয়গুলি কেবল ভোগ্যরূপে থাকে না মাত্র, কিন্তু তাহাদের শক্তি বা ভোগযোগ্যতা তখনও বর্ত্তমানই থাকে, জীবগণ তখন কিছুই ভোগ করিতে পায় না বটে, কিন্তু তাহাদেরও ভোক্তৃত্ব শক্তি অবিলুপ্তই থাকে ; এবং প্রলয়কালে নিয়মন বা শাসনের কোন আবশ্যক থাকে না বলিয়াই ঈশ্বর তখন তাহা করেন না সত্য, কিন্তু তখনও তাঁহার সেই নিয়ন্তৃত্ব বা শাসনশক্তি অক্ষুন্নই থাকে ; অর্থাৎ বর্ত্তমানের সমস্ত পদার্থই তখনও সূক্ষ্ম—শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকে, কেবল বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় নাম ও রূপের বিভাগ থাকে না মাত্র, সমস্তই অবিভক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে। এই অবিভাগাবস্থা লইয়াই তৎকালে ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া অবধারণ করা হয়, কিন্তু একেবারেই দ্বৈতাভাব নিবন্ধন নহে।

"ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ, নানাদিত্বাৎ, উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৩৪, ৩৫] ইতি সূত্রাভ্যাং জীবভেদস্য তৎকর্ম্মপ্রবাহস্য চানাদিত্বাভ্যুপগমাচ্চ। ইয়ান্ বিশেষঃ—একস্য অনাদ্যবিদ্যয়া ব্রহ্ম স্বয়মেব মুহ্যতি, অন্যস্য পারমার্থিকানাদ্যুপাধিনা ব্রহ্মস্বরূপমেব বধ্যতে, উপাধি-ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্ত্বন্তরাভাবাৎ। অপরস্য ব্রহ্মৈব বিচিত্রাকারেণ পরিণমতে, কর্ম্মফলানি চানিষ্টানি ভুঙ্ক্তে; নিয়ন্তুংশস্য ভোক্তৃত্বাভাবেঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ স্বস্মাদভিন্নং ভোক্তারমনুসংদধাতীতি স্বয়মেব ভুঙ্ক্তে। অস্মাকং তু স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থ-চিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কার্য্য-কারণোভয়াবস্থাবস্থিতমপি সর্ব্বদা-নিরস্তনিখিল-দোষগন্ধং সত্যসঙ্কল্পত্বাদ্যপরিমিতোদারগুণসাগরমবতিষ্ঠতে; প্রকারভূত-চিদচিদ্বস্তুগতা অপুরুষার্থাঃ স্বরূপান্যথাভাবাশ্চেতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥২॥৩॥১৮॥

[ইতি তৃতীয়মাত্মাধিকরণম্ ॥৩॥]

[ব্রহ্ম সৃষ্টিকালে জীবের] 'কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন বলিয়াই ব্রহ্মের নির্দ্দয়তা বা বিষমদর্শিতা দোষ হয় না'। '[সৃষ্টির পূর্ব্বে কোনরূপ] বিভাগ না থাকায় [যে, তখন জীবের] কর্ম্ম থাকিতে পারে না, তাহা নহে; কারণ, সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে, এবং এরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়।' এই সূত্রদ্বয়ে জীববিভাগ ও তাহার কর্ম্মপ্রবাহ, উভয়েরই অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এইমাত্র বিশেষ যে, একের মতে (উক্ত প্রথম পক্ষে) অনাদি অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম নিজেই মুগ্ধ হন; অন্যের মতে (উক্ত দ্বিতীয় পক্ষে) পারমার্থ বা যথার্থভূত অনাদি উপাধি দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপই আবদ্ধ হইয়া পড়ে; কেননা, [ইহার মতে] ব্রহ্ম ও তাহার উপাধি ভিন্ন অপর কোনরূপ পদার্থ নাই। অপরের মতে (উক্ত তৃতীয় পক্ষে) স্বয়ং ব্রহ্মই বিবিধ আকারে পরিণত হন, এবং অনিষ্ট কর্ম্মফলও ভোগ করেন। নিয়ন্তার ভোক্তৃতা না থাকিলেও সর্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন আপনা হইতে অপৃথগ্‌ভূত ভোক্তাকেও জানিতে পারেন, এইজন্যই তিনি স্বয়ংই ভোগ করেন [বলা হইয়াছে]। আমাদের মতে কিন্তু, স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতনবস্তুময়-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই কার্য্য-কারণ—উভয়াবস্থায় অবস্থান করিলেও সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ দোষসংস্পর্শবর্জ্জিত এবং সত্য-সংকল্পত্ব প্রভৃতি নিখিল উদারগুণের সাগররূপে অবস্থান করেন। সমস্ত অপুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের অপ্রার্থনীয় দুঃখাদি এবং স্বরূপের যে, অন্যথাভাব বা বিকার, তৎসমস্তই ব্রহ্মের বিশেষণীভূত চেতনাচেতন বস্তুগত [ব্রহ্মের স্বরূপগত নহে]; অতএব সমস্তই সুসঙ্গত হইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

[ইতি তৃতীয় আত্মাধিকরণ ॥৩॥]

জ্ঞাধিকরণম্।] জ্ঞোঽত এব ॥২॥৩॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্ঞঃ (জ্ঞানবান্) অতএব (এই কারণেই)।]

[সরলার্থঃ—[যস্মাৎ "অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা, মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরেব আত্মনো জ্ঞানবত্ত্বম্ অভিধত্তে,] অতএব হেতোঃ বদ্ধো মুক্তশ্চাত্মা জ্ঞঃ—জ্ঞাতৈব, নতু জ্ঞানস্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥

যে হেতু 'আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, এইরূপ যিনি উপলব্ধি করেন, তিনিই আত্মা, মনের দ্বারা এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন', ইত্যাদি শ্রুতিই আত্মাকে জ্ঞানবান্ বলিতেছেন; অতএব আত্মা জ্ঞাতাই বটে, কখনই জ্ঞানস্বরূপ নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥]

বিয়দাদিবৎ জীবো নোৎপদ্যত ইত্যুক্তম্, তৎপ্রসঙ্গেন জীবস্বরূপং নিরূপ্যতে। কিং সুগত-কপিলাভিমত-চিন্মাত্রমেবাত্মনঃ স্বরূপম্? উত কণভুগভিমত-পাষাণকল্পস্বরূপম্ অচিৎস্বভাবমেবাগন্তুকচৈতন্যগুণকম্? অথ জ্ঞাতৃত্বমেবাস্য স্বরূপম্? ইতি। কিং যুক্তম্? চিন্মাত্রমিতি; কুতঃ? তথা শ্রুতেঃ। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে হি "য আত্মনি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি মাধ্যন্দিনীয়পর্য্যায়স্য স্থানে "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইতি কাণ্বা অধীয়তে। তথা "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" [তৈত্তি০

ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, জীব আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন হয় না, সেই প্রসঙ্গে এখন জীবের স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে।—সুগত (বুদ্ধ) ও কপিলের অভিমত শুধু চৈতন্যই কি আত্মার স্বরূপ? অথবা কণাদের অভিপ্রেত আগন্তুক [অস্বাভাবিক) চৈতন্যগুণসম্পন্ন পাষাণাদি-তুল্য (*) জড়স্বরূপ? কিংবা জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞানকর্তৃত্বই ইহার প্রকৃত স্বরূপ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? শুধু চৈতন্য-স্বরূপই, [এই পক্ষটিই]। কারণ? যেহেতু সেইরূপই শ্রুতি আছে। কারণ, [বৃহদারণ্যকোপনিষদে] অন্তর্যামি ব্রাহ্মণে মাধ্যন্দিনীশাখীয় 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করত' এই স্থানে কাণ্বশাখীরা 'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করত' এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। সেইরূপ, 'বিজ্ঞানই (আত্মাই) যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন, এবং কর্ম্মসমূহও সম্পন্ন করিয়া

(*) তাৎপর্য্য—কণাদের এ কথার অভিপ্রায় এই যে, জীব নিজে জ্ঞানস্বরূপ নহে, কিন্তু পাষাণাদির ন্যায় অচেতন; বিভিন্ন কারণের সহযোগে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং চৈতন্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ নিত্য গুণ নহে, আগন্তুক অনিত্য। রামানুজের মতে চৈতন্যই জীবের গুণ, উহা স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধ; উভয়ের মতে এইমাত্র পার্থক্য।

আন০ ৫।১] ইতি কর্ত্তুরাত্মনো বিজ্ঞানমেব স্বরূপং শ্রূয়তে। স্মৃতিষু চ "জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্ম্মলং পরমার্থতঃ" [বিষ্ণু০ পু০ ১।২।৬] ইত্যাদিম্বাত্মনো জ্ঞানস্বরূপত্বং প্রতীয়তে। অপরস্তু জীবাত্মনো জ্ঞানত্বে জ্ঞাতৃত্বে চ স্বাভাবিকেঽভ্যুপগম্যমানে, তস্য সর্ব্বগতস্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্রোপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ, করণানাঞ্চ বৈয়র্থ্যাৎ, সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদিষু সতোঽপ্যাত্মনশ্চৈতন্যানুপলব্ধেঃ, জাগ্রতঃ সামগ্র্যাং সত্যাং জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাদস্য ন জ্ঞানং স্বরূপম্, নাপি জ্ঞাতৃত্বম্ ; আগন্তুকমেব চৈতন্যম্। সর্ব্বগতত্বং চাত্মনোঽবশ্যাভ্যুপেত্যম্, সর্ব্বত্র কার্য্যোপলব্ধেঃ সর্ব্বত্রাত্মনঃ সন্নিধানাভ্যুপগমাৎ শরীরগমনেনৈব কার্য্যসম্ভবে সতি গতিকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাচ্চ। শ্রুতিরপি সুষুপ্তিবেলায়াং জ্ঞানাভাবং দর্শয়তি—"নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি" [ছান্দো০ ৮।১১।২] ইতি। তথা মোক্ষদশায়াং জ্ঞানাভাবং দর্শয়তি "ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তি" [বৃহদা০ ৬।৫।১৩]ইতি। 'জ্ঞান-

থাকেন', এই স্থলে বিজ্ঞানই কর্ত্তৃভূত আত্মার স্বরূপ বলিয়া শ্রুত হইতেছে। 'প্রকৃতপক্ষে আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ ও অত্যন্ত নির্ম্মল' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্বই পঠিত হইতেছে। অপরে (কণাদ) বলেন—জীবকে যদি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বগত সেই জীবের সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে উপলব্ধি করা সম্ভব হইত, আর করণ অর্থাৎ ভোগসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরও আনর্থক্য হইত। বিশেষতঃ সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাপ্রভৃতি অবস্থায় আত্মা বিদ্যমান থাকিতেও তাহার চৈতন্যোপলব্ধি হয় না, অথচ জাগরণ-সময়ে জ্ঞানসাধনগুলি বিদ্যমান থাকিলেই জ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্ট হয় ; এই সমস্ত কারণে বুঝা যায় যে, জীবের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানও নহে, জ্ঞাতৃত্বও নহে, পরন্তু চৈতন্য ইহার গুণমাত্র, এবং নিশ্চয়ই তাহা আগন্তুক। বিশেষতঃ জীবের সর্ব্বব্যাপিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ, সর্ব্বত্রই যখন তাহার কার্য্য দেখা যায়, তখন সর্ব্বত্রই তাহার সান্নিধ্য বা অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; [সর্ব্বগত জীবের গমনাগমন অসম্ভব হইলেও] তদুপাধিভূত শরীর সঞ্চালন দ্বারাই কার্য্যসম্পাদন সম্ভবপর হওয়ায় তাহার আর স্বতন্ত্র গতি কল্পনারপক্ষে কোন প্রমাণও নাই। বিশেষতঃ শ্রুতিও সুষুপ্তিসময়ে তাহার জ্ঞানাভাব প্রদর্শন করিতেছেন—'নিশ্চয়ই এই সুষুপ্ত ব্যক্তি এখন 'আমি হইতেছি অমুক' এইরূপে আপনাকে জানিতেছে না, কিংবা এই সমস্ত ভূতবর্গকেও জানিতেছে না' ইতি। এইরূপ মোক্ষদশায়ও জ্ঞানাভাব প্রদর্শন করিতেছেন—'প্রয়াণের পর (মোক্ষদশায়) আর সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না' ইতি। তবে যে, জীবকে 'জ্ঞানস্বরূপ' ইত্যাদি বলা হয়, জ্ঞানই জীবের অসাধারণ গুণ, এইজন্য লক্ষণা দ্বারা ঐরূপ ব্যবহার করা হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, জীব ভিন্ন আর কাহারো জ্ঞান নাই, জীবেরই উহা নিজস্ব গুণ ; এই অসাধারণভাব

স্বরূপম্” ইত্যাদিপ্রয়োগস্তু জ্ঞানস্য তদসাধারণগুণত্বেন লাক্ষণিক ইতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—“জ্ঞোঽত এব”।

[সিদ্ধান্তঃ—]

জ্ঞ এব—অয়মাত্মা জ্ঞাতৃত্বস্বরূপ এব, ন জ্ঞানমাত্রম্, নাপি জড়স্বরূপঃ; কুতঃ? অতএব—শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। “নাত্মা শ্রুতেঃ” ইতি প্রকৃতা শ্রুতিঃ ‘অতঃ’ ইতি শব্দেন পরামৃশ্যতে। তথা চ্ছান্দোগ্যে প্রজাপতি-বাক্যে মুক্তামুক্তাত্ম-স্বরূপকথনে “অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা” “মনসৈবৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে” [ছান্দো০ ৮।১২।৪,৫], “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ছান্দো০ ৮।৭।১] “নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্” [ছান্দো০ ৮।১২।৩], অন্যত্রাপি “ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি” [ছান্দো০ ৭।১৬।২], তথা বাজসনেয়কে “কতম আত্মা” ইতি পৃষ্ট্বা “যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ” [বৃহদা০

সূচনার জন্য গুণকেই গুণিরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানই জীবের স্বরূপ নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“জ্ঞঃ অত এব” ইতি (*)।

এই আত্মা (জীব) নিশ্চয়ই জ্ঞ, অর্থাৎ স্বরূপতঃ জ্ঞাতাই বটে, কিন্তু কেবলই জ্ঞানস্বরূপ নহে, এবং জড়স্বরূপও নহে। কারণ? ইহাই কারণ, অর্থাৎ শ্রুতিই কারণ। “নাত্মা শ্রুতেঃ” এই সূত্রে যে শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘অতঃ’ শব্দে তাহারই পরামর্শ বা সম্বন্ধ করা হইতেছে। এইরূপ চ্ছান্দোগ্যোপনিষদেও প্রজাপতিবাক্যে মুক্ত ও অমুক্ত (বদ্ধ) আত্মার স্বরূপ কথনপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, ‘আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, ইহা যিনি জানেন (অনুভব করেন), তিনিই আত্মা’, ‘ব্রহ্মলোকে এই যে সমস্ত কাম্য বিষয় আছে, [আত্মা] মনের সাহায্যে সে সমুদয় কাম্য বিষয় অনুভব করতঃ প্রীত হন’, ‘[আত্মা] সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, ‘আত্মসমীপবর্ত্তী এই শরীরকে স্মরণ না করিয়া’ ইতি। অন্যত্রও আছে—‘পশ্য অর্থাৎ আত্মদর্শী কখনও মৃত্যু দর্শন করেন না’, সেইরূপ বৃহদারণ্যকেও আছে, ‘আত্মা কে?’ এই প্রশ্নের পর বলা হইয়াছে যে, ‘হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাণবর্গের মধ্যে স্থিত এই যে প্রকাশস্বভাব বিজ্ঞানময় পুরুষ’,

---

(*) তাৎপর্য্য—এই ‘জ্ঞাধিকরণ’টী উনিশ হইতে বত্রিশ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের জ্ঞানবত্ত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব। (২) সংশয়—জীব জ্ঞানস্বরূপ? কিংবা জ্ঞানবান্? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীব জ্ঞানস্বরূপই বটে, জ্ঞানগুণবান্ নহে। (৪) উত্তর—না জীব জ্ঞানস্বরূপ নহে, পরন্তু জ্ঞান তাহার অসাধারণ গুণ; এই জন্যই সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় তাহার জ্ঞান থাকে না। (৫) নির্ণয়—অতএব, জীবকে জ্ঞানবান্ জ্ঞাতা বলিয়াই জানিতে হইবে, জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নহে।

৬।৩।৭।] ইতি। তথা "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"] বৃহদা০ ৬।৫।১৫] "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ", তথা "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" [প্রশ্ন০ ৪।৯] "এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ" [প্রশ্ন০ ৬।৫] ইতি ॥২॥৩॥১৯॥

যত্তূক্তং জ্ঞাতৃত্বে স্বাভাবিকে সতি সর্ব্বগতস্য তস্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্রোপলব্ধিঃ প্রসজ্যত ইতি ; তত্রোচ্যতে—

উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্ ॥২॥৩॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাং (দেহ হইতে নির্গমন, গমন ও আগমনের)।]

[সরলার্থঃ—অত্রাপি "শ্রুতেঃ" ইত্যনুবর্ত্ততে। "তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি।" "যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি", "তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" ইত্যাদিষু জীবস্য দেহাদুৎক্রান্তিঃ, উৎক্রান্তস্য চন্দ্রমণ্ডলে গতিঃ, গতস্য চ অস্মিন্ লোকে পুনরাগতিশ্চ শ্রূয়তে; তস্মাদণুপরিমাণো জীব ইত্যর্থঃ ॥

'মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়সমূহ হৃদয়মধ্যে আসিয়া একত্রিত হয়, তখন হৃদয়ের অগ্রভাগ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইতে থাকে, তখন সেই উদ্ভাসমান হৃদয়াগ্রপথে এই আত্মা দেহ হইতে বহির্গত হয়'। 'যে সমস্ত কর্ম্মী পুরুষ এ স্থান হইতে প্রস্থান করেন, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করেন', 'সে স্থান হইতে আবার কর্ম্ম করিবার জন্য এই পৃথিবীর উদ্দেশে আগমন করেন'। এই সমস্ত শ্রুতিতে জীবের দেহ হইতে নির্গমন, চন্দ্রলোকে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন অভিহিত আছে; সুতরাং জীবকে অণুপরিমাণ স্বীকার করিতে হইবে॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥]

এইরূপ—'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' 'এই পুরুষ জ্ঞাতাই বটে', 'এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই দ্রষ্টা, শ্রোতা, আঘ্রাণকর্ত্তা, আস্বাদনকর্ত্তা, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা ও কর্ত্তা', 'এই প্রকারই এই দ্রষ্টার (জীবের) এই ষোড়শটি কলা বা অংশ' (*) ইতি ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

পুনশ্চ যে উক্ত হইয়াছে, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বভাবসিদ্ধ হইলে সকল সময়ে ও সকল স্থানেই সর্ব্বগত সেই আত্মার জ্ঞাতৃত্ব উপলব্ধিগোচর হইতে পারে; তদুত্তরে বলা হইতেছে—"উৎক্রান্তি" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—কলা অর্থ অংশ; ব্রহ্ম-পুরুষের সেই কলা ষোড়শপ্রকার; এইজন্য পুরুষকে 'ষোড়শকল' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। প্রশ্নোপনিষদে সেই ষোড়শ কলা এইরূপ কথিত আছে—"স প্রাণমসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ। অন্নম্ অন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্ম লোকাঃ লোকেষু চ নাম চ," (৬।৪)। অর্থাৎ সেই পুরুষ প্রাণ সৃষ্টি করিলেন এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র (বেদত্রয়), কর্ম্ম (যাগাদি) ও লোক সমূহ এবং লোকের মধ্যে আবার নাম (শব্দ) সৃষ্টি করিলেন। এখানে, প্রাণ হইতে নাম পর্য্যন্ত ষোলটি পদার্থকে পুরুষাশ্রিত 'কলা' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে॥

নায়ং সর্ব্বগতঃ, অপিতু অণুরেবায়মাত্মা; কুতঃ? উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাং শ্রুতেঃ। উৎক্রান্তিস্তাবৎ শ্রূয়তে—"তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি—চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বাহন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি। গতিরপি—"যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি [কৌষী০ ১।২] ইতি। আগতিরপি—"তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" [বৃহদা০ ৬।৪।৬] ইতি। বিভুত্বে হ্যেতা উৎক্রান্ত্যাদয়ো নোপপদ্যেরন্ ॥২॥৩॥২০॥

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥২॥৩॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাত্মনা (নিজেই—আত্মাই) চ (অবধারণ) উত্তরয়োঃ (গতি ও আগতির)।]

[সরলার্থঃ—সূত্রে চ-শব্দোঽবধারণার্থঃ; বিভোরপ্যাত্মনঃ শরীরসম্বন্ধধ্বংসাদিনিবন্ধনং কথঞ্চিৎ উৎক্রান্তেরুপপত্তাবপি উত্তরয়োঃ গত্যাগত্যোঃ পুনঃ স্বাত্মনা স্বস্বরূপেণৈব উপপাদ্যত্বম্ অবশ্যমভ্যুপগন্তব্যম্; তস্মাদপি অণুরাত্মেতি মন্তব্যমিত্যর্থঃ॥

আত্মা সর্ব্বগত হইলে শরীরধ্বংস প্রভৃতি কারণে কোনও রূপে তাহার উৎক্রমণের উপপত্তি করিতে পারিলেও গমনাগমনে তাহার নিজেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে; কাজেই আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৩॥২১॥]

এই জীবাত্মা সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী নহে; পরন্তু এই আত্মা অণুপরিমাণই (সূক্ষ্মই) বটে; কারণ? যেহেতু তাহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি (আগমন) বিষয়ে শ্রুতি রহিয়াছে। প্রথমতঃ 'এই বিজ্ঞানাত্মা (জীব) সেই প্রকাশমান (হৃদয়াগ্র-পথে) অথবা, চক্ষু হইতে, কিংবা মস্তক হইতে অথবা অন্য কোনও শরীরাবয়ব হইতে (*) নির্গত হয়,' এখানে জীবের উৎক্রমণ শ্রুত হইতেছে; 'যে কেহ (কর্ম্মী) এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলে চন্দ্রমণ্ডলেই গমন করেন' এখানে জীবের গমনও শ্রুত হইতেছে, এবং 'সেই লোক হইতে পুনশ্চ কর্ম্ম করিবার জন্য এই লোকাভিমুখে আগমন করেন', এই স্থলে আবার আগমনও শোনা যাইতেছে। জীবের বিভুত্বপক্ষে (সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিলে) উল্লিখিত উৎক্রমণাদি ক্রিয়াগুলিও উপপন্ন হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

(*) তাৎপর্য্য—ইহা দেহ হইতে জীবাত্মার নির্গমন কালের কথা। এই বিষয়টি বৃহদারণ্যকে এইরূপ বর্ণিত আছে,—যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হয়, তখন আত্মার চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বিরত হইয়া যায় এবং জ্যোতির্ম্ময় আত্মার সান্নিধ্য বশতঃ হৃদয়ের অগ্রভাগ উদ্ভাসিত হইতে থাকে; এই হৃদয়াগ্রভাগকে 'নাড়ীমুখ'ও বলা হয়। তখন আত্মা নিজেই নিজের নির্গমনপথটি প্রকাশময় করিয়া তাহা দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহারা আদিত্যমণ্ডলে গমনোপযোগী জ্ঞান কিংবা কর্ম্মের অনুশীলন করিয়াছেন, তাহারা চক্ষু দ্বারা, যাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহারা মূর্দ্ধ (ব্রহ্মরন্ধ্র) দ্বারা, এবং অপরে নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পথেও নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে॥

চ-শব্দোঽবধারণে। যদ্যপি শরীরবিয়োগরূপত্বেনোৎক্রান্তিঃ স্থিত-স্যাপ্যাত্মনঃ কথঞ্চিদুপপদ্যতে ; গত্যাগতী তু ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে ; অতস্তে স্বাত্মনৈব সম্পাদ্যে ॥২॥৩॥২১॥

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥২॥৩॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অণুঃ (অণুপরিমাণ), অতচ্ছ্রুতেঃ (অণুপরিমাণশ্রুতির অভাব হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) ইতরাধিকারাৎ (অন্যের প্রসঙ্গবশতঃ)।]

[সরলার্থঃ—"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ" ইত্যুপক্রমে "স বা এষ মহানজ আত্মা" ইত্যত্র জীবাত্মনঃ অতচ্ছ্রুতেঃ—অণুত্ববিপরীতমহত্ত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ, জীবো ন অণুঃ, ইতি চেৎ, ন, কুতঃ? ইতরাধিকারাৎ—জীবেতরস্য পরমাত্মনঃ তত্র অধিকারাৎ, "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" ইতি হি মধ্যে যঃ পরমাত্মা প্রস্তুতঃ, তস্যৈব তত্রাধিকারাদিত্যর্থঃ।

যদি বল, 'এই যে বিজ্ঞানময়' এই কথা প্রথমে বলিয়া বলা হইয়াছে যে, 'সেই এই আত্মা মহান্ এবং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত।' এখানে অণুত্বের বিপরীত মহত্ত্বের উল্লেখ থাকায় [বুঝিতে হইবে], জীব অণুপরিমাণ নহে ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, এখানে অপরেরই (পরমাত্মারই) অধিকার হইয়াছে ; অর্থাৎ "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ", এই কথার পরে পরমাত্মার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে 'মহান্ অজ আত্মা' বাক্যেও সেই পরমাত্মাকেই বিশেষিত করিয়া বলা হইয়াছে; জীবকে বলা হয় নাই ; সুতরাং জীব অণুই বটে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥]

"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" [বৃহদা০ ৬।৩।৭] ইতি জীবং প্রস্তুত্য "স বা এষ মহানজ আত্মা" [বৃহদা০ ৬।৪।২৫] ইতি মহত্ত্বশ্রুতেঃ নাণুর্জীব

সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি অবধারণার্থে প্রযুক্ত। যদিও সর্ব্বগত আত্মার অবস্থান ও শরীরের সহিত বিচ্ছেদাত্মক উৎক্রমণ কার্য্যটি কোন প্রকারে উপপাদন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার গমনাগমন ত কোনরূপেই উপপাদন করা যাইতে পারে না ; ঐ দুইটি কার্য্য তাহাকে নিজেই সম্পাদন করিতে হইবে ; অতএব আত্মা সর্ব্বগত নহে] (*) ॥২॥৩॥২১॥

'ইন্দ্রিয়াদির মধ্যবর্ত্তী এই যে বিজ্ঞানময়' এইরূপে জীবের প্রস্তাবের পর 'সেই এই মহান্ অজ আত্মা' এই স্থানে আত্মার মহত্ত্বশ্রুতিথাকায় যদি বল জীবাত্মা অণুপরিমাণ নহে ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, সেখানে অপরেরই অধিকার রহিয়াছে,—এই শ্রুতিতে জীব

(*) তাৎপর্য্য—এরূপ বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্বব্যাপী আত্মা মৃত্যুকালেও দেহেই অবস্থান করে সত্য, কিন্তু জীবদবস্থায় দেহের সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ থাকে, মৃত্যু সময়ে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় ; এই সম্বন্ধ ধ্বংসই তাহার 'উৎক্রান্তি' বলিয়া ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার স্থানত্যাগরূপ উৎক্রান্তি হয় না। এখানে এরূপ কল্পনা কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইলেও গমনাগমনের পক্ষে তাহা সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, চন্দ্রলোকে গমন এবং সেখান হইতে যে, প্রত্যাগমন, ইহা ত আত্মার নিজেকেই করিতে হইবে, সেখানে আর আপেক্ষিক বলিলে চলিবে কিরূপে।

ইতি চেৎ ; ন, ইতরাধিকারাৎ—জীবাদিতরস্য প্রাজ্ঞস্য তত্রাধিকারাৎ ;—যদ্যপ্যুপক্রমে জীবঃ প্রস্তুতঃ, তথাপি "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" [বৃহদা০ ৬।৪।১৩] ইতি মধ্যে পরঃ প্রতিপাদ্যতে, ইতি তৎসম্বন্ধীদং মহত্ত্বম্, ন জীবস্য ॥২॥৩॥২২॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২॥৩॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বশব্দোন্মানাভ্যাং (অণুবোধক শব্দ ও অল্প পরিমাণ হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্বশব্দেন সাক্ষাৎ অণুশব্দেন, উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্, তেন চ হেতুনা জীবঃ অণুরেব বেদিতব্যঃ। স্বশব্দস্তাবৎ—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" ইত্যণুশব্দঃ; উন্মানং চ—"আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" ইত্যারাগ্রপরিমাণশ্রবণম্। এতাভ্যামপি হেতুভ্যাং জীবস্যাণুত্বং বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ॥

'অণুপরিমাণ এই আত্মাকে মনের দ্বারা অনুভব করিবে', এই স্থানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জীবের অণুত্ববোধক শব্দ আছে এবং 'এই আত্মা অতি বড় হইলেও আরার অগ্রভাগের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অনুভূত হইয়াছে' এই স্থলে বিশেষ করিয়া আরাগ্র পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, এই উভয় কারণে জীবকে অণু বলিয়াই বুঝিতে হইবে। [চর্ম্মবেধক সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রের নাম 'আরা'] ॥২॥৩॥২৩॥]

সাক্ষাদণুশব্দ এব শ্রূয়তে—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" [মুণ্ড০ ৩।১।৯] ইতি। উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্ ; অণুসদৃশং বস্তূদ্ধৃত্য তন্মানত্বং জীবস্য শ্রূয়তে—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৫।৯] ইতি ; "আরাগ্র-

---

হইতে ভিন্ন প্রাজ্ঞ—পরমাত্মারই অধিকার (সম্বন্ধ বা বর্ণনা) রহিয়াছে। যদিও উপক্রমে জীবই শ্রুত হইয়াছে সত্য, তথাপি 'প্রতিবুদ্ধ (নিত্যবোধসম্পন্ন) আত্মা যাহার বিজ্ঞাত হইতেছে' এই মধ্যবর্ত্তী বাক্যে পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইতেছেন ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, উক্ত মহত্ত্বও তাঁহার সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে, কথনই জীবের সম্বন্ধে নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥

বিশেষতঃ, 'প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া যাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই এই আত্মাকে (জীবকে) মনের দ্বারা অনুভব করিতে হইবে,' এখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জীবের অণুপরিমাণ শ্রুত হইতেছে। উন্মান অর্থ—উদ্ধৃত করিয়া পরিমাণ করা, অর্থাৎ অণুসদৃশ বস্তুর তুলনায় জীবের তদনুরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা। তন্নির্দ্দেশক শ্রুতি যথা—'কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, জীবকে তাহার এক ভাগের সমান (সূক্ষ্ম) জানিতে হইবে',

মাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৫।৮] ইতি চ। অতোঽণুরেবায়মাত্মা ॥২॥৩॥২৩॥

অথ স্যাৎ—আত্মনোঽণুত্বে সকলশরীরব্যাপিনী বেদনা নোপপদ্যেত ইতি ; তত্র মতান্তরেণ পরিহারমাহ—

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥২॥৩॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অবিরোধঃ (বিরোধের অভাব), চন্দনবৎ (চন্দনের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—জীবস্যাণুপরিমাণত্বে দোষমাশঙ্ক্য পরিহারমাহ—"অবিরোধঃ" ইত্যাদিনা। জীবস্যাণুত্বেঽপি সর্ব্বাবয়ব-বেদনানুভবো ন বিরুধ্যতে, চন্দনবৎ ; যথা চন্দনবিন্দুঃ দেহৈকদেশস্থোঽপি সকলদেহব্যাপিনমানন্দমুপজনয়তি, তথা আত্মাপি দেহৈকদেশস্থঃ সন্ দেহব্যাপি বেদনাদিকমনুভবতীত্যর্থঃ

চন্দনবিন্দু যেমন শরীরের একাংশগত হইয়াও সমস্ত শরীরগত আহ্লাদ উৎপাদনকরে, ঠিক তেমনি অণুপরিমাণ জীবও দেহের একাংশবর্ত্তী হইয়াও সমস্ত দেহগত বেদনাদি অনুভব করিবে ; সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না ॥২॥৩॥২৪॥]

যথা হরিচন্দনবিন্দুর্দ্দেহৈকদেশবর্ত্ত্যপি সকলদেহব্যাপিনমাহ্লাদং জনয়তি, তদ্বদাত্মাঽপি দেহৈকদেশবর্ত্তী সকলদেশবর্ত্তিনীং বেদনামনুভবতি ॥২॥৩॥২৪॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ হৃদি হি ॥২॥৩॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ (অবস্থানের বৈচিত্র্য বশতঃ) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) অভ্যুপগমাৎ (স্বীকৃত হওয়ায়) হৃদি (হৃৎপদ্মমধ্যে) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—হরিচন্দনাদেঃ দেশবিশেষে অবস্থানস্য বৈশেষ্যাৎ বৈচিত্র্যাৎ [তথাভাবঃ], ইতি চেৎ ; তন্ন, কুতঃ ? হৃদি হৃৎপদ্মমধ্যে এব অভ্যুপগমাৎ জীবাবস্থানস্য ; অতো নাস্তি বৈলক্ষণ্যমিতিভাবঃ ॥

হরিচন্দন প্রভৃতি বস্তুগুলি স্থানবিশেষে অবস্থান করে বলিয়া ঐরূপে সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি জন্মাইতে পারে, কিন্তু আত্মার ঐরূপ স্থানবিশেষ নির্দ্দিষ্ট না থাকায় সর্ব্বাঙ্গীন অনুভব সঙ্গত হইতে পারে না ; না —তাহা নহে ; কারণ, আত্মার অবস্থানও হৃদয়দেশেই স্বীকৃত হইয়া থাকে ; [সুতরাং চন্দনের সঙ্গে ইহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই] ॥২॥৩॥২৫॥]

'আত্মা মহান্ হইলেও আরার (চর্ম্মভেদক অস্ত্রের) অগ্রভাগের সমপরিমাণ দৃষ্ট হইয়াছে।' অতএব এই জীবাত্মা নিশ্চয়ই অণুপরিমাণ ॥২॥৩॥২৩॥

হরিচন্দনবিন্দ্বাদের্দেহ-দেশবিশেষাবস্থিতিবিশেষাৎ তথাভাবঃ, আত্মনস্তু তন্ন বিদ্যত ইতি চেৎ, ন ; আত্মনোঽপি দেহ-দেশবিশেষে স্থিত্যভ্যুপগমাৎ ; হৃদয়-দেশে হ্যাত্মনঃ স্থিতিঃ শ্রূয়তে—"হৃদি হ্যয়মাত্মা, তত্রৈকশতং নাড়ীনাম্" [প্রশ্ন০ ৩।৬] ইতি ; তথা "কতম আত্মা" [বৃহদা০ ৬।৩।৭] ইতি প্রকৃত্য "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ" ইতি আত্মনো দেশবিশেষস্থিতি-খ্যাপনায় চন্দনদৃষ্টান্তঃ প্রদর্শিতঃ ; ন তু চন্দনস্য দেশবিশেষাপেক্ষা ॥২॥৩॥২৫॥

একদেশবর্ত্তিনঃ সকলদেহব্যাপিকার্য্যকরত্বপ্রকারং স্বমতেনাহ—

গুণাদ্বালোকবৎ ॥২॥৩॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—গুণাৎ (গুণ) বা (অথবা) আলোকবৎ (আলোকের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—একদেশবর্ত্তিনোঽপি সকলদেহব্যাপিত্বে নিদর্শনমাহ—"গুণাদ্বা" ইত্যাদি। প্রদীপাদ্যালোকো যথা একদেশগতোঽপি প্রভয়া অনেকদেশং ব্যাপ্নোতি, তথা আত্মাপি একদেশগতোঽপি স্বকীয়জ্ঞান-গুণেন সকলদেহং ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥

প্রদীপাদি আলোক যেরূপ একস্থানে থাকিয়াও অনেক স্থান আলোকিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মা দেহৈকদেশে—হৃদয়ে থাকিয়াও স্বীয় জ্ঞান-গুণ দ্বারা সর্ব্বদেহব্যাপী হইবে॥২॥৩॥২৬॥]

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা যদি অণুপরিমাণই হয়, তাহা হইলে ত সমস্ত শরীরব্যাপী বেদনা [একই সময়ে দুঃখাদির অনুভূতি] উপপন্ন হইতে পারে না ; অপরের মতাবলম্বন করিয়া ইহার উত্তর বলিতেছেন "অবিরোধঃ" ইত্যাদি।

শ্বেতচন্দনবিন্দু যেমন শরীরের একদেশগত হইয়াও সমস্ত শরীরে আহ্লাদ উৎপাদন করে, তেমনি আত্মাও শরীরের এক স্থানগত (হৃদয়মধ্যগত) হইয়াও সমস্ত দেহব্যাপী বেদনা অনুভব করিয়া থাকে ॥২॥৩॥২৪॥

হরিচন্দন প্রভৃতি বস্তুগুলি দেহরূপ স্থানবিশেষে অবস্থান করে ; সুতরাং ঐরূপ স্থানগত বৈলক্ষণ্য থাকায় সে সমুদয়ের ঐরূপ তৃপ্তি সাধন করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু আত্মার পক্ষে ত ঐরূপ বিশেষ কিছু নাই ? না—আত্মারও দৈহিক দেশবিশেষে অবস্থানই স্বীকার করা হইয়া থাকে ; কারণ, হৃদয়-দেশেই আত্মার অবস্থিতি শ্রুত হইতেছে। যথা—'এই আত্মা হৃদয়মধ্যেই অবস্থান করে, সেখানে একশত নাড়ী আছে।' সেইরূপ 'কোনটি আত্মা ?' এইরূপ উপক্রম করিয়া [বলিয়াছেন যে,] 'প্রাণসমূহের মধ্যে এই যে, বিজ্ঞানময় পুরুষ, যাহা হৃদয়াভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃস্বরূপ।' আত্মার যে দেশবিশেষে অবস্থিতি, তাহা জ্ঞাপনার্থই সূত্রে চন্দনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু চন্দনের ন্যায় স্থানবিশেষও যে, অপেক্ষিত আছে, তাহা নহে ॥২॥৩॥২৫॥

এখন একদেশবর্ত্তী আত্মার যে, সমস্ত দেহব্যাপী কার্য্যকারিতা কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—"গুণাদ্বা" ইত্যাদি।

'বা'-শব্দো মতান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; আত্মা স্বগুণেন জ্ঞানেন সকলদেহং ব্যাপ্যাবস্থিতঃ; আলোকবৎ—যথা মণি-দ্যুমণিপ্রভৃতীনামেকদেশবর্ত্তিনাম্ আলোকোঽনেকদেশব্যাপী দৃশ্যতে, তদ্বৎ হৃদয়স্থস্যাত্মনো জ্ঞানং সকল-দেহং ব্যাপ্য বর্ত্ততে; জ্ঞাতুঃ প্রভাস্থানীয়স্য জ্ঞানস্য স্বাশ্রয়াদন্যত্র বৃত্তির্মণি-প্রভাবদুপপদ্যত ইতি প্রথমসূত্রে স্থাপিতম্ ॥২॥৩॥২৬॥

ননূক্তং (*) জ্ঞানমাত্রমেবাত্মেতি; তৎ কথং জ্ঞানস্য স্বরূপব্যতিরিক্ত-গুণত্বমুচ্যতে? তত্রাহ—

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ, তথা চ দর্শয়তি ॥২॥৩॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকঃ (স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান), গন্ধবৎ (গন্ধের ন্যায়) তথাচ (সেই-রূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—গন্ধবৎ পৃথিবীগুণস্য গন্ধস্য যথা পৃথিব্যাঃ ব্যতিরেকঃ—ততঃ পৃথগ্ভাবেনাপি অবস্থিতিরুপলভ্যতে, তথা আত্মগুণস্যাপি জ্ঞানস্য আত্মনো ব্যতিরেকঃ অবিরুদ্ধঃ। তথা চ দর্শয়তি শ্রুতিঃ—"জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" ইতি। অত্রহি জ্ঞাতুঃ পুরুষস্য জ্ঞানকর্ত্তৃত্বেন ততো জ্ঞানস্য ব্যতিরেকঃ প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ ॥

গন্ধ পৃথিবীর গুণ হইলেও উহাকে যেরূপ পৃথিবী হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ জ্ঞান আত্মার গুণ হইলেও আত্মা হইতে তাহার ব্যতিরেক বা পার্থক্য প্রতীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না, কারণ, 'এই পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই জ্ঞানকর্ত্তা' এই শ্রুতিই আত্মা হইতে জ্ঞানের ব্যতিরেক নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥২॥৩॥২৭॥]

যথা পৃথিব্যা গন্ধস্য গুণত্বেনোপলভ্যমানস্য ততো ব্যতিরেকঃ; তথা

পরমত-নিষেধার্থ বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আলোকের ন্যায় আত্মাও স্বীয় গুণ জ্ঞান দ্বারা সমস্তদেহে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। যেমন, একস্থানবর্ত্তী মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থের আলোককে অনেকস্থানব্যাপী দেখা যায়, হৃদয়দেশস্থ আত্মার জ্ঞানও তেমনি সমস্ত দেহ ব্যাপীয়া অবস্থান করিয়া থাকে। মণিপ্রভার ন্যায়, জ্ঞাতার আত্মা ও প্রভাস্থানীয় জ্ঞান যে, আশ্রয়ের (আত্মার) অন্যত্রও অবস্থান করিতে পারে, ইহা প্রথম সূত্রেই নিরূপিত হইয়াছে ॥২॥৩॥২৬॥

পৃথিবীর গুণরূপে প্রতীয়মান গন্ধ যেমন সেই পৃথিবী হইতে ব্যতিরিক্ত, তেমনি 'আমি

(*) বিজ্ঞানমাত্রম, ইতি ক পাঠঃ।

জানামীতি জ্ঞাতৃগুণত্বেন প্রতীয়মানস্য জ্ঞানস্যাত্মনো ব্যতিরেকঃ সিদ্ধঃ (*)। দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ—"জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" ইতি ॥২॥৩॥২৭॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥২॥৩॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পৃথগুপদেশাৎ (যেহেতু পার্থক্যের উপদেশ রহিয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—ন কেবলং জানাতীত্যনুভববলাদেব ব্যতিরেকঃ, অপিতু 'নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদৌ জ্ঞাতৃ-জ্ঞানয়োঃ পৃথগুপদেশাদপি ব্যতিরেকঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥

কেবল যে, 'আমি জানিতেছি' এই অনুভব বশতই জ্ঞান ও জ্ঞাতার ব্যতিরেক হইতেছে, তাহা নহে, পরন্তু 'জ্ঞাতার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না' এইস্থানে জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য কথনেও উভয়ের ব্যতিরেক সিদ্ধ হইতেছে ॥২॥৩॥২৮॥]

স্বশব্দেনৈব বিজ্ঞানং বিজ্ঞাতুঃ পৃথগুপদিশ্যতে "নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে-র্বিপরিলোপো বিদ্যতে" [বৃহদা০ ৬।৩।৩০] ইতি ॥২॥৩॥২৮॥

যত্তুক্তং "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।২২], "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" [তৈত্তি০ আন০ ৫।১], "জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্মলং পরমার্থতঃ" (†) [বিষ্ণু পু০ ১।২।৬] ইত্যাদিষু জ্ঞানমেবাত্মেতি ব্যপদিশ্যতে ইতি, তত্রাহ—

তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২॥৩॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্‌গুণসারত্বাৎ (সেই জ্ঞানই তাহার সারভূত গুণ বলিয়া) তু (কিন্তু) তদ্ব্যপ-দেশঃ (জ্ঞানস্বরূপত্ব ব্যবহার) প্রাজ্ঞবৎ (পরমাত্মার ন্যায়।)]

[সরলার্থঃ—নন্বাত্মনো জ্ঞান-গুণকত্বে 'সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদৌ জ্ঞানত্বব্যপদেশো নোপপদ্যতে, ইত্যাহ—'তদ্‌গুণসারত্বাৎ' ইতি।

তদ্‌গুণসারত্বাৎ—সঃ জ্ঞানরূপঃ গুণ এব সারঃ প্রধানং যস্য, তস্য ভাবঃ তদ্‌গুণসারত্বম্, তস্মাৎ হেতোঃ, নতু জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ, তদ্ব্যপদেশঃ—"সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদৌ জ্ঞানত্বব্যপদেশঃ, অন্যথা "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাপত্তিরিত্যর্থঃ ॥

ভাল, জ্ঞান যদি আত্মার গুণই হয়, তাহা হইলে "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি স্থলে তাহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ঐ জ্ঞানরূপ গুণটিই আত্মার সার বা প্রধান, এইজন্যই আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াও ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানময় বলিয়া নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥]

(*) ব্যতিরেকসিদ্ধিং দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ, ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) নির্ম্মলম্ 'ইত্যন্তঃ 'খ' 'ঘ' পাঠঃ।

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি; তদ্‌গুণসারত্বাৎ—বিজ্ঞান-গুণসারত্বাৎ আত্মনো বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশঃ। বিজ্ঞানমেবাস্য সারভূতো গুণঃ, যথা প্রাজ্ঞস্যানন্দঃ সারভূতো গুণঃ, ইতি প্রাজ্ঞ আনন্দ-শব্দেন ব্যপদিশ্যতে—"যদেশ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" [তৈত্তি° আন° ৭।১] "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" [তৈত্তি° ভৃগু° ৬।১] ইতি। প্রাজ্ঞস্য হ্যানন্দঃ সারভূতো গুণঃ "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ" [তৈত্তি° আন° ৮।৪], "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" [তৈত্তি° আন° ৯।১] ইতি, যথা বা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি° আন° ১।১।২] ইতি বিপশ্চিতঃ প্রাজ্ঞস্য জ্ঞান-শব্দেন ব্যপদেশঃ। "সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" [তৈত্তি° আন° ১।১।২], "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" [মুণ্ড° ১।১।৯] ইত্যাদিষু প্রাজ্ঞস্য জ্ঞানং সারভূতো গুণ ইতি বিজ্ঞায়তে ॥২॥৩॥২৯॥

জানিতেছি বা জ্ঞান করিতেছি' এই ভাবে জ্ঞাতার গুণরূপে প্রতীয়মান জ্ঞানেরও আত্মা হইতে ব্যতিরেক বা পার্থক্য সিদ্ধ হইতেছে। 'এই পুরুষ নিশ্চয়ই জানে—জ্ঞানকর্ত্তা' এই শ্রুতিও সেইরূপ ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন (*) ॥২॥৩॥২৭॥

বিশেষতঃ 'বিজ্ঞাতার (জীবের) বিজ্ঞান কথনই বিলুপ্ত হয় না,' এই শ্রুতিতে ব্যতিরেক-বোধক স্পষ্ট শব্দেও জ্ঞান হইতে জ্ঞাতার পার্থক্য উপদিষ্ট আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৮ ॥

আরও যে উক্ত হইয়াছে—'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন', 'যিনি বিজ্ঞান ও যজ্ঞ প্রকাশ করেন', এবং 'প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ।' ইত্যাদি স্থলে ত জ্ঞানকেই আত্মার স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"তদ্‌গুণসারত্বাৎ" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতেছে। তদ্‌গুণসারত্ব অর্থ—যেহেতু বিজ্ঞানই আত্মার সারভূত গুণ, সেই হেতুই 'বিজ্ঞান' শব্দে আত্মার ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিজ্ঞানই ইহার সারভূত গুণ; আনন্দ যেমন প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া ঐ আনন্দ-শব্দে প্রাজ্ঞ আত্মা অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—'এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না হইত', 'আনন্দই ব্রহ্ম, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন।' প্রাজ্ঞ পরমাত্মারও আনন্দই সারভূত গুণ [বলিয়া কথিত আছে,] যথা—'তাহা [হইতেছে] ব্রহ্মের একটি আনন্দ', 'ব্রহ্মের আনন্দ অনুভব করিলে পর জীব কোথা হইতেও ভয় পায় না', অথবা, যেমন 'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ', এখানে বিপশ্চিৎ (জ্ঞানবান্) প্রাজ্ঞকেই জ্ঞান-শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, [তেমনি] 'বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের সহিত', 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ', ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানই প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া জানা যাইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ সমস্ত হিন্দু দর্শনের মতেই গন্ধকে পৃথিবীর গুণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পৃথিবীর গন্ধই নানাবিধ সংযোগের ফলে বায়ু ও জলাদিতে সঞ্চারিত হয় মাত্র।

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥২॥৩॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—যাবদাত্মভাবিত্বাৎ (আত্মার সমকালবর্ত্তিত্ব হেতু) চ (ও), ন (না) দোষঃ (দোষ হয়), তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেই রকমই দেখা যায়)।]

[সরলার্থঃ—বিজ্ঞানস্য যাবদাত্মভাবিত্বাৎ—আত্মনঃ সমনিয়তবৃত্তিত্বাৎ চ বিজ্ঞানং বিহায় আত্মনঃ বর্ত্তিতুমশক্যত্বাদপীত্যর্থঃ, জ্ঞানশব্দেন ব্যপদেশো ন দোষঃ; কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ প্রকাশাদিধর্ম্মবতি বহ্ন্যাদৌ প্রকাশাদিব্যবহারদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মা কখনই জ্ঞানহীন হইয়া থাকে না; জ্ঞান আত্মার নিয়তসহচর গুণ; এই কারণে জ্ঞানশব্দেও আত্মার ব্যবহার করা দোষাবহ নহে; কারণ, ঐরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়; যেমন প্রকাশ গুণটি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এইজন্য অগ্নিকে 'প্রকাশ' বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ২ ॥ ৩ ॥ ৩০ ॥]

বিজ্ঞানস্য যাবদাত্মভাবিধর্ম্মত্বাৎ তেন তদ্ব্যপদেশো ন দোষঃ; তথাচ ষণ্ডাদয়ো যাবৎস্বরূপভাবি-গোত্বাদিধর্ম্মশব্দেন গৌরিতি ব্যপদিশ্যমানা দৃশ্যন্তে; স্বরূপনিরূপণধর্ম্মত্বাদিত্যর্থঃ। চকারাৎ জ্ঞানবদাত্মনোঽপি স্বপ্রকাশত্বেন বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশো ন দোষঃ, ইতি সমুচ্চিনোতি ॥২॥৩॥৩০॥

যচ্চোক্তং সুষুপ্ত্যাদিষু জ্ঞানাভাবাৎ জ্ঞানস্য ন স্বরূপানুবন্ধি-ধর্ম্মত্বমিতি, তত্রাহ—

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥২॥৩॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ পুংস্ত্বাদিবৎ (পুরুষধর্ম্ম—শুক্রাদির ন্যায়) তু (কিন্তু) অস্য (ইহার—জ্ঞানের) সতঃ (বিদ্যমানের) অভিব্যক্তিযোগাৎ (যেহেতু অভিব্যক্তি সম্ভব)।]

[সরলার্থঃ—সুষুপ্ত্যাদিষু জ্ঞানস্যাদর্শনাৎ তস্য যাবদাত্মভাবিত্বং কথম্? ইত্যাহ—'পুংস্ত্বাদিবৎ' ইত্যাদি। সুষুপ্ত্যাদৌ সতঃ সূক্ষ্মতয়া বিদ্যমানস্যৈব জ্ঞানস্য জাগরাদৌ অভিব্যক্তিযোগাৎ নৈতচ্চোদ্যমবতরতীত্যর্থঃ, পুংস্ত্বাদিবৎ—পুংস্ত্বং যথা বাল্যে অনভিব্যক্ততয়া সদেব যৌবনে অভিব্যজ্যতে, তদ্বদিত্যর্থঃ।

বাল্য বয়সে পুরুষত্ব (শুক্রাদি) যেমন অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে এবং যৌবনে অভিব্যক্ত হয়, তেমনি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও সুষুপ্তি প্রভৃতি দশায় অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমানই থাকে, জাগ্রৎ অবস্থায় পুনর্ব্বার অভিব্যক্ত হয় মাত্র; সুতরাং সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ না থাকিলেও তাহার আত্মগুণত্ব ব্যাহত হয় না ॥২॥৩॥৩১॥]

যেহেতু বিজ্ঞানই আত্মার নিয়তসহভাবী ধর্ম্ম বা গুণ, সেই হেতু বিজ্ঞান-শব্দেও তাহার নির্দ্দেশ করা দোষাবহ হয় না। সেইরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়—গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি ষণ্ড (ষাঁড়)

তু-শব্দশ্চোদিতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। অস্য জ্ঞানস্য সুষুপ্ত্যাদিষ্বপি বিদ্যমানস্য জাগর্য্যাদিষ্বভিব্যক্তিসম্ভবাৎ স্বরূপানুবন্ধিধর্ম্মত্বোপপত্তিঃ; পুংস্ত্বাদিবৎ—যথা পুংস্ত্বাদ্যসাধারণস্য ধাতোর্বাল্যাবস্থায়াং সতোঽপ্যনভিব্যক্তস্য যুবত্বেঽভিব্যক্তৌ পুংসস্তদ্বত্তা ন কাদাচিৎকী ভবতি। সপ্তধাতুময়ত্বং হি শরীরস্য স্বরূপানুবন্ধি—"তৎ সপ্তধাতু ত্রিমলং দ্বিযোনি চতুর্ব্বিধাহারময়ং শরীরম্" [গর্ভোপ০ ১] ইতি শরীরস্বরূপব্যপদেশাৎ। সুষুপ্ত্যাদিষ্বপ্যয়মর্থঃ প্রকাশত ইতি প্রাগেবোক্তম্ ; তস্য বিদ্যমানস্য জ্ঞানস্য বিষয়গোচরত্বং জাগর্যাদাবুপলভ্যতে। এতে চাত্মনো জ্ঞাতৃত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ প্রাগেবোপপাদিতাঃ ; অতো জ্ঞাতৃত্বমেব জীবাত্মনঃ স্বরূপম্; স চায়মাত্মা অণুপরিমাণঃ। "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" [বৃহদা০ ৪।৪।১২] ইত্যপি ন মুক্তস্য জ্ঞানাভাব উচ্যতে ; অপি তু "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি"

প্রভৃতির সমকালবর্ত্তী, অর্থাৎ যতকাল যণ্ডের সত্তা, তাহাতে গোত্বের সত্তাও ততকাল; এই কারণে গোত্বাদিধর্ম্মবোধক শব্দেও যণ্ড প্রভৃতির উল্লেখ করিতে দেখা যায়। সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, আত্মাও তেমনি স্বপ্রকাশ ; এই কারণেও বিজ্ঞানস্বরূপে আত্মার নির্দ্দেশ করা দোষাবহ হয় না ॥২॥৩॥৩০॥

আরও যে, কথিত হইয়াছে—সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞান না থাকায় জ্ঞান কখনই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইতে পারে না ; তদুত্তরে বলিতেছেন—"পুংস্ত্বাদিবৎ" ইত্যাদি।

উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই জ্ঞান সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়ও বিদ্যমানই থাকে, জাগ্রদাদি অবস্থায় কেবল তাহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র; সুতরাং তাহার স্বাভাবিকধর্ম্মত্ব উপপন্ন হইতেছে। পুংস্ত্বাদি ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন পুরুষের অসাধারণ (যাহার অভাবে পুরুষত্বই থাকে না, সেই) ধাতু বাল্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও অনভিব্যক্ত থাকে, যৌবনে আবার অভিব্যক্ত হয়। সেখানেও যেমন সেই ধাতুটি পুরুষের কাদাচিৎক বা অস্বাভাবিক নহে, [ইহাও তদ্রূপ]। সপ্তধাতু যে, শরীরের স্বাভাবিক, তাহাও 'এই শরীর সপ্ত ধাতুযুক্ত, [বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা] রূপ ত্রিবিধ মলপূর্ণ, দ্বিবিধ কারণোৎপন্ন (মাতা ও পিতা হইতে জাত) এবং চর্ব্ব্যচোষ্যাদি চতুর্বিধ আহারময়, শরীরের এইরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ হইতেই জানা যায়। আর সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়ও যে, 'অহং' পদার্থ প্রতিভাতই থাকে, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই বিদ্যমান জ্ঞানেরই বিষয়গ্রহণের ক্ষমতা জাগ্রদাদি অবস্থায় উপলব্ধিগোচর হয় মাত্র। আত্মার যে, এই জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে, তাহা পূর্ব্বেই সমর্থিত হইয়াছে। অতএব জ্ঞাতৃত্বই আত্মার স্বরূপানুগত ধর্ম্ম ; সেই এই আত্মা অণুপরিমাণ (মহান্ নহে)। 'মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না', এখানেও মুক্ত পুরুষের জ্ঞানাভাব কথিত হইতেছে না, পরন্তু ['জীব] এই সমস্ত ভূত হইতে উত্থিত হইয়া আবার তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বিনষ্ট হয়', এই শ্রুতিতে যে,

[বৃহদা০ ৪।৪।১২] ইতি সংসারদশায়াং যৎ ভূতানুবিধায়িত্বপ্রযুক্তং জন্মনাশাদিদর্শনম্, তৎ মুক্তস্য ন বিদ্যতে—"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্, সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি, সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" [ছান্দো০ ৭।২৬।২] "নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্" "মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" [ছান্দো০ ৮।১২।৩,৫] ইত্যাদিশ্রুত্যৈকার্থ্যাৎ ॥২॥২॥৩১॥

সম্প্রতি জ্ঞানাত্মবাদে তস্য সর্ব্বগতত্বে দূষণমাহ—

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥২॥৩॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ (সর্ব্বদাই বিষয়োপলব্ধি ও তাহার অভাব হইবার সম্ভাবনা) অন্যতরনিয়মঃ (কেবলই উপলব্ধি, বা কেবলই অনুপলব্ধির নিয়ম) বা (অথবা) অন্যথা (এরূপ না হইলে)।]

[সরলার্থঃ—অন্যথা—আত্মনঃ সর্ব্বগতত্বপক্ষে জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে চ নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ—নিত্যং যুগপদেব উপলব্ধ্যনুপলব্ধী প্রসজ্যেয়াতাম্, অথবা অন্যতরনিয়মঃ—উপলব্ধিরেব বা, অনুপলব্ধিরেব বা নিত্যং স্যাৎ। অয়মাশয়ঃ—সর্ব্বগতঃ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যদি উপলব্ধেরেব হেতুঃ স্যাৎ, যদি বা অনুপলব্ধেরেব হেতুঃ স্যাৎ, তদা আত্মনঃ সর্ব্বদা সত্ত্বাৎ সর্ব্বদৈব উপলব্ধিঃ অনুপলব্ধির্বা প্রসজ্যেত ; নতু কদাচিদুপলব্ধিঃ, কদাচিদনুপলব্ধির্বা। উভয়হেতুত্বে চ উপলব্ধ্যনুপলব্ধী যুগদেব ভবিতুমর্হতঃ, ন চৈবং ভবতঃ ; তস্মাদাত্মা ন সর্ব্বগতঃ, নাপি জ্ঞানময়ঃ, অপিতু জ্ঞানবান্ অণুশ্চেত্যর্থঃ ॥

আত্মা যদি সর্ব্বগত জ্ঞানময় হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই একসঙ্গে তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্ভবপর হইত, অথবা, কেবলই জ্ঞান হইত, কিংবা কেবলই অজ্ঞান থাকিত, কখনও জ্ঞান, কখনও বা জ্ঞানাভাব হইতে পারিত না। অতএব আত্মা মহান্ ও জ্ঞানস্বরূপ নহে, পরন্তু অণু ও জ্ঞান-গুণবান্ ॥২॥৩॥৩২॥]

ভূতানুগত্য নিবন্ধন জীবের জন্মমরণাদি ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ মুক্ত পুরুষের তাহা থাকে না, এই কথাই উক্ত হইতেছে; কারণ, তাহা হইলেই 'জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যু দর্শন করেন না, রোগ [দর্শন করেন] না, অথবা দুঃখও দর্শন করেন না ; আত্মদর্শী সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হন, অধিকন্তু অত্যন্ত সন্নিহিত এই শরীরও স্মরণ করেন না ; কেবল মনে মনে এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করতঃ তৃপ্তিলাভ করেন', ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একার্থতা রক্ষিত হয় ॥২॥৩॥৩১॥

সম্প্রতি আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব পক্ষে আত্মার সর্ব্বগতত্ব বা ব্যাপকত্বে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—"নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদি।

অন্যথা—সর্ব্বগতত্বপক্ষে তস্য জ্ঞানমাত্রত্বপক্ষে চ নিত্যম্ উপলব্ধ্যনুপলব্ধী সহৈব প্রসজ্যেয়াতাম্ ; অন্যতর-নিয়মো বা—উপলব্ধিরেব বা নিত্যং স্যাৎ, অনুপলব্ধিরেব বা। এতদুক্তং ভবতি—লোকে তাবদ্ বর্ত্তমানয়োরাত্মোপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোরয়ং জ্ঞানাত্মা সর্ব্বগতো হেতুঃ স্যাৎ,—উপলব্ধেরেব বা, অনুপলব্ধেরেব বা। উভয়হেতুত্বে সর্ব্বদা সর্ব্বত্রোভয়ং প্রসজ্যেত ; যদ্যুপলব্ধেরেব, সর্ব্বস্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্রানুপলম্ভো ন স্যাৎ। অথানুপলব্ধেরেব, সর্ব্বদা সর্ব্বত্রোপলব্ধির্ন স্যাৎ—ইতি। অস্মাকং শরীরস্যান্তরেবাবস্থিতত্বাদাত্মনস্তত্রৈবোপলব্ধির্নান্যত্রেতি ব্যবস্থাসিদ্ধিঃ। করণায়ত্তোপলব্ধিরপি সর্ব্বেষামাত্মনাং সর্ব্বগতত্বেন সর্ব্বৈঃ করণৈঃ সর্ব্বদা সংযুক্তত্বাৎ অদৃষ্টাদেরপ্যনিয়মাদুক্তদোষঃ সমানঃ ॥২॥৩॥৩২॥ [৪র্থ জ্ঞাধিকরণম্ ॥৪॥]

ইহা না হইলে অর্থাৎ আত্মার সর্ব্বগতত্বপক্ষে ও জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে সর্ব্বদাই একসঙ্গে উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি হইতে পারে, অথবা উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র হইতে পারে। উভয়ই হইতে পারে না এই কথা উক্ত হইতেছে যে, ব্যবহারক্ষেত্রে সাধারণতঃ আপনার উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির সাধন উপস্থিত হইলে পর জ্ঞানময় সর্ব্বগত আত্মা তাহার হেতু (সম্পাদক) হইয়া থাকে ; সেই আত্মা যদি কেবল উপলব্ধিরই হেতু হয়, অথবা অনুপলব্ধিরই হেতু হয়, কিংবা উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উভয়েরই (উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির প্রসক্তি হয়। আর যদি কেবল উপলব্ধিরই হেতু হয়, তাহা হইলে ত কখনও কোথাও তাহার অভাব (অনুপলব্ধি) হইতে পারে না। আর যদি কেবল অনুপলব্ধিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উপলব্ধি (বিষয়-জ্ঞান) হইতেই পারে না (*)। আমাদের মতে (আত্মার অণুত্ব ও জ্ঞানগুণযুক্তত্বপক্ষে) কিন্তু আত্মা যখন শরীরমধ্যগত, তখন তাহার পক্ষে সেই শরীরেই সর্ব্বদা উপলব্ধি হইবে, অন্যত্র হইবে না ; সুতরাং উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে। [পরমতে] বিষয়োপলব্ধিকে ইন্দ্রিয়াধীন বলিলেও সমস্ত আত্মাই যখন সর্ব্বগত ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত, এবং ব্যবস্থার নিয়ামক অদৃষ্টাদিও যখন সম্ভবপর হয় না, তখন এই পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত দোষ সমানই থাকিতেছে (†) ॥২॥৩॥৩২॥ [চতুর্থ জ্ঞাধিকরণ সমাপ্ত ॥৪॥]

(*) তাৎপর্য্য—সময়বিশেষে যে, কোন কোন বিষয়ের উপলব্ধি হয়, আবার হয় না ; ইহা সর্ব্বসম্মত কথা। এখন এবিষয়ে তিনটি প্রশ্ন করা হইতেছে—(১) আত্মা কি উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, উভয়েরই হেতু ? (২) কিংবা কেবল উপলব্ধিরই হেতু ? (৩) অথবা অনুপলব্ধিরই হেতু ? যদি উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে এক সময়েই আত্মার উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, উভয়ই ঘটিতে পারে ; অথচ তাহা অনুভববিরুদ্ধ ; যদি কেবল উপলব্ধিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই উপলব্ধি থাকিতে পারে, কখনও কোন বিষয়ে অনুপলব্ধি ঘটিতে পারে না। আর যদি কেবল অনুপলব্ধিরই কারণ হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই অনুপলব্ধি বা অজ্ঞান থাকিতে পারে, কখনও আর কোনপ্রকার উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না ; অথচ আত্মাকে অণুপরিমাণ ও জ্ঞানগুণবান্ বলিলে আর উক্ত দোষের অবসর থাকে না।

(†) তাৎপর্য্য—যাহাদের মতে আত্মা অণুপরিমাণ এবং দেহভেদে ভিন্ন, তাহাদের মতে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যাহার ইন্দ্রিয়ের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, সেই আত্মারই সেই বিষয়টী উপলব্ধির বিষয়

কর্ত্রধিকরণম্।] কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥২॥৩॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—কর্ত্তা (কর্ত্তা) শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ (শাস্ত্রের সার্থকতার জন্য)।]

[সরলার্থঃ —আত্মা জ্ঞাতা অণুশ্চেতি স্থিতম্; ইদানীং তস্য কর্ত্তৃত্বমপি ব্যবস্থাপ্যতে—"কর্ত্তা" ইত্যাদিনা।

শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ—বিধি-নিষেধশাস্ত্রাণাং সার্থক্যায় অয়মাত্মা কর্ত্তা কর্ত্তৃত্বধর্ম্মবান্ চ মন্তব্যঃ, অন্যথা 'ইদং কর্ত্তব্যম্, ইদং ন কর্ত্তব্যম্' ইত্যাদিবিধিনিষেধপরশাস্ত্রাণাম্ আনর্থক্যমেব প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ ॥

ইতঃপূর্ব্বে আত্মার অণুত্ব ও জ্ঞানবত্ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, এখন তাহার কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপনার্থ বলিতেছেন—"কর্ত্তা" ইত্যাদি।

উক্ত আত্মা ক্রিয়ার কর্ত্তাও বটে ; কারণ, তাহা হইলেই বিধিনিষেধবোধক শাস্ত্রের সার্থকতা রক্ষা পায়, নচেৎ ঐ সমস্ত শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৩ ॥]

[পূর্ব্বপক্ষে আত্মনঃ অকর্ত্তৃত্বম্।]

অয়মাত্মা জ্ঞাতা, স চাণুপরিমাণ ইত্যুক্তম্ ; ইদানীং কিং স এব কর্ত্তা ? উত স্বয়মকর্ত্তৈব সন্ অচেতনানাং গুণানাং কর্ত্তৃত্বমাত্মন্যধ্যস্যতি ? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্ ? অকর্ত্তৈবাত্মেতি ; কুতঃ ? আত্মনো হ্যকর্ত্তৃত্বম্, গুণানামেব চ কর্ত্তৃত্ব-

---

[পূর্ব্বপক্ষ— আত্মার অকর্ত্তৃত্ব।]

এই আত্মা (জীব) জ্ঞাতা এবং অণুপরিমাণ, ইহা কথিত হইয়াছে। এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, সেই আত্মাই কি কর্ত্তা ? অথবা নিজে অকর্ত্তা হইয়াও অচেতন গুণসমূহের (প্রকৃতির—বুদ্ধির) কর্ত্তৃত্বধর্ম্মটি আপনাতে অধ্যাস (আরোপ) করিয়া থাকে মাত্র ? (*)। [কোন্ পক্ষটি] যুক্তিযুক্ত ? আত্মা

হয়, অপর কিছুই বিষয় হয় না, এবং অপর আত্মারও হয় না; কিন্তু যাহাদের মতে আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও জ্ঞানস্বরূপ, তাহাদের মতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহিতই সর্ব্বব্যাপী সমস্ত আত্মার সম্বন্ধ থাকায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ বিষয়ই প্রত্যেক আত্মার উপলব্ধিগোচর হইতে পারে। অদৃষ্টকেও (ধর্ম্মাধর্ম্মকেও) উহার বিচ্ছেদক বলিতে পারা যায় না ; কারণ, সমস্ত অদৃষ্টই সমস্ত আত্মার সহিত তুল্যরূপে সংশ্লিষ্ট, কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ নাই ; সুতরাং অদৃষ্টকেও উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির নিয়ামক বলিতে পারা যায় না।

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'কর্ত্রধিকরণ,' ইহা ৩৩শ হইতে ৩৯শ পর্য্যন্ত নয় সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আত্মার কর্ত্তৃত্ববাদ। (২) সংশয়—কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটি কি আত্মার ? কিংবা প্রকৃতির ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে। (৪) উত্তর—না কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটি আত্মারই বটে, প্রকৃতির নহে ; আত্মার কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে বিধি-নিষেধক শাস্ত্রগুলি বৃথা হইয়া যায়। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব আত্মাই কর্ত্তা, এবং তাহার প্রতিই বিধিনিষেধপ্রয়োগ ; আত্মা তদনুসারে সাধনপথে অগ্রসর হইবে।

মধ্যাত্মশাস্ত্রেষু শ্রূয়তে। তথাহি কঠবল্লীষু জীবস্য "ন জায়তে ম্রিয়তে" [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদিনা জন্ম-জরামরণাদিকং সর্ব্বং প্রকৃতিধর্ম্মং প্রতিষিধ্য হননাদিষু ক্রিয়াসু কর্ত্তৃত্বমপি প্রতিষিধ্যতে—

"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে" [কঠ০ ২।১৯]

ইতি। হন্তারমাত্মানং জানন্ ন জানাত্যাত্মানমিত্যর্থঃ। তথাচ ভগবতা স্বয়মেব জীবস্যাকর্ত্তৃত্বং স্বরূপম্, কর্ত্তৃত্বাভিমানস্তু ব্যামোহ ইত্যুচ্যতে—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে" [গীতা০ ৩।২৭]
"নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।" [গীতা০ ১৪ ১৯]
"কার্য্য-কারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।" [গীতা০ ১৩।২০]

ইতি চ। অতঃ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমেব, প্রকৃতেরেব তু কর্ত্তৃত্বমিতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইতি।

অকর্ত্তা, এই পক্ষটিই বটে; কারণ? যেহেতু অধ্যাত্মশাস্ত্রে (আত্মতত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রে) আত্মার অকর্ত্তৃত্ব, এবং গুণসমূহেরই কর্ত্তৃত্ব শ্রুত হইতেছে। দেখ, কঠোপনিষদে 'জন্মে না; মরে না' ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতিধর্ম্ম জন্ম-মরণাদি সমস্তই জীবের সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যান করিয়া হিংসাদি কার্য্যে তাহার কর্ত্তৃত্বেরও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন; যথা—'হন্তা যদি বধ করিতে মনে করে, এবং হত ব্যক্তিও যদি অপনাকে হত বলিয়া মনে করে; [তাহা হইলে] তাহারা উভয়েই বিশেষভাবে জানে না যে, এই আত্মা হতও করে না, এবং আপনিও হত হয় না'; ইহার অর্থ এই যে, যে লোক আপনাকে হন্তা বলিয়া জানে, বাস্তবিক পক্ষে সে আত্মাকে জানে না। স্বয়ং ভগবান্ই এইরূপ বলিতেছেন যে, অকর্ত্তৃত্বই আত্মার স্বরূপ, আর কর্ত্তৃত্বাভিমান কেবল তাহার ভ্রমমাত্র—'প্রকৃতির গুণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহকে অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ত লোক 'আমি করিতেছি' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে'। 'দ্রষ্টা (বিবেকী) যখন ত্রিগুণ ভিন্ন অপর কাহাকেও কর্ত্তারূপে দর্শন করেন না, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ত্রিগুণেরই কর্ত্তৃত্ব দর্শন করিয়া থাকেন', 'কার্য্যকারণের (দেহেন্দ্রিয়াদির) কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া কথিত হন, আর সুখ-দুঃখ-ভোগের কর্ত্তৃত্বে পুরুষই (আত্মাই) হেতু বলিয়া কথিত হন', ইতি। অতএব পুরুষের কেবলই ভোক্তৃত্ব আর প্রকৃতির কেবলই কর্ত্তৃত্ব (তাহা পুরুষের নহে); এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলিতেছি—"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ।"

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ ॥২॥৩॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যপদেশাৎ (কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ হইতে) চ (ও) ক্রিয়ায়াং (কার্য্যে), নচেৎ (যদি না হয়), নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ (কর্তৃত্ব নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম) [ঘটে] ।]

[সরলার্থঃ—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" ইত্যাদৌ লৌকিক-বৈদিক-ক্রিয়াসু আত্মনঃ কর্তৃত্বব্যপদেশাদপি আত্মা কর্ত্তা মন্তব্যঃ; চেৎ যদি উচ্যতে—বিজ্ঞান-শব্দেন আত্মা ন নির্দ্দিশ্যতে, অপিতু বুদ্ধিরেব; তর্হি নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ—'বিজ্ঞানম্' ইত্যত্র কর্তৃবিভক্তি-স্থানে করণবিভক্তিঃ—তৃতীয়ৈব স্যাদিত্যর্থঃ ॥

'বিজ্ঞান (আত্মা) যজ্ঞ ও কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়াথাকেন,' ইত্যাদি স্থানে বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য আত্মাকে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ 'বিজ্ঞান' শব্দে যদি আত্মা না হইয়া বুদ্ধিই উল্লিখিত হয়, তাহা হইলেও বুদ্ধি-বিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধন—করণ, তখন বিজ্ঞান-শব্দের পরে কর্তৃবিভক্তি প্রথমা না হইয়া করণ-বিভক্তি তৃতীয়া হওয়াই উচিত ছিল; তাহা না হওয়ায় বুঝিতে হইবে, উক্ত বিজ্ঞানরূপী আত্মাই কর্ত্তা, বুদ্ধি কর্ত্তা নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥]

"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" [তৈত্তি০ আন০ ৫।১] ইতি লৌকিক-বৈদিকক্রিয়াসু কর্তৃত্বব্যপদেশাচ্চ কর্ত্তা। বিজ্ঞান-শব্দেন নাত্মনো ব্যপদেশঃ, অপি তু অন্তঃকরণস্য বুদ্ধেরিতি চেৎ, এবং সতি নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ—বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ 'বিজ্ঞানেন' ইতি করণবিভক্তি-নির্দ্দেশঃ স্যাৎ ॥২॥৩॥৩৫॥

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥২॥৩॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উপলব্ধিবৎ (অনুভূতির ন্যায়) অনিয়মঃ (নিয়মের অভাব।]

[সরলার্থঃ—আত্মনোঽকর্তৃত্বে যথা উপলব্ধেরনিয়মো দোষ উক্তঃ, তদ্বৎ কর্তৃরূপায়াঃ প্রকৃতেরপি সর্ব্বপুরুষ-সাধারণ্যাৎ তৎকৃতানি কর্ম্মাণি সর্ব্বেষামেব পুরুষাণামবিশেষেণ ভোগায় স্যুঃ, পক্ষান্তরে কস্যাপি বা ন স্যুঃ, ভোগাভোগহেত্বোঃ তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মার অকর্তৃত্ব পক্ষে যেমন উপলব্ধির অনিয়ম-প্রসঙ্গরূপ দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, আত্মার অকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্তৃত্ব পক্ষেও তেমনি কর্ম্মফল ভোগেরও অনিয়ম ঘটিতে পারে; কারণ, প্রকৃতি যখন সর্ব্বপুরুষ-সাধারণ, এবং পুরুষও যখন ব্যাপক, তখন ভোগবৈষম্যের কোনও কারণ থাকিতে পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥]

আত্মনোঽকর্তৃত্বে দোষ উচ্যতে, যথা আত্মনো বিভুত্বে "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদিনোপলব্ধেরনিয়ম উক্তঃ; তদ্বদাত্মনোঽকর্তৃত্বে প্রকৃতেশ্চ কর্তৃত্বে তস্যাঃ সর্ব্বপুরুষসাধারণত্বাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বেষাং ভোগায় স্যুঃ, নৈব বা কস্যচিৎ। আত্মনাং বিভুত্বাভ্যুপগমাৎ সন্নিধানমপি সর্ব্বেষামবিশিষ্টম্। অতএব চান্তঃকরণাদীনামপি নিয়মো নোপপদ্যতে, যদায়ত্তা ব্যবস্থা স্যাৎ ॥২॥৩॥৩৬॥

শক্তি-বিপর্য্যয়াৎ ॥২॥৩॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শক্তিবিপর্য্যয়াৎ (ভোক্তৃত্বশক্তির বৈপরীত্য হেতু)।]

[সরলার্থঃ—আত্মনোঽকর্তৃত্বে হি অকর্ত্তুশ্চ ভোক্তৃত্বানুপপত্তেঃ কর্তৃরূপায়া বুদ্ধেরেব ভোক্তৃত্বশক্তির্ভবিতুমর্হতি; সুতরাং ভোক্তৃত্বশক্তেরপি বিপর্য্যয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মা যদি কর্ত্তাই না হয়, তাহা হইলে ভোক্তৃত্বও তাহার হইতে পারে না, কর্তৃরূপা বুদ্ধির পক্ষেই তাহা সম্ভবপর হয়; সুতরাং ভোক্তৃত্ব-শক্তিরও বিপর্য্যয় হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥]

বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বে কর্ত্তুরন্যস্য ভোক্তৃত্বানুপপত্তের্ভোক্তৃত্বশক্তিরপি তস্যা এব স্যাদিত্যাত্মনো ভোক্তৃত্বশক্তির্হীয়েত। ভোক্তৃত্বং চ বুদ্ধেরেব

'বিজ্ঞানই (জীবই) যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং কর্ম্মসমূহ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে,' এখানে ব্যবহারিক ও বৈদিক ক্রিয়ায় কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ হেতুও আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, 'বিজ্ঞান' শব্দে আত্মার নির্দ্দেশ হয় নাই, পরন্তু অন্তঃকরণস্বরূপ বুদ্ধিরই নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা হইলেও নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয় হইত, অর্থাৎ বুদ্ধি যখন করণস্বরূপ, তখন 'বিজ্ঞানং' স্থলে 'বিজ্ঞানেন' এইরূপ করণবিভক্তিরই নির্দ্দেশ হইত ॥২॥৩॥৩৫॥

এখন আত্মার অকর্তৃত্ব পক্ষে দোষ অভিহিত হইতেছে—'নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদি সূত্রে আত্মার বিভুত্বপক্ষে যেরূপ দোষ অভিহিত হইয়াছে, আত্মার অকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্তৃত্বপক্ষেও তদ্রূপ দোষ কথিত হইতেছে। প্রকৃতি যখন সর্ব্বপুরুষের সাধারণ অর্থাৎ সর্ব্বপুরুষেরই সমান ভোগ্য, তখন তাহার সমস্ত কর্ম্মই সমস্ত পুরুষের ভোগার্থ হইতে পারে; না হইলে কাহার পক্ষেই হইতে পারে না। আর সকল আত্মাকেই যখন বিভু বা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে, তখন সন্নিধান অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সান্নিধ্যও সকল আত্মার পক্ষেই সমান, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। এই জন্যই অন্তঃকরণাদিরও নিয়ম বা বৈশিষ্ট্য সম্ভবপর হয় না, যাহা দ্বারা ব্যবস্থা (কর্ম্মভোগের বৈলক্ষণ্য) ঘটিতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥

বুদ্ধির কর্তৃত্ব হইলে, কর্ত্তা ভিন্ন অন্যের পক্ষে যখন ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তখন ভোক্তৃত্ব-শক্তিও সেই বুদ্ধিরই হইতে পারে; সুতরাং আত্মার ভোক্তৃত্বশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বিশেষতঃ

সম্পদ্যত ইতি আত্মসদ্ভাবে প্রমাণাভাবশ্চ স্যাৎ। "পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ" [সাংখ্যকারিকা০ ২৭] ইতি হি তেষামভ্যুপগমঃ ॥২॥৩॥৩৭॥

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥২॥৩॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাধ্যভাবাৎ (সমাধির অভাব হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বে সতি মোক্ষসাধনরূপস্য সমাধেরপি সৈব কর্ত্রী ভবেৎ; সমাধিশ্চ—'প্রকৃতেরন্যোঽহমস্মি' ইত্যেবংরূপঃ, ন চ প্রকৃতিপরিণামভূতা বুদ্ধিঃ 'প্রকৃতেরন্যাঽহমস্মি' ইতি সমাধাতুং শক্নোতি; তস্মাদপি আত্মৈব কর্ত্তেতি সিদ্ধম্॥

বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধিকেই মোক্ষসাধক সমাধির কর্ত্তা বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। অথচ প্রকৃতির পরিণামরূপা বুদ্ধি কখনই আপনাকে 'আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন' এইরূপ বিবেকাত্মক সমাধি করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণেও আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥২॥৩॥৩৮॥

বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বে মোক্ষসাধনভূত-সমাধাবপি সৈব কর্ত্রী স্যাৎ। স চ সমাধিঃ 'প্রকৃতেরন্যোঽস্মি' ইত্যেবংরূপঃ; ন চ প্রকৃতেরন্যোঽস্মীতি প্রকৃতিঃ সমাধাতুমলম্। অতোঽপ্যাত্মৈব কর্ত্তা ॥২॥৩॥৩৮॥

বুদ্ধিরই যখন ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, তখন [তদতিরিক্ত] আত্ম-সদ্ভাবে প্রমাণেরও অভাব হইয়া পড়ে; ভোক্তৃত্ব হেতুই পুরুষের অস্তিত্ব, অর্থাৎ ভোগই আত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ', (*) ইহাই হইতেছে তাহাদের (সাংখ্যবাদিগণের) অভ্যুপগম বা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥

বুদ্ধির কর্তৃত্ব হইলে মোক্ষসাধন সমাধিতেও সেই বুদ্ধিই কর্ত্রী হইবে। সেই সমাধির আকারও 'আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন' এইরূপ; কিন্তু প্রকৃতি ত কখনই 'আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন' এইরূপ সমাধি করিতে সমর্থ হইতে পারে না; এই কারণেও আত্মাই কর্ত্তা ॥২॥৩॥৩৮॥

(*) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে আত্মা নিত্য, স্বপ্রকাশ বা চিন্ময় ও অকর্ত্তা। কর্তৃত্ব ধর্ম্মটি বুদ্ধির নিজস্ব, আত্মাতে তাহা আরোপিত হয় মাত্র। উক্ত আত্মার অস্তিত্বসিদ্ধির জন্য সাংখ্যে অনেকগুলি হেতু বা যুক্তি উপন্যস্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে 'ভোক্তৃভাবাৎ' একটি হেতু। ইহার অর্থ এই যে, দেহেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত যে, একটি চেতন আত্মা আছে, তাহার প্রমাণ কি ? না, ভোক্তৃত্বই প্রমাণ। অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত জড়পদার্থই যখন ভোগ্য, অথচ ভোক্তা না থাকিলে ভোগ্য সৃষ্টি হইতেই পারে না, ভোক্তার জন্যই ভোগ্যের সৃষ্টি; সুতরাং সমস্ত জড় পদার্থেরই এক জন ভোক্তা থাকা আবশ্যক; সেই ভোক্তাও যদি আবার বুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় জড়পদার্থই হয়, তাহা হইলে তাহার জন্যও আবার অপর ভোক্তার আবশ্যক হয়, তাহার জন্যও অপর ভোক্তার আবশ্যক হয়, এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া পড়ে, তন্নিবারণার্থ স্বতন্ত্র একটি চেতন ভোক্তা স্বীকার করিতে হয়, সেই চেতন ভোক্তাই হইতেছে—পুরুষ বা আত্মা।

এখন বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ কর্ত্তাই স্বকৃত ক্রিয়াফলের ভোক্তা হইয়া থাকে, অন্য-কৃত কর্ম্মফল অন্যে ভোগ করিলে জগতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইত; সুতরাং কর্ত্তাকেই তৎকৃত ক্রিয়াফলের ভোক্তা বলিয়া

নন্বাত্মনঃ কর্তৃত্বেঽভ্যুপগম্যমানে সর্ব্বদা কর্তৃত্বান্নোপরমেত, ইত্যত্রাহ—

যথা চ তক্ষোভয়ধা ॥২॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—যথা (যেমন) চ (ও) তক্ষা (সূত্রধর) উভয়ধা (উভয় প্রকার)।]

[সরলার্থঃ—যথা চ তক্ষা তক্ষণকারী সূত্রধরঃ সাধনসম্পন্নোঽপি কর্ম্মসু স্বেচ্ছানুসারেণ উভয়ধা বর্ত্ততে—করোতি চ, ন করোতি চ ; তথা আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বে সত্যেব স্বেচ্ছাবশাৎ কর্ম্মসু উভয়ধা ব্যবস্থা—প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিশ্চ উপপদ্যতে। বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে তু অচেতনতয়া তস্যা ইচ্ছাভাবাৎ উভয়ধা ব্যবস্থা নোপপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

তক্ষা—সূত্রধর যেমন কার্য্যোপযোগী যন্ত্রসমূহ বিদ্যমান থাকিতেও ইচ্ছা হইলে কার্য্য করে, না হইলে করে না, তেমনি চেতন আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেই তাহার পক্ষে ইচ্ছানুসারে কখনও প্রবৃত্তি, কখনও বা অপ্রবৃত্তি, এই উভয়প্রকার ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অচেতন বুদ্ধির যখন ইচ্ছারই অভাব, তখন তাহার পক্ষে ওরূপ ব্যবস্থা হইতেই পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥]

বাগাদিকরণসম্পন্নোঽপ্যাত্মা যদা ইচ্ছতি, তদা করোতি, যদা তু নেচ্ছতি, তদা ন করোতি। যথা তক্ষা বাশ্যাদিকরণসন্নিধানেঽপি ইচ্ছানুগুণ্যেন করোতি, ন করোতি চ। বুদ্ধেস্তু অচেতনায়াঃ কর্তৃত্বে তস্যাঃ ভোগবাঞ্ছাদিনিয়ম-কারণাভাবাৎ সর্ব্বদা কর্তৃত্বমেব স্যাৎ ॥২॥৩॥৩৯॥

[পঞ্চমং কর্ত্রধিকরণম্ ॥৫॥]

এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে কখনই তাহার কর্ত্তৃত্বের বিরাম বা নিবৃত্তি হইতে পারে না ; এতদুত্তরে বলিতেছেন—"যথা চ" ইত্যাদি।

আত্মা বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন থাকিয়াও, যখন ইচ্ছা করে, তখনই কার্য্য করে, আবার যখন ইচ্ছা না করে, তখন করে না। যেমন তক্ষা (সূত্রধর) বাইশ্ প্রভৃতি ক্রিয়াসাধন সন্নিহিত থাকিলে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে এবং করেও না। কিন্তু অচেতন বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব হইলে তাহার কার্য্যব্যবস্থাপক ভোগাভিলাষাদি কোনও কারণ না থাকায় সকল সময়ই কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে, কখনও কর্ত্তৃত্বের বিরাম হইতে পারে না। ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥ [পঞ্চম কর্ত্রধিকরণ ॥ ৫ ॥]

স্বীকার করিতে হয়। এখন আত্মা যদি কর্ত্তা না হয়, আর বুদ্ধিই যদি কর্ত্রী হয়, তাহা হইলে ত বুদ্ধিকেই স্বকৃত ক্রিয়াফলের ভোক্তা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এবং পুরুষকেও ভোগাধিকার হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে ; কাজেই ভোক্তৃত্বের অনুপপত্তি বশতঃ যে, পুরুষের অস্তিত্ব সাধন করা হইয়াছিল, তাহাও অসিদ্ধ হইবে ; এইজন্যই ভাষ্যকার, ভোক্তৃত্বের অভাবে আত্মার অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণের অসদ্ভাব আশঙ্কা করিয়াছেন ॥

পরায়ত্তাধিকরণম্।] **পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥২॥৩॥৪০॥**

[পদচ্ছেদঃ—পরাৎ (পরমাত্মা হইতে) তু (কিন্তু) তচ্ছ্রুতেঃ (তদ্বিষয়ক শ্রুতি হইতে)।]

[জীবস্য কর্তৃত্বং কিং পরায়ত্তম্? উত স্বায়ত্তম্? ইতি শঙ্কায়াং পরমাত্মায়ত্তমিতি নির্ধারয়িতুমাহ—"পরাৎ" ইত্যাদি। জীবস্য কর্তৃত্বং তু পরাৎ পরমাত্মন এব নিষ্পদ্যতে, নতু স্বতঃ; কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" ইত্যাদৌ জীবকর্তৃত্বস্য পরমাত্মাধীনত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

জীবের কর্তৃত্ব কি স্বাধীন, অথবা পরাধীন? এতদুত্তরে বলিতেছেন—জীবের কর্তৃত্ব কিন্তু পর—পরমাত্মা হইতেই সিদ্ধ হয়, স্বভাবতঃ নহে। কারণ? যেহেতু 'সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া—অন্তর্য্যামিরূপে শাসন করিয়া থাকেন।' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪০ ॥]

ইদং জীবস্য কর্তৃত্বং কিং স্বাতন্ত্র্যেণ? উত পরমাত্মায়ত্তম্? ইতি। কিং প্রাপ্তম্? স্বাতন্ত্র্যেণেতি। পরমাত্মায়ত্তত্বে হি বিধি-নিষেধশাস্ত্রানর্থক্যং প্রসজ্যেত। যো হি স্ববুদ্ধ্যা প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যারম্ভশক্তঃ, স এব নিযোজ্যো ভবতি। অতঃ স্বাতন্ত্র্যেণাস্য কর্তৃত্বম্, ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইতি।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি; তৎ কর্তৃত্বম্ অস্য জীবস্য পরাৎ – পরমাত্মন

[এখন সংশয় হইতেছে যে,] জীবের এই কর্তৃত্ব ধর্ম্মটি কি স্বায়ত্ত? অথবা পরমেশ্বরায়ত্ত? কি পাওয়া গেল? স্বায়ত্তই বটে; কেন না, পরমাত্মার অধীন হইলে তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিধি-নিষেধ শাস্ত্রগুলি নিরর্থক হইতে পারে। যিনি স্বীয় বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি সম্পাদনে সমর্থ, তিনিই নিয়োগার্হ হইয়া থাকেন; অতএব স্বতন্ত্রভাবেই ইহার কর্তৃত্ব; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ।" (*)।

'তু' শব্দটি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে। জীবের যে সেই কর্তৃত্ব, তাহা সেই পর—

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'পরায়ত্তাধিকরণ'। ইহা ৪০শ হইতে ৪১শ পর্য্যন্ত দুই সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আত্মার কর্তৃত্ব। (২) সংশয়—জীবের সেই কর্তৃত্ব স্বাধীন কি ঈশ্বরাধীন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন হওয়াই উচিত, নচেৎ তাহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধক শাস্ত্রগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে। (৪) উত্তর—না—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে, ঈশ্বরাধীন; কারণ, তদ্বোধক শ্রুতি রহিয়াছে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—জীবের কর্তৃত্ব সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরেরই অধীন, সুতরাং জীবের কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাজ্য।

এব হেতোর্ভবতি ; কুতঃ ? শ্রুতেঃ—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা", [তৈত্তি০ আরণ্য০ ৩।১১।১০], "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত-আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি। স্মৃতিরপি—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।" [গীতা০ ১৫।১৫],
"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

[গীতা০ ১৮।৬১] ইতি ॥২॥৩॥৪০॥

নন্বেবং বিধি-নিষেধশাস্ত্রানর্থক্যং প্রসজ্যেতেত্যুক্তম্, তত্রাহ—

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধা-বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥২॥৩॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ (জীবকৃত চেষ্টানুযায়ী) তু (আশঙ্কানিবৃত্তিসূচক) বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈরর্থ্যাদিভ্যঃ (বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের সার্থকতা রক্ষার জন্য)।]

[সরলার্থঃ—পরমেশ্বরঃ পুনঃ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ জীবকৃতশুভাশুভকর্ম্মসাপেক্ষঃ সন্ জীবং কর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়তীতি বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ পরিজ্ঞায়তে। এবমেব হি সতি জীবং প্রতি বিহিতানাং প্রতিষিদ্ধানাং চ কর্ম্মণাং বৈয়র্থ্যং নৈষ্ফল্যং ন ভবতি। 'আদি'-শব্দেন নিগ্রহানুগ্রহাদিপরিগ্রহঃ ॥

পরমেশ্বর কিন্তু জীবকৃত পূর্ব্বতন প্রযত্ন বা চেষ্টা অনুসারেই জীবকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, এবং আবশ্যক মতে নিগ্রহানুগ্রহেরও পাত্র করেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪১ ॥]

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ; কারণ ? 'সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করিয়া থাকেন।' 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মাই যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযত করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা', এই সমস্ত শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। [এ বিষয়ে] স্মৃতিও আছে—'আমিই সকলের হৃদয়মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছি, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও তদুভয়ের অভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে।' 'হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় মায়া দ্বারা পরিভ্রামিত করত সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করেন' ইতি ॥২॥৩॥৪০॥

ভাল, এরূপ হইলে অর্থাৎ জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরায়ত্ত হইলে [জীবের স্বাতন্ত্র্য না থাকায়] বিধি-নিষেধবোধক শাস্ত্রগুলি যে, নিরর্থক হইতে পারে, ইহা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; তদুত্তরে বলিতেছেন—"কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ" ইত্যাদি।

সর্ব্বাসু ক্রিয়াসু পুরুষেণ কৃতং প্রযত্নম্ উদ্যোগমপেক্ষ্য অন্তর্য্যামী পরমাত্মা তদনুমতিদানেন প্রবর্ত্তয়তি। পরমাত্মানুমতিমন্তরেণাস্য প্রবৃত্তির্নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ। কুত এতৎ? বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ। আদিশব্দেন অনুগ্রহ-নিগ্রহাদয়ো গৃহ্যন্তে। যথা দ্বয়োঃ সাধারণে ধনে পরস্বত্বাপাদনম্ অন্যতরানুমতিমন্তরেণ নোপপদ্যতে; (*) অথাপীতরানুমতেঃ স্বেনৈব কৃতমিতি তৎফলং স্বস্যৈব ভবতি। পাপকর্ম্মসু নিবর্ত্তনশক্তস্যাপ্যনুমন্তৃত্বং ন নির্দয়ত্বমাবহতীতি সাংখ্যসময়-নিরূপণে প্রতিপাদিতম্।

নন্বেবম্ "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তম্—যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতি, এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তম্, যমধো নিনীষতি" [কৌষী০

অন্তর্যামী পরমাত্মা জীবকৃত প্রযত্ন অর্থাৎ চেষ্টা বা কর্ম্মানুসারে তদ্বিষয়ে অনুমতিপ্রদানে জীবকে সমস্ত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মার অনুমতি বা অনুকূল ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যেই জীবের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। ইহা কোন প্রমাণ হইতে জানা যায়? বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অবৈয়র্থ্য বা সফলতা প্রভৃতি কারণ হইতে [জানা যায়]। 'আদি' শব্দে নিগ্রহানুগ্রহ প্রভৃতি পরিগৃহীত হইতেছে। যেমন উভয়ের সাধারণ—উভয়ের স্বত্বাধীন ধনকে পরস্বত্বাধীন করিতে হইলে অর্থাৎ অপরকে দিতে হইলে অন্যতরের (স্বত্বাধিকারী দুই জনের মধ্যে একজনের) অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা করিতে পারা যায় না, পক্ষান্তরে দাতাও অপরের অনুমতি দ্বারাই সেই দানফল ভোগ করিয়া থাকে (†), ইহাও তদ্রূপ। পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিতে সমর্থ ঈশ্বরের পক্ষে পাপকর্ম্মে অনুমতি প্রদান করায় যে, নির্দ্দয়ত্ব দোষ হয় না, তাহা সাংখ্য-সিদ্ধান্ত নিরূপণপ্রসঙ্গেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

ভাল, এরূপ হইলে, 'ইনিই (ঈশ্বরই) তাহাকে উত্তম কর্ম্ম করান, যাহাকে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন, এবং ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে অধে (নীচে) নীতে ইচ্ছা

(*) তথাপীতরানুমতঃ স্বেনৈব কৃতেতি তৎফলং তস্যৈব' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—যেখানে একই বস্তুতে দুইজনের তুল্য স্বত্ব রহিয়াছে, সেখানে ঐ বস্তু দান করিতে হইলে উভয়েরই সম্মতি থাকা আবশ্যক। এই জন্য একজন স্বত্বাধিকারী ঐ বস্তু দান করিতে ইচ্ছুক হইলে যেমন অপর স্বত্বাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার অনুমতি ক্রমে প্রথমোক্ত দাতা ঐ বস্তু দান করিলে সেই দাতাই উক্ত দান-ফলের অধিকারী হয়; কেন না, ইহারই চেষ্টায় দ্বিতীয় ব্যক্তি অনুমতি প্রদান করিয়াছে; সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তিই সেই অনুমতিরও প্রযোজক, কাজেই ফলভোগেও তাহারই সংপূর্ণ অধিকার। তেমনি জীবের চেষ্টা দর্শনেই দয়াপরবশ হইয়া পরমেশ্বর তদনুকূল অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জীবই সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা, এই জন্য এখানে প্রকৃতপক্ষে জীবই সমস্ত কর্ম্মফলের ভোক্তা, ঈশ্বর নহে, তিনি কেবল তাহার সাক্ষী মাত্র।

৩।৯] ইত্যুন্নিনীষয়া অধোনিনীষয়া চ স্বয়মেব সাধ্বসাধুনী কর্ম্মণী কারয়-তীত্যেতৎ নোপপদ্যতে। উচ্যতে—এতন্ন সর্ব্বসাধারণম্, যস্তু অতিমাত্র-পরমপুরুষানুকূল্যে ব্যবস্থিতঃ প্রবর্ত্ততে; তমনুগৃহ্ণন্ ভগবান্ স্বয়মেব স্বপ্রাপ্ত্যুপায়েষ্বতিকল্যাণেষু কর্ম্মস্বেব রুচিং জনয়তি। যশ্চ অতিমাত্র-প্রাতিকূল্যে ব্যবস্থিতঃ প্রবর্ত্ততে; তং নিগৃহ্ণন্ (*) স্বপ্রাপ্তি-বিরোধিষ্বধো-গতিসাধনেষু কর্ম্মসু রুচিং জনয়তি। যথোক্তং ভগবতা স্বয়মেব,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ" [গীতা০ ১০।৮] ইত্যারভ্য

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা" [গীতা০ ১০।১১] ইতি।

তথা "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্"। [গীতা০ ১৬।৮] ইত্যাদি—

করেন', এই যে, ঊর্দ্ধে ও অধে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় (ঊর্দ্ধগামী ও অধোগামী করিবার ইচ্ছায়) তিনি নিজেই লোককে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, বলা হইতেছে, তাহা ত সঙ্গত হইতেছে না। [ইহার উত্তরে] বলা হইতেছে—ইহা সর্ব্বসাধারণ নহে, অর্থাৎ সকলের পক্ষেই সমান নহে; পরন্তু যে লোক সর্ব্বাতিশয় পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আনুকূল্য অর্থাৎ তাঁহারই অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যে স্থিরনিশ্চয় থাকে, ভগবান্ নিজেই তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত কল্যাণময় কর্ম্মে তাহার রুচি বা অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন। আর যে লোক [ভগবৎপ্রাপ্তির] নিতান্ত প্রতিকূল কর্ম্মে নিরত থাকিয়া কার্য্য করে, তিনি তাহার প্রতি নিগ্রহ বা কোপ প্রকাশ করত ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল এবং অধোগতির উপায়ভূত কর্ম্মসমূহে তাহার আসক্তি বা অনুরাগ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বয়ংই যাহা বলিয়াছেন—'আমিই সর্ব্ব জগতের উৎপত্তিস্থল এবং আমা হইতেই সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ সদ্ভাবসমন্বিত হইয়া আমার ভজনা করিয়া থাকেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া, 'নিরন্তর আমাতে নিবিষ্টচিত্ত এবং প্রীতিসহকারে ভজনাকারী সেই সমস্ত লোককে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে পাইতে পারে।' 'তাহাদের প্রতি কৃপাপ্রকাশার্থই আমি তাহাদের আত্মারূপে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার (মোহ) বিনষ্ট করিয়া থাকি।' এইরূপ,—'সেই নাস্তিকগণ এই জগৎকে অসত্য (মিথ্যা), অপ্রতিষ্ঠ (ঈশ্বরে অনাশ্রিত—স্বপ্রতিষ্ঠ) এবং

(*) 'গ' পুস্তকেতু 'নিগৃহ্ণন্' ইতি পাঠো নোপলভ্যতে। তথা 'রুচিং জনয়তি' স্থলে 'সঞ্জয়তি' ইতি পাঠশ্চ উপলভ্যতে।

"মামাত্ম-পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ"। [গীতা০ ১৬।১৮]
ইত্যন্তমুক্ত্বা—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু" ॥ [গীতা০ ১৬।১৯]

ইত্যুক্তম্ ॥২॥৩॥৪১॥

অংশাধিকরণম্।] অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥২॥৩॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—অংশঃ (ভাগ বা অবয়ব) নানাব্যপদেশাৎ (ভেদনির্দ্দেশ হেতু) অন্যথা (প্রকারান্তরে, চ (ও) অপি (এবং) দাশকিতবাদিত্বং (দাশ ও কিতবাদিভাব) অধীয়তে (পাঠ করেন) একে (কেহ কেহ)।]

[সরলার্থঃ—জীবঃ কিং পরমাত্মনোঽংশঃ ? উত ভিন্নঃ ? ইতি শঙ্কামপাকর্ত্তুমাহ—"অংশঃ" ইত্যাদি।

জীবঃ খলু পরমাত্মনঃ অংশ এব, কুতঃ ? ভেদব্যপদেশাৎ—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইত্যাদৌ হি জীব-পরমাত্মনোঃ ভেদ উপদিশ্যতে; অন্যথা চ—অভেদেনাপি ব্যপদেশাৎ—"তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদিভিঃ জীব-পরমাত্মনোরভেদোঽপি ব্যপদিশ্যতে। অপি চ, একে শাখিনঃ দাশকিতবাদিত্বম্ "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ পুনঃ" ইত্যাদৌ দাশভাবং কিতবাদিভাবঞ্চ ব্রহ্মণঃ অধীয়তে পঠন্তীত্যর্থঃ। জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বে হি ভেদপক্ষঃ, অভেদপক্ষশ্চ দ্বয়মপি উপপদ্যতে; জীবরূপতয়া ভেদঃ, ব্রহ্মশরীরতয়া চাভেদ ইতি ভাবঃ ॥

এখন শঙ্কা হইয়াছিল যে, জীব কি পরমাত্মারই অংশ ? অথবা স্বতন্ত্র ? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীব পরমাত্মারই অংশ; যেহেতু শ্রুতিতে তাহার ভেদনির্দ্দেশও আছে, আবার অন্যথা—অন্যপ্রকারে—অভেদনির্দ্দেশও রহিয়াছে। জীবকে পরমাত্মার অংশ বলিলে ভেদাভেদ দুইই উপপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ কোন কোন শাখীরা দাশ-কিতবাদিরূপেও ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্ব নির্দ্দেশ করায় অভেদবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। অতএব, অংশী হইতে অংশ পদার্থটি যখন ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে; সুতরাং জীবকে পরমাত্মার অংশ বলাই শ্রেয়ঃ ॥২॥৩॥৪২॥]

ঈশ্বর-শূন্য বলিয়া থাকেন', এই হইতে—'নিজের ও পরের দেহে (অবস্থিত) আমাকে সর্ব্বতোভাবে দ্বেষ করতঃ অসূয়া করিয়া থাকে, [গুণী ব্যক্তির দোষাবিষ্কারের নাম অসূয়া)।' এই পর্য্যন্ত বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, 'দ্বেষকারী ক্রূরপ্রকৃতি সেই সমস্ত নরাধমকে আমি নিরন্তর সংসারে অশুভময় আসুরী যোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি' ॥২॥৩॥৪১॥

জীবস্য কর্ত্তৃত্বং পরমপুরুষায়ত্তমিত্যুক্তম্ ; ইদানীং কিময়ং জীবঃ পরস্মাদত্যন্তভিন্নঃ ? উত পরমেব ব্রহ্ম ভ্রান্তম্ ? উত ব্রহ্মৈবোপাধ্যবচ্ছিন্নম্, অথ ব্রহ্মাংশঃ ? ইতি সংশয্যতে ; শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। ননু "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দেভ্যঃ" "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [ব্রহ্ম০সূ ২।১।১৫,২২] ইত্যত্রৈবায়মর্থো নির্ণীতঃ। সত্যম্ ; স এব নানাত্বৈকত্বশ্রুতি-বিপ্রতিপত্ত্যা আক্ষিপ্য জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বোপপাদনেন বিশেষতো নির্ণীয়তে ; যাবদ্ধি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং ন নির্ণীতম্, তাবজ্জীবস্য ব্রহ্মণোঽনন্যত্বম্, ব্রহ্মণস্তস্মাদধিকত্বং চ ন প্রতিতিষ্ঠতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? অত্যন্তভিন্ন ইতি ; কুতঃ ? "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" [শ্বেতা০ ১।৯] ইত্যাদিভেদ-নির্দ্দেশাৎ। জ্ঞাজ্ঞয়োরভেদশ্রুতয়স্তু 'অগ্নিনা সিঞ্চেৎ' ইতিবদ্ বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদনাদৌপচারিক্যঃ। ব্রহ্মণোংঽশো জীব ইত্যপি ন সাধীয়ঃ, একবস্ত্বেকদেশবাচী হি অংশ-শব্দঃ, জীবস্য ব্রহ্মৈকদেশত্বে তদ্গতা দোষা ব্রহ্মণি ভবেয়ুঃ। ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ, ইত্যংশত্বোপপত্তিঃ ; খণ্ডনান-

---

জীবের কর্ত্তৃত্ব যে পরম পুরুষ পরমাত্মার অধীন, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ; এখন সংশয় হইতেছে যে, এই জীব কি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ? অথবা ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্রহ্মই ? কিংবা উপাধিপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই ? অথবা ব্রহ্মেরই অংশ ? শ্রুতিবিরোধ বশতঃ এইরূপ সংশয় হইতেছে। ভাল, "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ-শব্দেভ্যঃ" "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" এই সূত্রদ্বয়েই ত এবিষয় নির্ণীত হইয়াছে ; হাঁ, নির্ণীত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু নানাত্ব ও একত্ব-বোধক শ্রুতির বিরোধপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেই বিষয়টিই সংশোধিত করিয়া এখানে জীবের ব্রহ্মাংশত্বই উপপত্তি বা যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে নির্ণীত হইতেছে মাত্র ; কেন না, যে পর্য্যন্ত জীবের ব্রহ্মাংশত্ব নির্ণীত না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হইতে জীবের অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব) এবং জীব হইতে ব্রহ্মের অধিকত্বও স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। এখন কি পাওয়া গেল ? অর্থাৎ কোন পক্ষটি স্থির হইল ? [জীব ব্রহ্ম হইতে] অত্যন্ত ভিন্নই বটে ; কারণ ? 'দুইটি আত্মাই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, [তন্মধ্যে একটি] জ্ঞ (জ্ঞানী) ও ঈশ্বর, এবং [অপরটি] অজ্ঞ ও অনীশ্বর' ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশই কারণ। জ্ঞ ও অজ্ঞের অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবের অভেদবোধক শ্রুতিসমূহও 'অগ্নি দ্বারা সেক করিবে' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় [বুঝিতে হইবে যে,] ঔপচারিক। আর জীব যে, ব্রহ্মাংশ, এ কথাও সমীচীন হয় না ; কেন না, 'অংশ' শব্দটি হইতেছে একই বস্তুর একদেশ-বোধক ; জীব যদি ব্রহ্মেরই একাংশ হইত, তাহা হইলে জীবগত দোষরাশি ব্রহ্মেও প্রসক্ত হইতে পারিত। আর ব্রহ্মেরই খণ্ডবিশেষের নাম জীব হইলেও যে, তাহার অংশত্ব উপপন্ন হয়, তাহা নহে ; কারণ, ব্রহ্মবস্তু কখনই খণ্ড করা যাইতে পারে না—

ঈত্বাদ্ব্রহ্মণঃ, প্রাগুক্তদোষপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাদত্যন্তভিন্নস্য চ তদংশত্বং দুরুপপাদম্। যদ্বা, ভ্রান্তং ব্রহ্মৈব জীবঃ; কুতঃ? "তৎ ত্বমসি" [ছান্দো০ ৬।১০।৩] "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৬ ৪।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাৎ। নানাত্ববাদিন্যস্তু প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধার্থানুবাদিত্বাদ্ অনন্যথাসিদ্ধাদ্বৈতোপদেশপরাভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রত্যক্ষাদয় ইবাবিদ্যান্তর্গতাঃ খ্যাপ্যন্তে। অথবা, ব্রহ্মৈব অনাদ্যুপাধ্যবচ্ছিন্নং জীবঃ। কুতঃ? তত এব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাৎ। ন চায়মুপাধির্ভ্রান্তি-পরিকল্পিত ইতি বক্তুং শক্যম্, বন্ধ-মোক্ষাদিব্যবস্থানুপপত্তেঃ—ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

ব্রহ্মাংশ ইতি। কুতঃ? অন্যথা চ—একত্বেন ব্যপদেশাৎ। উভয়থা

উহা অখণ্ড। বিশেষতঃ [এপক্ষে] পূর্ব্বোক্ত দোষসংস্পর্শাদি দোষেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। অধিকন্তু, ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন জীবের ব্রহ্মাংশত্ব উপপাদন করাও সহজ নহে। অথবা, ভ্রমসম্পন্ন ব্রহ্মই জীব, (তদতিরিক্ত নহে); কারণ? 'তুমি হইতেছ ব্রহ্ম' 'এই আত্মা (জীব) ব্রহ্মস্বরূপ' জীবের ব্রহ্মাত্মভাববোধক ইত্যাদি উপদেশই কারণ। [অভেদ প্রতিপাদন করা ভিন্ন যাহাদের আর] গত্যন্তর নাই, সেই অদ্বৈতোপদেশপর শ্রুতিসমূহই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ন্যায় প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ পদার্থানুবাদক অভেদবাদী শ্রুতিসমূহকেও অবিদ্যান্তর্গত (মিথ্যা) বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন (*)। অথবা অনাদি উপাধিভূত মায়া দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব; কারণ? [জীবের] সেই ব্রহ্মাত্মভাবই কারণ। উক্ত উপাধিটিকে ভ্রমপরিকল্পিতও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থারই উপপত্তি হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

ব্রহ্মাংশ ইতি (†)। কারণ? অন্যথা চ অর্থাৎ একত্বরূপেও ব্যপদেশই কারণ। উভয়-

---

(*) তাৎপর্য্য—জীব যদি ব্রহ্মেরই অংশ হইল, তাহা হইলে জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক শ্রুতিসমূহের উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, ভেদ যখন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ, তখন সিদ্ধার্থবোধক ভেদশ্রুতিগুলিকে নিশ্চয়ই 'অনুবাদ' বলিতে হইবে; অনুবাদ বাক্যের স্বার্থে কোনও তাৎপর্য্য নাই; অথচ জীব-ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ না হইলে অভেদবোধক শ্রুতিগুলি একেবারেই নিষ্প্রয়োজন—নিরর্থক হইয়া পড়ে; কিন্তু শক্তি সত্বে শ্রুতির আনর্থক্য স্বীকার করা উচিত হয় না; কাজেই অভেদ শ্রুতির বল অধিক। অতএব, অভেদশ্রুতিসমূহ যেমন ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তেমনি ভেদবোধক শ্রুতিকেও অজ্ঞানান্তর্গত মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করে।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'অংশাধিকরণ; ইহা ৪২শ হইতে ৫২ পর্য্যন্ত একাদশ সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের স্বরূপ। (২) সংশয়—জীব কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন? না অভিন্ন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্নই বটে; কারণ, জীব ও ব্রহ্মের ভেদবোধক শ্রুতি রহিয়াছে। (৪) উত্তর—না—জীব ব্রহ্মেরই অংশ, অত্যন্ত ভিন্ন নহে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক শ্রুতিসমূহ ঔপচারিক বা গৌণার্থবোধক, অভেদবোধক শ্রুতিই যথার্থ। ব্রহ্মের ন্যায় পবিত্রতা সঞ্চয় করাই জীবের প্রয়োজন॥

হি ব্যপদেশো দৃশ্যতে। নানাত্বব্যপদেশস্তাবৎ স্রষ্টৃত্ব-সৃজ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্ব—সর্ব্বজ্ঞত্বাজ্ঞত্ব-স্বাধীনত্ব-পরাধীনত্ব-শুদ্ধত্বাশুদ্ধত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-তদ্বিপরীতত্ব-পতিত্ব-শেষত্বাদিভির্দৃশ্যতে। অন্যথা চ—অভেদেন ব্যপদেশোঽপি "তৎ ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিভির্দৃশ্যতে। অপি দাশ-কিতবাদিত্বমধীয়তে একে—"ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ" ইত্যাথর্ব্বণিকা ব্রহ্মণো দাশ-কিতবাদিত্বমপ্যধীয়তে। ততশ্চ সর্ব্বজীব-ব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে ইত্যর্থঃ। এবমুভয়-ব্যপদেশমুখ্যত্বসিদ্ধয়ে জীবোঽয়ং ব্রহ্মণোংঽশ ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ। ন চ ভেদব্যপদেশানাং প্রত্যক্ষাদি-প্রসিদ্ধার্থত্বেন অন্যথাসিদ্ধত্বম্, ব্রহ্মসৃজ্যত্বতন্নিয়াম্যত্ব-তচ্ছরীরত্ব-তচ্ছেষত্ব-তদাধারত্ব-তৎপাল্যত্ব--তৎসংহার্য্যত্ব--তদুপাসকত্ব-তৎপ্রসাদলভ্য-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ-পুরুষার্থভাক্ত্বাদয়স্তৎকৃতশ্চ জীবব্রহ্মণোর্ভেদঃ প্রত্যক্ষাদ্যগোচরত্বেনানন্যথাসিদ্ধঃ। অতো ন জগৎসৃষ্ট্যাদিবাদিনীনাং প্রমাণান্তরসিদ্ধভেদানুবাদেন সিদ্ধার্থোপদেশপরত্বম্। ন চ অখণ্ডৈকরস-

---

প্রকারেই নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে, সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও সৃজ্যত্ব, নিয়ামকত্ব ও নিয়মাধীনত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অজ্ঞত্ব, স্বাধীনত্ব ও পরাধীনত্ব, শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্ব, কল্যাণময়-গুণাকরত্ব ও তদ্বিপরীতত্ব, এবং স্বামিত্ব বা প্রভুত্ব ও শেষত্ব বা সেবকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মে ভেদব্যবহার দৃষ্ট হয়। আবার অন্যপ্রকারেও—'তুমি হইতেছ তাহা (ব্রহ্ম)' 'এই আত্মাই ব্রহ্ম' ইত্যাদি অভেদরূপেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অন্যেরা (কোন কোন বেদশাখীরা) [ব্রহ্মের] দাশ-কিতবাদিভাবও পাঠ করিয়া থাকেন—'ব্রহ্মই দাসসমূহ, ব্রহ্মই দাশ সমূহ, আবার ব্রহ্মই এই ধূর্ত্তগণ' (*) এইরূপ আথর্ব্বণ শাখীরা ব্রহ্মের দাশ-কিতবাদিরূপতাও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, অতএব সর্ব্বজীবব্যাপক বলিয়াই তাহার অভেদনির্দ্দেশ হইয়া থাকে। এই-রূপে উভয়প্রকার (ভেদাভেদ) নির্দ্দেশের মুখ্যার্থ রক্ষার জন্যই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর যে, ভেদনির্দ্দেশগুলি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই অন্যথাসিদ্ধ বা অ-কারণ হইবে, তাঁহা নহে; কেন না; ব্রহ্ম-সৃজ্যত্ব, ব্রহ্ম-নিয়াম্যত্ব, ব্রহ্মশরীরত্ব, ব্রহ্মশেষত্ব (ব্রহ্মাঙ্গত্ব), ব্রহ্মাশ্রিতত্ব, ব্রহ্মপাল্যত্ব, ব্রহ্মসংহার্য্যত্ব, ব্রহ্মোপাসকত্ব এবং ব্রহ্মানুগ্রহলভ্য—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থভাগিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ এবং তৎকৃত যে, জীব-ব্রহ্মের ভেদ, ইহা ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ই নহে; সুতরাং অন্যথাসিদ্ধ বা অনর্থকও নহে। অতএব যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে জগতের সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত আছে, প্রমাণান্তরসিদ্ধ ভেদ-প্রকাশক বলিয়া সে সমুদয়ই সিদ্ধার্থপর, অর্থাৎ প্রসিদ্ধার্থ-প্রকাশক, এই জন্যই যে, অপ্রমাণ হইবে, তাহা নহে। বিশেষতঃ অখণ্ড, একরস ও চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত আত্মার (জীবের)

(*) তাৎপর্য্য—দাশ—জাতিবিশেষ, দাস—কৈবর্ত্ত। কিতব—ধূর্ত্ত। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মভাব প্রতিপাদন করা হইল॥

চিন্মাত্রস্বরূপেণ ব্রহ্মণা আত্মনোঽতদ্ভাবানুসন্ধানম্, বহুভবনসংকল্পপূর্ব্বক-বিয়দাদিসৃষ্টিম্, জীবভাবেন তৎপ্রবেশম্, বিচিত্রনামরূপব্যাকরণম্, তৎ-কৃতানন্তবিষয়ানুভবনিমিত্তসুখদুঃখভাগিত্বম্, অভোক্তৃত্বেন তত্র স্থিত্বা তন্নিয়-মনেনান্তর্য্যামিত্বম্, জীবভূতস্য স্বস্য কারণ-ব্রহ্মাত্মভাবানুসন্ধানম্, সংসার-মোক্ষম্, তদুপদেশশাস্ত্রং চ কুর্ব্বাণেন ভ্রমিতব্যমিত্যুপদিশ্যতে ; তথা সত্যুন্মত্তপ্রলপিতত্বাপাতাৎ । উপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম জীব ইত্যপি ন সাধীয়ঃ, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টনিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্বাদিব্যপদেশবাধাদেব । ন হি দেবদত্তাদেরেক-স্যৈব গৃহাদ্যুপাধিভেদান্নিয়ন্তৃ-নিয়াম্যভাবাদিসিদ্ধিঃ । অত উভয়ব্যপ-দেশোপপত্তয়ে জীবোঽয়ং ব্রহ্মণোঽংশ ইত্যভ্যুপেত্যম্ ॥২॥৩॥৪২॥

মন্ত্রবর্ণাৎ ॥২॥৩॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—(মন্ত্রাক্ষর হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ।" ইত্যস্মাৎ মন্ত্রবর্ণাদপি জীবো ব্রহ্মণোঽংশঃ বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

'সমস্ত জীবগণ ইঁহার এক পাদ বা একাংশমাত্র, তাহার অপর তিন অংশ স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত আছে' এই মন্ত্র হইতেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অবধারিত হইতেছে ॥ ২॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥]

"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" [পুরুষসূ°] ইতি

অতদ্ভাবানুসন্ধান, অর্থাৎ অব্রহ্মভাববোধ, বহুরূপে আবির্ভূত হইবার জন্য সংকল্পপূর্ব্বক আকাশাদির সৃষ্টি, আবার জীবভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ, নানাপ্রকার নাম ও রূপ প্রকটিত করা, সেই প্রকটীকরণের ফলে অনন্ত বিষয়ানুভবজনিত সুখদুঃখভাগিত্ব, নিজেরই আবার জীবভাবে সেই ব্রহ্মভাব-চিন্তা, সংসার-মোক্ষ এবং মোক্ষোপদেশক শাস্ত্র যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার (বেদব্যাসের) পক্ষে ভ্রমোপদেশ করা কখনই সম্ভব হয় না ; কারণ, তাহা হইলে উন্মত্তপ্রলাপ হইয়া পাড়ে। আর যে, উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব, এ কথাও সমীচীন হয় না ; কারণ, তাহা হইলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব তাঁহার নিয়াম্য, এইরূপ নির্দ্দেশেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। কেননা, দেবদত্তাদিনামক একই ব্যক্তির কেবল গৃহ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিযোগে কখনই নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। অতএব, উক্ত উভয় প্রকার ব্যবহারের সঙ্গতি রক্ষার জন্যই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৩॥৪২॥

'সমস্ত ভূত (জীবাদি) ইহার এক পাদ, ইহার অপর তিন পাদ (তিন অংশ) অমৃতরূপে

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ব্রহ্মণোঽংশো জীবঃ। অংশবাচী হি পাদশব্দঃ। "বিশ্বা ভূতানি" ইতি জীবানাং বহুত্বাদ্বহুবচনং মন্ত্রে, সূত্রেঽপি অংশ ইত্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্। "নাত্মা শ্রুতেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ২।৩।১৮] ইত্যত্রাপ্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্, "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৩] ইত্যাদিশ্রুতিভ্য ঈশ্বরাদ্ভেদস্যাত্মনাং বহুত্ব-নিত্যত্বয়োশ্চাভিধীয়মানত্বাৎ। এবং নিত্যানামাত্মনাং বহুত্বে প্রামাণিকে সতি জ্ঞানস্বরূপত্বেন সর্ব্বেষামেকরূপত্বেঽপি ভেদকাকার আত্মযাথাত্ম্যবেদনক্ষমৈরবগম্যতে। "অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ" [ব্রহ্মসূ০ ২।৩।৭] ইত্যনন্তরমেব চাত্মবহুত্বং বক্ষ্যতি ॥২॥৩॥৪৩॥

অপি স্মর্য্যতে ॥২॥৩॥৪৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও), স্মর্য্যতে (স্মৃতিতে উক্ত আছে)।]

[সরলার্থঃ—অপি চ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" ইত্যাদৌ জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং স্মর্য্যতেঽপি ॥

'জীবজগতে আমার অংশই সনাতন জীবভাবাপন্ন' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অভিহিত আছে; অতএব, জীব ব্রহ্মাংশই বটে ॥২॥৩॥৪৪॥]

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" [গীতা০ ১৫।৭] ইতি জীবস্য পুরুষোত্তমাংশত্বং স্মর্য্যতে; অতশ্চায়মংশঃ ॥২॥৩॥৪৪॥

(অবিকৃতভাবে) প্রকাশময়রূপে অবস্থান করিতেছে', এই মন্ত্রবর্ণ হইতেও [জানা যায় যে,] জীবাত্মা ব্রহ্মেরই অংশ। 'পাদ' শব্দটি অংশবাচক। জীবের বহুত্বনিবন্ধন মন্ত্রে 'বিশ্বা ভূতানি' স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। আর [অংশো নানাব্যপদেশাৎ] এই সূত্রে জীবের জাতিগত একত্ব ধরিয়া একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। "নাত্মা শ্রুতেঃ" এই সূত্রেও জাতিগত একত্বাভিপ্রায়ে অর্থাৎ সমস্ত জীবই একজাতীয়, এই জন্যই একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। কেন না, 'তিনি নিত্য সমূহেরও নিত্য, চেতন সমূহেরও চেতন, এবং যিনি নিজে এক হইয়াও বহুর কামনাসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন।' ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বর হইতে জীবাত্মসমূহের ভেদ, অভেদ ও নিত্যত্ব অভিহিত হইতেছে। এইরূপে নিত্য আত্মসমূহের বহুত্ব যখন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তখন জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মার একরূপতাসত্ত্বেও [পরস্পরের মধ্যে যে,] আকারভেদ, তাহা কেবল আত্মার যথার্থতত্ত্বোপলব্ধি-সমর্থ ব্যক্তিরাই অবগত হইয়া থাকেন। অব্যবহিত পরবর্ত্তী "অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ" এই পঞ্চম সূত্রেই আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন করা হইবে ॥২॥৩॥৪৩॥

'জীবলোকে আমার অংশই নিত্য জীবভাবাপন্ন' এই স্থলে জীবকে পুরুষোত্তম ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া স্মরণ করা হইয়াছে; এই কারণেও এই জীব ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ বটে ॥২॥৩॥৪৪॥

অংশত্বেঽপি জীবস্য ব্রহ্মৈকদেশত্বেন জীবগতা দোষা ব্রহ্মণ এবেত্যাশঙ্ক্যাহ—

প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ ॥২॥৩॥৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাদিবৎ (প্রভাপ্রভৃতির ন্যায়), তু (কিন্তু) ন (না) এবং (এইরূপ) পরঃ (পরমাত্মা)।]

[সরলার্থঃ—জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বে জীবগতা দোষা ব্রহ্মণি অপি প্রসজ্জ্যেরন্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ— "প্রকাশাদিবৎ" ইত্যাদি।

সূত্রে 'তু'শব্দঃ শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বেঽপি জীবো যৎস্বরূপঃ যৎস্বভাবশ্চ, পরঃ পরমাত্মা তু এবং ন—জীবস্বরূপঃ জীবস্বভাবশ্চ ন ভবতীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—প্রকাশাদিবৎ—যথা হি অগ্ন্যাদিত্যাদীনাং প্রকাশাঃ বিশেষণতয়া অগ্ন্যাদিত্যাদীনাং অংশভূতা অপি স্বরূপতঃ স্বভাবতশ্চ ভিন্নাঃ, তদ্বৎ। অতো ন সর্ব্বথা জীবস্বারূপ্যং ব্রহ্মণি প্রসঞ্জনীয়মিত্যর্থঃ॥

জীব ব্রহ্মাংশ হইলে ব্রহ্ম ও জীবের স্বভাবসমান হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও জীবের স্বরূপ ও স্বভাব যে প্রকার, ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব তদনুরূপ নহে। যেমন অগ্নি ও আদিত্যাদির প্রকাশ ধর্ম্মটি অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ হইলেও তদপেক্ষা অগ্নি ও আদিত্যাদির স্বরূপ ও স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, ইহাও তদ্রূপ ॥২॥৩॥৪৫॥]

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি; প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমাত্মনোঽংশঃ, যথা অগ্ন্যাদিত্যাদির্ভাস্বতো ভারূপঃ প্রকাশোঽংশো ভবতি, যথা গবাশ্ব-শুক্লকৃষ্ণাদীনাং গোত্বাদিবিশিষ্টানাং বস্তূনাং গোত্বাদীনি বিশেষণান্যংশাঃ, যথা বা দেহিনো দেবমনুষ্যাদির্দেহোঽংশঃ, তদ্বৎ। একবস্ত্বেকদেশত্বং হ্যংশত্বম্, বিশিষ্টস্যৈকস্য বস্তুনো বিশেষণমংশ এব। তথাচ বিবেচকাঃ

ভাল, অংশ হইলেও জীব যখন ব্রহ্মের সহিত একদেশগত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম যখন অভিন্নস্থানবর্ত্তী, তখন জীবগত দোষসমূহ ত ব্রহ্মেরই হইতে পারে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"প্রকাশাদিবত্তু" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তু'শব্দটি উক্ত অশঙ্কা বারণ করিতেছে; প্রকাশ বা প্রভাপ্রভৃতির ন্যায় জীবও পরমাত্মার অংশই বটে,—প্রভারূপ প্রকাশ ধর্ম্মটি যেরূপ জ্যোতিষ্মান্ অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ, বিশেষণীভূত গোত্বাদি যেমন জাত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট গো, অশ্ব, শুক্ল, কৃষ্ণাদি বস্তুর অংশ, অথবা, দেহ যেমন দেহীর অর্থাৎ দেহধারী দেবতা ও মনুষ্যাদির অংশ, ইহাও সেইরূপ। কারণ, অংশ অর্থ—একবস্তুর একই দেশে অবস্থান; সুতরাং কোন একটি বিশিষ্ট (বিশেষণযুক্ত)

বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাংশোঽয়ম্, বিশেষ্যাংশোঽয়মিতি ব্যপদিশন্তি। বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বেঽপি স্বভাববৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে ; এবং জীব-পরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বম্, স্বভাবভেদশ্চোপপদ্যতে। তদিদমুচ্যতে—"নৈবং পরঃ" ইতি। যথাভূতো জীবঃ, ন তথাভূতঃ পরঃ। যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্যথাভূতঃ, তথা প্রভাস্থানীয়াৎ স্বাংশাজ্জীবাৎ অংশী পরোঽপ্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ। এবং জীব-পরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যত্বকৃতং স্বভাববৈলক্ষণ্যমাশ্রিত্য ভেদনির্দ্দেশাঃ প্রবর্ত্তন্তে ; অভেদনির্দ্দেশাস্তু পৃথক্‌সিদ্ধ্যনর্হবিশেষণানাং বিশেষ্যপর্য্যন্তত্বমাশ্রিত্য মুখ্যত্বেনোপপদ্যন্তে ; "তৎ ত্বমসি" [ছান্দো০ ৬।১০।৩] "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৬।৪।৫] ইত্যাদিষু তচ্ছব্দ-ব্রহ্মশব্দবৎ ত্বম্-অয়ম্-আত্মেতিশব্দা অপি জীবশরীরকব্রহ্মবাচকত্বেনৈকার্থাভিধায়িত্বাদিতি, অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ ॥২॥৩॥৪৫॥

স্মরন্তি চ ॥২॥৩॥৪৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মরন্তি (স্মরণ করিয়া থাকেন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্মরন্তি চ পরাশরাদয়ঃ প্রভা-প্রভাবতোরিব শক্তি-শক্তিমতোরিব চ জগদ্‌-ব্রহ্মণোরপি শরীরাত্মভাবেন অংশাংশিভাবম্। যথা ;—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ।"

ইত্যাদি। চকারাৎ "যস্যাত্মা শরীরম্" ইত্যাদিশ্রুতিপরিগ্রহঃ॥

বিশেষতঃ পরাশরাদি ঋষিগণও প্রভা ও প্রভাযুক্তের ন্যায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায় জগৎ ও ব্রহ্মের শরীরাত্মভাবেই অংশাংশিভাব বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ জগৎ হইতেছে শরীর, আর ব্রহ্ম হইতেছেন তাহার আত্মা, এইরূপেই অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ; যথা,—'একদেশে অবস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে, পরব্রহ্মের শক্তি বা শক্তির পরিণতি এই জগৎও তদ্রূপ।' ইত্যাদি ॥২॥৩॥৪৬॥]

বস্তুর যে, বিশেষণ, তাহা তাহার অংশই বটে। বিবেচকগণও বিশেষণযুক্ত পদার্থের এইরূপই ব্যপদেশ বা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, 'এই অংশটি বিশেষণ, আর এই অংশটি বিশেষ্য'। বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অংশাশিভাব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার জীব ও পরমাত্মার বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকিলেও অংশাংশিভাব ও স্বভাববৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইতেছে। সেইজন্য বলা হইতেছে—"নৈবং পরঃ", অর্থাৎ জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেই প্রকার নহে। প্রভা হইতে প্রভাবান্ বস্তু যেরূপ অন্য বা পৃথক্, সেইরূপ প্রভাস্থানীয় স্বাংশভূত জীব হইতে অংশী পরমাত্মাও পৃথক্‌ভূতই বটে।

এবং প্রভা-প্রভাবদ্রূপেণ শক্তি-শক্তিমদ্রূপেণ শরীরাত্মভাবেন চ অংশাংশিভাবং জগদ্ব্রহ্মণোঃ পরাশরাদয়ঃ স্মরন্তি—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥"
"যৎ কিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ।
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ" [বিষ্ণু পু০ ১।২২।৫৬, ৩৮] ইত্যাদিনা। চকারাৎ শ্রুতয়োঽপি—"যস্যাত্মা শরীরম্," [বৃহদা০ ৫।৭।১২] ইত্যাদিনা আত্ম-শরীরভাবেনাংশাংশিত্বং বদন্তীত্যুচ্যতে ॥২॥৩॥৪৬॥

এবং ব্রহ্মণোঽংশত্বে, ব্রহ্মপ্রবর্ত্ত্যত্বে, জ্ঞত্বে চ সর্ব্বেষাং সমানে কেষাঞ্চিদ্বেদাধ্যয়ন-তদর্থানুষ্ঠানাদ্যনুজ্ঞা, কেষাঞ্চিৎ দর্শনস্পর্শনাদ্যনুজ্ঞা, কেষাঞ্চিৎ তৎপরিহারশ্চ শাস্ত্রেষু কথমুপপদ্যতে, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

জীব ও পরমাত্মার উক্ত বিশেষণ-বিশেষ্যভাবজনিত স্বভাববৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই সমস্ত ভেদনির্দ্দেশ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর যে, অভেদ নির্দ্দেশ, তাহাও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতির অযোগ্য বিশেষণ সমূহের বিশেষ্যপর্য্যন্তত্ব অর্থাৎ বিশেষ্য-নিষ্ঠতা অবলম্বন করিয়া মুখ্যরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, 'তুমিই তৎস্বরূপ', 'এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ', ইত্যাদি স্থলে 'তৎ' ও 'ব্রহ্ম' শব্দের ন্যায় 'ত্বম্' (তুমি) 'অয়ং' (ইহা) এবং 'আত্মা' শব্দও জীবরূপ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক হওয়ায় [অভেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।] এ বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥২॥৩॥৪৫॥

এবং পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণও প্রভা ও প্রভা-বিশিষ্টের ন্যায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায় জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও শরীরাত্মভাবেই আংশাংশিভাব স্মরণ করিয়া থাকেন। যথা—'এক স্থানে অবস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না (প্রভা) যেমন [চতুর্দ্দিকে] প্রসারিত হয়, পরব্রহ্মের শক্তিও তেমনি এই নিখিল জগৎরূপে [বিস্তৃত হইয়াছে]'। 'হে দ্বিজ, যে প্রাণিনিবহকর্ত্তৃক যে কিছু পদার্থ সৃষ্ট হয়, সেই স্রষ্টব্য পদার্থ সমুৎপন্ন হইলেও তৎসমস্তই হরির তনুস্বরূপ' ইত্যাদি। সূত্রস্থ 'চ'কার দ্বারা বলা হইতেছে যে, [কেবল যে, স্মৃতিশাস্ত্রই ঐরূপ বলিতেছে, তাহা নহে;] শ্রুতিসমূহও 'আত্মা (জীব) যাঁহার শরীর' ইত্যাদি বাক্যে আত্মা ও শরীরাদিরূপে [জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের] অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করিতেছেন ॥২॥৩॥৪৬॥

ভাল, এইরূপে ব্রহ্মাংশত্ব, ব্রহ্মনিয়াম্যত্ব, এবং জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম যদি সমস্ত জীবেরই সমান হইল, তাহা হইলে শাস্ত্রে যে, কাহারও বেদাধ্যয়নে ও বেদোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি (অধিকার), আবার কাহারো কাহারো সম্বন্ধে তাহার প্রতিষেধ, এবং কাহারো কাহারো [কোন বিষয়ে] দর্শনস্পর্শনাদির অনুমতি, আবার কাহারো কাহারো সম্বন্ধে তাহার পরিহার (নিষেধ) দৃষ্ট হয়, এ সমস্ত উপপন্ন হয় কিরূপে?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"অনুজ্ঞা-পরিহারৌ" ইত্যাদি।

অনুজ্ঞা-পরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতি-রাদিবৎ ॥২॥৩॥৪৭॥

[**পদচ্ছেদঃ**— অনুজ্ঞা-পরিহারৌ (অনুমতি ও নিষেধ) দেহসম্বন্ধাৎ (দেহের সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন) জ্যোতিরাদিবৎ (যেমন জ্যোতিঃ প্রভৃতি পদার্থের)।]

[সরলার্থঃ—সর্ব্বেষাং জীবানামবিশেষণ ব্রহ্মাংশত্বেঽপি ব্যক্তিভেদেন অনুজ্ঞা-পরিহারৌ—ব্রাহ্মণানাং বেদাধ্যয়নাদৌ অনুজ্ঞা, শূদ্রাণাং তু তন্নিষেধঃ, ইত্যেবংরূপৌ ব্রাহ্মণাদিদেহসম্বন্ধাদ্ উপপদ্যেতে; জ্যোতিরাদিবৎ—যথা অগ্নেঃ জ্যোতিরাত্মনা একত্বেঽপি ব্রাহ্মণগৃহ-শ্মশানাদি-সম্বন্ধাৎ গ্রাহ্যত্ব-হেয়ত্বে, তদ্বদিত্যর্থঃ॥

সমস্ত জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও যে, অনুজ্ঞা ও পরিহারের (বিধি ও নিষেধের) পার্থক্য দৃষ্ট হয়, বিভিন্ন দেহসম্বন্ধই তাহার কারণ। যেমন অগ্নি স্বভাবতঃ এক হইলেও শ্মশানাগ্নি পরিত্যাজ্য, আর ব্রাহ্মণগৃহগত অগ্নি গ্রহণীয় হইয়া থাকে, ইহাও সেই রকম ॥২॥৩॥৪৭॥]

সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাংশত্ব-জ্ঞত্বাদিনৈকরূপত্বে সত্যপি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদিরূপশুচ্যশুচিদেহসম্বন্ধনিবন্ধনাবনুজ্ঞা-পরিহারাবুপপদ্যেতে; জ্যোতি-রাদিবৎ—যথাগ্নেরগ্নিত্বেনৈকরূপত্বেঽপি শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিরাহ্রিয়তে, শ্মশা-নাদেস্তু পরিহ্রিয়তে; যথা চান্নাদি শ্রোত্রিয়াদেরনুজ্ঞায়তে, অভিশস্তা-দেস্তু পরিহ্রিয়তে ॥২॥৩॥৪৭॥

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥২॥৩॥৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অসন্ততেঃ (অবিচ্ছিন্নভাবের অভাব হেতু) চ (ও) অব্যতিকরঃ (সাংকার্য্যের অভাব।)

[সরলার্থঃ—জীবানাং ব্রহ্মাংশত্বেঽপি অসন্ততেঃ—প্রতিশরীরং ভিন্নত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বাদপি অব্যতিকরঃ পরস্পরং ভোগসাঙ্কর্য্যাভাবঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ॥

জীবসমূহ ব্রহ্মাংশ হইলেও প্রত্যেক শরীরেই জীব যখন পৃথক্ পৃথক্, তখন আর ভোগ-ব্যতিকর অর্থাৎ একের ফলভোগ অপরে সংক্রামিত হইতে পারে না ॥২॥৩॥৪৮॥]

ব্রহ্মাংশত্ব ও জ্ঞাতৃত্বাদি রূপে সমস্ত জীব একরূপ হইলেও, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি-রূপ পবিত্র ও অপবিত্র দেহসম্বন্ধ নিবন্ধন [পূর্ব্বোক্ত] অনুজ্ঞা ও তৎপরিহার উপপন্ন হইতেছে; জ্যোতিরাদিবৎ—অগ্নি যেরূপ অগ্নিত্ব ধর্ম্মে একরূপ হইলেও শ্রোত্রিয় গৃহ হইতেই গৃহীত হয়, কিন্তু শ্মশানাদির অগ্নি পরিত্যক্ত হয়; এবং যেরূপ শ্রোত্রিয় প্রভৃতির অন্নগ্রহণ অনুমোদিত হয়, আর অভিশস্তাদির (যাহারা নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা কিংবা শাপাদি দ্বারা পাতিত্যভাগী হইয়াছে, তাহাদের) অন্ন পরিত্যক্ত হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥২॥৩॥৪৭॥

ব্রহ্মাংশত্বাদিনৈকরূপত্বে সত্যপি জীবানামন্যোন্যভেদাদণুত্বেন প্রতিশরীরং ভিন্নত্বাচ্চ ভোগব্যতিকরোঽপি ন ভবতি। ভ্রান্তব্রহ্ম-জীববাদে চ উপহিতব্রহ্ম-জীববাদে চ জীব-পরয়োর্জীবানাং চ ভোগব্যতিকরাদয়ঃ সর্ব্বে দোষাঃ সন্তীত্যভিপ্রায়েণ স্বপক্ষে ভোগব্যতিকরাভাব উক্তঃ ॥২॥৩॥৪৮॥

ননু ভ্রান্তব্রহ্ম-জীববাদেঽপ্যবিদ্যাকৃতোপাধিভেদাদ্ভোগব্যবস্থাদয় উপপদ্যন্তে; (*) অত আহ—

আভাস এব চ ॥২॥৩॥৪৯॥

[পদচ্ছেদঃ—আভাসঃ (হেতুর সদৃশ) এব (নিশ্চয়) চ (এবং)।]

[সরলার্থঃ—স্বপ্রকাশচিন্মাত্রস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপতিরোধায়কঃ যঃ খলু অবিদ্যোপাধিরূপঃ হেতুঃ কল্প্যতে, স হেতুঃ আভাসঃ—হেত্বাভাস এব; ততশ্চ নাসৌ তৎস্বরূপম্ আবরিতুমর্হতি; প্রকাশতিরোধানেন স্বরূপনাশপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥

স্বপ্রকাশ চিন্মাত্ররূপী ব্রহ্মের প্রকাশাবরণের জন্য, যে অবিদ্যা-উপাধি কল্পিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাও আভাসমাত্র, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রকাশাবরক হইতে পারে না; কেন না, প্রকাশনাশে ব্রহ্মেরই বিনাশ হইতে পারে ॥২॥৩॥৪৯॥]

অখণ্ডৈকরস-প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য স্বরূপতিরোধানপূর্ব্বকোপাধিভেদোপপাদনহেতুরাভাস এব। প্রকাশৈকস্বরূপস্য প্রকাশতিরোধানং প্রকাশনাশ এবেতি প্রাগেবোপপাদিতম্।

ব্রহ্মাংশত্বাদি কারণে জীবগণের একরূপতা থাকিলেও পরস্পর ভেদ থাকায় অর্থাৎ অণু-পরিমাণত্ব নিবন্ধন প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ভোগের ব্যতিকর (সাংকর্য্য—একের ভোগে অপরের ভোগ-সিদ্ধি) হইতে পারে না। কিন্তু যাহাদের মতে ভ্রমযুক্ত ব্রহ্মই জীব বলিয়া কথিত হন, এবং যাহাদের মতে মায়োপহিত ব্রহ্মকেই জীব বলা হয়, সেই উভয় মতেই জীব ও পরমাত্মার এবং পরস্পর জীবসমূহের মধ্যেও ভোগব্যতিকরাদি দোষ সমূহ সম্ভাবিত হয়; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই স্বমতে ভোগব্যতিকরের অভাব অভিহিত হইয়াছে ॥২॥৩॥৪৮॥

অখণ্ড, একরস, একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবরক উপাধিভেদ উপপাদনের জন্য, যে হেতু কল্পিত হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই আভাস অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের উপপাদক হেতু নহে; কেন না, প্রকাশই যাহার একমাত্র স্বরূপ, তাহার সেই প্রকাশতিরোধান অর্থ যে, প্রকৃত পক্ষে প্রকাশের স্বরূপ বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা পূর্ব্বেই উপপাদন করা হইয়াছে।

(*) তত্রাহ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

'আভাসা এব' ইতি বা পাঠঃ, তথা সতি হেতব আভাসাঃ, চকারাৎ "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা" "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৬,৯] "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৬] ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধশ্চ। অবিদ্যাপরিকল্পিতোপাধিভেদেঽপি সর্ব্বোপাধিভিরুপহিতস্বরূপস্যৈকত্বাভ্যুপগমাৎ ভোগব্যতিকরস্তদবস্থ এব ॥২॥৩॥৪৯॥

পারমার্থিকোপাধ্যুপহিতব্রহ্ম-জীববাদেঽপ্যুপাধিভেদহেতুভূতানাম্দৃষ্টবশাদ্ ব্যবস্থা ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥২॥৩॥৫০॥

[পদচ্ছেদঃ—(যেহেতু অদৃষ্টেরও নিয়ম নাই)।]

[সরলার্থঃ—উপাধিভির্ব্রহ্মণঃ বিভাগাসম্ভবাৎ অদৃষ্টাখ্য-ধর্ম্মাধর্ম্মাদেরপি ভোগনিয়ামকতা নাস্তি, ততশ্চ প্রাগুক্তা দোষাস্তদবস্থা এবেত্যর্থঃ॥

উপাধি দ্বারাও যখন ব্রহ্মের বিভাগ সম্ভবপর হয় না, তখন অদৃষ্ট দ্বারাও ভোগের নিয়ম বা ব্যবস্থা হইতে পারে না ॥২॥৩॥৫০॥]

অথবা, "আভাসা এব' এইরূপই সূত্রের পাঠ; তাহা হইলে অর্থ হইবে, [প্রতিপক্ষগণ উপাধিভেদ সমর্থনের অনুকূলে যে সমস্ত হেতুর উপন্যাস করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই] আভাস অর্থাৎ আপাততঃ হেতু বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ সেগুলি নির্দ্দোষ হেতু নহে। সূত্রস্থ 'চ' শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, 'জীব হইতে পৃথগ্‌ভূত ও প্রেরক আত্মাকে মনন করিয়া' 'জ্ঞ ও অজ্ঞ দুইটি,' 'সেই উভয়ের মধ্যে একটি প্রিয় কর্ম্মফল ভোগ করে' ইত্যাদি শ্রুতিরও বিরোধ হয়। বিশেষতঃ অবিদ্যাকল্পিত উপাধিভেদ স্বীকার করিলেও—উপাধি সমূহ দ্বারা তাহার স্বরূপ উপহিত হইলেও একত্ব স্বীকার করায় ভোগের যে, ব্যতিকর বা সাঙ্কর্য্য দোষ হয়, তাহা অব্যাহতই রহিল (*) ॥২॥৩॥৪৯॥

পারমার্থিক উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের জীবত্ব পক্ষেও, উপাধির ভেদক অদৃষ্ট বশতই ব্যবস্থা (ভোগব্যতিকরাভাব) হইবে, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন "অদৃষ্টানিয়মাৎ" ॥

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আভাস এব চৈষ জীবঃ পরস্যাত্মনঃ জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ।" অর্থাৎ জলে প্রতিফলিত সূর্য্যাদি প্রতিবিম্বের ন্যায় এই জীবকেও সেই পরমাত্মার আভাসই (প্রতিবিম্বই) বুঝিতে হইবে। ইঁহার মতে একই সূর্য্যের বিভিন্ন জলপাত্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্বের কার্য্য যেরূপ পরস্পরে সঞ্চারিত হয় না, এবং বিম্বস্বরূপ সূর্য্যকেও স্পর্শ করে না, তেমনি বিভিন্ন বুদ্ধিরূপ উপাধিগত প্রতিবিম্বের সুখদুঃখাদিও পরস্পরে কিংবা বিম্বস্থানীয় পরমাত্মাতে সংক্রামিত হয় না; অর্থাৎ একের ভোগে অপরের ভোগ হয় না; সুতরাং কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ব্যতিকর হইতে পারে না।

উপাধিপরম্পরাহেতুভূতস্যাদৃষ্টস্যাপি ব্রহ্মস্বরূপাশ্রয়ত্বেন নিয়মহেত্বভাবাদব্যবস্থৈব, উপাধিভিরদৃষ্টৈশ্চ স্বসম্বন্ধেন ব্রহ্মস্বরূপচ্ছেদাসম্ভবাৎ ॥২॥৩॥৫০॥

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥২॥৩॥৫১॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিসন্ধ্যাদিষু (অভিপ্রায়াদিতে) চ (ও) এবং (এইরূপ)।]

[সরলার্থঃ—অদৃষ্ট প্রযুক্ত ভোগাভিসন্ধ্যাদাবপি এবম্—অনিয়ম এব প্রসক্ত ইত্যর্থঃ ॥

আর অদৃষ্টবশতঃ যে, ভোগাদি বিষয়ে অভিসন্ধি বা অভিলাষ, তদ্বিষয়েও অনিয়মই রহিল ॥২॥৩॥৫১॥]

অদৃষ্টহেতুভূতাভিসন্ধ্যাদিষ্বপি উক্তাদেব হেতোরনিয়ম এব ॥২॥৩॥৫১॥

প্রদেশভেদাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥২॥৩॥৫২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রদেশভেদাৎ (অংশভেদে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ন (না)।]

[সরলার্থঃ—উপাধিবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ প্রদেশভেদাৎ ভোগব্যবস্থা ভবিষ্যতীতি চেৎ, ন, কুতঃ ? অন্তর্ভাবাৎ—সর্ব্বেষামেব উপাধীনাং ব্রহ্মপ্রদেশান্তর্গতত্বাদব্যবস্থা তদবস্থৈবেত্যর্থঃ ॥২॥৩॥৫২॥]

যদি বল, উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রদেশ বা অংশগত ভেদ স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের যে অংশ যে উপাধির সহিত সম্বদ্ধ, সেই উপাধিকৃত ভোগ সেই অংশেই হইবে, অন্যত্র নহে। না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সমস্ত উপাধিই ত সেই ব্রহ্ম-প্রদেশের অন্তর্গত ; সুতরাং বিভাগ করিবে কে ? ॥২॥৩॥৫২॥] [সপ্তম অংশাধিকরণ ॥ ৭॥]

ইতি শ্রীশারীরকমীমাংসাব্যাখ্যায়াং সরলায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য
তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥২॥৩॥

পারম্পর্য্য ক্রমাগত উপাধির ভেদহেতু অদৃষ্টও যখন ব্রহ্মস্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া আছে, তখন তাহাও ভোগ নিয়ামক হেতু হইতে পারে না ; সুতরাং অব্যবস্থাই রহিল ; কেন না, উপাধি ও অদৃষ্টের সহিত যখন ব্রহ্মেরই সম্বন্ধ, তখন তাহা দ্বারাও ব্রহ্মের স্বরূপভেদ হইতে পারে না ॥২॥৩॥৫০॥

উল্লিখিত কারণেই অদৃষ্ট নিবন্ধন অভিসন্ধি বা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অভিলাষাদি বিষয়েও অনিয়ম বা অব্যবস্থাই হয় ॥২॥৩॥৫১॥

যদ্যপ্যেকমেব ব্রহ্মস্বরূপম্, তচ্ছেদানর্হং নানাবিধোপাধিভিঃ সম্বধ্যতে; তথাপ্যুপাধিসম্বন্ধিব্রহ্মপ্রদেশভেদাদুপপদ্যত এব ভোগব্যবস্থেতি চেৎ, তন্ন, উপাধীনাং তত্র তত্র গমনাৎ সর্ব্বপ্রদেশানাং সর্ব্বোপাধ্যন্তর্ভাবাৎ ব্যতিকরস্তদবস্থ এব। প্রদেশভেদেন সম্বন্ধেঽপি সর্ব্বস্য ব্রহ্মদেশত্বাৎ তত্তৎপ্রদেশসম্বন্ধি দুঃখং ব্রহ্মণ এব স্যাৎ। পূর্ব্বত্র "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা।" "উপলব্ধিবদনিয়মঃ॥" [ব্রহ্মসূ০ ২।৩।৩২,৩৬] ইত্যাভ্যাং সূত্রাভ্যাং বেদবাহ্যানাং সর্ব্বগতজীববাদিনাং দোষ উক্তঃ; অত্র তু "আভাস এব চ" ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈর্ব্বেদাবলম্বিনামাত্মৈকত্ববাদিনাং দোষ উচ্যতে ॥২॥৩॥৫২॥ [ইতি সপ্তমম্ অংশাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৭॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥২॥৩॥

যদি বল, ব্রহ্ম যদিও স্বরূপতঃ একই বটে, এবং উপাধির সহিত সম্বন্ধ হইলেও তিনি বিভাগানর্হ—অবিভক্তই থাকেন, তথাপি উপাধিসমূহের সহিত ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রদেশ বা অংশগুলি সম্বদ্ধ হওয়ায় অবশ্যই ভোগব্যবস্থা হইতে পারে। না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, উপাধিসমূহও যখন ক্রমে সেই সেই বিভিন্ন ব্রহ্ম-প্রদেশের সহিতই সম্বদ্ধ, তখন সমস্ত উপাধিইত সমস্ত ব্রহ্মপ্রদেশের অন্তর্গত হইয়া পড়ে; কাজেই ভোগব্যতিকর দোষ স্থিরই রহিল। আর প্রদেশভেদের সহিত সম্বন্ধ কল্পনা করিলেও সমস্ত প্রদেশই যখন ব্রহ্মের, তখন সেই সকল প্রদেশগত দুঃখও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই হইতে পারে (*)।

পূর্ব্বে "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা।" আর "উপলব্ধিবদনিয়মঃ" এই দুইটি সূত্রে, যাহারা বেদনিরপেক্ষভাবে জীবের সর্ব্বগতত্ব স্বীকার করেন, তাহাদের সম্বন্ধে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে; এখানে আবার "আভাস এব চ" ইত্যাদি সূত্রে বেদাবলম্বী আত্মৈকত্ববাদীদিগের (শঙ্কর প্রভৃতির) মতের উপর দোষ উক্ত হইল ॥২॥৩॥৫২॥

[সপ্তম অংশাধিকরণ ॥৭॥]

ইতি শ্রীমৎরামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে
তৃতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২॥৩॥

(*) তাৎপর্য্য—যাহারা জীবকে অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ বলেন, এবং জীবাবস্থায়ও ব্রহ্মের সহিত অবিচ্যুত বলিয়া স্বীকার করেন, তাহারা ভোগসাংকর্য্য দোষ পরিহারার্থ এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম যদিও এক অখণ্ড হউক, এবং যদিও জীব তাঁহা হইতে অপৃথক্ পদার্থ হউক, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের যে অংশের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ ঘটে, কেবল সেই অংশেই সুখদুঃখাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে, অন্যাংশে হয় না; তাহারা এইরূপে সুখদুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ কল্পনা যুক্তিসহ হয় না; কারণ, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড ব্যাপক বস্তু, তখন তাহার আর প্রদেশ বা অংশ-কল্পনাই সম্ভবপর হয় না। তাহার পর, সমস্ত উপাধির (বুদ্ধি প্রভৃতির) সহিতই যখন তাহার তুল্য সম্বন্ধ, তখন অবিশেষে সমস্ত বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদিরই সমানভাবে অনুভূতি হইতে পারে; সুতরাং সেই ভোগব্যতিকর-দোষ অব্যাহতই রহিল। অতএব প্রদেশভেদ কল্পনায়ও ভোগ-ব্যতিকর দোষের পরিহার হইতেছে না॥

[দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদ আরভ্যতে—]

প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্।] **তথা প্রাণাঃ ॥২॥৪॥১॥**

[পদচ্ছেদঃ—তথা (সেই প্রকার) প্রাণাঃ (প্রাণ সমূহ)।]

[সরলার্থঃ—যথা নিত্যত্বশ্রুতেঃ জীবো নোৎপদ্যতে, তথা "ঋষয়ো বাব তেঽগ্রে সদাসীৎ··· প্রাণো বাব ঋষয়ঃ" ইত্যাদিশ্রুতৌ প্রলয়কালে প্রাণানাং স্থিত্যুপদেশাৎ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি অপি নোৎপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥

নিত্যত্ববোধক শ্রুতি থাকায় জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি 'সেই ঋষিগণই অগ্রে সৎস্বরূপ ছিলেন, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণই সেই ঋষি সমূহ' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রলয়কালেও প্রাণ সমূহের বর্ত্তমানতা উক্ত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় সমূহও উৎপন্ন হয় না ২॥৪॥১॥]

ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য বিয়দাদেঃ কৃৎস্নস্য কার্য্যত্বেনোৎপত্তাবুক্তায়াং জীবস্য কার্য্যত্বেঽপি স্বরূপান্যথাভাবলক্ষণোৎপত্তিরপোদিতা; তৎপ্রসঙ্গেন জীব-স্বরূপং শোধিতম্; সম্প্রতি জীবোপকরণানামিন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোৎ-পত্ত্যাদিপ্রকারো বিশোধ্যতে। তত্র কিমিন্দ্রিয়াণাং কার্য্যত্বং জীববৎ? উত বিয়দাদিবৎ? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্? জীববদেবেত্যাহ পূর্ব্ব-পক্ষী—"তথা প্রাণাঃ" ইতি। প্রাণাঃ—ইন্দ্রিয়াণি। যথা জীবো নোৎপদ্যতে; তথেন্দ্রিয়াণ্যপি নোৎপদ্যন্তে। কুতঃ? শ্রুতেঃ। যথা জীব-

---

ব্রহ্মাতিরিক্ত আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চেরই কার্য্যত্ব নিবন্ধন উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, তাহার পর কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব থাকিলেও জীবের স্বরূপগত অন্যথাভাব (স্বরূপ-পরিবর্ত্তনাত্মক) উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; তদুপলক্ষে জীবের প্রকৃত স্বরূপও বিচার দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে। সম্প্রতি জীবের ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়সমূহের ও প্রাণের উৎপত্তি পরিশোধিত (বিচারিত) হইতেছে। তদ্বিষয়ে চিন্তা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়সমূহের যে কার্য্যত্ব, তাহাও কি জীবের ন্যায়? অথবা আকাশাদির ন্যায়? কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত? নিশ্চয়ই জীবের ন্যায় পক্ষই; এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "তথা প্রাণাঃ" ॥ (*)।

প্রাণ অর্থ—ইন্দ্রিয় সমূহ। জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি প্রাণ সমূহও উৎপন্ন হয় না।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ। ইহা প্রথম হইতে তিনটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। (২) সংশয়—জীবের ন্যায় প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহও উৎপন্ন হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—না—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হয় না; কারণ, প্রলয়-কালেও ইহাদের বিদ্যমানতা-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে। (৪) উত্তর—না—প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহেরও উৎপত্তি আছে; কারণ, তাহা না হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন একত্বাবধারণ এবং প্রাণোৎপত্তি-বোধক শ্রুতি সঙ্গত হয় না। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশাদির ন্যায় নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে॥

স্যানুৎপত্তিঃ শ্রুতেরবগম্যতে, তথা প্রাণানামপ্যনুৎপত্তিঃ শ্রুতেরেবাবগম্যতে (*)। "তথা প্রাণাঃ" ইতি প্রমাণমপ্যতিদিশ্যতে। কা পুনরত্র শ্রুতিঃ?—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাহুঃ কিং তদাসীদিতি; ঋষয়ো বাব তে অগ্রে সদাসীৎ, তদাহুঃ কে তে ঋষয় ইতি; প্রাণা বাব ঋষয়ঃ," [শতপথ০ ৬।১।১] ইতি জগদুৎপত্তেঃ প্রাগিন্দ্রিয়াণাং সদ্ভাবঃ শ্রূয়তে। প্রাণশব্দে বহুবচনাদিন্দ্রিয়াণ্যেবেতি নিশ্চীয়তে। নচেয়ং শ্রুতিঃ "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৩] "সৈষাঽনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ" [শতপথ০ ৬।১।১] ইতিবৎ চিরকালাবস্থায়িত্বেন পরিণেতুং শক্যা, "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" [শতপথ০ ৬।১।১] ইতি কৃৎস্নপ্রপঞ্চপ্রলয়বেলায়ামপ্যবস্থিতত্বশ্রবণাৎ। উৎপত্তিবাদিন্যস্তু জীবোৎপত্তিবাদিন্য ইব নেতব্যা ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

বিয়দাদিবদেব প্রাণাশ্চোৎপদ্যন্তে; কুতঃ? "সদেব সোম্যেদমগ্র-আসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১] "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"

কারণ? শ্রুতিই কারণ। শ্রুতি হইতে যেমন জীবের অনুৎপত্তি জানা যায়, তেমনি প্রাণসমূহের অনুৎপত্তিও শ্রুতি হইতেই জানা যাইতেছে। 'তথা প্রাণাঃ' বলায় এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের অতিদেশ করা হইতেছে। এ বিষয়ে শ্রুতি কি? 'অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই জগৎ অসৎ (নামরূপবিহীন) ছিল, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—তখন কি ছিল? [উত্তর—] অগ্রে সেই সমস্ত ঋষি ছিলেন; তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ঋষি কাহারা? [উত্তর—] এই প্রাণসমূহই সেই সমস্ত ঋষি,' এই স্থলে জগদুৎপত্তির পূর্ব্বেও ঋষিগণের সদ্ভাব শোনা যাইতেছে। এখানে প্রাণ-শব্দের পর বহুবচন থাকায় ইন্দ্রিয়গণই প্রাণ-পদবাচ্য বলিয়া অবধারিত হইতেছে। আর 'বায়ু ও অন্তরিক্ষ, এই উভয়ই অমৃত, ইহা হইতেছে অনস্তমিত ধ্বংসরহিত দেবতা, যাহার নাম বায়ু' ইত্যাদি শ্রুতির ন্যায় এই শ্রুতিরও চিরস্থায়িত্বরূপ অর্থ করা যাইতে পারে না; কারণ, "অসদ্বা ইদম্ অগ্র আসীৎ" এই স্থলে নিখিল জগতের প্রলয়-কালেও [প্রাণসমূহের] অবস্থিতি শ্রুত হইতেছে। পক্ষান্তরে, জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির ন্যায় প্রাণোৎপত্তিবোধক শ্রুতিগুলিকেও অবশ্যই গৌণার্থে পর্য্যবসিত করিতে হইবে। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

প্রাণসমূহও আকাশাদির ন্যায়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে; কারণ? 'হে সোম্য, অগ্রে এই

(*) প্রাণানামপি অতিদিশ্যতে, ইতি 'প, ঙ' পাঠঃ।

[ঐতরে০ ১।১] ইত্যাদিষু প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি ইন্দ্রিয়াণামুৎপত্তি-শ্রবণাচ্চ প্রাগবস্থানাসম্ভবাৎ। ন চাত্মোৎপত্তিবাদবদ্ ইন্দ্রিয়োৎপত্তিবাদাঃ পরিণেতুং শক্যাঃ, আত্মবদুৎপত্তি-প্রতিষেধশ্রুতীনাং নিত্যত্বশ্রুতীনাং চাদর্শনাৎ। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিবাক্যেঽপি প্রাণশব্দেন পরমাত্মৈব নির্দ্দিশ্যতে। "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভি-সংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" [ছান্দো০ ১।১১।৫] ইতি প্রাণশব্দস্য পরমাত্মন্যপি প্রসিদ্ধেঃ। "প্রাণা বাব ঋষয়ঃ" ইতি ঋষিশব্দশ্চ সর্ব্বজ্ঞে তস্মিন্নেব যুজ্যতে, নত্বচেতনেম্বিন্দ্রিয়েষু ॥২॥৪॥১॥

"ঋষয়ঃ প্রাণাঃ" ইতি চ বহুবচনশ্রুতিঃ কথমুপপদ্যতে ? ইতি চেৎ ; তত্রাহ—

জগৎ সৎস্বরূপই ছিল' 'এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল' ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্ব অবধারিত হওয়ায়, বিশেষতঃ 'ইহা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) প্রাণ, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়' এই স্থলে ইন্দ্রিয়গণেরও উৎপত্তিবোধক শ্রুতি থাকায় [সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণের] বর্ত্তমান থাকা সম্ভব হয় না। আর আত্মার উৎপত্তিবোধক শ্রুতির ন্যায় যে, ইন্দ্রিয়োৎপত্তিবাদকেও অন্যার্থে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহাও নহে; কারণ, আত্মার ন্যায় [ইন্দ্রিয় সমূহের] উৎপত্তি-নিষেধক ও নিত্যত্ববোধক কোনও শ্রুতি দৃষ্ট হয় না। 'অগ্রে ইহা অসৎই ছিল' ইত্যাদি বাক্যেও প্রাণ-শব্দে পরমাত্মাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; কারণ, এই সমস্ত ভূত প্রাণেই প্রবেশ করে, আবার প্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মবিষয়েও প্রাণ-শব্দ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। 'প্রাণই সেই ঋষি', এই 'ঋষি' শব্দও সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মাতেই যুক্তিসঙ্গত হয়, কিন্তু অচেতন ইন্দ্রিয়সমূহে হয় না (*) ॥২॥৪॥১॥

যদি বল, ['ঋষয়ঃ প্রাণাঃ' এই 'ঋষি ও প্রাণ' শব্দ যদি ব্রহ্মবোধক হয়, তাহা হইলে] বহুবচনের সঙ্গতি হয় কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"গৌণ্যসম্ভবাৎ" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—ঋষি শব্দের অর্থ—যাহারা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সংসারাসক্তি অতিক্রম করিয়াছেন। 'ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ" ; সুতরাং সত্যবাদিতাও তাহাদের আর একটি ধর্ম্ম। উক্তপ্রকার অর্থকে লক্ষ্য করিয়াই পুরাণশাস্ত্রে সপ্তপ্রকার ঋষির পরিগণনা করিয়াছেন—'সপ্ত ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-মহর্ষি-পরমর্ষয়ঃ। কাণ্ডর্ষিশ্চ শ্রুতর্ষিশ্চ রাজর্ষিশ্চ ক্রমাধমাঃ।" (রত্নকোষ)। তন্মধ্যে, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি। কণ্ব ও নারদাদি দেবর্ষি। ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষি। ভেল প্রভৃতি পরমর্ষি। জৈমিনি প্রভৃতি কাণ্ডর্ষি। সুশ্রুতাদি শ্রুতর্ষি। ঋতুপর্ণ প্রভৃতি রাজর্ষি। ইহাদের মধ্যে ক্রমশঃ পরপর অপকৃষ্ট।

ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, দিব্যজ্ঞান সম্পন্নের প্রতিই 'ঋষি' শব্দের প্রয়োগ মুখ্য ; সুতরাং এখানেও বুঝিতে হইবে যে, নিত্যচিন্ময় ব্রহ্মেই 'ঋষি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, জ্ঞানহীন অচেতন ইন্দ্রিয়ে নহে।

গৌণ্যসম্ভবাৎ তৎপ্রাক্‌শ্রুতেশ্চ ॥২॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণী (গৌণার্থবোধক), অসম্ভবাৎ (সম্ভব হয় না বলিয়া), তৎ (তাহার) প্রাক্ (সৃষ্টির পূর্ব্বে) শ্রুতেঃ (শ্রুতিহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—[ব্রহ্মণি বহুত্বস্য] অসম্ভবাৎ, প্রাণসৃষ্টেঃ পূর্ব্বং তস্য ব্রহ্মণঃ অবস্থিতি-শ্রুতেশ্চ "ঋষয়ঃ প্রাণাঃ" ইতি বহুবচনশ্রুতিঃ গৌণী বোদ্ধব্যেত্যর্থঃ ॥

ব্রহ্ম সম্বন্ধে যখন বহুত্বের সম্ভবই হয় না, অথচ সৃষ্টির পূর্ব্বেও যখন ব্রহ্মেরই অবস্থিতিবোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন উক্ত বহুবচন শ্রুতিটি নিশ্চয়ই গৌণী, অর্থাৎ ব্রহ্মের গৌরবজ্ঞাপক মাত্র ॥২॥৪॥২॥]

বহুবচনশ্রুতির্গৌণী, বহ্বর্থাসম্ভবাৎ ; তস্যৈব পরমাত্মনঃ সৃষ্টেঃ প্রাগবস্থানশ্রুতেরেব ॥২॥৪॥২॥

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥২॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎপূর্ব্বকত্বাৎ (আকাশাদি সৃষ্টিপূর্ব্বকত্ব হেতু) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) ।]

[সরলার্থঃ—বাচঃ পরমাত্মাতিরিক্তবিষয়কস্য নাম্নঃ তৎপূর্ব্বকত্বাৎ আকাশাদি-সৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাৎ, তদানীং বাচ্যার্থস্য অভাবাৎ তদ্বাচকশব্দস্যাপ্যভাবঃ ; ততশ্চ তৎকারণীভূতবাগিন্দ্রিয়স্যাপ্যভাবো-ঽনুমীয়তে। উপলক্ষণঞ্চৈতদন্যেষামিন্দ্রিয়াণামিত্যর্থঃ ॥

আকাশাদি সৃষ্টির পরেই বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসিদ্ধ ; এই কারণেও সৃষ্টির পূর্ব্বে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অভাব এবং প্রাণশব্দের ব্রহ্মার্থতা স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৪॥৩॥]

ইতশ্চ প্রাণশব্দঃ পরমাত্মবচনঃ ; বাচঃ—পরমাত্মব্যতিরিক্তবিষয়স্য নামধেয়স্য বাগ্‌বিষয়ভূতবিয়দাদিসৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাৎ। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃত-

---

ব্রহ্মেতে যখন বহুত্বার্থের সম্ভবই হয় না ; অথচ সৃষ্টির পূর্ব্বেও যখন একমাত্র সেই পরমাত্মারই অবস্থিতি-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন ঐ বহুবচনশ্রুতি নিশ্চয়ই গৌণী, (মুখ্যার্থ—বহুত্ব বোধক নহে) ॥২॥৪॥২॥

এই কারণেও 'প্রাণ' শব্দটি পরমাত্মবাচক ; কারণ, পরমাত্মাতিরিক্ত বস্তুবাচক বাক্ বা নামশব্দ নিশ্চয়ই তদ্বাচ্য আকাশাদি সৃষ্টির পরভাবী ; অর্থাৎ অগ্রে বাচ্যার্থ আকাশাদির সৃষ্টি হইলেই পশ্চাৎ তদ্বাচক শব্দ ও তৎসাধন ইন্দ্রয়ের সৃষ্টি, আবশ্যক হয় (পূর্ব্বে নহে)। 'এই জগৎ তখন অনভিব্যক্ত ছিল, তাহাই নাম ও রূপ বিশিষ্ট হইয়া ব্যাকৃত (অভিব্যক্ত) হইল',

মাসীৎ, তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” ইতি নাম-রূপভাজামভাবাৎ তদানীং বাগাদীন্দ্রিয়কার্য্যাভাবাচ্চ তানি ন সন্তীত্যর্থঃ ॥২॥৪॥৩॥

[প্রথমং প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

সপ্তগত্যধিকরণম্।] **সপ্ত গতের্ব্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥২॥৪॥৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—সপ্ত (সাত) গতেঃ (গমন হেতু) বিশেষিতত্বাৎ (বিশেষরূপে কথিত হওয়ায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—গতেঃ লোকান্তরগামিনা জীবেন সহ সপ্তানামেব গতিশ্রবণাৎ, “যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানেন মনসা সহ বুদ্ধিশ্চ” ইত্যত্র সপ্তানামেব বিশেষিতত্বাচ্চ সপ্তৈব প্রাণা বেদিতব্যাঃ; ন ন্যূনাঃ, নাপ্যধিকা ইত্যর্থঃ ॥

যেহেতু জীবের পরলোকগমনের সময় তাহার সঙ্গে সাতটিমাত্র পদার্থের গতি হয় এবং যেহেতু ‘যখন মন ও বুদ্ধির সহিত জ্ঞানসাধন পাঁচটি মাত্র অবস্থান করে’ এইরূপে ঐ সাতটিকেই বিশেষ করিয়া বলাও হইয়াছে; অতএব ইন্দ্রিয় সাতই বটে, ন্যূন বা অধিক নহে ॥২॥৪॥৪॥]

তানীন্দ্রিয়াণি কিং সপ্তৈব স্যুঃ, অথবৈকাদশেতি চিন্ত্যতে। শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। কিং প্রাপ্তম্ ? সপ্তেতি। কুতঃ ? গতের্ব্বিশেষিত-ত্বাচ্চ। গতিস্তাবৎ জায়মানেন ম্রিয়মাণেন চ জীবেন সহ লোকেষু সঞ্চরণরূপা সপ্তানামেব শ্রূয়তে—“সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা

এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, তৎকালে নাম-রূপযুক্ত কোনও বস্তু ছিল না; সুতরাং বাগাদি ইন্দ্রিয়েরও কোনরূপ কার্য্য ছিল না; কাজেই তৎকালে যে, সেই ইন্দ্রিয় সমূহও বিদ্যমান ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥২॥৪॥৩॥ [প্রথম প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ ॥১॥]

এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, সেই ইন্দ্রিয় কি সাতটিই হইবে ? অথবা একাদশটি ? শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তি, অর্থাৎ শ্রুতিতে বিরুদ্ধ মত-দর্শনই সংশয়ের কারণ। (*) কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? সাতই বটে। কারণ ? গতি এবং বিশেষোক্তিই কারণ। প্রথমতঃ জায়মান বা ম্রিয়মাণ জীবের সঙ্গে সাতটিরই লোকান্তর-সঞ্চরণরূপ গতির কথা শ্রুত হইতেছে—‘এই সাতটি

(*) তাৎপর্য্য—চতুর্থ ও পঞ্চম সূত্র লইয়া এই ‘সপ্তগত্যধিকরণ’টি রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—প্রাণের সংখ্যা, (২) সংশয়—প্রাণের সংখ্যা সপ্ত কি একাদশ। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—মন, বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া সপ্ত হওয়াই উচিত। (৪) উত্তর—প্রাণের সংখ্যা সপ্ত নহে, একাদশই বটে; জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, এবং অন্তঃকরণ মন—একাদশ। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) সংখ্যা একাদশই সত্য, সপ্ত নহে।

গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্তসপ্ত" [মুণ্ড০ ২।১।৮] ইতি। বীপ্সা পুরুষভেদাভিপ্রায়া। বিশেষিতাশ্চ তে গতিমন্তঃ প্রাণাঃ স্বরূপতঃ—

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥" [কঠ০ ২।৬।১০] ইতি। শরীরান্তঃসঞ্চরণং বিহায় মোক্ষার্থগমনং পরমা গতিঃ। এবং জীবেন সহ জন্ম-মরণয়োঃ সপ্তানামেব গতিশ্রবনাৎ, যোগদশায়াং জ্ঞানানীতি বিশেষিতত্বাচ্চ জীবস্য করণানি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবুদ্ধিমনাংসি সপ্তৈবেতি গম্যতে। যানি ত্বিতরাণি বিষয়াণাং গ্রাহকত্বেন "অষ্টৌগ্রহাঃ" [বৃহদা০ ৫।২।৯] "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ, দ্বাববাঞ্চৌ" ইত্যাদিষু চতুর্দ্দশপর্য্যন্তানি প্রাণপ্রতিপাদকবাক্যেষু বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাহঙ্কারচিত্তাখ্যানীন্দ্রিয়াণি প্রতীয়ন্তে, তেষাং জীবেন সহ গতিশ্রবণাভাবাদ্ জীবস্যাল্পাল্পোপকারকত্বমাত্রেণৌপচারিকঃ প্রাণব্যপদেশঃ ॥২॥৪॥৪॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

মাত্র লোক, যে সমস্ত লোকে গুহামধ্যে সন্নিবিষ্ট সাত সাতটি প্রাণ সঞ্চরণ (গমনাগমন) করিয়া থাকে।' ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া 'সপ্ত'-পদের বীপ্সা অর্থাৎ দ্বিরুক্তি হইয়াছে, [কিন্তু সপ্ত-সপ্ততি সংখ্যাভিপ্রায়ে নহে]। বিশেষতঃ, 'যখন বুদ্ধি ও জ্ঞান-সাধন পাঁচটি মনের সহিত পড়িয়া থাকে, কোন প্রকার চেষ্টা বা কার্য্য করে না, তাহাকেই পরমা গতি বলিয়া থাকেন', এইরূপে সেই গতিশীল প্রাণসমূহের স্বরূপও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরমা গতি অর্থ—শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষাভিমুখে গমন করা। এইরূপে, জন্ম ও মরণ কালে জীবের সহিত কেবল সাতটিরই গতিশ্রুতি থাকায় এবং যোগাবস্থায় 'জ্ঞানানি' (জ্ঞানসাধন) বলিয়া বিশেষিত করায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ, রসনা, বুদ্ধি ও মন, এই সাতটিই জীবের করণ অর্থাৎ ক্রিয়াসাধন; এতদ্ভিন্ন আরও যে, প্রাণপ্রতিপাদক 'আটটি গ্রহ' 'প্রাণসমূহের মধ্যে সাতটি শীর্ষস্থিত, দুইটি অধোদেশস্থ' ইত্যাদি বাক্যে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত—বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু (মলদ্বার), উপস্থ (জননেন্দ্রিয়), অহঙ্কার ও চিত্তসংজ্ঞক যে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায়, জীবের সহিত সে সমস্তের গতিবোধক শ্রুতি না থাকায় বুঝিতে হইবে যে, অল্পপরিমাণে জীবের উপকার সাধন করে বলিয়াই তাহাদেরও গৌণভাবে প্রাণ-শব্দে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ॥২॥৪॥৪॥

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥২॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—হস্তাদয়ঃ (হস্ত প্রভৃতি) তু (ও) স্থিতে (বর্ত্তমানে) অতঃ (এই কারণে) ন (না) এবং (এইরূপ)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তমাহ—"হস্তাদয়স্তু" ইত্যাদি। স্থিতে—দেহাবস্থানদশায়াং হস্তাদয়ঃ তু হস্তাদয়োঽপি ইন্দ্রিয়াণি সন্তি, "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অত্র আত্ম-শব্দেন মনোঽভিহিতম্। অতঃ এবং—সপ্তৈব ইন্দ্রিয়াণীতি। ইয়াংশ্চাত্র বিশেষঃ—প্রয়াণকালে জীবেন সহ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যেব গচ্ছন্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু অত্রৈব তিষ্ঠন্তীতি ॥

এখন সিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে, দেহস্থিতিকালে হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও বর্ত্তমান থাকে; শ্রুতি বলিতেছেন 'জীবের ইন্দ্রিয় এই দশটি (জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ), আর একাদশ আত্মা—মনঃ।' অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয় কেবল সাতটিই নহে; পরন্তু একাদশটি বুঝিতে হইবে ॥২॥৪॥৫॥].

ন সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণি, অপি তু একাদশ; হস্তাদীনামপি শরীরে স্থিতে জীবে তস্য ভোগোপকরণত্বাৎ, কার্য্যভেদাচ্চ। দৃশ্যতে হি শ্রোত্রাদীনামিব হস্তাদীনামপি কার্য্যভেদ আদানাদিঃ; অতস্তেঽপি সন্ত্যেব। অতো নৈবম্—অতঃ হস্তাদয়ো ন সন্তীতি এবং ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ। অধ্যবসায়াভিমানচিন্তাবৃত্তিভেদাৎ মন এব বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তশব্দৈর্ব্যপদিশ্যতে, ইত্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি। অতঃ "দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ, আত্মৈকাদশঃ" [বৃহদা০ ৫।৯।৮] ইতি আত্ম-শব্দেন মনোঽভিধীয়তে—

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—"হস্তাদয়স্তু" ইত্যাদি। কেবল সাতটি মাত্রই ইন্দ্রিয় নহে, পরন্তু ইন্দ্রিয় একাদশটি; কারণ, দেহে জীবাত্মার অবস্থিতি সময়ে হস্ত প্রভৃতিও তাহার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং [জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা, ইহাদের] কার্য্যগতও প্রভেদ রহিয়াছে; শ্রোত্রাদির ন্যায় হস্ত প্রভৃতিরও বস্তুগ্রহণাদি কার্য্যভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব নিশ্চয়ই তাহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ঐরূপ নহে, অর্থাৎ হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় যে, নাই, ইহা মনে করা উচিত নহে। এক মনই অধ্যবসায় (নিশ্চয়), অভিমান ও চিন্তারূপ বৃত্তি ভেদানুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব উহারা একাদশই বটে। এই জন্যই 'জীবে অর্থাৎ জীবদেহে এই দশটি (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) ও একাদশ আত্মা', এখানে 'আত্মা' শব্দে মনই অভিহিত হইতেছে।

"ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।" [গীতা০ ১৩।৫]

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ।

একাদশং মনশ্চাত্র" [বিষ্ণুপু০ ১।২।৪৭]

ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধেন্দ্রিয়সঙ্খ্যা স্থিতা। অধিকসঙ্খ্যাবাদাঃ মনোবৃত্তি-ভেদাভিপ্রায়াঃ, ন্যূনব্যপদেশাস্তু তত্র তত্র বিবক্ষিতগমনাদিকার্য্যবিশেষ-প্রযুক্তাঃ ॥২॥৪॥৫॥ [দ্বিতীয়ং সপ্তগত্যধিকরণম্ ॥২॥]

প্রাণাণুত্বাধিকরণম্।] **অণবশ্চ ॥২॥৪॥৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—অণবঃ (অণুপরিমাণ) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীমিন্দ্রিয়াণামণুত্বমাহ—"অণবশ্চ" ইত্যাদিভিঃ। তে সর্ব্বে প্রাণাঃ অণবশ্চ অণুপরিমাণা অপীত্যর্থঃ ॥

সেই সমস্ত প্রাণ অণুপরিমাণও অর্থাৎ পরম সূক্ষ্মও বটে (বিভু নহে) ॥২॥৪॥৬॥]

"ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ" [বৃহদা০ ১।৫।১৩] ইত্যানন্ত্য-শ্রবণাদ্বিভুত্বং প্রাণানাম্, ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

'ইন্দ্রিয় হইতেছে দশ ও এক—একাদশ, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে পাঁচটি।' ইন্দ্রিয়গণকে তৈসজ (রাজস) বলিয়া থাকেন ; তাহাদের অধিষ্ঠাতা] দেবতাগণ বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, এবং মন হইতেছে ইহাদের একাদশ', ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধ ইন্দ্রিয়সংখ্যা (একাদশই) নিশ্চিত হইতেছে। মনের অধ্যবসায়াদি-বৃত্তিভেদে সংখ্যাধিক্য নির্দ্দেশ, আবার স্থান বিশেষে গমনাদি কার্য্যভেদকে লক্ষ্য করিয়া ন্যূন সংখ্যারও নির্দ্দেশ হইয়া থাকে (*) ॥২॥৪॥৫॥

[দ্বিতীয় সপ্তগত্যধিকরণ ॥ ২ ॥]

'সেই এই ইন্দ্রিয় সমূহ সকলেই সমান ও সকলেই অনন্ত' এই স্থলে প্রাণসমূহের অনন্তত্ব শ্রবণ থাকায় ইন্দ্রিয়ের বিভুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে, (†) 'মুখ্য

(*) তাৎপর্য্য—কেহ কেহ বলেন "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" অর্থাৎ সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান ও স্মরণ, এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যভেদে এক অন্তঃকরণই যথাক্রমে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; সুতরাং এতদনুসারে ইন্দ্রিয়সংখ্যা চতুর্দ্দশ হয়। কেহ কেহ আবার বলেন, যে সমস্ত ভোগসাধন জীবের পরলোক গমনের সহায়, সে সমুদয়ই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি, এই সাতটিই জীবের সঙ্গে প্রয়াণ করে ; এই জন্য এই সাতটিই ইন্দ্রিয়-পদ বাচ্য ; হস্তাদি সাধনগুলি সঙ্গে যায় না, এই কারণে তাহারা এ স্থলে ইন্দ্রিয়পদ-বাচ্যও নহে ; ভাষ্যকার 'বিবক্ষিত কার্য্য' পদে এই পরলোকগতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

(†) তাৎপর্য্য—এই 'প্রাণাণুত্ব' নামক অধিকরণটি ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্রে শেষ হইয়াছে। ইহার অবয়ব পাঁচটি এইরূপ। (১) বিষয়—ইন্দ্রিয়ের—পরিমাণ। (২) সংশয়—সেই পরিমাণ বিভু, কি অণু? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিভু (ব্যাপক) ; সুতরাং অণু হইতে পারে না, ব্যাপকই বটে। (৪)

"প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইত্যুৎক্রান্ত্যাদিশ্রবণাৎ পরিমিতত্বে সিদ্ধে সতি উৎক্রান্ত্যাদিষু পার্শ্বস্থৈরনুপলভ্যমানত্বাদণবশ্চ প্রাণাঃ। আনন্ত্যশ্রুতিস্তু "অথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তে" [বৃহদা০ ৩।৫।১৩] ইত্যুপাসনশ্রবণাদুপাস্য-প্রাণবিশেষণভূত-কার্য্যবাহুল্যাভিপ্রায়া ॥২॥৪॥৬॥

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥২॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রেষ্ঠঃ (প্রধান—মুখ্যপ্রাণ) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—শ্রেষ্ঠশ্চ—পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকো যো মুখ্যঃ প্রাণঃ, সোঽপি উৎপদ্যতে "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণও পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হয়; কারণ, 'ইহা হইতে প্রাণ জন্মে' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে ॥২॥৪॥৭॥ তৃতীয় প্রাণাণুত্বাধিকরণ ॥ ৩ ॥]

প্রাণসংবাদে শরীরস্থিতিহেতুত্বেন শ্রেষ্ঠতয়া নির্ণীতো মুখ্যপ্রাণঃ "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্" ইতি মহাপ্রলয়সময়ে স্বকার্য্যভূত-প্রাণনসদ্ভাবশ্রবণাৎ, "এতস্মাজ্জায়তে" ইতি জন্মশ্রবণস্য জীব-জন্মশ্রবণবদুপ-

---

প্রাণ জীবের অনুগমন করিবার সময় অপর সমস্ত প্রাণই তাহার অনুগমন করে' এইরূপে উৎক্রমণাদির শ্রবণ হইতেই প্রাণের পরিমিতত্ব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নত্ব সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু এমত অবস্থায় পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা যখন উৎক্রমণাদিকালে দেখিতে পায় না, তখন কাজেই প্রাণ সমূহের অণুত্বও সিদ্ধ হইতেছে। তবে যে [প্রাণের] অনন্তত্ববোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, উপাস্য প্রাণের কার্য্য বা বৃত্তি বহুবিধ; সেই কার্য্যগত বাহুল্যকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার অনন্তত্ব কথিত হইয়াছে; কারণ, 'যিনি এই অনন্ত প্রাণসমূহকে উপাসনা করেন' এই শ্রুতিতে ঐরূপেই প্রাণোপাসনার বিধান রহিয়াছে ॥২॥৪॥৬॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণসংবাদ প্রস্তাবে পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণই শরীরস্থিতির হেতুভূত শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। '[তখন] বায়ুহীন স্বধাসমেত সেই এক বস্তু [প্রাণ] স্পন্দমান ছিল' এই শ্রুতিতে মহাপ্রলয়সময়েও প্রাণসদ্ভাব কথিত আছে; এবং "এতস্মাৎ জায়তে" এই প্রাণোৎপত্তিবোধক শ্রুতিকে ও জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির ন্যায় (গৌণার্থেও)

উত্তর—প্রাণের পরিমাণ বিভু নহে—অণুই বটে। কারণ, বিভু বা সর্ব্বব্যাপী পদার্থের কোথাও গমনাগমন সম্ভব হয় না; অথচ প্রাণসমূহের উৎক্রমণশ্রুতি রহিয়াছে; আর মধ্যম পরিমাণ হইলেও উৎক্রমণকালে গতিশীল ইন্দ্রিয়সমূহ পার্শ্বস্থ লোকের নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ গোচর হইত; তাহা যখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে, প্রাণসমূহ নিশ্চয়ই অণু। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের বৃত্তিগত অনন্তত্ব লইয়াই অনন্তত্ব, স্বরূপতঃ নহে, অণুই উহাদের স্বরূপ।

পস্তের্নোৎপদ্যতে, ইত্যাশঙ্ক্য প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাদিবিরোধাৎ, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি পৃথিব্যাদিতুল্যোৎপত্তি-শ্রবণাৎ, উৎপত্তিনিষেধাভাবাচ্চ জায়ত এব শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণ ইত্যুচ্যতে। "আনীদবাতম্" ইতি তু ন জৈবং শ্রেষ্ঠং প্রাণমভিপ্রেত্যোচ্যতে; অপি তু পরস্য ব্রহ্মণ একস্যৈব বিদ্যমানত্বমুচ্যতে; "অবাতম্" ইতি তত্রৈব শ্রবণাৎ। পূর্ব্বেণৈব তুল্যন্যায়ত্বেঽপি পৃথগ্‌যোগকরণমুত্তরচিন্তার্থম্ ॥২॥৪॥৭॥

[তৃতীয়ং প্রাণাণুত্বাধিকরণম্ ॥৩॥]

বায়ুক্রিয়াধিকরণম্।] **ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥২॥৪॥৮॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বায়ু-ক্রিয়ে (বায়ু বা তাহার ব্যাপার) পৃথগুপদেশাৎ (পৃথক্ নির্দ্দেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—সোঽয়ং পঞ্চবৃত্তির্মুখ্যঃ প্রাণঃ ন বায়ুমাত্রং, নবা বায়ুক্রিয়ামাত্রম্; কুতঃ? "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ *** খং বায়ুঃ" ইত্যত্র বায়ু-প্রাণয়োঃ পৃথগুৎপত্ত্যপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

সেই এই পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ শুদ্ধ বায়ু বা বায়ুর ক্রিয়ামাত্রও নহে; কারণ, 'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, *** আকাশ ও বায়ু জন্মে', এইস্থলে বায়ু ও প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥]

সোঽয়ং শ্রেষ্ঠঃ প্রাণঃ কিং মহাভূত-দ্বিতীয়বায়ুমাত্রম্ ? তস্য বা স্পন্দ-রূপক্রিয়া? অথবা বায়ুরেব কঞ্চন বিশেষমাপন্নঃ? ইতি বিশয়ে বায়ুরেবেতি

উপপন্ন করা যাইতে পারে; এই হেতু মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি উপপন্ন হয় না। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণও নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে; কারণ,—[প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে] সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন একত্বাবধারণের বিরোধ হয়; "এতস্মাৎ জায়তে" শ্রুতিতে পৃথিব্যাদির ন্যায় প্রাণেরও উৎপত্তি শ্রবণ, এবং উৎপত্তি নিষেধেরও অভাব রহিয়াছে। বিশেষতঃ "আনীদবাতম্" শ্রুতিও জীবসম্বন্ধী মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইতেছে না, পরন্তু একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিদ্যমানতা মাত্র অভিহিত হইতেছে; কেন না, সেই স্থানেই 'অবাত' বিশেষণ রহিয়াছে, [প্রাণ ত আর বায়ু ভিন্ন কিছু নহে; সুতরাং 'অবাত' বিশেষণ সঙ্গত হয় না]। পূর্ব্বের সহিত এই সূত্রটি তুল্যার্থক হইলেও পরবর্ত্তী সূত্রের সুবিধার জন্য পৃথক্ ভাবে রচিত হইয়াছে ॥২॥৪॥৭॥　　[তৃতীয় প্রাণাণুত্বাধিকরণ ॥৩॥]

সেই এই পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ কি দ্বিতীয় মহাভূত শুদ্ধ বায়ুস্বরূপ? অথবা বায়ুরই স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াস্বরূপ? অথবা অন্য কোনপ্রকার অবস্থাবিশেষসম্পন্ন বায়ুই? এইরূপ সংশয়ে

প্রাপ্তম্, "যঃ প্রাণঃ, স বায়ুঃ" ইতি ব্যপদেশাৎ। যদ্বা বায়ুমাত্রে প্রাণত্ব-প্রসিদ্ধ্যভাবাৎ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদিবায়ুক্রিয়ায়াং প্রাণ-শব্দপ্রসিদ্ধেশ্চ তৎ-ক্রিয়ৈব, ইতি প্রাপ্তে—

বায়ুমাত্রম্, ন চ তৎক্রিয়েত্যুচ্যতে; কুতঃ? পৃথগুপদেশাৎ— "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুঃ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি তত এব পৃথগুপদেশাৎ বায়ুক্রিয়াপি ন ভবতি প্রাণঃ; নহি তেজঃ-প্রভৃতীনাং ক্রিয়া তৈঃ সহ পৃথগ্দ্রব্যতয়োপদিশ্যতে। "যঃ প্রাণঃ, স বায়ুঃ" ইতি তু বায়ুরেবাবস্থান্তরমাপন্নঃ প্রাণঃ; ন তেজঃপ্রভৃতিবৎ তত্ত্বান্তর-মিতিজ্ঞাপনার্থম্। উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদাবপি 'প্রাণঃ স্পন্দতে' ইতি ক্রিয়াবতি দ্রব্য এব প্রাণ-শব্দপ্রসিদ্ধিঃ, ন ক্রিয়ামাত্রে ॥২॥৪॥৮॥

পাওয়া গেল যে, ইহা বায়ুস্বরূপই বটে; কারণ, 'যিনি প্রাণের ও প্রাণ' এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অথবা, শুধু বায়ুতে প্রাণত্ব প্রসিদ্ধি না থাকায় অথচ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদিরূপ বায়ু-ক্রিয়াতেও প্রাণ-শব্দের প্রসিদ্ধি থাকায় বায়ু-ক্রিয়াই [প্রাণ]। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

কেবলই বায়ুমাত্র নহে, এবং বায়ুর ক্রিয়ামাত্রও নহে; কারণ, ইহার পৃথক্ উপদেশ রহিয়াছে—'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু উৎপন্ন হয়' ইতি। এই পৃথক্ নির্দ্দেশের ফলেই বায়ুক্রিয়াও প্রাণ হইতেছে না; কেন না, তেজঃপ্রভৃতি ভূতের ক্রিয়াকে কোথাও পৃথক্ দ্রব্যরূপে উল্লেখ করিতে দেখা যায় না। তবে যে, 'যাহা প্রাণ, তাহাই বায়ু' বলা আছে, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, অবস্থাবিশেষাপন্ন বায়ুই প্রাণ, কিন্তু তেজঃপ্রভৃতির ন্যায় স্বতন্ত্র একটি পদার্থ নহে। উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসাদিতেও যখন 'প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে' এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্পন্দনাদি-ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যেই প্রাণশব্দের প্রসিদ্ধি; কিন্তু কেবলই বায়ুক্রিয়াতে নহে॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

(*) তাৎপর্য্য—এই 'বায়ুক্রিয়াধিকরণ'টি অষ্টম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পঞ্চাবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুখ্য প্রাণের স্বরূপতত্ত্ব। (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ কি কেবলই বায়ুস্বরূপ? কিংবা বায়ুর ক্রিয়া মাত্র? অথবা ক্রিয়াবিশেষবিশিষ্ট বায়ুই বটে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শুদ্ধ বায়ুস্বরূপ কিংবা বায়ুমাত্রই বটে; কারণ, শ্রুতিতে আছে, 'যাহা প্রাণ, তাহা বায়ু', আর বায়ুর ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বাসাদিতেও প্রাণশব্দ প্রসিদ্ধ আছে। (৪) উত্তর—না—শুধু বায়ু কিংবা বায়ু-ক্রিয়া কখনই প্রাণ নহে; কারণ, তাহা হইলে শ্রুতিতে বায়ু ও প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি নির্দ্দেশ বৃথা হইয়া পড়ে। (৫) নির্ণয়—অতএব শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট বায়ুই প্রাণ-শব্দবাচ্য; প্রাণ স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নহে ॥

কিময়ং প্রাণো বায়োর্ব্বিকারঃ সন্ অগ্নিবদ্ভূতান্তরম্ ? নেত্যাহ—

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥২॥৪॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—চক্ষুরাদিবৎ (চক্ষুঃ প্রভৃতির ন্যায়) তু (কিন্তু) তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ (সেই ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে উপদেশাদি কারণে)।]

[সরলার্থঃ—অয়ং পুনঃ প্রাণঃ চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণবিশেষ এব। কুতঃ ? তৎসহ-শিষ্ট্যাদিভ্যঃ—তৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ নির্দ্দেশাদিভ্যঃ হেতুভ্যোঽবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় এই প্রাণও জীবের একটি ভোগ-সাধনই বটে ; কারণ, চক্ষুঃ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত ইহারও নির্দ্দেশ রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥]

নায়ং ভূতবিশেষঃ ; অপি তু চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণবিশেষঃ। তচ্চোপকরণত্বম্ উপকরণভূতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সহ শিষ্ট্যাদিভ্যোঽবগম্যতে। চক্ষুরাদিভিঃ সহ অয়ং প্রাণঃ শিষ্যতে প্রাণসংবাদাদিষু। তৎসজাতীয়ত্বে হি তৈঃ সহ শাসনং যুজ্যতে। প্রাণ-শব্দপরিগৃহীতেষু করণেষু অস্য বিশিষ্টাভিধানমাদিশব্দেন গৃহ্যতে ; "অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ" "যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ" [ছান্দো০ ১।২।৭] ইত্যাদিষু বিশিষ্টা-ভিধানাৎ ॥২॥৪॥৯॥

বায়ুর পরিণামবিশেষ হইলেও এই প্রাণ কি অগ্নের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র ভূতপদার্থ ? (*) না,—স্বতন্ত্র ভূত পদার্থ নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন "চক্ষুরাদিবত্তু" ইত্যাদি।

না—ইহা ভূতবিশেষ নহে, পরন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহাও জীবের একপ্রকার উপকরণ অর্থাৎ ভোগসাধনই বটে। প্রসিদ্ধ জীবোপকরণ ইন্দ্রিয়গণের সহিত উপদেশাদি হইতেই তাহার সেই উপকরণত্ব জানা যাইতেছে। কারণ, প্রাণ-সংবাদাদি প্রকরণে চক্ষুঃ-প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে এই প্রাণেরও উপদেশ রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সজাতীয় হইলেই তাহাদের সহিত প্রাণের একত্র নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয়। সূত্রস্থ 'আদি' শব্দ দ্বারা প্রাণ-শব্দবাচ্য করণবর্গের মধ্যে ইহার বিশেষাভিধান অর্থাৎ 'প্রাণ' এই বিশেষ সংজ্ঞায় ব্যবহারও অপর একটি হেতুরূপে সংগৃহীত হইতেছে ; কেন না, 'এই যে মুখ্য প্রাণ,' 'এই যে মধ্যম প্রাণ' ইত্যাদি স্থলে [ইহারই প্রাণ-শব্দে বিশেষরূপে] উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

(*) তাৎপর্য্য—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তৃতীয় মহাভূত অগ্নি বস্তুটি বায়ু হইতেই উৎপন্ন ; এবং বায়ু-বিকার হইলেও স্বতন্ত্র একটি ভূত। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, অগ্নির ন্যায় এই প্রাণও কি বায়ুরই একপ্রকার পরিণাম বা বিকার, অথচ স্বতন্ত্র একটি ভূত পদার্থ ? অথবা অন্য কিছু ?

চক্ষুরাদিবদস্যাপি করণত্বে তদ্বদস্যাপি জীবং প্রত্যুপকারবিশেষরূপ-ক্রিয়য়া ভবিতব্যম্ ; সা তু ন দৃশ্যতে ; অতো নায়ং চক্ষুরাদিবৎ ভবিতু-মর্হতি, ইতি চেৎ ; তত্রাহ—

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥২॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—অকরণত্বাৎ (যে হেতু উপকারসাধন নহে) চ (ও) ন (না) দোষঃ (দোষ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (দেখাইতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—করণং ক্রিয়া; অকরণত্বং ক্রিয়ারহিতত্বম্। অকরণত্বাৎ—জীবং প্রতি উপকারসাধনরাহিত্যাচ্চ ন দোষঃ—প্রাণস্য ন করণত্বহানিরিত্যর্থঃ, যতঃ "যস্মিন্ উৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরেব শরীরেন্দ্রিয়ধারণাত্মিকাং উপকারক্রিয়াং দর্শয়তি; অতো নোক্তদোষ ইত্যর্থঃ ॥

করণ অর্থ ক্রিয়া, অকরণত্ব অর্থ ক্রিয়ারহিতত্ব। জীবের প্রতি কোনপ্রকার উপকার-সাধন করে না বলিয়া যে, দোষ আশঙ্কিত হয়, বস্তুতঃ সে দোষও হইতে পারে না; কারণ, স্বয়ং শ্রুতিই, দেহেন্দ্রিয়াদিকে ধারণ করাই প্রাণের উপকার-সাধনতা বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥]

অকরণত্বাৎ—করণং ক্রিয়া, অক্রিয়ত্বাৎ অস্য প্রাণস্য জীবং প্রত্যুপকার-বিশেষরূপ-ক্রিয়ারহিতত্বাচ্চ যো দোষ উদ্ভাব্যতে, স নাস্তি ; যত উপকার-বিশেষরূপাং শরীরেন্দ্রিয়ধারণাদিরূপাং ক্রিয়াং দর্শয়তি শ্রুতিঃ— "যস্মিন্নুৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" [ছান্দো০ ৫।১।৭] ইত্যুক্ত্বা বাগাদ্যুৎক্রমণেঽপি শরীরস্যেন্দ্রিয়াণাং চ

যদি বল, প্রাণও যদি চক্ষুঃপ্রভৃতির ন্যায় 'করণ' বা ভোগ-সাধন হয়, তাহা হইলেও জীবের সম্বন্ধে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যেরূপ বিশেষ বিশেষ উপকার সম্পাদনরূপ ক্রিয়া রহিয়াছে, কিন্তু প্রাণের পক্ষে ত তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব এই প্রাণ কখনই চক্ষুরাদির তুল্য হইতে পারে না ; তদুত্তরে বলিতেছেন "অকরণত্বাচ্চ" ইত্যাদি।

করণ অর্থ—ক্রিয়া (কার্য্য) ; অকরণত্বাৎ—ক্রিয়ারাহিত্য হেতু, অর্থাৎ জীবের প্রতি এই প্রাণের কোন প্রকার উপকার-সাধনরূপ ক্রিয়া না থাকায় যে দোষের (অকরণত্ব দোষের) উদ্ভাবনা করিতেছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না, যেহেতু শ্রুতিই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের ধারণ প্রভৃতিকেই [প্রাণকৃত] উপকারবিশেষ বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—'যাহা এই শরীর হইতে বহির্গত হইলে পর এই শরীর অধিকতর পাপিষ্ঠের ন্যায় (অস্পৃশ্য) হইয়া থাকে, তাহাই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' এই কথা বলিয়া বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উৎক্রমণেও শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের অবস্থিতি

স্থিতিং দর্শয়িত্বা প্রাণোৎক্রমণে শরীরেন্দ্রিয়-শৈথিল্যাভিধানাৎ। অতঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাকারেণ পঞ্চধাবস্থিতোঽয়ং প্রাণঃ শরীরেন্দ্রিয়-ধারণাদিনা জীবস্যোপকরোতীতি চক্ষুরাদিবৎ করণত্বম্ ॥২॥৪॥১০॥

নন্বেবং নামভেদাৎ কার্য্যভেদাচ্চ প্রাণাপানাদয়স্তত্ত্বান্তরাণি স্যুঃ ; তত্রাহ—

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিশ্যতে।'২॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—পঞ্চবৃত্তিঃ (পাঁচপ্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট) মনোবৎ (মনের ন্যায়) ব্যপদিশ্যতে (ব্যবহৃত হয়)।]

[সরলার্থঃ—এক এব প্রাণঃ মনোবৎ পঞ্চবৃত্তিঃ—প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ব্যাপারাঃ—অবস্থাভেদা যস্য, স তথোক্তঃ ব্যপদিশ্যতে। যথা একস্যৈব মনসঃ শব্দাদিবিষয়ভেদেন জায়মানাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসঃ তত্ত্বান্তরম্ ; অথবা, যথা অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাখ্যাঃ যোগোক্তাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসস্তত্ত্বান্তরম্, তথা প্রাণোঽপি এক এব সন্ বৃত্তিভেদেন প্রাণাপানাদিসংজ্ঞা-ভেদৈঃ ব্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ ॥

যদ্বা, কামাদিবৃত্তীনাং তৎকার্য্যাণাঞ্চ সত্যপি ভেদে কামাদিকং যথা ন মনসস্তত্ত্বান্তরম্, অপানাদয়োঽপি তথেত্যর্থঃ ॥

মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ ; একই মনের শব্দাদিবিষয়ক বৃত্তিভেদ এবং তদনুযায়ী কার্য্যভেদ যেমন অথবা অবিদ্যা অস্মিতাদি পঞ্চবিধ বৃত্তি ভেদ বা যেমন মন হইতে কখনই অবস্থা পদার্থ নহে, তেমনি প্রাণও একই বটে, কেবল প্রাণনাদি কার্য্যভেদানুসারে প্রাণাপানাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হয় মাত্র, বস্তুতঃ উহারা পৃথক্ পদার্থই নহে। অথবা, কামাদি বৃত্তি ও তৎকার্য্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কামাদি যেমন মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, তেমনি অপানাদিও প্রাণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥]

যথা কামাদিবৃত্তিভেদে তৎকার্য্যভেদেঽপি ন কামাদিকং মনসস্তত্ত্বান্তরম্,

---

প্রদর্শন করিবার পর প্রাণের উৎক্রমণ-সময়ে শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের শৈথিল্য (পতনোন্মুখতা) অভিহিত হইয়াছে। অতএব, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চপ্রকারে অবস্থিত এই প্রাণও চক্ষুঃপ্রভৃতির ন্যায়ই শরীরেন্দ্রিয়-ধারণাদি দ্বারা জীবের উপকার করিয়া থাকে ; সুতরাংই তাহার করণত্ব [অসিদ্ধ হইতেছে না] ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

আপত্তি হইতেছে যে, নামগত এবং কার্য্যগত ভেদ থাকায় প্রাণাদি [পাঁচটি] পৃথক্ পদার্থই হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"পঞ্চবৃত্তিঃ" ইত্যাদি।

যেমন কামপ্রভৃতি বৃত্তিভেদ ও তদনুযায়ী কার্য্যভেদ সত্ত্বেও কামাদি ধর্ম্মগুলি মনঃ হইতে

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" [বৃহদা০ ৩।৫।৩] ইতি বচনাৎ। এবং "প্রাণোঽপানো ব্যান-উদানঃ সমান ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব" ইতি বচনাৎ অপানাদয়োঽপি প্রাণস্যৈব বৃত্তিবিশেষাঃ; ন তত্ত্বান্তরমিত্যবগম্যতে ॥২॥৪॥১১॥

শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্।]

অণুশ্চ ॥২॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অণুঃ (সূক্ষ্ম) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—উৎক্রমণাদিশ্রবণাদ্ অয়ং প্রাণঃ অণুরপি বোদ্ধব্যঃ, নতু মহানিত্যর্থঃ ॥ উৎক্রমণ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই মুখ্য প্রাণ অণুপরিমাণও বটে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥]

[পঞ্চম শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ ॥ ৫॥]

পৃথক্ তত্ত্ব নহে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'কামনা, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, জ্ঞান ও ভয়, এ সমস্ত মনই (তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে)'; তেমনি 'প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এ সমস্ত প্রাণই' এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অপান প্রভৃতিও এক প্রাণেরই বৃত্তিভেদমাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে (*) ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

[চতুর্থ বায়ুক্রিয়াধিকরণ ॥ ৪ ॥]

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের 'মনোবৎ' কথার ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'মনোবৎ'—মন অর্থ—অন্তঃকরণ, একই অন্তঃকরণের যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিধ বিষয়ভেদে পঞ্চপ্রকার বৃত্তি-জ্ঞান হইয়া থাকে, অথচ সেই বৃত্তি-জ্ঞানগুলি অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে—অন্তঃকরণস্বরূপই বটে; অথবা যোগশাস্ত্রে মনের যে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশনামক পাঁচপ্রকার বৃত্তি কল্পিত আছে, সেই পাঁচটি বৃত্তি যেমন মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, তেমনি অপানাদি বৃত্তিগুলিও প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র নহে। অধিকন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, এখানে মনের কামাদি বৃত্তিসমূহের গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে বৃত্তির পঞ্চত্ব সংখ্যা রক্ষা পায় না, কামাদি বৃত্তি পাঁচ নহে—দশ; সুতরাং উহাদের গ্রহণ হইতেই পারে না।

আমাদের মনে হয়, দৃষ্টান্তে কেবল বৃত্তিভেদমাত্রই অভিপ্রেত, কিন্তু পঞ্চত্ব-সংখ্যাও অভিপ্রেত নহে; এবং সূত্রের ভঙ্গীতেও তাহা বোধ হয় না; অথচ শব্দাদিবিষয়ক জ্ঞানভেদে অন্তঃকরণের ভেদব্যবহার কুত্রাপি প্রসিদ্ধও নাই, এবং অবিদ্যা অস্মিতাদি মনোবৃত্তিগুলিও যোগশাস্ত্রোপযোগী পারিভাষিকমাত্র; সুতরাং সে সমুদয়ও এখানে সূত্রকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না; পরন্তু সহজবোধ্য এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় যে, "মনোবৎ"—মনঃ অর্থ—অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণ এক হইলেও যেমন অধ্যবসায়, অহঙ্কার ও মননরূপ বৃত্তিভেদানুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, এই ত্রিবিধ নামভেদ প্রাপ্ত হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে উহারা বিভিন্ন পদার্থ নহে, সকলেই অন্তঃকরণরূপে এক, তেমনি একই প্রাণের বৃত্তিভেদে নামভেদ হইলেও উহারা ফলতঃ একই বটে।

অণুশ্চায়ম্, পূর্ব্ববদুৎক্রান্ত্যাদিশ্রবণাৎ "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইত্যাদিষু। অধিকাশঙ্কা তু "সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ" [বৃহদা০ ৩।৩।২২] "প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্" "সর্ব্বং হীদং প্রাণেনাবৃতম্" ইত্যাদিশ্রবণাৎ মহাপরিমাণ ইতি।

পরিহারস্তু—উৎক্রান্ত্যাদিশ্রবণাৎ পরিচ্ছিন্নত্বে সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রাণায়ত্তস্থিতিত্বেন বৈভববাদোপপত্তিঃ, ইতি ॥২॥৪॥১২॥

[পঞ্চমং শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্ ॥৫॥]

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণম্।]

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ প্রাণবতা শব্দাৎ ॥২॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং (অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকর্ত্তৃক পরিচালনা) তু (কিন্তু) প্রাণবতা (প্রাণবান্ জীবের সহিত) শব্দাৎ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়]।]

[সরলার্থঃ—প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাদীনাম্ অগ্ন্যাদীনাং অধিষ্ঠানং বাগাদিষু প্রেরকতয়া অবস্থানং তু তদামননাৎ—তস্য পরমাত্মনঃ সংকল্পাৎ ইচ্ছাবশাদেব ভবতি। কুত এতদবগম্যতে? শব্দাৎ—"যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্ অগ্নিমন্তরো যময়তি" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যত্র কথিতমপ্যেতৎ প্রসঙ্গতঃ পুনরিহ উক্তম্॥

অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ যে, জীবের সহিত বাগাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করেন, তাহাও পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই করেন; কারণ, 'যিনি অগ্নিতে অবস্থান করত অগ্নিকে নিয়মিত করেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যাইতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥]

'জীব উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে পর প্রাণও তাহার অনুগমন করিয়া থাকে', ইত্যাদি স্থলে অণুত্ব শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, এই মুখ্য প্রাণ অণুও বটে (*)। 'প্রাণ এই ত্রিলোকের সমান, এবং এই সমস্ত বস্তুর সমান' 'প্রাণেই সমস্ত অবস্থান করিতেছে,' 'এ সমস্তই প্রাণ দ্বারা আবৃত বা বেষ্টিত' ইত্যাদি প্রমাণ হইতে প্রাণের মহৎপরিমাণ বলিয়া যে, একটি অতিরিক্ত আশঙ্কা হইয়াছিল; তাহার পরিহার বা সমাধান এই যে, উৎক্রমণাদি ক্রিয়ার উল্লেখ হইতে যখন প্রাণের পরিচ্ছিন্নতা (পরিমিত ভাব) নিশ্চিত হইতেছে, এবং প্রাণিমাত্রেরই অবস্থিতি যখন প্রাণাধীন, তখন [প্রাণীর বহুত্ব বা ব্যাপকত্ব লইয়াই] প্রাণের বিভুত্ব-বাদেরও উপপত্তি হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥   [পঞ্চম শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুখ্য প্রাণের পরিমাণ। (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ কি অণুপরিমাণ? না—বিভুপরিমাণ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, প্রাণ অণু নহে, বিভু—মহৎপরিমাণ। (৪) উত্তর—না—প্রাণ বিভু নহে, অণুপরিমাণই বটে। (৫) নির্ণয়—অতএব, প্রাণের বিভুত্ব শ্রুতি কেবল সর্ব্বপ্রাণীর শরীর স্থিতির হেতুত্ব জ্ঞাপকমাত্র, স্বরূপতঃ নহে।

সশ্রেষ্ঠানাং প্রাণানাং ব্রহ্মণ উৎপত্তিরিয়ত্তা পরিমাণং চোক্তম্; তেষাং প্রাণানামগ্ন্যাদিদেবতাধিষ্ঠিতত্বং চ পূর্ব্বমেব "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৫] ইত্যনেন সূত্রেণ প্রসঙ্গাদুপপাদিতম্; জীবস্য চ স্বভোগ-সাধনানামেষামধিষ্ঠাতৃত্বং লোকসিদ্ধম্, "এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" [বৃহদা০ ৪।১।১৬] ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং চ। তদিদং জীবস্য অগ্ন্যাদিদেবতানাং চ প্রাণবিষয়মধিষ্ঠানং কিং স্বায়ত্তম্? উত পরমাত্মায়ত্তম্, ইতি বিশয়ে নৈরপেক্ষ্যাৎ স্বায়ত্তম্; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—"জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্"ইতি।

প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাদীনামগ্ন্যাদিদেবতানাং প্রাণবিষয়মধিষ্ঠানম্, তদামননাৎ—তস্য পরমাত্মনঃ আমননাৎ ভবতি। আমননম্—আভিমুখ্যেন মননম্—পরমাত্মনঃ সঙ্কল্পাদেব ভবতীত্যর্থঃ। কুত এতৎ? শব্দাৎ—ইন্দ্রিয়াণাং সাভিমানিদেবতানাং জীবাত্মনশ্চ স্বকার্য্যেষু—পরম-

---

ইতঃপূর্ব্বে, মুখ্যপ্রাণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয়গণের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এবং সংখ্যা ও পরিমাণ অভিহিত হইয়াছে; সেই প্রাণসমূহ যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিচালিত হয়, এ কথাও পূর্ব্বেই "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" এই সূত্রে প্রসঙ্গক্রমে সমর্থিত হইয়াছে; আর জীবের যে, এই সমস্ত স্বীয় ভোগ-সাধনে অধিষ্ঠান, তাহাও লোকপ্রসিদ্ধ এবং 'এই জীবও এই প্রকার এই সমস্ত কাম্য বিষয় পরিগ্রহ করিয়া স্বশরীরে অভিলাষানুসারে বর্ত্তমান থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধও বটে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জীবের এবং অগ্ন্যাদি দেবতাগণের যে, প্রাণবিষয়ে অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঐ সমস্তের পরিচালকরূপে অবস্থান, তাহা কি তাহাদের স্বাধীন? অথবা পরমেশ্বরাধীন? এইরূপ সংশয়ে বুঝা যাইতেছে যে, স্বতন্ত্রভাবেই [অধিষ্ঠান, পরমেশ্বরাপেক্ষিত নহে]; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্" ইতি (*)॥

প্রাণবান্ জীবের সহিত জ্যোতিঃপ্রভৃতির অর্থাৎ অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার যে, ইন্দ্রিয়াদির উপর অধিষ্ঠান অর্থাৎ পরিচালনকর্ত্তৃত্ব, তাহাও সেই পরমাত্মার আমনন হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমনন অর্থ—আভিমুখ্যে মনন—অভিপ্রেত বিষয়ে সংকল্প বা ইচ্ছাবিশেষ; পরমাত্মার সেই ইচ্ছাবিশেষ হইতেই [অধিষ্ঠান হইয়া থাকে]। ইহা কি হইতে জানা যায়?—শব্দ হইতে,

---

(*) তাৎপর্য্য—এই 'জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠান' নামক অধিকরণটি ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ, এই দুই সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দেহে ও ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান। (২) সংশয়—উহাদের অধিষ্ঠান কি স্বাধীন? অথবা ঈশ্বরাধীন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—স্বাধীনভাবেই বটে। (৪) উত্তর—না—জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠানও ঈশ্বরেরই ইচ্ছাধীন। (৫) নির্ণয়—অতএব সর্ব্বত্রই অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরেরই প্রভুত্ব বা নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য জানিতে হইবে।

পুরুষ-মননায়ত্তত্বশাস্ত্রাৎ। যথা অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাদিষু "যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নে-রন্তরো যমগ্নির্ন বেদ, যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়তি, স আত্মান্ত-র্য্যাম্যমৃতঃ" "যো বায়ৌ তিষ্ঠন্" "য আদিত্যে তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।৫।৭,৯,২২,১৮] ইত্যাদি। যথা চ—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" [তৈত্তি০ আন০ ৮।১] ইতি। তথা, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদি ॥২॥৪॥১৩॥

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥২॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তস্য (তাহার) চ (ও) নিত্যত্বাৎ (নিত্যত্ব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—তস্য পরমাত্মাধিষ্ঠানস্য নিত্যত্বাচ্চ নিয়তত্বাদপি তৎসংকল্পাদেব জ্যোতিরাদী-নাম্ অধিষ্ঠাতৃত্বমবশ্যমভ্যুপেতব্যমিত্যর্থঃ ॥

সেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান সর্ব্বপদার্থেই তুল্য; এইজন্যও পরমাত্মার সংকল্পকে জ্যোতিরাদ্য-ধিষ্ঠানেরও কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥]

[ষষ্ঠ জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণের এবং জীবাত্মার নিজ নিজ কার্য্য সমূহ যে, পরম-পুরুষ—পরব্রহ্মেরই সংকল্পায়ত্ত, তদ্বোধক শাস্ত্র হইতেই [জানা যাইতেছে] (*)। সেই শাস্ত্র যথা—বৃহদারণ্যকোপনিষদে অন্তর্যামিব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রকরণে 'যিনি অগ্নির মধ্যে অবস্থান করেন, অথচ অগ্নি হইতে পৃথক্, অগ্নি যাহাকে জানে না, অগ্নিই যাহার শরীর, যিনি ভিতরে থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা', 'যিনি বায়ুতে অবস্থান করেন', 'যিনি আদিত্যে অবস্থান করেন', 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন', 'যিনি চক্ষুতে অবস্থান করেন' ইত্যাদি; এবং 'ইহার ভয়ে বায়ু চলিতেছেন, ইহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছেন, ইহার ভয়েই অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছেন, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন।' এইরূপ আরও আছে—'হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন' ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য—অধিষ্ঠান অর্থ পরিচালিত করা। জীবাত্মা যে, দেহের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, এবিষয়ে প্রধানতঃ শাস্ত্রই প্রমাণ। সেই শাস্ত্রটি এই—"দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-মিত্র-কাঃ। চন্দ্রশ্চ।" (কূর্ম্মপুরাণ)। অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মনঃ (অন্তঃকরণ), এই একাদশটি

সর্ব্বেষাং পরমাত্মাধিষ্ঠিতত্বস্য নিত্যত্বাৎ, স্বরূপানুবন্ধিত্বেন নিয়তত্বাচ্চ তৎসঙ্কল্পাদেবৈষামধিষ্ঠাতৃত্বমবর্জ্জনীয়ম্। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ "[তৈত্তি০ আন০ ৬।২।৩] ইত্যাদিনা পরমপুরুষস্য নিয়ন্তৃত্বেন সর্ব্বচিদচিদ্বস্ত্বনুপ্রবেশঃ স্বরূপানুবন্ধী শ্রূয়তে; স্মর্য্যতে চ—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। [গীতা০ ১০।৪২] ইতি ॥২॥৪॥১৪॥ [ষষ্ঠং জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণম্ ॥৬॥]

ইন্দ্রিয়াধিকরণম্।] ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥২॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তে (তাঁহারা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়পদবাচ্য), তদ্ব্যপদেশাৎ (ইন্দ্রিয়রূপে উল্লেখ হেতু) অন্যত্র (অন্যত্র) শ্রেষ্ঠাৎ (মুখ্যপ্রাণের)।]

[সরলার্থঃ—"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদৌ শ্রেষ্ঠাৎ মুখ্যপ্রাণাৎ অন্যত্র অন্যেষু চক্ষুরাদিষু তদ্ব্যপদেশাৎ—ইন্দ্রিয়শব্দপ্রয়োগাৎ তে—চক্ষুরাদ্যাঃ প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি বেদিতব্যানীত্যর্থঃ ॥

'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্মলাভ করে' ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রেষ্ঠ প্রাণাতিরিক্ত প্রাণে (চক্ষুঃ প্রভৃতিতে) ইন্দ্রিয়-শব্দের প্রয়োগ থাকায় সেই চক্ষুঃপ্রভৃতিই 'ইন্দ্রিয়'-পদবাচ্য, মুখ্য প্রাণ নহে ॥ ২ ॥ ৫ ॥ ১৫ ॥]

পরমাত্মার অধিষ্ঠান সর্ব্ব পদার্থ সম্বন্ধেই নিত্য, অর্থাৎ স্বরূপাবস্থিতির কারণ রূপে অব্যভিচরিত; সেই কারণেও জ্যোতিরাদির অধিষ্ঠানেও পরমাত্মার সংকল্পাধীনতা অপরিহার্য্য। 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎস্বরূপ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপী) হইলেন', ইত্যাদি স্থলে শ্রুত হইতেছে যে, পরম পুরুষ ব্রহ্মের যে, নিয়ন্তৃভাবে চেতনাচেতন সর্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ, তাহাই সমুদায় পদার্থের অস্তিত্বের কারণ; এ কথা—'আমিই একাংশে এই নিখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি' ইত্যাদি স্মৃতিতেও কথিত আছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥ [ষষ্ঠ জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

ইন্দ্রিয়ের যথাক্রমে—দিক্, বায়ু, সূর্য, প্রচেতাঃ (বরুণ), অশ্বিনীকুমার, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, ব্রহ্মা (ক), এবং চন্দ্র, এই একাদশটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছে। অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রিয়গণ অচেতন জড়স্বভাব; পরপ্রেরণা ব্যতীত তাহাদের কোনরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। উক্ত দেবতাগণই তাহাদিগকে নিয়মরজ্জু গ্রহণপূর্ব্বক যথারীতি স্ব স্ব বিষয়ে পরিচালিত করিয়া থাকেন; সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণও আবার পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই পরিচালনা করিতে সমর্থ হন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নহে।

কিং সর্ব্বে প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টা ইন্দ্রিয়াণি, উত শ্রেষ্ঠপ্রাণব্যতিরিক্তা এব, ইতি বিশয়ে প্রাণশব্দবাচ্যত্বাৎ, করণত্বাচ্চ সর্ব্ব এবেন্দ্রিয়াণি, ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

শ্রেষ্ঠব্যতিরিক্তা এব প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি; কুতঃ? শ্রেষ্ঠাদন্যেষ্বেব প্রাণেষু তদ্ব্যপদেশাৎ। "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ" [গীতা০ ১৩।৫] ইত্যাদিভির্হি চক্ষুরাদিষু সমনস্কেষ্বেব ইন্দ্রিয়-শব্দো ব্যপদিশ্যতে ॥২॥৪॥১৫॥

ভেদশ্রুতের্বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥২॥৪॥১৬॥

[সরলার্থঃ—"এতস্মাৎ জায়তে" ইত্যাদৌ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্য ভেদশ্রবণাৎ, সুষুপ্ত্যাদৌ ইন্দ্রিয়োপরমেঽপি প্রাণস্থিতেঃ বৈলক্ষণ্যাৎ কার্য্যভেদাচ্চ মুখ্যপ্রাণাৎ ইন্দ্রিয়াণাং ভেদোঽবগম্যতে ॥

'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ জন্মে' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, এবং সুষুপ্তিসময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রাণের বিদ্যমানতারূপ ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য থাকায়ও বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণ পৃথক্ পদার্থ ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥]

[সপ্তম ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥ ৭ ॥]

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইত্যাদিষ্বিন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্য পৃথক্শ্রবণাৎ প্রাণব্যতিরিক্তানামেবেন্দ্রিয়ত্ব-

---

[সংশয়—] প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট সকলেই কি ইন্দ্রিয়? অথবা শ্রেষ্ঠ প্রাণাতিরিক্ত অপর সকলে? এইরূপ সংশয়ে [বলা হইতেছে যে,] প্রাণ-শব্দবাচ্যত্ব ও করণত্ব (ভোগসাধনত্ব) নিবন্ধন সমস্তই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য। এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (*)—

শ্রেষ্ঠাতিরিক্ত প্রাণসমূহই ইন্দ্রিয়; কারণ? যেহেতু শ্রেষ্ঠাতিরিক্ত প্রাণ সমূহেই ইন্দ্রিয়ত্ব নির্দ্দেশ আছে। কারণ 'দশ ও এক (মনঃ), এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের পাঁচটি বিষয়,' ইত্যাদি বাক্যে কেবল মনঃ ও চক্ষুঃপ্রভৃতি করণেই ইন্দ্রিয়শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে প্রাণের পৃথক্ শ্রবণ থাকায় প্রাণাতিরিক্ত করণ সমূহেরই ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। যদিও ঐ

(*) তাৎপর্য্য—এই ইন্দ্রিয়াধিকরণটি পঞ্চদশ ও ষোড়শ, এই দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ইন্দ্রিয় নিরূপণ। (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্তই কি ইন্দ্রিয় পদবাচ্য? অথবা কেবল চক্ষুরাদিই? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রাণ-শব্দবাচ্য সকলেরই ইন্দ্রিয়-শব্দের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এবং প্রাণের ও চক্ষুরাদির (ইন্দ্রিয়ের) ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য থাকায়, মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয় এক পদার্থ নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব চক্ষুঃ প্রভৃতিই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য, কিন্তু মুখ্য প্রাণ নহে ॥

মবগম্যতে। মনসঃ পৃথক্শ্রবণেঽপি তস্যান্যত্রেন্দ্রিয়ান্তর্ভাব উক্তঃ—"মনঃ-ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" [গীতা০ ১৫।৭] ইত্যাদৌ। বৈলক্ষণ্যং চ চক্ষুরাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠপ্রাণস্যোপলভ্যতে,—সুষুপ্তৌ হি প্রাণস্য বৃত্তিরুপলভ্যতে, চক্ষুরাদীনাং তু বৃত্তির্নোপলভ্যতে। কার্য্যং চ—চক্ষুর্বাগাদীনাং সমনস্কানাং জ্ঞানকর্ম্ম-সাধনত্বম্, প্রাণস্য তু শরীরেন্দ্রিয়ধারণম্; প্রাণাধীনধারণত্বাৎ তু ইন্দ্রিয়েষু প্রাণ-শব্দব্যপদেশঃ; তথা চ শ্রুতিঃ "ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্, তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে" ইতি। রূপমভবন্—শরীরমভবন্, তদধীন-প্রবৃত্তয়োঽভবন্নিত্যর্থঃ ॥২॥৪॥১৬॥

[সপ্তমম্ ইন্দ্রিয়াধিকরণম্ ॥৭॥]

[সংজ্ঞামূর্ত্তি ক্লৃপ্ত্যধি-করণম্।]

সংজ্ঞা-মূর্ত্তি ক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥২॥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিঃ (নাম ও রূপের কল্পনা) তু (কিন্তু) ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ (ত্রিবৃৎ-কর্ত্তার) উপদেশাৎ (কর্ত্তৃত্বোপদেশ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—ব্যষ্টিপ্রপঞ্চসৃষ্টিঃ কিং চতুর্মুখাৎ? অথবা তচ্ছরীরকাৎ পরমাত্মনঃ? ইতি সংশয়ে প্রত্যাহ "সংজ্ঞা" ইত্যাদি। সংশয়নিবৃত্ত্যর্থং তু-শব্দপ্রয়োগঃ। সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিঃ—দেবাদীনাং নাম-রূপসৃষ্টিঃ পুনঃ ত্রিবৃৎকুর্বতঃ ত্রিবৃৎকরণকর্ত্তুঃ পরমাত্মন এব, ন চতুর্ম্মুখাৎ। কুতঃ? উপদেশাৎ—"অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" ইতি হি নাম-রূপাভিব্যঞ্জনার্থমেব কৃতং ত্রিবৃৎকরণম্ এককর্তৃকত্বনির্দ্দেশাৎ পরমাত্মকর্তৃকমিত্যুপ-দিশ্যতে; অতঃ ব্যষ্টিসৃষ্টাবপি তত্তচ্ছরীরকপরমাত্মন এব কর্তৃত্বমধ্যবসীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

ব্যষ্টি জগৎসৃষ্টি কি পরমাত্মারই কার্য্য? অথবা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার কার্য্য? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—সংজ্ঞা—নাম ও মূর্ত্তি—রূপ, এতদুভয়-সৃষ্টিও ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমাত্মারই কর্ম্ম, চতুর্ম্মুখের নহে; কারণ, ঐরূপই শ্রুতির উপদেশ ॥২॥৪॥১৭॥]

শ্রুতিতে প্রাণের ন্যায় মনেরও পৃথক্ উল্লেখ রহিয়াছে সত্য, তথাপি অন্যত্র 'মনঃ যাহাদের ষষ্ঠ, সেই ইন্দ্রিয়গণকে' ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই তাহার অন্তর্ভাব করা হইয়াছে। বিশেষতঃ চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মুখ্যপ্রাণের বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে; কেননা, সুষুপ্তি সময়ে মুখ্যপ্রাণের বৃত্তি বা ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতির কোনরূপ ক্রিয়াই তখন প্রত্যক্ষগোচর হয় না। আর কার্য্যও পৃথক্—মনঃসহকৃত চক্ষুঃপ্রভৃতি ও বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য হইতেছে জ্ঞানসম্পাদন ও কর্ম্মসম্পাদন করা, আর প্রাণেরকার্য্য কেবল শরীরকে রক্ষা করা মাত্র। ইন্দ্রিয়ের অবস্থান প্রাণ-স্থিতির অধীন; এইজন্য ইন্দ্রিয়েতেও কদাচিৎ প্রাণ-শব্দের

ভূতেন্দ্রিয়াদীনাং সমষ্টি-সৃষ্টিঃ, জীবানাং কর্ত্তৃত্বং চ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ ইত্যুক্তং পুরস্তাৎ। জীবানাং স্বেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং চ পরায়ত্তমিতি চানন্তরং স্থিরীকরণায় স্মারিতম্। যা ত্বিয়ং নাম-রূপব্যাকরণাত্মিকা প্রপঞ্চ-ব্যষ্টিসৃষ্টিঃ, সা কিং সমষ্টিজীবরূপস্য হিরণ্যগর্ভস্যৈব কর্ম্ম? উত তেজঃপ্রভৃতি-শরীরকস্য অবাদিসৃষ্টিবৎ হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ? ইতীদানীং চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্? সমষ্টিজীবস্যেতি; কুতঃ? "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইতি জীবকর্ত্তৃকত্বশ্রবণাৎ। নহি পরা দেবতা স্বেন রূপেণ নাম-রূপে ব্যাকরবাণীত্যৈক্ষত; অপি তু স্বাংশভূতেন জীবরূপেণ, "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি বচনাৎ।

নন্বেবম্, চারেণানুপ্রবিশ্য পরবলং সঙ্কলয়ানীতিবৎ "ব্যাকরবাণি" ইত্যুত্তমপুরুষঃ কর্ত্তৃস্থক্রিয়শ্চ প্রবিশতির্লাক্ষণিকঃ স্যাৎ। নৈবম্, তত্র রাজ-

---

প্রয়োগ হইয়া থাকে। তদনুরূপ শ্রুতি এই—'তাহারা সকলে (ইন্দ্রিয়গণ) ইহারই (মুখ্যপ্রাণেরই) স্বরূপ বা অধীন হইয়াছিল।' অতএব এই অধীনতা নিবন্ধনই ইন্দ্রিয়সমূহও প্রাণশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। 'রূপমভবন্' অর্থ—শরীরস্থানীয় হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রাণাধীন-স্থিতিশালী হইয়াছিল ॥২॥৪॥১৬॥   [সপ্তম ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥৭॥]

ভূতসমষ্টি ও ইন্দ্রিয়সমষ্টির সৃষ্টি এবং জীবগণের কর্ত্তৃত্ব যে, পরব্রহ্মের অধীন, পূর্ব্বেই তাহা কথিত হইয়াছে। তাহার পর, জীবগণের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠানও যে, পরমেশ্বরায়ত্ত, একথাও দৃঢ়তর করিবার জন্য অব্যবহিত পরেই স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন বিচার্য্য বিষয় হইতেছে যে, জগতের এই যে, নাম-রূপ প্রকটীকরণাত্মক ব্যষ্টিসৃষ্টি অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি, ইহা কি জীবসমষ্টিরূপী হিরণ্যগর্ভের (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার) কার্য্য? অথবা তেজঃপ্রভৃতি-শরীরধারী পরমেশ্বর-কৃত জলাদিসৃষ্টির ন্যায় হিরণ্যগর্ভ-শরীরাত্মক পরব্রহ্মেরই কার্য্য? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের কার্য্য, ইহাই [যুক্তি সঙ্গত]। কারণ? যেহেতু, 'এই জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব', এইরূপে উহাতে জীবেরই কর্ত্তৃত্বশ্রুতি রহিয়াছে। কেন না, পর দেবতা ত 'স্ব-স্বরূপে নাম ও রূপ প্রকাশ করিব' এইরূপে সংকল্প করেন নাই, পরন্তু স্বীয় অংশরূপী জীবস্বরূপে [সংকল্প করিয়াছেন]; "কারণ, অনেন জীবেনাত্মনা" শব্দ রহিয়াছে।

ভাল, এইরূপ হইলে ত 'আমি গুপ্তচরের সাহায্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুর সৈন্য-সংখ্যা সংকলন করিব' এই কথার ন্যায় "ব্যাকরবাণি" (প্রকাশ করিব) বাক্যে যে, উত্তম পুরুষ (অহং—আমি) এবং কর্ত্তৃনিষ্ঠ 'প্র-বিশ্' ধাতু, তাহাও ত লাক্ষণিক অর্থাৎ গৌণার্থক হইয়া পড়ে? না—

চারয়োঃ স্বরূপভেদাৎ লাক্ষণিকত্বম্, ইহ তু জীবস্যাপি স্বাংশত্বেন স্বরূপত্বাৎ তেন রূপেণ প্রবেশো ব্যাকরণং চাত্মন এবেতি ন লাক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চ সহযোগলক্ষণেয়ং তৃতীয়া, কারকবিভক্তৌ সম্ভবন্ত্যামুপপদবিভক্তের‌ন্যায্যত্বাৎ। ন চ করণে তৃতীয়া, ব্রহ্মকর্ত্তৃকয়োঃ প্রবেশ-ব্যাকরণয়োর্জীবস্য সাধকতমত্বাভাবাৎ। ন চ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং প্রবেশমাত্রে পর্য্যবস্যতি, নাম-রূপব্যাকরণং তু ব্রহ্মণ এবেতি শক্যং বক্তুম্, ক্ত্বা-প্রত্যয়েন সমানকর্ত্তৃত্ব-প্রতীতেঃ। জীবস্য স্বাংশত্বেন স্বরূপত্বেঽপি পরস্বরূপব্যাবৃত্ত্যর্থঃ "অনেন জীবেন" ইতি পরাক্তেন পরামর্শঃ; অতো হিরণ্যগর্ভকর্ত্তৃকেয়ং নামরূপ-ব্যাক্রিয়া। অতএব চ স্মৃতিষু চতুর্মুখকর্ত্তৃক-সৃষ্টিপ্রকরণে নাম-রূপব্যাকরণং সঙ্কীর্ত্ত্যতে—

এরূপ হইতে পারে না; কারণ সেখানে, রাজার ও চরের স্বরূপতই পার্থক্য রহিয়াছে, এখানে কিন্তু এই জীব ব্রহ্মেরই অংশ, সুতরাং তৎস্বরূপই বটে; কাজেই জীবরূপে প্রবেশ ও নামরূপ ব্যাকরণ কার্য্য ফলতঃ নিজেরই অর্থাৎ ব্রহ্মেরই কার্য্য; অতএব লাক্ষণিকত্বের সম্ভাবনাই নাই (*)। আর ["অনেন জীবেন"] এই তৃতীয়া বিভক্তিও যে, সহযোগলক্ষণা অর্থাৎ 'জীবের সহিত' এইরূপ সহার্থে বিহিত, তাহাও নহে; কারণ, কারক-বিভক্তির (অভেদে তৃতীয়া) সম্ভব সত্ত্বে উপপদবিভক্তির (সহার্থে তৃতীয়ার) কল্পনা করা অনুচিত। আর এই তৃতীয়া বিভক্তিটি করণেও নহে; কেননা, ব্রহ্মকর্ত্তৃক যে, প্রবেশ ও নাম-রূপ ব্যাকরণ, তাহাতে জীবেরও সাধকতমতা (প্রধান সাধনতা) নাই। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, জীবের কর্ত্তৃত্ব শুধু প্রবেশকার্য্যেই পরিসমাপ্ত, কিন্তু নাম ও রূপের প্রকটীকরণ-কার্য্যে স্বয়ং ব্রহ্মেরই কর্ত্তৃত্ব; কেন না, 'ক্ত্বা' প্রত্যয় (অনুপ্রবিশ্য) দ্বারা উভয় কার্য্যেই একের কর্ত্তৃত্ব প্রতীত হইতেছে; কর্ত্তা বিভিন্ন হইলে 'অনুপ্রবিশ্য—ব্যাকরবাণি' বলা কখনই সঙ্গত হইত না। ব্রহ্মাংশত্বনিবন্ধন জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও তাহার পরব্রহ্মভাব নিবৃত্তির জন্যই 'অনেন জীবেন' এইপ্রকারে বাহ্যপদার্থরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব এই যে, নাম-রূপব্যাকরণ, তাহার কর্ত্তা নিশ্চয়ই হিরণ্যগর্ভ এবং সেইজন্যই স্মৃতিশাস্ত্রেও চতুর্মুখ-কৃত সৃষ্টিপ্রকরণের মধ্যেই নাম ও রূপের সৃষ্টি বর্ণিত আছে—'হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির প্রথমে বৈদিকশব্দ সমূহ হইতেই দেবাদি

(*) তাৎপর্য্য—রাজা অনেক সময় এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমি এই গুপ্তচরের সাহায্যে শত্রু-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ সমস্ত অবস্থা অবগত হইব। এই স্থলে বাস্তবিক পক্ষে শত্রু সৈন্য মধ্যে রাজা নিজে প্রবেশ করেন না; সুতরাং রাজা যে 'আমি প্রবেশ করিয়া' বলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে, কারণ, সেখানে 'আমি'র প্রবেশ নাই; সুতরাং সে স্থলে 'আমি' অর্থে আমি নহে—আমার লোক, এই জন্য 'আমি' এই উত্তম পুরুষ ও তাহার প্রবেশকর্ত্তৃত্ব, উভয়ই লাক্ষণিক অর্থাৎ গৌণার্থক হইতেছে। কিন্তু জীব যখন ব্রহ্মেরই অংশ, ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে, তখন ব্রহ্মের 'আমি জীবরূপে প্রবেশ করিয়া' বলায় কিছুই অনুচিত কথা হয় নাই; কারণ, ব্রহ্মের পক্ষে জীবকে 'আমি' বলা ঠিকই হইয়াছে; এই কারণে এখানে আর লক্ষণা বা গৌণার্থ শঙ্কা হইতেই পারে না॥

"নাম রূপং চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্ (*)।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ॥"

[বিষ্ণু° পু° ১।৫।৬৩] ইত্যাদি ;

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু" ইতি।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি; সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিঃ—নাম-রূপব্যাকরণম্; তৎ ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ, তস্যৈব নামরূপব্যাকরণোপদেশাৎ। ত্রিবৃৎ-করণং কুর্ব্বত এব হি নামরূপ-ব্যাকরণমুপদিশ্যতে—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রাবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি", ইতি সমানকর্ত্তৃকত্ব-প্রতীতেঃ। ত্রিবৃৎকরণং তু চতুর্মুখস্যাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিনো ন সম্ভবতি, ত্রিবৃৎ-কৃতৈস্তেজোঽবন্নৈর্হি অণ্ডমুৎপাদ্যতে; চতুর্মুখস্য চাণ্ডে সম্ভবঃ স্মর্য্যতে—

ভূতগণের নাম, রূপ ও কর্ত্তব্য বিধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—'সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিঃ' ইত্যাদি (†)।

সূত্রস্থ 'তু'-শব্দটি পূর্ব্বপক্ষ বারণ করিতেছে; সংজ্ঞা-মূর্ত্তিকৢপ্তি অর্থ—নাম ও রূপের প্রকটীকরণ, তাহা নিশ্চয়ই ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম; কারণ, তাঁহার সম্বন্ধেই নাম-রূপের ব্যাকরণ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা,—'সেই এই দেবতা (পরমেশ্বর) সংকল্প করিলেন,—'আমি এই জীবাত্মরূপে এইভূতত্রয়ের অভ্যন্তরে, প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ প্রকটিত করিব; তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক) করিব' এইরূপে সমানকর্ত্তৃত্বই প্রতীত হইতেছে, অর্থাৎ যিনি ত্রিবৃৎকরণের কর্ত্তা, তাহাকেই নামরূপব্যাকরণেরও কর্ত্তা বলা হইয়াছে। অথচ, চতুর্মুখ যখন ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত, তখন তাহার পক্ষে [তৎপূর্ব্বকালীন] ত্রিবৃৎকরণ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। চতুর্মুখ ব্রহ্মাও যে, অণ্ডসম্ভূত, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—

(*) প্রবর্ত্তনম্' ইতি 'গ, ঙ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই 'সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্ত্যধিকরণটি সপ্তদশ হইতে উনবিংশ পর্য্যন্ত তিন সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দেব মনুষ্যাদি বিভিন্ন পদার্থগত নাম-রূপ সৃষ্টি। (২) সংশয়—এই সৃষ্টি কি হিরণ্যগর্ভেরই কার্য্য? অথবা হিরণ্যগর্ভশরীরধারী পরব্রহ্মেরই কার্য্য? (৩) পূর্ব্বপক্ষ সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টিপ্রকরণেই নামরূপ সৃষ্টির কথা রহিয়াছে, অতএব হিরণ্যগর্ভই নামরূপ সৃষ্টির কর্ত্তা, পরমেশ্বর নহে। (৪) উত্তর—না—সমষ্টির ন্যায় ব্যষ্টি নামরূপসৃষ্টি ও পরমেশ্বরেরই কার্য্য। এই মাত্র বিশেষ যে, পরব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভরূপ একটি বিশেষ শরীর অবলম্বন করিয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়াছেন মাত্র। (৫) নির্ণয়—অতএব পরব্রহ্মকেই সমষ্টি ও ব্যষ্টিসৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া জানিতে হইবে। হিরণ্যগর্ভ অর্থ—আদি পুরুষ চতুর্মুখ—ব্রহ্মা।

"তস্মিন্নণ্ডেঽভদ্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ" ইতি। অতস্ত্রিবৃৎকরণং পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ; তৎসমানকর্ত্তৃকং নাম-রূপব্যাকরণং চ তস্যৈবেতি বিজ্ঞায়তে। কথং তর্হি—"অনেন জীবেন" ইতি সংগচ্ছতে? "আত্মনা জীবেন" ইতি সামানাধিকরণ্যাৎ জীবশরীরং পরং ব্রহ্মৈব জীবশব্দেনাভিধীয়তে; যথা—"তৎ তেজ ঐক্ষত", "তদপোঽসৃজত", "তা আপ ঐক্ষন্ত" "তা অন্নমসৃজন্ত" [ছান্দো০ ৬।২।৩,৪] ইতি তেজঃপ্রভৃতিশরীরকং পরমেব ব্রহ্মাভিধীয়তে। অতো জীবসমষ্টিভূত-হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কর্ম্ম নাম-রূপব্যাকরণম্। এবং চ "প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি প্রবিশতিরুত্তমপুরুষশ্চাক্লিষ্টৌ মুখ্যার্থাবেব ভবতঃ। প্রবেশ-ব্যাকরণয়োঃ সমানকর্ত্তৃকত্বমপ্যুপপদ্যতে। চতুর্ম্মুখশরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কর্ম্ম দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টিরিতি চতুর্ম্মুখকর্ত্তৃকসৃষ্টিপ্রকরণে নামরূপ-ব্যাক্রিয়োপদেশশ্চোপপদ্যতে।

অতঃ "সেয়ং দেবতা" ইত্যাদিবাক্যস্যায়মর্থঃ—ইমাঃ—তেজোঽবন্ন-রূপাস্তিস্রো দেবতাঃ অনেন জীবেন—জীবসমষ্টিবিশিষ্টেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য

'সমস্ত লোকের পিতামহ অর্থাৎ আদি পুরুষ ব্রহ্মা সেই অণ্ডমধ্যে উৎপন্ন হইলেন।' অতএব, ত্রিবৃৎকরণ ব্যাপার পরব্রহ্মেরই কার্য্য; সুতরাং ত্রিবৃৎকরণের কর্ত্তাকেই নাম-রূপ ব্যাকরণেরও কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করায় নাম-রূপ-ব্যাকরণও পরব্রহ্মেরই কার্য্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে। আচ্ছা, তাহা হইলে 'এই জীবরূপে' শব্দটি সঙ্গত হয় কিরূপে? হাঁ, আত্মার সহিত জীবশব্দের সামানাধিকরণ্য বা অভেদনির্দ্দেশ থাকায় ফলতঃ জীবশরীরবিশিষ্ট পরব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন। যেমন, 'সেই তেজঃ সংকল্প করিল; সেই তেজঃ জল সৃষ্টি করিল', 'সেই অপ্ (জল) সংকল্প করিল, জল আবার পৃথিবী সৃষ্টি করিল', এই সমস্ত স্থলে তেজঃপ্রভৃতি-বস্তুময় শরীরধারী পরব্রহ্মই [কারণরূপে] অভিহিত হইয়া থাকেন; [ইহাও তদ্রূপ]। অতএব বুঝিতে হইবে, এই নামরূপ-প্রকটীকরণ কার্য্যটি হিরণ্যগর্ভরূপ-শরীরধারী পরব্রহ্মেরই কর্ম্ম, (কেবলই হিরণ্যগর্ভের নহে)। বিশেষতঃ এইরূপ হইলেই 'প্রবেশ' কথার এবং উত্তমপুরুষ ('আমি') প্রয়োগেরও সহজতই মুখ্যার্থ উপপন্ন হইতে পারে। অধিকন্তু, দেবাদি বিচিত্র জগৎসৃষ্টি হিরণ্যগর্ভ-শরীরধারী পরব্রহ্মের কার্য্য হইলে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্টিপ্রসঙ্গে যে, নামরূপ-ব্যাকরণের উপদেশ, তাহাও উপপন্ন হইতেছে।

অতএব, "সেয়ং দেবতা" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ এইরূপ—'এই জীবরূপে অর্থাৎ জীবসমষ্টি-বিশিষ্ট আত্মারূপে এই তেজঃ, অপ্ ও অন্নরূপ দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ

নাম-রূপে ব্যাকরবাণি—দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টি-তন্নামধেয়ানি চ করবাণি। তদর্থমন্যোন্যসংসর্গমপ্রাপ্তানামেষাং তেজোঽবন্নানাং বিশেষসৃষ্ট্যসমর্থানাং তৎসামর্থ্যায়ৈকৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি ইতি। অতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কর্ম্মেদং নাম-রূপব্যাকরণম্ ॥২॥৪॥১৭॥

অথ স্যাৎ, নামরূপব্যাকরণস্য ত্রিবৃৎকরণেনৈককর্ত্তৃকত্বাৎপরমাত্মকর্ত্তৃকমিতি ন শক্যতে বক্তুম্, ত্রিবৃৎকরণস্যাপি জীবকর্তৃকত্বসম্ভবাৎ। অণ্ডসৃষ্ট্যুত্তরকালং হি চতুর্মুখসৃষ্ট-জীবেষু ত্রিবৃৎকরণপ্রকার উপদিশ্যতে—"যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানাহীতি, (*) "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ভাগস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠঃ, তন্মনঃ" [ছান্দো০ ৬।৫।১] ইত্যাদিনা। তথা পূর্ব্বস্মিন্নপি বাক্যে "যদগ্নে রোহিতং রূপং, তেজসস্তদ্রূপম্, যচ্ছুক্লং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নস্য" ইত্যাদিনা চতুর্ম্মুখসৃষ্টাগ্ন্যাদিত্য-চন্দ্র-বিদ্যুৎসু ত্রিবৃৎকরণং প্রদর্শ্যতে। নাম-রূপব্যাকরণোত্তরকালং চ ত্রিবৃৎকরণং শ্রূয়তে—"সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা

প্রকটিত করিব, অর্থাৎ দেবাদি বিচিত্র সৃষ্টি ও তাহাদের নামসমূহ (সংজ্ঞাসমূহ) প্রকাশ করিব'। আর সেই নাম-রূপ প্রকটীকরণার্থই, পরস্পরের সহিত অসংসৃষ্ট—কাজেই বিশিষ্ট কার্য্য রচনায় অসমর্থ এই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর এক একটিকে বিশিষ্ট কার্য্যজননযোগ্য করিবার নিমিত্ত ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব'। অতএব নাম-রূপপ্রকটীকরণ কার্য্যটি পরব্রহ্মেরই কর্ম্ম—হিরণ্যগর্ভের নহে ॥২॥৪॥১৭॥

আচ্ছা, ত্রিবৃৎকরণের সহিত এককর্ত্তৃকত্ব নির্দ্দেশ থাকায় পরমাত্মাই যে, নামরূপ-প্রকটীকরণেরও কর্ত্তা, এ কথা বলিতে পারা যায় না; কেননা জীবও ত ত্রিবৃৎকরণের কর্ত্তা হইতে পারে ? কারণ, চতুর্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবনিবহের মধ্যেও ত্রিবৃৎকরণের প্রণালী উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়,—'হে সোম্য, এই দেবতাত্রয় (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকেই ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্রিভাগে বিভক্ত) হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও', 'ভুক্ত অন্ন তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তাহার যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা) হয়, যাহা মধ্যম, তাহা মাংস হয়, যাহা অতিশয় অণু, তাহা মনঃ হয়' ইত্যাদি। এইরূপ পূর্ব্বেও, 'অগ্নির যে লোহিত রূপ, তাহা তেজেরই রূপ, যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের, আর যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর' ইত্যাদি শ্রুতিতে চতুর্মুখ-সৃষ্ট অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতে ত্রিবৃৎকরণ প্রদর্শিত আছে। অথচ নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিবার পরেই ত্রিবৃৎকরণ শোনা যাইতেছে—

(*) বিজানীহীতি' ইতি তু উপনিষৎপাঠঃ

অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরোৎ, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" [ছান্দো০ ৬।৩।৩৩,৪] ইতি। তত্রাহ—

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥২॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—মাংসাদি (মাংস, পুরীষ ও মনঃ) ভৌমং (ভূমির পরিণাম) যথাশব্দং (শ্রুতি অনুসারে) ইতরয়োঃ (তেজঃ ও মনের) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ননু ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টেঃ প্রাগেব চেৎ ত্রিবৃৎকরণম্, তর্হি "যথা খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানাহি" ইত্যুপক্রম্য "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে ; তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ভাগঃ, তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমো ভাগঃ, তন্মাংসং, যোহণিষ্ঠঃ, তন্মনঃ" ইতি ত্রিবৃৎকরণকথনং কথমুপপদ্যতে ? বাঢ়ং ; নায়ং ত্রিবৃৎকরণপ্রকারঃ, অপি তু ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং পুরুষভুক্তানাম্ অন্নাদীনাং পরিণামপ্রকার উচ্যতে, ইত্যাহ—"মাংসাদি" ইত্যাদি।

মাংসাদি ভৌমং—মাংস-মনসী পার্থিবে ইষ্যেতে ; ইতরয়োশ্চ—অপ্‌তেজসোরপি যথাশব্দং শ্রুত্যনুসারেণ বিকারা ইষ্যন্তে। ততশ্চ মাংস-পুরীষ-মনাংসি পৃথিবীবিকারাঃ, মূত্র-লোহিত-প্রাণা অপাং বিকারাঃ, অস্থি-মজ্জা-বচাংসি তৈজসবিকারা বোদ্ধব্যা ইত্যর্থঃ ॥

আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বেই যদি ত্রিবৃৎকরণ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির অনন্তরকালীন 'হে সোম্য, এই তিন দেবতা—তেজঃ, জল ও পৃথিবী পুরুষকে (প্রাণীকে) প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে যেরূপে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও', এই কথার পর 'অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন ভাগে পরিণত হয় ; তন্মধ্যে, যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা), যাহা মধ্যম, তাহা মাংস, আর যাহা অতিশয় অণু, তাহা মনোরূপে পরিণত হয়,' এই প্রকার ত্রিবৃৎকরণ কথন সঙ্গত হয় কিরূপে ? হাঁ, ইহা ঠিক্ ত্রিবৃৎকরণের প্রণালী নহে ; পরন্তু ইহা হইতেছে, ইদানীন্তন পুরুষভুক্ত অন্নজলাদির পরিণাম-প্রণালী ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"মাংসাদি ভৌমম্" ইত্যাদি।

দেহগত মাংসাদি অর্থাৎ মাংস, পুরীষ ও মনঃ, ইহাদিগকে ভৌম বা পার্থিব বলিয়া জানিবে, এবং জল ও তেজের বিকারগুলিও শ্রুতি অনুসারে বুঝিতে হইবে। মূত্র, রক্ত ও প্রাণ, ইহারা জলীয়, আর অস্থি, মজ্জা ও বচন হইতেছে তৈজস ; সুতরাং "অন্নমশিতং" ইত্যাদি শ্রুতি অণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বকালীন ত্রিবৃৎকরণ প্রতিপাদক নহে ; পরন্তু পুরুষভুক্ত অন্নাদির পরিণামবোধক মাত্র ॥২॥৪॥১৮॥]

'সেই এই দেবতা (পরব্রহ্ম) এই জীবাত্মারূপে এই দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন', ইতি। তদুত্তরে বলিতেছেন—"মাংসাদি ভৌমম্" ইত্যাদি।

যদুক্তম্ অণ্ডসৃষ্ট্যুত্তরকালং চতুর্ম্মুখসৃষ্ট-দেবতাদিবিষয়োঽয়ং "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" ইতি ত্রিবৃৎকরণোপদেশ ইতি, তন্নোপপদ্যতে ; "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে" ইত্যত্র মাংস-মনসোঃ পুরীষাদণুত্বেনাণীয়স্ত্বেন চ ব্যপদিষ্টয়োঃ কারণানুবিধায়িত্বেন আপ্য-তৈজসত্বপ্রসঙ্গাৎ ; "আপঃ পীতাঃ" ইত্যত্রাপি মূত্র-প্রাণয়োঃ স্থবিষ্ঠাণীয়সোঃ পার্থিবত্ব-তৈজসত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ; নচৈবমিষ্যতে ; মাংসাদি ভৌমমিষ্যতে—পুরীষবৎ মাংস-মনসী অপি ভৌমে পার্থিবে ইষ্যেতে, "অন্নমশিতং ত্রেধা" ইতি প্রক্রমাৎ। যথাশব্দমিতরয়োশ্চ—ইতরয়োরপি "আপঃ পীতাঃ" "তেজোঽশিতম্" ইতি পর্য্যায়য়োর্যথাশব্দং বিকারা ইষ্যন্তে। "আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে" ইত্যপামেব ত্রেধা পরিণামঃ শব্দাৎ প্রতীয়তে ; তথা "তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে" ইত্যপি তেজস এব ত্রেধা পরিণামঃ শব্দাৎ প্রতীয়তে ; অতঃ পুরীষ-মাংস-মনাংসি পৃথিবীবিকারাঃ, মূত্র-লোহিত-প্রাণা অপ্‌বিকারাঃ, অস্থিমজ্জাবাচস্তেজোবিকারা ইতি প্রতিপত্তব্যম্ ; "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ,

---

'তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব' এই শ্রুত্যুক্ত ত্রিবৃৎকরণোপদেশকে যে, ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পরবর্ত্তী চতুর্ম্মুখকর্ত্তৃক সৃষ্ট দেবতাবিষয়ক বলা হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন বা সঙ্গত হইতেছে না। কেননা, 'ভুক্ত অন্ন তিনপ্রকারে পরিণত হইয়া থাকে', এই স্থলে পুরীষাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং স্বরূপতও অতিশয় অণু বলিয়া উপদিষ্ট মাংস এবং মনও ত কারণানুবিধায়িত্ব হেতু, অর্থাৎ কার্য্য মাত্রই কারণানুযায়ী হইয়া থাকে ; এই কারণে জলীয় ও তৈজস হইতে পারে ; আর "আপঃ পীতাঃ", এই স্থলেও অতিশয় স্থূল মূত্র, এবং অতিশয় সূক্ষ্ম প্রাণের যথাক্রমে জলীয়ত্ব ও তৈজসত্ব সম্ভাবনা করা যাইতে পারে ; অথচ ওরূপ সিদ্ধান্ত কখনই অভীষ্ট নহে ; পরন্তু মাংসাদিকে ভৌম বা পার্থিব বলিয়াই স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ পুরীষের ন্যায় মাংস এবং মনেরও পার্থিবত্ব ধর্ম্মই স্বীকার করা হইয়া থাকে ; কেন না, উপক্রমে আছে—'ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে [পরিণত হয়]'। অপর দুইটির সম্বন্ধেও অর্থাৎ 'জল পীত হইয়া' 'তেজঃ ভুক্ত হইয়া' এই শ্রুত্যুক্ত অপর দুইটিরও (জল এবং তেজেরও) শ্রুত্যনুযায়ী বিকার সকল স্বীকার করা হইয়া থাকে। 'জল পীত হইয়া তিন প্রকারে পরিণত হয়', এখানেও শব্দ প্রমাণ হইতে জলেরই ত্রিবিধ পরিণাম প্রতীত হইতেছে। এইরূপ 'ভুক্ত তেজঃ তিন প্রকারে পরিণতি লাভ করে' এখানেও শ্রৌত শব্দানুসারে তেজেরই ত্রিবিধ পরিণাম প্রতীত হইতেছে। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] পুরীষ, মাংস ও মনঃ, এই তিনটিই পৃথিবীর বিকার বা পরিণাম ; মূত্র, রক্ত ও প্রাণ, এই তিনটি জলের বিকার, এবং অস্থি, মজ্জা ও বাক্, এই তিনটি তেজের বিকার। বিশেষতঃ এরূপ হইলেই 'হে সোম্য, মনঃ অন্নময় (অন্নের বিকার), প্রাণ আপোময় (জলের বিকার),

আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্” ই'ত বাক্যশেষবিরোধাচ্চ। অতঃ "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” [ছান্দো০ ৬।৩।৪] ইত্যুক্ত-স্ত্রিবৃৎকরণপ্রকারঃ “অন্নমশিতম্” ইত্যাদিনা ন প্রদর্শ্যতে ; তথা সতি মনঃ-প্রাণ-বাচাং ত্রয়াণামপ্যণীয়স্ত্বেন তৈজসত্বাৎ “অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ” ইত্যাদি বিরুধ্যতে। প্রাগেব ত্রিবৃৎকৃতানাং পৃথিব্যাদীনাং পুরুষং প্রাপ্তানাম্ “অন্নমশিতম্” ইত্যাদিনৈকৈকস্য ত্রেধা পরিণাম উচ্যতে। অণ্ডসৃষ্টেঃ প্রাগেব চ তেজোঽবন্নানাং ত্রিবৃৎকরণেন ভবিতব্যম্, অত্রিবৃৎকৃতানাং তেষাং কার্য্যারম্ভাসামর্থ্যাৎ। অন্যোন্যসংযুক্তানামেব হি কার্য্যারম্ভসামর্থ্যম্ ; তদেব চ ত্রিবৃৎকরণম্। তথা চ স্মর্য্যতে—

"নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিং (*) বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ।
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ॥
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে”। [বিষ্ণুপু০ ১।২।৫২।৫৩]

এবং বাক্ তেজোময় অর্থাৎ তেজের বিকার' এই বাক্যশেষেরও বিরোধ থাকে না। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] 'তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক) করিলেন' এই শ্রুত্যুক্ত ত্রিবৃৎকরণপ্রণালীই যে, 'অশিত অন্ন তিন প্রকারে পরিণত হয়' বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা নহে ; কারণ, তাহা হইলে মনঃ, প্রাণ ও বাক্, এই তিনই যখন অণীয়ান্ (অতিশয় সূক্ষ্ম), তখন উহারাও তৈজস হইতে পারিত ; অথচ উহারা তৈজস হইলে 'হে সোম্য, মনঃ হইতেছে অন্নময়' এই শ্রুতিটি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব, অগ্রে ত্রিবৃৎকৃত হইয়া পশ্চাৎ পুরুষকে প্রাপ্ত (প্রাণিভক্ষিত) পৃথিব্যাদিত্রয়ের এক একটির তিন প্রকার পরিণতিই এই 'অন্নম্ অশিতম্' ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ। অণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বেই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর ত্রিবৃৎকরণ হওয়া আবশ্যক ; কারণ, ত্রিবৃৎকৃত না হইলে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যই হয় না ; কেননা, পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইলেই তাহাদের কার্য্যজননে সামর্থ্য ঘটে ; এবং সেই পরস্পর সম্মিলনেরই নাম ত্রিবৃৎকরণ। সেইরূপ স্মৃতিতেও আছে— 'সেই ভূতসমূহ বিভিন্ন-প্রকার শক্তিসম্পন্ন এবং পৃথক্ পৃথক্ ; সেই কারণে তাহারা সংহতি বা পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণ ব্যতীত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত না হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। [তাহার পর,] মহৎতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষপর্য্যন্ত (স্থূলভূত পর্য্যন্ত) সকলে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ লাভ করিয়া এবং পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপাদন

(*) "তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা" ইত্যেবং মনুসংহিতাপাঠঃ

ইতি। অতএব চ অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" ইতি পাঠক্রমোঽর্থক্রমেণ বাধ্যতে। অণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিষগ্ন্যাদিত্যাদিষু ত্রিবৃৎকরণপ্রদর্শনং শ্বেতকেতোঃ শুশ্রূষোরণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিত্বেন ; তস্য বহিষ্ঠবস্তুষু ত্রিবৃৎকরণপ্রদর্শনাযোগাৎ ত্রিবৃৎকৃতানাং কার্য্যেষু অগ্ন্যাদিত্যাদিষু ক্রিয়তে ॥২॥৪॥১৮॥

স্যাদেতৎ, "অন্নমশিতম্" "আপঃ পীতাঃ" "তেজোঽশিতম্" ইতি ত্রিবৃৎকৃতানামন্নাদীনামেকৈকস্য তেজোঽবন্নাত্মকত্বেন ত্রিরূপস্য কথমন্নমাপস্তেজ ইত্যেকৈকরূপেণ ব্যপদেশ উপপদ্যত ইতি ; তত্রাহ—

করিল (*)। অতএব, 'ব্রহ্ম এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিলেন, তাহাদের (ভূতত্রয়ের) এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন' এই শ্রুত্যুক্ত পাঠক্রমটি অর্থক্রম দ্বারা বাধিত হইতেছে (†)। তবে যে, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী অগ্নি ও আদিত্য প্রভৃতিতে ত্রিবৃৎকরণের উপদেশ রহিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, শুশ্রূষু শ্বেতকেতু নিজে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ; সুতরাং তাহার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের বহির্গত অর্থাৎ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিবৃৎকরণের উপদেশ উপযোগী বা সুবোধ্য হইবে না ; এই মনে করিয়াই ত্রিবৃৎকৃত ভূত-কার্য্য অগ্নি প্রভৃতি বস্তুতে ত্রিবৃৎকরণ-প্রদর্শন করা হইতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

আচ্ছা, এরূপ হয় হউক ; কিন্তু ত্রিবৃৎকৃত অন্নাদির প্রত্যেকটিই যখন ত্রিরূপ অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক, তখন "অন্নমশিতম্" "আপঃ পীতাঃ" "তেজোঽশিতম্" এই যে, 'অন্ন', 'অপ্' ও 'তেজঃ' বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ, তাহা উপপন্ন হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন— "বৈশেষ্যাত্তু" ইত্যাদি

(*) তাৎপর্য্য—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব ; ইহাই আদ্য সৃষ্টি। এবং সুখ, দুঃখ ও মোহ উৎপাদন করে না বলিয়া 'অবিশেষ' নামে অভিহিত। যাহা হইতে আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সুখ, দুঃখ বা মোহ উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহার নাম বিশেষ ; স্থূলভূতসমূহ ঐ বিশেষ সংজ্ঞার অন্তর্গত। সূক্ষ্মভূত সমূহ যেপর্য্যন্ত ত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ পরস্পরের সহিত মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ জীবের কোনপ্রকার ভোগসম্পাদনে সমর্থ হয় না ; এই জন্যই পঞ্চীকরণের (ত্রিবৃৎকরণের) আবশ্যক হয়। বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন— "তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্য-ভোগায়তন-জন্মনে। পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্ ॥" (পঞ্চদশী।

(†) তাৎপর্য্য—মীমাংসাশাস্ত্রে এইরূপ একটি নিয়ম আছে যে, "পাঠক্রমাৎ অর্থক্রমো বলীয়ান্" অর্থাৎ উল্লেখের ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্য অপেক্ষা অর্থের ক্রমই অধিক বলবান্। এই জন্য অর্থ সঙ্গতির অনুরোধে পাঠক্রমকে উপেক্ষা করিতে হয়। যেমন 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যবাগূং (হোমীয় চরুং) পচতি।" এখানে অগ্রে চরুপাক না হইলে হোমই হইতে পারে না, চরুই হোমের দ্রব্য ; সুতরাং চরুপাকের পরই হোম বুঝিতে হইবে। অতএব ঐরূপ অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য অগ্রে অগ্নিহোত্র হোমের উল্লেখ থাকিলেও বস্তুতঃ উহার পশ্চাৎকর্ত্তব্যতাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ এখানেও, যদ্যপি অগ্রে নামরূপের ব্যাকরণ, পশ্চাৎ ত্রিবৃৎকরণের কথা থাকুক, তথাপি, অত্রিবৃৎকৃত ভূত সমূহ দ্বারা যখন কোনপ্রকার স্থূলকার্য্যই হইতে পারে না, তখন তদবস্থায় নামরূপও প্রকাশিত হইতে পারে না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অর্থ সঙ্গতির অনুরোধে ঐরূপ পাঠ-ক্রম অবশ্যই উপেক্ষণীয়, এবং অগ্রে ত্রিবৃৎকরণ, পশ্চাৎ নামরূপ-ব্যাকরণ ; কিন্তু যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণীয় নহে ।

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২॥৪॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈশেষ্যাৎ (আধিক্যহেতু) তু (পুনঃ) তদ্বাদঃ (তাহার শব্দ বা নাম) তদ্বাদঃ (দ্বিতীয় 'তদ্বাদ' শব্দ অধ্যায়সূচক)।]

[সরলার্থঃ—যদি সর্ব্বমেব ত্রিবৃৎকৃতম্, তর্হি তেজঃ প্রভৃতীনাং পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাব্যবহারঃ কথমুপপদ্যতাম্? ইত্যাহ—"বৈশেষ্যাৎ" ইত্যাদি।

যদ্যপি সর্ব্বমেব ভূতজাতং ত্রিবৃৎকৃতম্, তথাপি বৈশেষ্যাৎ—একৈকস্মিন্ তেজঃপ্রভৃতীনাং আধিক্যরূপবিশেষভাবসদ্ভাবাৎ তদ্বাদঃ তত্তৎসংজ্ঞয়া নির্দ্দেশ উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থা॥

যদিও সমস্ত ভূতই ত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ ত্র্যাত্মক হউক, তথাপি এক এক ভূতে তেজঃপ্রভৃতির আধিক্যরূপ বিশেষ থাকায় তদনুসারে তাহাদের উল্লেখ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে যাহার ভাগ অধিক, সেই নামেই তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে। অধ্যায়সমাপ্তির জন্য 'তদ্বাদ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ১৮ ॥ অষ্টম সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণ ॥ ৮ ॥]

বৈশেষ্যং—বিশেষভাবঃ। ত্রিবৃৎকরণেন ত্রিরূপেঽপ্যেকৈকস্মিন্ অন্নাদ্যা-ধিক্যাৎ তত্র তত্রান্নাদিবাদঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥২॥৪॥১৯॥

[অষ্টমং সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণম্ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥২॥৪॥

[সমাপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥]

বৈশেষ্য অর্থ—বিশেষভাব, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য। ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা প্রত্যেকে ত্রিরূপ বা ভূত-ত্রয়াত্মক হইলেও এক একটিতে অন্নাদিভাগের আধিক্য থাকায় সেই সেই ভূতে অন্নাদি সংজ্ঞার ব্যবহার হইয়া থাকে (*)। 'তদ্বাদ' কথাটির দ্বিরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচনা করিতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥ [অষ্টম সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ৪ ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

(*) তাৎপর্য।—প্রত্যেক ভূতই ত্রিবৃৎকৃত হইলেও বিশেষ এই যে, তেজঃ, অপ্ ও পৃথিবীর প্রত্যেক ভূতে নিজ নিজ অর্দ্ধাংশ, এবং অপরাপর ভূতের কেবল দুই আনা অংশ মাত্র সংমিশ্রিত আছে; সেই অধিক অর্দ্ধাংশানুসারেই পৃথিব্যাদি নামের ব্যবহার হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের

প্রথম পাদে—সূত্র—৩৬। অধিকরণ—১০। দ্বিতীয় পাদে—সূত্র— ৪২। অধিকরণ—৮

তৃতীয় পাদে—„ — ৫২। অধিকরণ— ৭। চতুর্থ পাদে—„ — ১৯। অধিকরণ—৮